Bengali Tipitaka Book

Vimanabatthu

By Venerable Shilalankar Thera

Visit for more books:
http://www.buddhistdownload.com

সুত্তন্ত পিটকে খুদ্দকনিকাযস্‌স

বিমানবত্থু

অনুবাদক : শ্রীমৎ শীলালংকার স্থবির

সুত্তন্ত পিটকে খুদ্দকনিকাযস্‌স

বিমানবত্থু

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স

উপক্রমণিকা

মহামোগ্‌গল্লান স্থবির ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধের দ্বিতীয় অগ্রশ্রাবক। তিনি অর্হৎ, মহাজ্ঞানী; ঋদ্ধিমানের অদ্বিতীয়। তিনি ইচ্ছা করিলে চিন্তিতক্ষণেই দেবলোকে ও ব্রহ্মালোকে উপস্থিত হইতে পারিতেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর জ্ঞাত হইতেন। দেব, ব্রহ্ম, মনুষ্য অথবা পশু-পক্ষীর মনের কথা বলিতে পারিতেন। একস্থানে বসিয়া জগতের কোথায় কি হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইতেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন সমস্ত খবর বলিতে পারিতেন। জলের উপর হাঁটা, মৃত্তিকায় ডুব দেওয়া, বহুরূপ ধারণ করা ইত্যাদি সকল প্রকার ঋদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল।

এক সময় মহামোগ্‌গল্লান স্থবির নির্জনে অবস্থানকালীন তাঁহার চিত্তে এইরূপ বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছিল—‘বর্তমান সময় মানবগণ প্রসন্নচিত্তে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্রে দান দিয়া ও বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইতেছে। তথায় তাহারা প্রভূত দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতেছে। আমি দেবলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তাহারা কোন পুণ্যের প্রভাবে কিরূপ ফলভোগ করিতেছে, তাই তাহাদের নিজমুখে প্রকাশ করাইব। আবার ফিরিয়া আসিয়া ভগবানকে এইসব কথা বলিব। ভগবান আকাশে উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনুষ্যগণকে কর্মফল প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার জন্য এবং প্রসন্নচিত্তে সামান্য পুণ্যকার্য সম্পাদনেও যে মহৎফল লাভ করা যায়, তাহা সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য এক একটি দেববিমান সম্বন্ধে বিশেষভাবে বর্ণনা করিবেন। এই ধর্মোপদেশ দেব-মনুষ্যের হিতসুখ সম্পাদন করিবে।’ এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামোগ্‌গল্লান স্থবির ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনা করিয়া তাঁহার চিন্তিত বিষয় প্রকাশ করিলেন এবং দেবলোকে যাইবার জন্য ভগবানের

অনুমতি চাহিলেন। ভগবান তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া অভিজ্ঞাপাদক চতুর্থধ্যান সম্প্রাপ্ত হইলেন এবং ধ্যান হইতে উঠিয়া সেইক্ষণেই ঋদ্ধিবলে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্থানে স্থানে বিচরণ করিয়া বহু দেবতার সহিত আলাপ ও তাহাদের পুর্বকৃত পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবতারা যথাযথভাবে আপন কৃতপুণ্য সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর স্থবির মনুষ্যলোকে আসিয়া সেইসব কথা ভগবানকে কহিলেন। ভগবান মোগ্গল্লান স্থবিরের কথিত বিষয় ধর্মসভায় সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ইহার পর এক একটি বিমান বর্ণনায় দেবগণের কৃতপুণ্য ও মোগ্গল্লান স্থবিরের সহিত দেবগণের কথোপকথন যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

পঠমো পীঠবগ্‌গো
প্রথম পীঠবিমান—১.১

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সপ্তাহকালব্যাপী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে অসদৃশ মহাদান দিয়াছিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তিন দিন ও মহাউপাসিকা বিশাখা তিন দিন মহাদান দিয়াছিলেন। এই অসদৃশ মহাদানের সংবাদ সর্বত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ বলিতে লাগিল—'এমন মহাবিভব দানেই কি মহাফল হয়, না কি নিজেও সম্পত্তি অনুরূপ দান করিলেই মহাফল হয়?' ভিক্ষুরা এইসব কথা শুনিয়া ভগবানকে আসিয়া কহিলেন। ভগবান তদুত্তরে বলিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, কেবল বহু অর্থব্যয় করিয়া অজস্র দান করিলে যে মহাফল হইবে তাহা নহে, চিত্তপ্রসাদত্বও চাই, ক্ষেত্রও চাই, এইরূপ হইলে সামান্য দানেও মহাফল হইয়া থাকে। যদি কেহ প্রসন্নচিত্তে দানের উপযুক্ত ক্ষেত্রে এক মুষ্টি খুদ্, সামান্য বস্ত্রখণ্ড, তৃণাস্তরণ, পর্ণাস্তরণ অথবা পূতিমূত্র-হরিতকীও প্রদান করে, তাহাও মহাফলদায়ক হইবে।' ভগবানের এই কথা ক্রমে সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তদবধি মনুষ্যেরা প্রসন্নচিত্তে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ (অর্হৎ), দরিদ্র ও ভিখারীদিগকে যথাশক্তি দান করিতে আরম্ভ করিল। গৃহপ্রাঙ্গণে পানীয় জল ও দ্বারপ্রকোষ্ঠে বসিবার আসন সজ্জিত রাখিয়া অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হইল।

তখন একজন শীলাচারসম্পন্ন ভিক্ষু ভিক্ষা করিতে করিতে কোনও এক গৃহের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলেন। সেই গৃহস্থের এক কন্যা স্থবিরকে দেখিয়া অত্যধিক প্রীতি লাভ করিল। সে প্রসন্নচিত্তে ভিক্ষুকে বন্দনা করিয়া গৃহে নিয়া গেল এবং বসিবার জন্য আপন পীঠ বা পিড়া পীতবস্ত্রে সজ্জিত করিয়া দিল। স্থবির তথায় বসিলে 'ইহাই আমার উত্তম পুণ্যক্ষেত্র' মনে করিয়া প্রসন্নচিত্তে আহার পরিবেশন করিল এবং ব্যজনী লইয়া ব্যজন করিল। স্থবির আহারের পর আসন দান ও ভোজন দান সম্বন্ধে ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। সে স্থবিরের ধর্মোপদেশ শুনিয়া প্রফুল্ল মনে সেই বসিবার আসনখানি ভিক্ষুকে প্রদান করিল। অনন্তর সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়া দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনক বিমানে জন্মগ্রহণ করিল। সেই ভিক্ষুকে বসিবার আসন দান ফলে আকাশে দ্রুত বিচরণশীল উপরে কূটাগার সদৃশ যোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনকপালঙ্ক উৎপন্ন হইল। তদ্ধেতু তাহা পীঠবিমান নামেই অভিহিত হইল। আসনের উপর পীতবস্ত্র দিয়াছিল বলিয়া বিমানাদি কনকময় হইয়াছিল। প্রীতিবেগ বলবৎ হেতু দ্রুতগামী পালঙ্ক লাভ হইয়াছিল। দানের উপযুক্ত ক্ষেত্রে চিত্তানুরূপ দান দিয়াছিল বলিয়া পালঙ্ক যথাভিরুচি গমনশীল হইয়াছিল। অত্যধিক প্রসন্নচিত্তে দিয়াছিল বলিয়া সর্ববিষয়ে শোভাসম্পন্ন ও জ্যোতিসম্পন্ন

হইয়াছিল।

অনন্তর কোনও উৎসব দিবসে দেবতাগণ স্বীয় স্বীয় দিব্যানুভাবে উদ্যান ক্রীড়ার্থ নন্দনবনে যাইতে লাগিলেন। সেই দেবকন্যাও দিব্যবস্ত্র ও দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া, সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হইয়া সেই পীঠবিমানে আরোহণ করিলেন এবং মহতী দেবঋদ্ধি ও মহাশ্রীসৌভাগ্য সমন্বিতা হইয়া চতুর্দিক চন্দ্রসূর্যের ন্যায় প্রভাসিত করিয়া নন্দনবনে গমন করিতেছিলেন। সেই সময় মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ করিতে করিতে সেই দেবকন্যার সম্মুখীন হইলেন। স্থবিরকে দেখবামাত্র দেবকন্যার চিত্তে প্রবল প্রসন্নতা উৎপন্ন হইল। তিনি সহসা পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া অতি গৌরবের সহিত স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিলেন। তৎপর অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবগণের দেবলোকে উৎপন্ন হইবামাত্র 'কোথা হইতে আমি এখানে উৎপন্ন হইয়াছি? কোন কুশলকর্মের প্রভাবে এই দেবসম্পত্তি লাভ করিয়াছি?' এইরূপ অতীত জন্ম সম্বন্ধে চিন্তা করা স্বাভাবিক নিয়ম। ইহা চিন্তা করা মাত্র তাঁহাদের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থবির সেই দেববালার কৃতকর্ম তাঁহার নিজমুখে প্রকাশ করাইয়া দেব-মনুষ্যলোকে কর্মের প্রভাব দেখাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'পীঠন্তে সোবণ্ণমযং উলারং
মনোজবং গচ্ছতি যেন কামং,
অলঙ্কতে [১]মাল্যধরে সুবত্থে
ওভাস্‌সী [২]বিজ্জুরিবব্‌ভকূটং।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

১. 'হে দেবকন্যা, তোমার বিমান পালঙ্ক আকারে সংস্থিত, তাহা স্বর্ণময় ও সুবৃহৎ; তোমার গমন চিত্ত উৎপন্ন হওয়ামাত্রই তাহা আকাশ পথে যথা ইচ্ছা গমন করে; তুমি জ্যোতির্ময় বিবিধ রত্নরাজি খচিত দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিতা, রমণীয় জ্যোতিসম্পন্ন বিচিত্রবর্ণ পারিজাত প্রভৃতি বিবিধ দিব্য পুষ্পমাল্যে সুমণ্ডিতা, নানাবর্ণের সুপরিশুদ্ধ সুন্দর প্রভাস্বর দিব্যবস্ত্র পরিহিতা হইয়া মেঘমস্তকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিতা হইতেছ।

২. কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ উজ্জ্বল শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন কুশলের

---

[১]। সী–মল্লধরে।

[২]। সী–অত্রা 'যং একা গাথাযেব দিস্‌সতি।

বলে এই স্থানে তোমার এইরূপ সুফল উৎপন্ন হইতেছে? কোন সুকৃতির প্রভাবে তোমার মনোজ্ঞ যে কোন ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? তোমার শরীরবর্ণ যে দশদিক প্রভাসিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?

তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে—

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।'

৪. 'মহামোগ্‌গ্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা যেই কর্মে এইরূপ ফল লাভ করিতেছেন, সন্তুষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।'

৫. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
অব্ভাগতানং আসনকং অদাসিং,
অভিবাদযিং অঞ্জলিকং অকাসিং
যথানুভাবঞ্চ অদাসি দানং।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা মে কচি মনসো পিযা।

৭. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৫. 'আমি মনুষ্যলোকে কোন গৃহস্থের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতিথিদিগকে বসিবার আসন দিয়াছিলাম, অভিবাদন ও অঞ্জলিকর্ম করিয়াছিলাম এবং যথাশক্তি খাদ্যভোজ্য প্রদান করিয়াছিলাম।

৬. সেই পুণ্য প্রভাবেই আমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে আমার সুফল লাভ হইতেছে এবং আমার মনোজ্ঞ যে কোন ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

৭. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনাকে বলিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্য প্রভাবেই আমার শরীরবর্ণ সকল দিক প্রভাসিত করিতেছে এবং আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি।

দেবকন্যা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল, মহামোগ্‌গল্লান স্থবির বিস্তৃতভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ সপরিষদ দেবকন্যার মঙ্গল বিধান করিয়াছিল। স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া সেই কাহিনী ভগবানকে কহিলেন। ভগবান

তাহা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকা বিশিষ্ট মহাপরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন।

প্রথম পীঠবিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় পীঠবিমান—১.২

এই দ্বিতীয় পীঠবিমান বর্ণনা প্রথমোক্ত পীঠবিমান সদৃশ। ইহা হইতে স্বতন্ত্র বিষয় মাত্র এইস্থলে বর্ণিত হইল।

শ্রাবস্তীবাসিনী কোন এক স্ত্রীলোকের গৃহে এক ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। ভিক্ষুকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটির অন্তরে প্রসন্নভাব উৎপন্ন হইল। সে ভিক্ষুর বসিবার আসন পাতিয়া তদুপরি সুন্দর নীলবর্ণের বস্ত্র বিছাইয়া দিল। সেই পুণ্য প্রভাবে দেবলোকে তাহার বৈদুর্যময় পালঙ্কবিমান উৎপন্ন হইয়াছিল। মোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেববালার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

১. ‘পীঠন্তে বেলুরিযমযং উপবারং
মনোজবং গচ্ছতি যেন কামং,
অলঙ্কতে মাল্যধরে সুবত্থে
ওভাসসী বিজ্জুরিবব্‌ভকূটং।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি?

৪. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গাল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’

৫. ‘অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা,
অব্‌ভাগতানং [১]আসনকং অদাসিং,
অভিবাদযিং অঞ্জলিকং অকাসিং
যথানুতাবঞ্চ অদাসি দানং।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৭. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব

[১]। সী–নাসনকং।

মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

এই দ্বিতীয় পীঠবিমানের গাথাগুলির অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের গাথার অনুরূপ, কেবল বৈদুর্য শব্দটাই পার্থক্য মাত্র।

তৃতীয় পীঠবিমান—১.৩

রাজগৃহ নগরে এক অর্হৎ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য বহির্গত হইলেন। নিজের প্রমাণমত ভিক্ষা পাইলে, তাহা ভোজনের জন্য কোন এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহবাসিনী এক স্ত্রীলোক, অতি শ্রদ্ধাবতী। স্থবিরকে দেখিয়া সে প্রসন্ন চিত্তে বসিবার জন্য তাহার ভদ্রপীঠ পাতিয়া দিল। আসন পীতবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদন করিল এবং মনে মনে এই আসন নিস্বার্থভাবে স্থবিরকে দান করিয়া প্রার্থনা করিল, 'এই দানফলে যেন স্বর্ণপীঠ প্রাপ্ত হই।' স্থবির তথায় বসিয়া আহার কার্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর স্থবির গমনোদ্যত হইলে, সে কহিল, 'ভন্তে, এই আসন আপনাকে দান করিয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইহা ব্যবহার করিবেন। স্থবির তাহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেই আসন সঙ্ঘকে দান করিলেন। এই পুণ্যপ্রভাবে সেই স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। অবশিষ্টাংশ পূর্ববর্ণিত মতে জ্ঞাতব্য। মোগ্গল্লান স্থবির সেই দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :

১. 'পীঠন্তে সোবণ্ণমযং উলারং
মনোজবং গচ্ছতি যেন কামং,
অলঙ্কতে মাল্যধরে সুবত্থে
ওভাসসী বিজ্জুরিবব্ভকূটং।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।'

৫. 'অপ্পস্স কম্মস্স ফলং মমেদং
যেনম্হি এবং জলিতানুভাবা,

অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে।

৬. অদ্দসং বিরজং ভিক্‌খুং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
তস্‌স অদাসহং পীঠং পসন্না [১]সেহি পাণিহি।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৮. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পতাসতী'তি।

১, ২, ৩, ৪নং গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমান গাথার অনুবাদ সদৃশ।

৫. আমি পূর্বজন্মে মর্ত্যলোকে মানবরূপে উৎপন্ন হইয়া মানবধর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম। যদ্বারা আমি এইরূপ জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি, অল্পপুণ্যের প্রভাবেই আমি ইহা লাভ করিয়াছি।

৬. কামরাগাদি দোষ বিরহিত, বিশুদ্ধ ও নির্মল চিত্ত একজন অর্হৎ ভিক্ষুর দর্শন পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে একখানি ভদ্রপীঠ দিয়াছিলাম।

৭ম ও ৮ম গাথা প্রথম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ সদৃশ।

তৃতীয় পীঠবিমান সমাপ্ত

চতুর্থ পীঠবিমান—১.৪

ইহা দ্বিতীয় বিমান সদৃশ জ্ঞাতব্য। নীলবর্ণ বস্ত্র বিছাইয়া দিয়াছিল বলিয়া এই বিমানও বৈদুর্যময় হইয়াছিল। অবশিষ্ট প্রথম বিমান বর্ণনা সদৃশ। মোগ্‌গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'পীঠন্তে বেলুরিযমযং উলারং
মনোজবং গচ্ছতি যেন কামং,
ওভাসসী বিজ্জুরিবব্‌ভকূটং।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,

---

[১]। সী–সকেহি।

কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৫. 'অপ্পস্‌স কম্মস্‌স ফলং মমেদং
যেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা,
অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে।

৬. অদ্দসং বিরজং ভিক্‌খুং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
তস্‌স অদাসহং পীঠং পসন্না সেহি পাণিহি।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৮. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

এই চতুর্থ পীঠবিমানের গাথাসমূহের অনুবাদ তৃতীয় পীঠবিমানের গাথার অনুরূপ। এখানে কেবল স্বর্ণ শব্দের স্থলে বৈদুর্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

চতুর্থ পীঠবিমান সমাপ্ত

কুঞ্জর বিমান—১.৫

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহ নগরে নক্ষত্র উৎসব হইতেছিল। নগর বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত করা হইল। প্রতি গৃহস্থের দ্বারে কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণঘট স্থাপন করিল। বিচিত্র বর্ণের ধ্বজা-পতাকায় সজ্জিত করিল। সকলেই যথাশক্তি বিভূষিত হইয়া নক্ষত্র-ক্রীড়ায় যোগদান করিল। সমস্ত নগর দেবনগর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। মহারাজ বিম্বিসার পূর্ব প্রথানুসারে মনুষ্যদের সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি বিচিত্র সাজে সুসজ্জিত মহাপরিষদ পরিবৃত হইয়া রাজলীলায় নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

তখন রাজগৃহ নগরবাসিনী কোন এক ভদ্র পরিবারের কন্যা রাজার ঈদৃশ অসামান্য শ্রীসৌভাগ্য সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি কোন এক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই দেবঋদ্ধি সদৃশ বিভব কোন কর্মের ফলে লাভ করা যায়?' সেই পণ্ডিত ব্যক্তি কহিলেন—'ভদ্রে, পুণ্যকর্ম মাত্রই চিন্তামণি অথবা কল্পবৃক্ষ সদৃশ।

ক্ষেত্রসম্পদ বর্তমান থাকিলে, যেরূপ প্রার্থনা করিয়া কুশলকর্ম সম্পাদন করা যায়, সেরূপ ফল উৎপাদনেও সমর্থ হয়। যেমন আসন দানে উচ্চকুলীন, অন্নদানে বলশালী, বস্ত্রদানে বর্ণসম্পন্ন, যানবাহন দানে সুখ, দীপদানে চক্ষুসম্পদ ও আবাস দানে সর্বসম্পদ প্রতিলব্ধ হয়।'

সেই কুলকন্যা এই কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন—'মনে হয়, দেবসম্পদ ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর।' এই চিন্তা করিয়া তিনি দেবলোকে উৎপন্ন হইবার ইচ্ছায় অতীব উৎসাহের সহিত পুণ্যকার্য সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। সেই সময় তাঁহার মাতাপিতা নব বস্ত্রযুগল, নবপীঠ, একতোরা পদ্মফুল, ঘৃত, মধু, মিশ্রি, চিনি, দুগ্ধ ও তণ্ডুল ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য তাঁহার পরিভোগের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহা পাইয়া অত্যধিক সন্তুষ্ট হইলেন। চিন্তা করিলেন—'আমিও দান দিবার ইচ্ছা করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে দানের উপযুক্ত সামগ্রীও লাভ করিলাম, অতি উত্তম হইয়াছে।'

পরদিন দান দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্ষীরপায়স প্রস্তুত করিলেন, বহু খাদ্যভোজ্য পৃথক পৃথক সাজাইলেন, বসিবার আসন পদ্মপুষ্পে সুসজ্জিত করিলেন। উপরে চন্দ্রাতপ বাঁধিয়া পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিলেন। চতুর্দিকে পদ্মকেশর বিকীর্ণ করিলেন। সমস্ত কার্য সম্পাদন করা হইলে, তিনি স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিলেন। তৎপর দাসীকে আদেশ করিলেন—'হে দাসি, তুমি যাইয়া দানের উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিয়া নিয়া আস।'

দাসী কিছুদূর যাইয়া দেখিল—অগ্রমহাশ্রাবক সারীপুত্র স্থবির তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিতে পথঘাট আলোকিত করিয়া ভিক্ষা করিতেছেন। দাসী তাঁহাকে বন্দনা করিয়া বলিল—'ভন্তে, আপনার পাত্র আমাকে প্রদান করুন, একজন উপাসিকাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমার সঙ্গে আসুন।' স্থবির দাসীর হস্তে পাত্র দিয়া তাহার সহিত অগ্রসর হইলেন। সেই কুলকন্যা স্থবিরকে আগুবাড়াইয়া লইলেন। স্থবির গৃহে সুসজ্জিত আসনে উপবেশন করিলে, তিনি পদ্মপুষ্পের দ্বারা স্থবিরকে পূজা করিলেন। তৎপর পায়সান্ন প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিলেন—'এই পুণ্যপ্রভাবে যেন আমার পদ্মপরিশোভিত দিব্যগজ কূটাগার পালঙ্ক উৎপন্ন হয়।' স্থবির ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। সেই কুলকন্যা দুইজন কর্মচারীর দ্বারা স্থবিরের পাত্র ও পালঙ্ক বিহারে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর একসময় সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে স্বর্ণবিমানে উৎপন্ন হইলেন। তথায় তিনি সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইলেন। প্রার্থনানুসারে তাঁহার জন্য পঞ্চযোজন উচ্চ পদ্মমালা অলঙ্কৃত মনোজ্ঞ দর্শনীয় সুখসংস্পর্শ বিবিধ হেমময় রত্নরাজি বিভূষিত গজরাজ উৎপন্ন হইল। সেই গজরাজপৃষ্ঠে যোজন প্রমাণ অতীব শোভাসমুজ্জ্বল স্বর্ণপালঙ্ক উৎপন্ন হইল। দেবকন্যা সেই কুঞ্জরবিমানোপরি রত্নপালঙ্কে দিব্য সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন উৎসব দিবসে দেবতাগণ নন্দনবনে যাইতেছিলেন। এই দেবকন্যাও দিব্যবস্ত্র পরিহিতা, দিব্যালঙ্কার বিভূষিতা ও সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া কুঞ্জরবিমানে আরোহণ করিলেন। মহতীদেবঋদ্ধি ও শ্রীসৌভাগ্য সম্পন্না হইয়া প্রভাকরের ন্যায় চতুর্দিক প্রভাসিত করিয়া দেবকন্যা নন্দনবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন তিনি অনতিদূরে মহামোগ্‌গল্লান স্থবিরকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে সহসা পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া ভূলুণ্ঠিতা হইয়া বন্দনা করিলেন এবং অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন স্থবির দেবতার কৃতকর্ম নিজমুখে প্রকাশ করাইয়া দেব-মনুষ্যগণকে কর্মফল প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'কুঞ্জরো তে বরারোহো নানারতনকপ্পনো,
রুচিরো থামবা জবসম্পন্নো আকাসম্‌হি সমীহতি।
পদুমী পদুমপত্তক্‌খী পদুমুপ্পলজুতিন্ধরো,
পদুমচুণ্ণাভিকিণ্ণঙ্গো [১]সোণ্ন [২]পোক্‌খরমালবা।

২. পদুমানুসটং মগ্‌গং পদুমপত্তবিভূসিতং,
ঠিতং বগ্‌গু মনুগ্গাতি মিতং গচ্ছতি বারণো।

৩. তস্‌স পক্কমমানস্‌স সোণ্ন কংসা রতিস্‌সরা,
তেসং সুয্যতি নিগ্ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।

৪. তস্‌স নাগস্‌স খন্ধস্মিং সুচিবত্থা অলঙ্কতা,
মহন্তং অচ্ছরাসঙ্ঘং বণ্ণেন [৩]অতিরোচসি,

৫. দানস্‌স তে ইদং ফলং অথো সীলস্‌স বা পন,
অথো অঞ্জলিকম্মস্‌স তং মে অক্‌খাহি পুচ্ছিতা'তি?

১. 'পদ্মরূপধারিণী, পদ্মলোচনা, পদ্ম-উৎপল জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী, পদ্মকেশরবিকীর্ণ শরীরা ও স্বর্ণময় পদ্মমালাধারিণী হে দেবতে, তোমার শ্রেষ্ঠ বাহন হস্তীরাজ বিবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত, মনোজ্ঞ, বলশালী, দ্রুতগামী ও আকাশপথে সুন্দর গমনশীল।

২. তোমার হস্তীরাজ আরোহীদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া পদ্মাচ্ছন্ন ও পদ্মদল-সুসজ্জিত পথে সুচারু সমপদবিক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে।

৩. হস্তী চলিবার সময় স্বর্ণঘন্টার রমণীয় শব্দ পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনির ন্যায় শুনা যাইতেছে।

৪. সেই হস্তীরাজের স্কন্ধোপরি সুন্দরবস্ত্র পরিহিতা ও অলঙ্কৃতা বহু অপ্সরা উজ্জ্বল

---

[১]। সী–সোবণ্ন।
[২]। হা–মালধা।
[৩]। সী–অতিরোচতি।

বর্ণে বিরোচিতা হইতেছে।

৫. হে দেববালে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কি তোমার দানের, না শীলের, না কি অঞ্জলি কর্মের ফল? তাহা আমাকে বল।'

৬. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফল'ন্তি।

৬ষ্ঠ গাথা ১ম পীঠবিমানের ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

৭. 'দিস্বান গুণসম্পন্নং ঝাযিং ঝানরতং সতং,
অদাসিং পুপ্ফাভিকিণ্ণং আসনং দুস্সসন্থতং।

৮. [১]উপড্ঢ পদুমমালাহং আসনস্স সমন্ততো,
অব্ভোকিরিস্সং পত্তেহি পসন্না [২]সেহি পাণিহি।

৯. তস্স কম্মস্স কুসলস্স ইদং মে [৩]ঈদিসং ফলং,
সক্কারো গরুকারো চ দেবানং অপচিতা অহং।

১০. যো বে সম্মাবিমুত্তানং সন্তানং ব্রহ্মচারিনং,
পসন্নো আসনং দজ্জা এসং নন্দে যথা অহং।

১১. তস্মা হি অত্থকামেন মহত্তমভিকঙ্খতা,
আসনং দাতব্বং হোতি সরীরন্তিমধারিন'ন্তি।

৭. 'ধ্যানী, গুণবান সৎপুরুষ দেখিয়া বস্ত্রাস্তরণের উপরে পুষ্পবিকীর্ণ আসন দিয়াছিলাম।

৮. আমার সংগৃহীত অর্দ্ধেক পদ্মপুষ্পের পদ্মদলসমূহ স্থবিরের উপবিষ্ট আসনের চতুর্দিকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলাম।

৯. সেই কুশলকর্মের এই ফল, তাই দেবতারাও আমাকে এইরূপ পূজা-সৎকার ও গৌরব করিতেছে।

১০. যাঁহারা সম্যকবিমুক্ত, উপশান্ত ও ব্রহ্মচারী, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে বসিবার আসন প্রদান করিবে, সে নিশ্চয়ই আমার ন্যায় এরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।

১১. তদ্ধেতু আপন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মহাফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া অন্তিম দেহধারী অর্হৎদিগকে বসিবার আসন দেওয়া কর্তব্য।

দেববালা এইরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে, মহামোগ্গল্লান স্থবির বিস্তৃতভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। সেই উপদেশ সপরিষদ দেববালার সার্থক হইয়াছিল।

---

[১]। হা–উপড্ঢং।

[২]। সী–সকেহি।

[৩]। সী–ইদমেতাদিসং।

স্থবির তথা হইতে মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া সেই সব কথা ভগবানকে কহিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন।

কুঞ্জর বিমান সমাপ্ত

প্রথম নৌকা বিমান—১.৬

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় ষোলজন ভিক্ষু কোন এক গ্রামে বর্ষাযাপন করিয়া প্রবারণার পর ভগবান দর্শন মানসে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুদূর অতিক্রান্তের পর ভিক্ষুরা ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। পথে একটি স্ত্রীলোককে কলসী লইয়া জলের জন্য যাইতে দেখিয়া কেহ কেহ কহিলেন—'ঐ যে স্ত্রীলোকটি জলের জন্য যাইতেছে, আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে, বোধ হয়, ভাল পানীয়জল পাইব।' এই বলিয়া সকলে সেদিকে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় যাইয়া দেখিতে পাইলেন—স্ত্রীলোকটি কূপ হইতে জল উঠাইতেছে। তাঁহারা কূপের অনতিদূরে দাঁড়াইলেন। স্ত্রীলোকটি কলসীপূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ভিক্ষুগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা যে পথশ্রান্ত ও পিপাসিত, তাহা বুঝিতে পারিল। সে তখনই কলসী রাখিয়া অতি শ্রদ্ধাচিত্তে ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিল। তৎপর কলসীপূর্ণ জল তাঁহাদিগকে দান করিল। তাঁহারা জল ছাঁকিয়া ইচ্ছাপূর্বক পান করিলেন এবং হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন। ভিক্ষুরা তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং জলদানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। জলদানে তাহার মহৎ ফল হইয়াছে জানিয়া, সে অত্যধিক আনন্দিত হইল ও তাহা অন্তরে অঙ্কিত করিয়া রাখিল। মধ্যে মধ্যে সে এই কুশলকর্ম স্মরণ করিয়া চিত্তে প্রফুল্লতার সঞ্চার করিত।

অনন্তর একদিন সেই স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সেই পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে তাহার জন্য কল্পবৃক্ষ পরিশোভিত সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। সেই বিমান পরিবৃত হইয়া মুক্তাজাল বিভূষিত পুলিনতটযুক্ত মণিবর্ণ নির্মল জলসম্পন্না নদী উৎপন্ন হইল। তাহার উভয় তীরে মনোরম উদ্যান, বিমানদ্বারে মহতী পুষ্করিণী, তথায় পঞ্চবর্ণ পদ্মপরিশোভিতা স্বর্ণ নৌকা, সেই নৌকায় ক্রীড়াপরায়ণা দেববালা অতুলনীয় দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালে তাহাকে স্বর্ণ নৌকায় ক্রীড়া করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'সুবণ্ণচ্ছদনং নাবং নারি অরুয্হ তিট্ঠসি,
ওগাহসি পোক্খরণিং পদুমং ছিন্দসি পাণিনা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং
কেনা'সি এবং জলিতানুভা।
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

১. 'হে দেবি, তুমি স্বর্ণাচ্ছাদিত নৌকায় আরোহণ করিয়া জলক্রীড়ায় অভিরমিত হইতেছ এবং এই দিব্য পুষ্করিণীর মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে স্বহস্তে পদ্মচয়ন করিতেছ।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ২য় ও ৩য় গাথার অনুরূপ।

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং'তি।

৪র্থ গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্সলোকে,
দিস্বান ভিক্খু তসিতে কিলন্তে
উট্ঠায পাতুং উদকং অদাসিং।

৬. যো বে [1]কিলন্তান পিপাসিতানং
উট্ঠায পাতুং উদকং দদাতি,
[2]সীতোদিকা তস্স ভবন্তি নজ্জো
পহূতমল্যা বহুপুণ্ডরীকা।

৭. তমাপগা অনপরিযন্তি সব্বদা
[2]সীতোদিকা বালুকসন্থতা নদী,
অম্বা চ সালা তিলকা চ জম্বুযো
উদ্দালকা পাটলিযো চ ফুল্লা।

৮. তং ভূমিভাগেহি উপেতরূপং
বিমানসেট্ঠং ভুসসোভমানং,
তস্সী'ধ কম্মস্স অযং বিপাকো
এতাদিসং [3]কতপুঞ্ঞা লভন্তি।

৯. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

১০. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব

---

[1]। সী–হা–কিলন্তানং।

[2]। হা–সীতোদকা।

[3]। হা–পুঞ্ঞঞ্ঞকতা।

মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা,
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৫. আমি পূর্বজন্মে ভুলোকে মানবকন্যা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলাম। তখন তৃষিত ও পথশ্রান্ত ভিক্ষুগণকে দেখিয়া উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগকে পানীয় জল দিয়াছিলাম।

৬. যে ব্যক্তি পথশ্রান্ত ও পিপাসিতদিগকে উৎসাহিত চিত্তে পানীয় জল প্রদান করে, তাহার প্রভূত পুষ্প ও পদ্ম পরিশোভিত শীতল জলপূর্ণা নদী উৎপন্ন হয়।

৭. তাহার বিমানের চতুর্দিকে বালুকাবিস্তীর্ণ শীতল জলসম্পন্না নদী, পুষ্প-ফল পরিশোভিত আম্রবৃক্ষ, শালবৃক্ষ, তিলকবৃক্ষ (অতি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বৃক্ষ), জামবৃক্ষ, উদ্দালবৃক্ষ (বায়ু নিবারক বৃক্ষরাজ) ও পাটলীবৃক্ষসমূহ সর্বদা পরিবৃত থাকে।

৮. (পুষ্করিণী, নদী ও উদ্যানাদির দ্বারা) সুশৃঙ্খলায় সুসজ্জিত রমণীয় ভূমি প্রদেশে এই শ্রেষ্ঠ বিমান অতিশয় শোভা পাইতেছে। মনুষ্যলোকে সঞ্চিত কুশলকর্মের প্রভাবে দেবলোকে এইরূপ ফল লাভ করিতেছি, পুণ্যবানেরা এইরূপ দিব্যসম্পত্তির অধিকারী হয়।

৯ম ও ১০ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

দেবকন্যার কথা সমাপ্ত হইলে স্থবির তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদানান্তে প্রস্থান করিলেন ও ভগবানকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান এই নৌকাবিমান সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া পরিষদের মধ্যে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

প্রথম নৌকা বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় নৌকা বিমান—১.৭

ভগবানের শ্রাবস্তীতে অবস্থানকালীন কোন এক অর্হৎ ভিক্ষু শ্রাবস্তী হইতে অন্য গ্রামে বর্ষাবাসার্থ যাত্রা করিলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর তিনি ক্লান্ত ও তৃষিত হইয়া পড়িলেন। সেইরূপ ছায়া জলসম্পন্ন কোনও স্থান না দেখিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি কোন এক গৃহদ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। একটি স্ত্রীলোক স্থবিরকে দেখিয়া 'তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন' জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহাকে পথশ্রান্ত ও পিপাসিত দেখিয়া 'ভন্তে, গৃহে আসুন' বলিয়া বসিবার আসন প্রদানপূর্বক পদ ধৌত করিবার জন্য ও পদে মাখিবার তৈল প্রদান করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ভিক্ষু হস্তপদ ধৌত করিয়া উপবিষ্ট হইলে, সে শীতল সুগন্ধযুক্ত মধুর সরবৎ প্রদান করিল। ভিক্ষু তাহা পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার পথশ্রম বিদূরিত হইল। তৎপর তিনি সরবৎ দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই পুণ্যের প্রভাবে সেই

স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম পরিগ্রহ করিল। ইহার পর অবশিষ্টাংশ অন্যান্য বিমান বর্ণনা সদৃশ জ্ঞাতব্য। স্বর্গে সেই দেববালাকে মোগ্‌গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'সুবণ্ণচ্ছদনং নাবং নারি আরুয্হ তিট্‌ঠসি,
ওগাহসি পোক্‌খরণিং পদুমং ছিন্দসি পাণিনা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৫. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে,
দিস্বান ভিক্‌খুং তসিতং কিলন্তং
উট্‌ঠায পাতুং উদকং অদাসিং।

৬. যো বে কিলন্তস্‌স পিপাসিতস্‌স
উট্‌ঠায পাতুং উদকং দদাতি,
সীতোদিকা তস্‌স ভবন্তি নজ্জো
পহূতমল্যা বহুপুণ্ডরীকা।

৭. তমাপগা অনুপরিযন্তি সব্বদা
সীতোদিকা বালুকসন্থতা নদী,
অম্বা চ সালা তিলকা চ জম্বুযো
উদ্দালকা পাটলিযো চ ফুল্লা।

৮. তং ভূমিভাগেহি উপেতরূপং
বিমানসেট্‌ঠং ভুসসোভমানং,
[১]তস্‌সীধ কম্মস্‌স অযং বিপাকো
এতাদিসং [২]কতপুঞ্ঞা লভন্তি।

৯. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্জতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কচি মনসো পিযা।

---

[১]। সী–তস্‌সেব।

[২]। হা–পুঞ্ঞ্ঞকতা।

১০. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

এই দ্বিতীয় নৌকাবিমানের গাথাসমূহের অনুবাদ প্রথম নৌকা বিমানের গাথার অনুরূপ।

দ্বিতীয় নৌকা বিমান সমাপ্ত

তৃতীয় নৌকা বিমান—১.৮

একসময় ভগবান শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন। তিনি বহুস্থান পরিভ্রমণের পর কোশলরাজের থুণ নামক ব্রাহ্মণ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। থুণ গ্রামের ব্রাহ্মণগণ মিথ্যাদৃষ্টি ও ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন। তাঁহারা ভগবান আসিতেছেন শুনিয়া অপ্রসন্ন হইলেন। সকলে চিন্তা করিলেন—'শ্রমণ গৌতম আমাদের গ্রামে আসিতেছেন। যদি তিনি দুই-তিন দিন এখানে বাস করেন, তাহা হইলে থুণ গ্রামবাসী সমস্ত ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া লইবেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিহানি ঘটিবে। সুতরাং তাঁহার এখানে না আসাই মঙ্গল। তিনি যাহাতে এখানে না আসেন, সেই উপায়ই করিতে হইবে।' অতএব সকলে পরামর্শ করিয়া নদীতীর্থ হইতে নৌকাসমূহ অপসারিত করিলেন, সেতুসমূহ ধ্বংস করিলেন, পান্থশালা বিনষ্ট করিলেন, একটি মাত্র জলের কূপ অবশিষ্ট রাখিয়া আর সমস্ত তৃণ ও ভূসিদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন। সকলে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন—'যদিও বা শ্রমণ গৌতম এই গ্রামে উপস্থিত হন, তাঁহাকে অথবা তাঁহার শিষ্যগণকে কেহ আগু বাড়াইয়া লইতে, অভিবাদন করিতে, ভিক্ষাদান ও বসিবার আসন দিতে পারিবেন না।'

ভগবান দিব্যজ্ঞানে তাঁহাদের অবস্থা অবগত হইলেন। তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আকাশপথে নদী পার হইলেন। অনুক্রমে তিনি আসিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তখন সেই পথে কয়েকজন স্ত্রীলোক কলসী নিয়া জলের জন্য যাইতেছিল। তাহারা ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—'এই যে শ্রমণ গৌতম সশিষ্যে উপস্থিত।' সে দিকে আর কেহ অবলোকন না করিয়া প্রস্থান করিল। পুনরায় তাহারা জল নিয়া আসিবার সময় এক ব্রাহ্মণ দাসী ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি প্রসন্ন হইল। তাঁহাদের শরীরের জ্যোতি ও সাম্যমূর্তি দেখিয়া জলদান করিবার জন্য তাহার বলবতী ইচ্ছার সঞ্চার হইল। সে চিন্তা করিল—'গ্রামবাসীরা শ্রমণ গৌতমকে কিছু না দিবার জন্য এবং তাঁহার সৎকার-সম্মান না করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে; তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি

ঈদৃশ পুণ্যক্ষেত্র লাভ করিয়া পানীয় জল দানেও যদি আগামী জন্মের জন্য কিছু পুণ্য সঞ্চয় না করি, তবে কখন এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব? সমস্ত গ্রামবাসী যদি আমার উপর অত্যাচার করে, এমন কি, আমাকে যদি হত্যাও করে, তথাপি এইরূপ পুণ্যক্ষেত্রে আমি জলদান করিব।' এই চিন্তা করিয়া সঙ্গিনীদের নিষেধ সত্ত্বেও জলের কলসী নিয়া ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সে কলসী একপ্রান্তে রাখিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানকে বন্দনাপূর্বক জলপানের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। ভগবান তাহার চিত্তপ্রসাদ অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি অনুগ্রহপূর্বক জল ছাঁকিয়া হস্তপদ ধৌত করার পর জলপান করিলেন। অথচ কলসী হইতে একবিন্দু জলও কম হইল না। দাসী ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হইল। সে বুদ্ধের অপার মহিমা উপলব্ধি করিল। শ্রদ্ধা আরো গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তৎপর সে প্রীতি প্রফুল্ল অন্তরে অন্য একজন ভিক্ষুকে জল প্রদান করিল। সেই ভিক্ষুগণ ইচ্ছামত জল ব্যবহার করিলেন। তৎপর অন্য ভিক্ষুকে, এইরূপে সমস্ত ভিক্ষু মুখ ও হস্তপদ ধৌত করিয়া জলপান করিলেন, কিন্তু কলসী হইতে বিন্দুমাত্র জলও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল না। ইহাতে দাসীর অতুলনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল। বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় তাহার মস্তক নত হইয়া পড়িল। প্রফুল্ল হৃদয়ে সকলকে বন্দনা করিয়া ত্রিরত্নের গুণমহিমা চিন্তা করিতে করিতে হৃষ্ট মনে জলপূর্ণ কলসী লইয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে ব্রাহ্মণ শুনিলেন—তাঁহার দাসী বুদ্ধকে জলদান করিয়াছে। তিনি মনে করিলেন—'এই দাসী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গ্রামবাসীর নিকট আমাকে নিন্দনীয় করিল' এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ অগ্নিশর্মা হইল। ক্রোধে তাঁহার সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দাসী গৃহে আসিলে ব্রাহ্মণ তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া হস্তপদের দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দাসীর মৃত্যু হইল। সে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তাহার পুণ্যপ্রভাবে কল্পবৃক্ষ পরিশোভিত বিচিত্র কারুকার্য খচিত সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। সেই বিমান পরিবেষ্টন করিয়া মুক্তাজাল শোভিত রজতময় সৈকতসম্পন্ন মণিবর্ণ নির্মল জলপূর্ণ নদী উৎপন্ন হইল। নদীর উভয় তীরে রমণীয় উদ্যান, বিমানদ্বারে পঞ্চবর্ণ পদ্ম সুশোভিত মহতী পুষ্করিণী, তাহার জলে সুদৃশ্য স্বর্ণনৌকা উৎপন্ন হইল। দেবকন্যা সেই নৌকায় বিচরণ করিয়া দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ভগবান আনন্দ স্থবিরকে কহিলেন—'আনন্দ, আমার জন্য কূপ হইতে জল নিয়া আস।' আনন্দ স্থবির কহিলেন—'ভন্তে, থুণ গ্রামবাসীরা এইমাত্র কূপ দূষিত করিয়া গেলেন। জল পাওয়া যাইবে না।' ভগবান দ্বিতীয়, তৃতীয়বার তাঁহাকে জল আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। স্থবির তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়া জল আনিতে কূপে গেলেন। তিনি যাইয়া দেখিলেন—কূপ জলপূর্ণ হইয়া চতুর্দিক উছলিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত তৃণ-ভূসি স্রোতবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই জলপ্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থুণ গ্রাম ভাসাইয়া তুলিল। গ্রামবাসীরা হঠাৎ এই জলপ্লাবন দেখিয়া আশ্চর্য ও

হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। 'ইহা ভগবানের ঋদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নহে' এই মনে করিয়া তাঁহারা সকলেই ভীত ও কম্পিত কলেবরে যাইয়া ভগবানের পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলেন এবং আপন আপন দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেইক্ষণেই জল অন্তর্দ্ধান হইল। এসব ঋদ্ধি দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘের সদা প্রফুল্ল আনন, জ্যোতির্ময়, শান্ত ও বিনীত ভাব দেখিয়া তাঁহাদের অন্তরে শ্রদ্ধাবীজ অঙ্কুরিত হইল। আগামীকল্যের জন্য তাঁহারা সশিষ্য ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পরদিন প্রচুর খাদ্যভোজ্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিলেন। আহার কার্যের অবসানে সমস্ত গ্রামবাসী আসিয়া ভগবানের নিকট উপবেশন করিলেন।

স্বর্গে সেই দেবকন্যা এই দিব্যসম্পত্তি লাভের কারণ চিন্তা করিলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—সশিষ্য বুদ্ধকে জল দানের ফলেই দেবলোকে এই দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। দেবকন্যার হৃদয় পুলকে নাচিয়া উঠেল। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি এখনই যাইয়া সেই ভগবানকে বন্দনা করিব। যাঁহার গুণ অতুলনীয়; যাঁহাকে সামান্য জলদান করিলেও স্বর্গে দিব্যসম্পত্তি লাভ করা যায়, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বুদ্ধকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত সদ্ধর্ম বাণী শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতের মঙ্গল বিধান করিব। আমি মনুষ্যলোকে যাইয়া সম্যক মার্গ প্রতিপন্নকে সামান্য দান দিলেও যে মহৎ ফল হয়, তাহা প্রচার করিব।' এই ভাবিয়া দেবকন্যা উৎসাহিত মনে তখনই সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া উদ্যান, নদী ও বিমানসহ মহতী দেবঋদ্ধি ও দেবানুভাব প্রকাশ করিতে করিতে থুণ গ্রামের সেই মহাসভায় উপস্থিত হইলেন। দেবতার দিব্যালোকে থুণ গ্রাম আলোকিত হইল। সভাসদ এইসব দেবতা, বিমান, দিব্য উদ্যান ও দিব্য নদী দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সকলেই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সকলেই মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'ভগবানের আবার এ কি লীলা!'

দেবকন্যা চতুর্দিক প্রভাসিত করিয়া অপ্সরাগণসহ বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি দেবলীলায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া বিনীতভাবে ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া অভিবাদনান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'সুবণ্ণচ্ছদনং নাবং নারি আরুয্হ তিট্ঠসি,
ওগাহসি পোক্খরণিং পদুমং ছিন্দসি পাণিনা।

২. কূটাগারা নিবেসা তে বিভত্তা ভাগসো মিতা,
দদ্দল্লমান [1]আভন্তি সমন্তা চতুরো দিসা।

[1]। সী-খু-আভোন্তি।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৪. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

১ম গাথার অনুবাদ প্রথম নৌকাবিমানের ১ম গাথার অনুরূপ।

২. সমভাগে চারি প্রকোষ্ঠে সুবিভক্ত কূটাগার তোমার নিবাসস্থান, তাহার উজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক প্রভাসিত।

৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ২য় ও ৩য় গাথার অনুরূপ।

৫. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৬. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে,
দিস্বান ভিক্‌খুং তসিতং কিলন্তং
উট্‌ঠায পাতুং উদকং অদাসিং।

৭. যো বে [১]কিলন্তান পিপাসিতস্‌স
উট্‌ঠায পাতুং উদকং দদাতি,
[২]সীতোদিকা তস্‌স ভবন্তি নজ্জো
পহূতমল্যা বহুপুণ্ডরীকা।

৮. তমাপগা অনুপরিযন্তি সব্বদা
[৩]সীতোদিকা বালুকসন্থতা নদী,
অম্বা চ সালা তিলকা চ জম্বুযো
উদ্দালকা পাটলিযো চ ফুল্লা।

৯. তং ভূমিভাগেহি উপেতরূপং
বিমানসেট্‌ঠং ভুসসোভমানং,
তস্‌সী'ধ কম্মস্‌স অযং বিপাকো
এতাদিসং কতপুঞ্ঞা লভন্তি।

১০. কূটাগারা নিবেসা মে বিভত্তা ভাগসো মিতা,
দদ্দল্লমানা [৩]আভন্তি সমন্তা চতুরো দিসা।

---

[১]। সী–খু–হা–কিলন্তানং।
[২]। হা–সীতোদকা।
[৩]। খু–আভোন্তি।

১১. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

১২. তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতি,
এতস্স কম্মস্স ফলং মমেদং
অত্থায বুদ্ধো উদকং অপাযী'তি।

৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম গাথার অনুবাদ প্রথম নৌকাবিমানের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম গাথার অনুরূপ।

১০. আমার আবাসস্থান সমভাগে চারি প্রকোষ্ঠে সুবিভক্ত কূটাগার, উহার উজ্জ্বল দীপ্তিতে চতুর্দিক প্রভাসিত করিতেছে।

১১শ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৯ম গাথার অনুরূপ।

১২. সেই পুণ্যপ্রভাবেই আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি, আমার শরীরবর্ণে চতুর্দিক প্রভাসিত হইতেছে। বুদ্ধ হিতকামী হইয়া আমার জলপান করিয়াছিলেন, এই কর্মের প্রভাবে আমি এইরূপ ফল লাভ করিয়াছি।

দেবকন্যার কথা সমাপ্ত হইলে ভগবান কর্মফল প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া চারি আর্যসত্য সংমিশ্রিত সুদীর্ঘ ধর্মদেশনা করিলেন। দেবকন্যা প্রসন্নচিত্তে ধর্মশ্রবণ করিতে করিতে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। এই ধর্মোপদেশ সম্মিলিত পরিষদেরও মহাউপকার সাধিত হইয়াছিল।

তৃতীয় নৌকা বিমান সমাপ্ত

দীপ বিমান—১.৯

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বহু উপাসিকা উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গিক উপোসথশীল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারের পূর্বে দানাদি কার্য সম্পাদন করিলেন, অপরাহ্নে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করিয়া সুগন্ধদ্রব্য ও পুষ্পাদি লইয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় পুষ্প-পূজাদি সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যার সময় ধর্মশ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ অন্ধকার হইয়া আসিল; এই উপাসিকা 'এখন প্রদীপ দেওয়া কর্তব্য' মনে করিয়া নিজের গৃহ হইতে প্রদীপ নিয়া আসিলেন। প্রদীপ ধর্মাসনের সম্মুখে রাখিয়া ধর্মশ্রবণ করিতে লাগিলেন। প্রদীপ দান করিয়া তাঁহার অন্তরে প্রীতি উৎপন্ন হইল। এই পুণ্য প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জ্যোতিরস নামক বিমানে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার শরীর শোভা অতিশয় প্রভাস্বর হইয়াছিল। তাঁহার শরীর প্রভা অন্যান্য দেবতার প্রভাকে পরাজিত করিয়া দশদিক প্রভাসিত করিয়াছিল। অনন্তর একদিন মহামোগ্গল্লান স্থবির স্বর্গে বিচরণকালীন তাঁহার সহিত

একত্র হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা তং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা!

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. কেন ত্বং বিমলোভাসা অতিরোচসি দেবতে,
কেন তে সব্বগত্তেহি সব্বা ওভাসতে দিসা?

৪. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি?

১. ‘হে দেবি, ওষধী তারকার ন্যায় অভিরূপবর্ণে সর্বদিক প্রভাসিত করিয়া যে তুমি অবস্থান করিতেছ!

২য় গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ২য় গাথার অনুরূপ।

৩. হে দেবতে, তুমি কোন পুণ্যের ফলে বিমলজ্যোতিতে অতিশয় বিরোচিত হইতেছ? কোন পুণ্যের প্রভাবে তোমার সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া সর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে?

৪র্থ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৩য় গাথার অনুরূপ।

৫. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’

৫ম গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৬. ‘অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে,
[১]তমন্ধকারম্‌হি তিমীসিকাযং
পদীপকালম্‌হি [২]অদং পদীপং।

৭. যো অন্ধকারম্‌হি তিমীসিকাযং
পদীপকালম্‌হি দদাতি দীপং,
উপ্পজ্জতি জোতিরসং বিমানং
পহূতমল্যং বহুপুণ্ডরীকং।

৮. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

---

[১]। সী–সম।

[২]। সী–খু–অদাসিং।

৯. তেনাহং বিমলোভাসা অতিরোচামি দেবতা,
তেন মে সব্বগত্তেহি সব্বা ওভাসতে দিসা।

১০. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৬. 'আমি পূর্বজন্মে ভূলোকে মানবকন্যা হইয়া মানবধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম। তখন মহাঘনান্ধকারে প্রদীপের প্রয়োজন হওয়ায় প্রদীপ দিয়াছিলাম।

৭. যে ব্যক্তি মহাঘনান্ধকারে প্রদীপের প্রয়োজনাবস্থায় প্রদীপ জ্বালাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি বহু পুষ্পমাল্য ও পদ্মসমাচ্ছন্ন জ্যোতিরস বিমানে উৎপন্ন হন।

৮ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ গাথার অনুরূপ।

৯. এই কুশলকর্মের প্রভাবেই আমি দেবতা হইয়া শরীরের বিমল আলোকে অতীব বিরোচিত হইতেছি। তদ্ধেতু আমার সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া সকলদিক আলোকিত করিতেছে।

১০ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৭ম গাথার অনুরূপ।

দীপ বিমান সমাপ্ত

তিল দক্ষিণা বিমান—১.১০

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহে কোন এক অন্তঃসত্ত্বা রমণী তৈল বাহির করিবার ইচ্ছায় তিন ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিতেছিল। তাহার পরমায়ু পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। অকুশলকর্ম বলবৎ হেতু তাহার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সেইদিন ভগবান অতি প্রত্যুষে দিব্যচক্ষে জগৎ অবলোকন সময় এই স্ত্রীলোকটির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন। সুতরাং তিনি তাহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পাত্রহস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে অনুক্রমে সেই রমণীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। রমণী হঠাৎ বুদ্ধকে দেখিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভূলুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিল। সে দানীয় দ্রব্য অন্য কিছু না পাইয়া, মাত্র অর্দ্ধাঞ্জলি তিল ভগবানের পাত্রে প্রদানপূর্বক বন্দনা করিল। ভগবান তাহাকে 'সুখিনী হও' এই আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই রাত্রির অবসানে প্রত্যুষে তাহারা মৃত্যু হইল। সে ভগবানকে তিল দানের ফলে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। তথায় মোগ্গল্লান স্থবির তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি?

১ম, ২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ দীপবিমানের ১ম, ২য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৪. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’

৪র্থ গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৫ম গাথার অনুরূপ।

৫. ‘অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে,
অদ্দসং বিরজং বুদ্ধং বিপ্পসন্নমনাবিলং
আসজ্জ দানং অদাসিং অকামা তিলদক্‌খিণং,
দক্‌খিণেয্যস্‌স বুদ্ধস্‌স পসন্না [১]সেহি পাণিহি।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৭. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৫. আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে মানবকন্যা হইয়া মানবধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম। তখন পাপহীন, নির্মল ও বিশুদ্ধচিত্ত বুদ্ধের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। অচিন্ত্যপূর্ব হঠাৎ আগত দানের উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে তিলদান করিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

দেবকন্যা এইরূপে আপন পুণ্যকর্ম প্রকাশ করিলেন। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির সপরিবার দেবকন্যাকে ধর্মদেশনা করিয়া মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি ভগবানকে সেই সংবাদ বিস্তৃতভাবে কহিলেন। ভগবান সেই দেবকন্যার কথা উল্লেখ করিয়া সমাগত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ মনুষ্যদের মঙ্গল বিধা করিয়াছিল।

---

[১]। সী–সকেহি।

তিল দক্ষিণা বিমান সমাপ্ত

প্রথম পতিব্রতা বিমান—১.১১

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই অঞ্চলে কোন এক রমণী পতিব্রতা ছিলেন। তিনি সর্বদা স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল থাকিতেন। তিনি অতীব শান্তশিষ্ট ও পতিপরায়ণা ছিলেন। স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার অথবা প্রহার করিলেও তিনি নীরবে সহ্য করিতেন, অথচ নিরপরাধিনী হইলেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কোন দিন কর্কশবাক্য ব্যবহার করিতেন না। সত্যবাদিনী ও শ্রদ্ধাবতী ছিলেন। ভিক্ষার্থীকে যথাশক্তি দান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন।

অনন্তর সেই রমণী মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবদুহিতা দিব্য ঐশ্বর্য উপভোগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা ও দিব্য অলঙ্কারে সুমণ্ডিতা সেই দেববালা স্থবিরকে দেখিয়া বন্দনা করিলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১ ‘কোঞ্চা ময়ূরা দিবিযা চ হংসা
বগ্‌গুস্‌সরা কোকিলা সম্পতন্তি,
পুপ্‌ফাভিকিণ্ণং রম্মমিদং বিমানং
অনেকচিত্তং নয়নারিসেবিতং।

২. তত্থচ্ছসি দেবি মহানুভাবে
ইদ্ধি বিকুব্বন্তি অনেকরূপা,
ইমা চ তে অচ্ছরাযো সমন্ততো
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি।

৩. দেবিদ্ধিপত্তাসি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি?

১. দিব্য বক, ময়ূর, হংস ও মধুর স্বরবিশিষ্ট কোকিলসমূহ (দেবগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ক্রীড়া করিতে করিতে) চতুর্দিকে উড়িয়া বসিয়া বিচরণ করিতেছে। দেবপুত্র ও দেবকন্যা পরিবৃত, বিবিধ বিচিত্র পুষ্প পরিশোভিত এই বিমান অতীব রমণীয়।

২. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, তুমি বহুবিধ ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া তথায় অবস্থান

করিতেছ; চতুর্দিকে এই অপ্সরাগণ নৃত্য-গীতে তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

৩. হে মহাপ্রভাব সম্পন্নে দেবি, তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়া এমন দিব্যঋদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ? তোমার শরীরবর্ণ সর্বদিক আলোকিত করিতেছে, কোন কুশলকর্মের প্রভাবে ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্য ঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ?'

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৪র্থ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পতিব্বতা নাঞ্‌ঞমনা অহোসিং,
মাতাব পুত্তং অনুরক্‌খমানা
কুদ্ধাপহং ন ফরুসং অবোচং।

৬. সচ্চে ঠিতা মোসবজ্জং পহায
দানে রতা সঙ্গহিতত্তভাবা,
অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তা
সক্কচ্চদানং বিপুলং অদাসিং।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৮. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা যমকাসি পুঞ্‌ঞং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৫. আমি মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া মানবধর্ম রক্ষা করিয়াছিলাম। আমি পতিব্রতা ছিলাম, কোন দিন পরপুরুষের প্রতি পাপচিত্ত উৎপাদন করি নাই। পুত্রের প্রতি মাতার যেইরূপ সহৃদয়তা, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতিও আমার সহৃদয়তা ছিল। কোন দিন ক্রোধ প্রকাশ অথবা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করি নাই।

৬. আমি মিথ্যাবাক্য পরিত্যাগ করিয়া সত্যে স্থিতা ছিলাম। আপন অভাবের ন্যায় মনে করিয়া পরের অভাব মোচনের জন্য সাহায্য করিতাম। সর্বদা দানে রত থাকিয়া প্রসন্নচিত্তে সৎকার সহকারে বিপুল অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।

৭ম ও ৮ম গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ। অবশিষ্ট পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য।

প্রথম পতিব্রতা বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় পতিব্রতা বিমান—১.১২

শ্রাবস্তীর কোন এক পতিব্রতা নারী শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নে প্রসন্না ছিলেন। তিনি পঞ্চশীল বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতেন, যথাশক্তি দান করিতেন। সুতরাং তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। অবশিষ্ট পূর্ববৎ। স্থবির দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'বেলুরিযথম্ভং রুচিরং পভস্সরং
সিমানমারুয্হ অনেকচিত্তং,
তত্থচ্ছসি দেবি মহানুভাবে
উচ্চাবচা ইদ্ধি বিকুব্বমানা;
ইমা চ তে অচ্ছরাযো সমন্ততো
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি।

২. দেবিদ্ধিপত্তাসি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

১. 'হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, তুমি রুচিদায়ক প্রভাশালী বৈদুর্যময় স্তম্ভযুক্ত বিচিত্র বিমানে অবস্থান করিতেছ। বিবিধ আশ্চর্যজনক ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া নানাবর্ণ বিশিষ্ট শরীর ধারণ করিতেছ, এই অপ্সরাগণও তোমার চতুর্দিকে নাচিয়া-গাহিয়া তোমাকে আমোদিত করিতেছে।

২য় গাথার অনুবাদ প্রথম পতিব্রতাবিমানের ৩য় গাথার অনুরূপ।

৩. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।'

৪. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
উপাসিকা চক্খুমতো অহোসিং,
পাণাতিপাতা বিরতা অহোসিং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযিস্সং।

৫. অমজ্জপা নো চ মুসা [1]অভাসিং
সকেন [2]সামিনাব অহোসিং তুট্ঠা,
অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তা
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

---

[1]। সী–হা–অভাণিং।

[2]। সী–হা–সামিনা।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৭. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৩য় গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৪. আমি মনুষ্যলোকে মানবকন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চচক্ষুসম্পন্ন বুদ্ধের উপাসিকা ছিলাম। প্রাণীহত্যা হইতে বিরতা ছিলাম, চুরি বর্জন করিয়াছিলাম।

৫. মদ্য পান করি নাই, মিথ্যা কথা বলি নাই, আপন স্বামীতেই সন্তুষ্টা ছিলাম, প্রসন্নচিত্তে সৎকার সহকারে বিপুলভাবে অন্ন-পানীয় দান করিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ। অবশিষ্ট পূর্ববৎ জ্ঞাতব্য।

দ্বিতীয় পতিব্রতা বিমান সমাপ্ত

প্রথম পুত্রবধু বিমান—১.১৩

শ্রাবস্তীর কোনও এক গৃহে জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন। ভিক্ষুকে দেখিয়া সেই গৃহস্থের পুত্রবধুর প্রীতি সৌমনস্য উৎপন্ন হইল। ‘এই আমার উত্তম পুণ্যক্ষেত্র’ মনে করিয়া তাহাকে খাইবার জন্য যেই পিষ্টক দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সাদরে স্থবিরকে প্রদান করিল। স্থবির তাহা গ্রহণ করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদানান্তর প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সেই পুত্রবধু মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। অবশিষ্ট পূর্বোক্ত সদৃশ। মোগ্গল্লান স্থবির স্বর্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা তং তিট্ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৪. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।’

৫. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
সুণিসা অহোসিং সসুরস্স গেহে,
অদ্দসং বিরজং ভিক্খুং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
তস্স অদাসহং পূবং পসন্না [1]সেহি পাণিহি,
তাগড্ঢভাগং দত্বান মোদামি নন্দনে বনে।
৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।
৭. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম গাথার অনুবাদ দীপবিমানের ১ম গাথার অনুরূপ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. ‘আমি মনুষ্যলোকে মানবকন্যা হইয়া শ্বশুরের গৃহে পুত্রবধু ছিলাম। সুপ্রসন্ন, নির্মলচিত্ত ও পাপহীন এক অর্হৎ ভিক্ষু দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে নিজের হাতে পিষ্টক দিয়াছিলাম। আমার ভাগে লব্ধ পিষ্টক হইতে অর্দ্ধভাগ দান দিয়া এখন নন্দনবনে আনন্দ উপভোগ করিতেছি।’

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

প্রথম পুত্রবধু বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় পুত্রবধু বিমান—১.১৪

এই বিমান বর্ণনা প্রথম পুত্রবধু বিমান বর্ণনা সদৃশ। এই স্থলে কেবল যব নির্মিত পিষ্টকই বিসদৃশ।

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা তং তিট্ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।
২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।
৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

---

[1]। সী–সকেহি।

৪. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।’

৫. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
সুণিসা অহোসিং সসুরস্স গেহে,
অদ্দসং বিরজং ভিক্খুং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
তস্স অদাসহং ভাগং পসন্না সেহি পাণিহি;
কুম্মাসপিণ্ডং দত্বান মোদামি নন্দনে বনে।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৭. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্সভূতা যমকাসি পুঞ্ঞং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম গাথার অনুবাদ দীপ বিমানের ১ম গাথার অনুরূপ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ। ৫ম গাথার অনুবাদ ১ম পুত্রবধু বিমানের ৫ম গাথার অনুরূপ। ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পুত্রবধু বিমানের ৬ষ্ঠ গাথার অনুরূপ, কেবল পিষ্টকের স্থানে যবপিষ্টক ব্যবহৃত হইবে। ৭ম ও ৮ম গাথার অনুবাদ ১ম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

দ্বিতীয় পুত্রবধু বিমান সমাপ্ত

উত্তরা বিমান—১.১৫

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় পূর্ণ নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি রাজগৃহের সুমনশ্রেষ্ঠীর আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার পরিবারে ছিল মাত্র তাঁহার ভার্যা ও উত্তরা নাম্নী কন্যা। এক সময় রাজগৃহ নগরে সপ্তাহকাল ব্যাপী নক্ষত্র উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। তাহা শুনিয়া সুমনশ্রেষ্ঠী প্রাতেই পূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—‘হে পূর্ণ, আমাদের পরিবারস্থ সকলেই নক্ষত্র ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক। তুমি কি নক্ষত্র ক্রীড়া করিবে, না কি কার্য করিতে যাইবে?’

পূর্ণ উত্তর দিলেন—‘প্রভু, নক্ষত্র ক্রীড়া ধনবানদের জন্য, আমার গৃহে যাগু পাক করিয়া খাইবার চাউল পর্যন্ত নাই, নক্ষত্র ক্রীড়া আমার কি হইবে? গরু পাইলে আমি ভূমি কর্ষণে যাইব।’

শ্রেষ্ঠী কহিলেন—‘তাহা হইলে গরু নিয়া যাও।’ পূর্ণ বলবান গরু ও লাঙ্গল লইয়া ক্ষেত্রে যাইবার সময় ভার্যাকে কহিলেন—‘ভদ্রে, নগরবাসীরা নক্ষত্র ক্রীড়া করিতেছে,

আমি দরিদ্র, তাই কার্য করিতে যাইতেছি। আজ তুমি অতি উত্তম খাদ্য পাক করিয়া নিয়া আসিও।' এই বলিয়া তিনি ক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন।

সারীপুত্র স্থবির সাতদিন যাবৎ নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। অদ্য প্রত্যুষে তিনি ধ্যান হইতে উঠিয়া কাহাকে অনুগ্রহ করিবেন চিন্তা করিলেন—তিনি দিব্যচক্ষে পূর্ণকে দেখিতে পাইলেন। স্থবির পাত্র-চীবর গ্রহণ করিয়া পূর্ণের কর্ষণস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্থবিরকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনান্তর দন্তকাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল সংগ্রহ করিয়া দিলেন। স্থরি মুখ প্রক্ষালন করিয়া চিন্তা করিলেন—'পূর্ণের স্ত্রী অন্ন নিয়া আসিবার সময় পথেই একত্র হইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে পূর্ণের স্ত্রী স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আজ আমার অতি সৌভাগ্যের দিন। যে দিন দানীয় বস্তু না থাকে, সে দিন স্থবিরের দর্শন লাভ ঘটে; আর যে দিন দানীয় বস্তু থাকে, সে দিন দর্শন লাভ হয় না। অদ্য দানীয় বস্তুও আছে, স্থবিরেরও দর্শন লাভ করিলাম, এই অবসরে পুণ্য সঞ্চয় করা আমার নিতান্ত প্রয়োজন।' এইরূপ চিন্তার পর অন্নপাত্র রাখিয়া স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিলেন। তৎপর তাঁহাকে কহিলেন—'ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক দাসীর এই অকিঞ্চিৎকর দান গ্রহণ করুন।' এই বলিয়া তিনি ভিক্ষাপাত্রে অন্ন প্রদানে রত হইলেন। অন্নের অর্দ্ধাংশ প্রদত্ত হইলে স্থবির পাত্রের মুখ হস্তাবৃত করিয়া বারণ করিলেন। তখন পূর্ণের স্ত্রী কহিলেন—'ভন্তে, এখানে একজনের প্রমাণ অন্ন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক সমস্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া আমার জন্ম-জন্মান্তরের উপকার সাধন করুন।' এই বলিয়া সমস্ত অন্ন পাত্রে প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভন্তে, আপনি যেই ধর্মের অধিকারী হইয়াছেন, আমিও যেন তাহার অধিকারী হইতে পারি।' স্থবির তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া কোন জলসম্পন্ন সুবিধাজনক স্থানে আহার করিতে বসিলেন।

পূর্ণের স্ত্রী গৃহে প্রতিনিবৃত্তা হইয়া অন্য গৃহ হইতে চাউল সংগ্রহপূর্বক পুনরায় রন্ধন করিতে লাগিলেন। তখন পূর্ণ অদ্ধকরীষ প্রমাণ জমি কর্ষণান্তর ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি গরু ছাড়িয়া দিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় আসিয়া বসিলেন এবং অন্ন আনিতেছে কি না, পথপানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার স্ত্রী অন্ন নিয়া আসিবার সময় তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'ইনি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া আমার পথপানে তাকাইয়া আছেন। আমার অত্যধিক গৌণ হওয়াতে হয়ত তিনি আমাকে তর্জন অথবা প্রহারও করিতে পারেন; তাহা হইলে আমার কৃত কুশলকর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে। অতএব তাঁহাকে পূর্বেই এই বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন।' এই মনে করিয়া তিনি কহিলেন—'স্বামিন, অদ্য দিবসের জন্য চিত্ত প্রসন্ন করুন। আমার কৃতকর্ম নিষ্ফল করিবেন না। আমি প্রাতেই আপনার জন্য অন্ন পাক করিয়া আনিতেছিলাম; পথিমধ্যে ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র স্থবিরের দর্শন পাইয়া আপনার অন্ন তাঁহাকে দান

করিয়াছি। পুনরায় গৃহে যাইয়া পাক করিয়া আনিতে গৌণ হইল। সুতরাং এই দানরূপ কুশলকর্মে আপনার চিত্ত প্রসন্ন করুন।'

পূর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রফুল্ল হাস্যে কহিলেন—ভদ্রে, আমার অন্ন আর্যকে প্রদান করিয়া অতীব উত্তম কার্যই করিয়াছ। আমিও প্রাতে তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়াছি। তুমিও অন্ন দান করিয়াছ; বেশ ভালই হইয়াছে।' এইরূপ বলিয়া তিনি প্রসন্ন চিত্তে পুণ্যানুমোদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহারান্তে ক্লান্ত শরীরে স্ত্রীর অঙ্কে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত ভিক্ষুকে দান করিলে, সেই দানের ফল তখনই প্রদান করে। তাহা 'দিট্ঠধম্ম বেদনীয়' কর্মফল নামে অভিহিত হয়। অদ্য পূর্ণও সেই ফলের অধিকারী হইলেন। তাঁহার কর্ষিত স্থানের ক্ষুত্র-বৃহৎ ঢেলা ও বালুকাসমূহ স্বর্ণে পরিণত হইল। তিনি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া কর্ষিত ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার চক্ষু যেন ঝলসিয়া পড়িল। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে স্ত্রীকে কহিলেন—'ভদ্রে, আজ গৌণে আহার করাতেই বোধ হয়, আমার চক্ষু ভ্রম হইতেছে, আমার কর্ষিত স্থানে সমস্ত স্বর্ণের ন্যায় দেখা যাইতেছে কেন?' তাঁহার স্ত্রী কহিলেন—'স্বামিন, আমিও তদ্রূপ দেখিতেছি।' পূর্ণ অবিলম্বে তথায় গমনান্তর একটা ঢেলা লইয়া লাঙ্গল-লীতায় প্রহারপূর্বক দেখিলেন—খাঁটি স্বর্ণ। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—'অহো, কি আশ্চর্য! ধর্মসেনাপতিকে দান করার ফল যে তৎমুহূর্তেই পাওয়া গেল। এত ধন আমি গোপনে পরিভোগ করিতে পারিব না।' এইরূপ মনে করিয়া যেই পাত্রে অন্ন আনা হইয়াছিল তাহা স্বর্ণে পূর্ণ করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজাকে অভিবাদনান্তর নিবেদন করিলেন—'দেব, অদ্য আমার কর্ষিত স্থান সমস্ত স্বর্ণে পরিণত হইয়াছে, তাহা আপনি আহরণ করুন।' রাজা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' 'আমার নাম পূর্ণ।' তুমি আজ কি করিয়াছ?' 'প্রাতে আমি ধর্মসেনাপতিকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখপ্রক্ষালনের জল দিয়াছিলাম; আমার স্ত্রী অন্ন দান করিয়াছিল।'

তাহা শুনিয়া রাজা প্রফুল্ল হাস্যে কহিলেন—'তুমি ধর্মসেনাপতিকে দান করিয়া অদ্যই তাহার ফল লাভ করিলে। এখন তোমার কি করিবার ইচ্ছা?' 'এক সহস্র শকট পাঠাইয়া তাহা আহরণ করুন।'

রাজা শকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজাপুরুষেরা 'রাজার বহু সম্পত্তি উৎপন্ন হইয়াছে' এইরূপ বলিয়া যখন স্বর্ণ স্পর্শ করিল, গৃহীত গৃহীত স্বর্ণ মৃত্তিকায় পরিণত হইল। তাহারা যাইয়া রাজাকে কহিল—'মহারাজ, সেই স্বর্ণ আমরা স্পর্শ করিলেই মাটি হইয়া যায়।' রাজা কহিলেন—'তোমরা কি বলিয়া স্পর্শ করিয়াছিলে?' 'আমরা রাজার সম্পত্তি বলিয়া স্পর্শ করিয়াছিলাম।' 'তোমরা ভুল করিয়াছ, পূর্ণের সম্পত্তি বলিয়া স্পর্শ করিও।' তাহারা সেইরূপই বলিয়া সমস্ত স্বর্ণ আহরণপূর্বক রাজাঙ্গনে রাশিকৃত

করিল। স্বর্ণের স্তূপ উচ্চতায় ৮০ হস্ত প্রমাণ হইয়াছিল। রাজা নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে একত্রিত করিয়া কহিলেন—'এ নগরে কাহার নিকট এই পরিমাণ স্বর্ণ আছে?' সকলেই কহিলেন—'কাহারো নিকট নাই মহারাজ।' 'যাহার এই সমস্ত স্বর্ণ, তাহাকে কোন পদে অভিষিক্ত করা যায়?' 'শ্রেষ্ঠীপদে মহারাজ।' রাজা কহিলেন—'যাহার নিকট বহু ধন আছে, তাহাকে শ্রেষ্ঠী বলা যায়।' এই বলিয়া পূর্ণকে শ্রেষ্ঠীপদে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ণ কহিলেন—'মহারাজ, আমি এতকাল পরগৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। আমাকে বাসস্থান প্রদান করুন।' রাজা কহিলেন—'তাহা হইলে দেখ—ঐ যে গুল্ম দেখা যাইতেছে, তাহা সমান করিয়া সেইস্থানে তোমার পছন্দমত গৃহ নির্মান কর।'

পূর্ণ সেই স্থানে অল্প দিবসের মধ্যে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। গৃহ প্রবেশ ও ছত্র-মঙ্গল উৎসব একসঙ্গেই আরম্ভ করিলেন। তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সপ্তাহকাল মহাদান দিলেন। প্রতিদিন দানানুমোদন উপলক্ষে ভগবান বিস্তৃত ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ধর্ম শুনিয়া পূর্ণ, তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা উত্তরা তিনজনই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন।

অনন্তর এক সময় রাজগৃহের সুমনশ্রেষ্ঠী পূর্ণশ্রেষ্ঠীর কন্যা উত্তরাকে আপন পুত্রের জন্য চাহিলেন। পূর্ণশ্রেষ্ঠী কহিলেন—'আমার কন্যা আপনাকে দিতে পারিব না।' সুমনশ্রেষ্ঠী কহিলেন—'এরূপ বলিবেন না, এতকাল আপনি আমার আশ্রয়ে থাকিয়া এ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমার পুত্রকে আপনার কন্যা দেওয়াই সঙ্গত।' পূর্ণশ্রেষ্ঠী কহিলেন—'আপনারা মিথ্যাদৃষ্টি, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন, আমার কন্যা রত্নত্রয় ব্যতীত বাস করিতে পারিবে না, অতএব আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিব না।' বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও তাঁহাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন—'বন্ধু পূর্ণ, সুমনশ্রেষ্ঠীর পূর্ব মিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখাই প্রয়োজন, তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করুন।' সকলের অনুরোধে অগত্যা তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভ লগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

উত্তররা স্বামীর গৃহে আসা অবধি বুদ্ধ অথবা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর নিকট উপস্থিত হইয়া দান দিতে ও ধর্মশ্রবণ করিতে ভাগ্যে ঘটে নাই। এইরূপে আড়াই মাস অতীত হইল; বর্ষাবাসের আর অর্দ্ধমাস অবশিষ্ট। এবার উত্তরার অসহ্য হইল। তিনি মাতাপিতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'আপনারা আমাকে এরূপ বন্ধনাগারে কেন প্রক্ষেপ করিলেন? আমার রূপশ্রী বিনষ্ট করিয়া পরগৃহে দাসীরবৃত্তিতে নিযুক্ত করিলেন না কেন? এমন মিথ্যাদৃষ্টির গৃহে আমাকে দেওয়া কি উচিত হইয়াছে? এখানে আসা অবধি ভিক্ষু দর্শনাদি কোন প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই।'

কন্যার ঈদৃশ মর্মন্তুদ অপ্রীতিকর সংবাদে মাতাপিতা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। 'আমাদের মেয়ে বড়ই দুঃখে কালযাপন করিতেছে' এই বলিয়া তাঁহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রেষ্ঠী কন্যার নিকট ১৫ হাজার টাকা পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন—'এই

নগরে শ্রীমা নাম্নী এক গণিকা আছে, সে দৈনিক এক সহস্র টাকা গ্রহণ করে, এই টাকার বিনিময়ে তাহাকে আনাইয়া তোমার স্বামীকে প্রদানান্তর তুমি যথাইচ্ছা পুণ্যকার্য সম্পাদন করিবে।'

উত্তরা শ্রীমাকে আনাইয়া স্বামীর নিকট লইয়া গেলেন। স্বামী শ্রীমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কে?' উত্তরা কহিলেন—'এ আমার সহায়িকা, অর্দ্ধমাস আপনার সেবা করিবে, ততদিন আমি দান দিবার ও ধর্মশ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। তিনি শ্রীমার অপরূপ রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। স্ত্রীর কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, উত্তরার কথিত মতেই স্বীকৃত হইলেন।

উত্তরা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে পনর দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। প্রতিদিন তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান দিয়া, ধর্মশ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। সদা প্রফুল্ল হাস্যে তিনি যাবতীয় কার্য নিজ হস্তে সম্পাদন ক রিতে লাগিলেন।

আগামীকল্য মহাপ্রবারণা। বুদ্ধ ও পঞ্চশত ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। উত্তরা মহোৎসাহে পূজোপকরণ ও দানীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দাস-দাসীদিগকে যথোপযুক্ত কার্যে নিয়োজিত করিলেন। সূপ, পিষ্টক ও অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খাদ্যভোজ্যের পাক-প্রণালী বলিয়া দিতে লাগিলেন। সমস্ত কার্যের সুশঙ্খলা বিধানের নিমিত্ত তিনি এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রেষ্ঠীপুত্র চিন্তা করিলেন—'আগামীকল্য মহাপ্রবারণা, উত্তরা কি করিতেছে দেখি' এই মনে করিয়া তিনি দ্বিতলের বাতায়ন পথে দেখিলেন—উত্তরা ঘর্মাক্তকলেবরে, কালিমাখা শরীরে কার্যে ব্যাপৃতা আছেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—'অহো, মূর্খ, ঈদৃশ রমণীয় স্থানে এবম্বিধ শ্রীসম্পত্তি পরিভোগ না করিয়া মুণ্ডক শ্রমণদের জন্য এত পরিশ্রম কেন? ঘর্মে সর্বশরীর সিক্ত হইয়া গিয়াছে, তবুও তাতে আনন্দ!' মনে মনে এই বলিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীমা তাঁহাকে হাস্য করিতে দেখিয়া 'ইনি কাহার সহিত হাস্য করিতেছেন?' এইরূপ সন্দিগ্ধচিত্তে বহির্ভাগে অবলোকন করিতেই উত্তরাকে দেখিতে পাইল। তখন সে চিন্তা করিল—'এই উত্তরাকে দেখিয়াই ইনি হাস্য করিয়াছেন। নিশ্চয়ই ইহাদের গুপ্তপ্রেম আছে।' ইহা মনে করিয়া উত্তরার প্রতি তাহার ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল। শ্রীমা যে এই গৃহে পনর দিনের জন্য আসিয়াছে, সে যে এ বাড়ির কেহই নহে, এই কয়েকদিন বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সে নিজকেই এ বাড়ির কর্ত্রীঠাকুবাণী মন করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া 'আমার স্বামীর সহিত হাস্য করিবার তুই কে? এখনই বুঝাইয়া দিতেছি' এইরূপ প্রগল্ভ বাক্যে তর্জন গর্জন করিতে করিতে সে দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতরণ করিল। যে স্থানে উত্তরা দাসীদের নিয়া পাককার্যে ব্যাপৃতা আছেন, সেই স্থানে যাইয়া পূর্ণ এক চামচ পিষ্টকের অতি উষ্ণ সূপ লইয়া উত্তরা অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইল। তখন উত্তরা চিন্তা

করিলেন—'আমার সহায়িকা আমার মহাউপকারিণী। এই উপকারের সহিত তুলনা করিতে গেলে, চক্রবাল অতি ক্ষুদ্র এবং ব্রহ্মলোক অতি নীচ বলিতে হইবে। আমার সহায়িকার গুণ অতুলনীয়, অতি উচ্চ, অতি মহৎ। ইহার অনুগ্রহে আমি আজ দান-ধর্মাদি কুশলকর্ম সম্পাদনের সুযোগ পাইতেছি। যদি ইহার প্রতি আমার কোন প্রকারের ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সূপের দ্বারা আমি দগ্ধ হই, না হয়, দগ্ধ হইব না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া উত্তরা তাহার প্রতি মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করিলেন। শ্রীমা উত্তরার মস্তকে উষ্ণ সূপ ঢালিয়া দিল, কিন্তু তিনি তাহা শীতল জলের ন্যায় অনুভব করিলেন। 'ইহা শীতল হইয়াছে' মনে করিয়া পুনরায় চামচ পূর্ণ সূপ আনিবার সময় উত্তরার দাসীরা 'তুই কে-রে দুর্বিনীতা? আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণীর মাথায় উষ্ণসূপ ঢালিয়া দিতেছিস?' এই বলিয়া সকলে শ্রীমাকে হস্তপদের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে ভূমিতে লোটাইয়া দিল। উত্তরা বহু চেষ্টার পর দাসিগণের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং 'কেন তুমি এরূপ অন্যায় কার্য করিতে গেলে?' ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ প্রদানান্তর তাহাকে নিজহস্তে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া শতপাক তৈল মস্তকে দিয়া সান্ত্বনা দিলেন।

তখন শ্রীমা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিল—'আমি নিতান্ত অন্যায় কার্য করিয়াছি। আমি ইঁহার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলেও, কিন্তু ইনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ হন নাই, বরঞ্চ দাসীদের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং স্বহস্তে স্নান করাইয়া মস্তকে তৈল প্রদানে আমায় শান্তি দিতেছেন। যদি ইঁহার নিকট নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করি, তবে নিশ্চয়ই আমার মস্তক সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে।' ইহা মনে করিয়া শ্রীমা উত্তরার পাদমূলে নিপড়িত হইয়া কহিল—'আর্যে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।' উত্তরা কহিলেন—'আমার পিতা যদি ক্ষমা করেন, তবে আমিও ক্ষমা করিতে পারি।' শ্রীমা কহিল—'তাও ভাল, আপনার পিতা পূর্ণশ্রেষ্ঠীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইব।' 'পূর্ণশ্রেষ্ঠী আমার জন্মদাতা পিতা বটে, যিনি ভবদুঃখের মুক্তিদাতা পিতা, তিনি ক্ষমা করিলে, ক্ষমা করিতে পারি।' 'আপনার ভবদুঃখের মুক্তিদাতা পিতা কে হন?' 'সম্যক সম্বুদ্ধ।' 'তাঁহার সহিত যে আমার পরিচয় নাই।' 'আমি পরিচয় করাইয়া দিব, তিনি আগামীকল্য ভিক্ষুসঙ্ঘসহ এখানে আসিবেন, তোমার যথাশক্তি পূজোপকরণ নিয়া আসিও।' 'অতি উত্তম' বলিয়া শ্রীমা নিজের গৃহে গমন করিল। তাহার পরিচারিকাদের দ্বারা বিবিধ খাদ্যভোজ্য সম্পাদন করাইল। পরদিন শ্রীমা তাহা নিয়া উত্তরার গৃহে উপস্থিত হইল। অপিচ সে তাহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের পাত্রে পরিবেশন করিতে সাহস পাইল না। সুতরাং উত্তরা ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিলেন। আহারান্তে শ্রীমা পরিচারিকাগণসহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভগবান মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার অপরাধ কি?' শ্রীমা তাহার অপরাধ সম্বন্ধীয় বিষয় বর্ণনা করিল।

ভগবান উত্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'উত্তরে, তুমি তখন কি চিন্তা করিয়াছিলে?' উত্তরা বীণা বিনিন্দিত কণ্ঠে কহিলেন—'ভন্তে, তখন আমি চিন্তা করিয়াছিলাম—শ্রীমা আমার মহা উপকারিণী, তাহার উপকার অতুলনীয়, চক্রবাল হইতেও মহত্তর, ব্রহ্মলোক হইতেও উচ্চতর। তাহার অনুগ্রহেই আমি দান দিতে, ধর্মশ্রবণ করিতে পারিতেছি, যদি ইহার প্রতি আমার কোন প্রকারের ক্রোধ থাকে, তাহা হইলে এই সূপে আমি দগ্ধ হই, আর না হইলে দগ্ধ হইব না। এইরূপে আমি তাহার প্রতি মৈত্রীচিত্ত উৎপাদন করিয়াছিলাম।'

তখন ভগবান কহিলেন—'সাধু, সাধু উত্তরে, এইরূপেই ক্রোধকে পরাজয় করিতে হয়।' তখন তিনি উপদেশমূলক এই গাথাটি কহিলেন—

'অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধনা জিনে,
জিনে কদরিযং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিন'ন্তি।

ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কৃপণতাকে দানের দ্বারা ও মিথ্যাকে সত্যের দ্বারা জয় করিতে হয়।

এই গাথাটি বলিয়া ভগবান চতুরার্যসত্যমূলক বিস্তৃত ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মশ্রবণ করিতে করিতে উত্তরা সকৃদাগামী হইলেন। উত্তরার স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও শ্রীমা পঞ্চশত সহচরীসহ স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অনন্তর উত্তরা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন উত্তরা দেবকন্যার সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৫. ইস্‌সা চ [১]মচ্ছেরমথো পলাসো
নাহোসি ময্হং ঘরমাবসন্তিযা,
অক্কোধনা ভত্তুবসানুবত্তিনী

[১]। সী–মচ্চরিযমদো।

উপোসথে নিচ্চহমপ্পত্তমা।

৬. চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং যাবপক্‌খস্‌স অট্‌ঠমী,
পাটিহারিযপক্‌খঞ্চ অট্‌ঠঙ্গসুসমাগতং।

৭. উপোসথং উপবসিস্‌সং সদা সীলেসু সংবুতা,
সংযমা সংবিভাগা চ বিমানং আবসামহং।

৮. পাণাতিপাতা বিরতা মুসাবাদা চ সঞ্ঞতা,
থেয্যা চ অতিচারা চ মজ্জপানা চ আরকা।

৯. পঞ্চসিক্‌খাপদে রতা অরিযসচ্চান কোবিদা,
উপাসিকা চক্‌খুমতো গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।

১০. সাহং সকেন সীলেন যসসা চ যসস্‌সিনী,
অনুভোমি সকং পুঞ্ঞং সুখিতা চম্‌হি অনামযা।

১১. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

১২. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা মযহং অকাসিং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম গাথার অনুবাদ দীপবিমানের ১ম গাথার অনুরূপ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. 'স্বামীর গৃহে অবস্থানকালীন আমার নিকট ঈর্ষা, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধভাব ছিল না; স্বামীর বশীভূত থাকিয়া সর্বদা অপ্রমত্তভাবে উপোসথধর্ম পালন করিতাম।

৬-৭ প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী তিথিতে ও প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথশীল পালন করিতাম, সর্বদা শীলপালনে সংযত থাকিতাম।

৮. প্রাণীহত্যা, মিথ্যাকথা, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হইতে বিরতা ছিলাম।

৯. আমি যশস্বী চক্ষুষ্মান গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশীল রক্ষাকারিণী ও আর্য সত্য পরিজ্ঞাতা উপাসিকা ছিলাম।

১০. তাই আমি নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ও উপোসথশীলের সুকীর্তিতে যশস্বিনী হইয়া স্বীয় পুণ্য অনুভব করত অনাময়ী ও সুখিনী হইয়াছি।

১১শ ও ১২শ গাথার অনুবাদ প্রথম পীঠবিমানের ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুরূপ।

উত্তরা বিমান সমাপ্ত

শ্রীমা বিমান—১.১৬

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীমা গণিকা স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া পাপকর্ম বর্জনপূর্বক বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদনে রত হইলেন। প্রতিদিন তাঁহার গৃহে আটজন ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়া দান গ্রহণ করিতেন। তিনি ১৬ টাকা ব্যয়ে উত্তম আহার্য প্রস্তুত করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিক্ষুগণকে প্রদানপূর্বক প্রাত্যহিক কার্য সম্পাদনে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেন।

অনন্তর এক দিবস জনৈক ভিক্ষু তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া তিন যোজন দূরবর্তী কোন এক বিহারে গমন করিলেন। সায়াহ্নে তিনি সেই বিহারবাসী স্থবিরের নিকট উপবিষ্ট হইলে, স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আবুসো, কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া এখানে আসিয়াছ?' 'শ্রীমার গৃহ হইতে।' 'সে শ্রদ্ধার সহিত দান করে ত?' 'হাঁ ভন্তে, তাহার দান বর্ণনাতীত, অতি উৎকৃষ্ট। একজনকে যাহা দান করে, তাহা তিন-চারিজনের প্রমাণ মত হয়। দান হইতে তাহার দর্শন লাভই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সে অত্যন্ত রূপ-লাবণ্যময়ী।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার রূপের বর্ণনা করিলেন। তথায় অন্য একজন ভিক্ষু শ্রীমার রূপকাহিনী শুনিয়া অদর্শন অবস্থাতেই তাঁহার প্রতি স্নেহ উৎপাদন করিলেন। 'তথায় যাইয়া তাহাকে আমার দেখিতে হইবে' এই মনে করিয়া তিনি বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। পর দিবস ভিক্ষুদের সহিত তিনিও শ্রীমার গৃহে উপস্থিত হইলেন।

গতকল্য হইতে শ্রীমা রোগাক্রান্তা। সুতরাং আভরণসমূহ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে রোগশয্যায় শায়িত হইতে হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইলে, দাসী তাঁহাকে কহিল—'আর্যে, ভিক্ষুগণ আসিয়াছেন।' তিনি ভিক্ষুদিগকে খাদ্যভোজ্য প্রদানে উত্তমরূপে পরিচর্যা করিবার জন্য দাসীকে আদেশ দিলেন। সংগৃহীত আহার্য দ্রব্যে ভিক্ষুদের পাত্রপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইলে, দাসী তাঁহাকে সংবাদ দিল। শ্রীমা কহিলেন—'আমাকে ভিক্ষুদের নিকট নিয়া যাও, আর্যগণকে বন্দনা করিব।' দাসী তাঁহাকে তথায় নিয়া গেল। তিনি কম্পিত কলেবরে ভিক্ষুগণকে বন্দনা করিলেন। পূর্বোক্ত ভিক্ষু শ্রীমাকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আহা, রোগাবস্থায় ইহার এতই রূপ-লাবণ্য, না জানি, আরোগ্য শরীরে সর্বাভরণ প্রতিমণ্ডিতাবস্থায় কেমন রূপশালিনী ছিল!' ইহা চিন্তা করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বহু কোটি জন্মের সঞ্চিত বলবতী বাসনার সঞ্চার হইল। তিনি শ্রীমার প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইলেন। তিনি সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হইয়া তথায় আর ভোজন করিতে পারিলেন না। সেই আহার্যপূর্ণ পাত্র নিয়াই বিহারে উপস্থিত হইলেন। পাত্র একস্থানে রাখিয়া তিনি শয্যাগত হইলেন। তাঁহার জনৈক বন্ধুভিক্ষু তাঁহাকে বহু অনুরোধ করিলেও আহার করাইতে পারিলেন না। তিনি অনশনেই রাত্রি দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সেই দিবস সায়াহ্নে শ্রীমার মৃত্যু হইল। রাজা বুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'ভন্তে, জীবকের কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমার মৃত্যু হইয়াছে।' তচ্ছ্রবণে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ

রাজসমীপে সংবাদ পাঠাইলেন—'শ্রীমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এখন যেন সম্পাদন করা না হয়। কাক-শৃগালও যাহাতে নষ্ট করিতে না পারে, সেইরূপ নিরাপদে মশানে রক্ষা করুন।' রাজা তাহাই করিলেন। তিন দিবস অতিক্রমের পর চতুর্থ দিন মৃতশরীর স্ফীত হইয়া উঠিল। নবদ্বারে দূষিত পদার্থ নির্গত হইতে লাগিল। তখন ভগবানের নির্দেশক্রমে রাজা ভেরীশব্দে নগরে আদেশ প্রচার করাইলেন—'এক এক জন গৃহরক্ষক ব্যতীত আর সমস্ত নরগবাসী শ্রীমাকে দর্শন নিমিত্ত মশানে যাইতে হইবে; যে কেহ যাইবে না, তাহাকে আট টাকা দণ্ড দিতে হইবে।'

সমস্ত নগরবাসী মশানে উপস্থিত হইল। অতঃপর রাজা ভগবানের নিকট বিনীতানুরোধ জানাইলেন—'ভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ভগবানও যেন কৃপাবিতরণে মশানে আগমন করেন।' তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, চল সকলে শ্রীমার মৃতদেহ দর্শন করিতে যাই।'

শ্রীমার প্রতি আসক্তচিত্ত ভিক্ষুটি আজ চারিদিন যাবৎ অনাহারে শয্যাশায়ী। পাত্রে আহার্যদ্রব্য পঁচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। তাঁহার একজন বন্ধুভিক্ষু তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন—'বন্ধো, ভগবান শ্রীমার মৃতদেহ দর্শনে যাইতেছেন।' এই কথা বলা মাত্রই সেই ভিক্ষু ক্লান্তশরীর হইলেও, সহসা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান কি শ্রীমাকে দর্শনার্থ যাইতেছেন? তুমিও কি যাইবে? তাহা হইলে আমিও যাইব।' ইহা বলিয়াই ভিক্ষু যথাসত্বর পাত্রটি ধুইলেন। ধৌতপাত্র থলিয়ায় পূরিয়া ভিক্ষুগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ভগবান ভিক্ষুগণ পরিবৃত হইয়া মশানের একপার্শ্বে স্থিত হইলেন। ভিক্ষুণী পরিষদ, রাজপরিষদ, উপাসক ও উপাসিকা পরিষদ তাহারাও অন্যান্য পার্শ্বে স্থিত হইলেন। সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। সকলেই সম্বুদ্ধের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্যবাণী শ্রবণার্থ উদ্গ্রীব। ভগবান সেই জনসমুদ্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর অথচ মধুরনাদে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, এই মৃতা কে?' রাজা বিনীতস্বরে কহিলেন—'ভন্তে, জীবকের ভগ্নী শ্রীমা।' ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কি শ্রীমা!' রাজা কহিলেন—'হাঁ ভন্তে।' ভগবান—'তাহা হইলে মহারাজ, এই জনসঙ্ঘের মধ্যে ভেরীশব্দে ঘোষণা করা হউক—যাহার ইচ্ছা হয়, সে হাজার টাকায় শ্রীমাকে গ্রহণ করুক।' রাজা সেইরূপ ঘোষণা করাইলেন। গ্রাহক একজনও জুটল না। অতঃপর ভগবান কহিলেন—'তাহা হইলে মহারাজ, অর্দ্ধেক টাকা বাদ দেওয়া হউক।' তৎপর পাঁচশতের ডাক পড়িল। তাহাতেও কোন গ্রাহক জুটিল না। তৎপর আড়াইশত, দুইশত, একশত, পঞ্চাশ, পঁচিশ, বিশ, দশ, পাঁচ, একটাকা, আট আনা, এক আনা, অতঃপর এক কড়ার বিনিময়ে শ্রীমাকে গ্রহণ করিবার জন্য বলা হইল। ইহাতেও কেহ গ্রহণ না করাতে, বিনামূল্যে নিবার জন্য প্রচার করা হইল। তথাপি কেহ নিতে রাজি হইল না।

অতঃপর রাজা ভগবানকে কহিলেন—'ভন্তে, বিনামূল্যেও কেহ নিতে চায় না।'

তখন ভগবান সিংহনাদে বলিতে লাগিলেন—'হে ভিক্ষুগণ, দেখ, পুরুষদের অতি প্রিয় স্ত্রীজাতি, এই নগরেই এক দিবসের জন্য এই শ্রীমাকে হাজার টাকা দিয়াছিল, এখন বিনামূল্যেও কেহ নিতেছে না। যেই শ্রীমার রূপ-লাবণ্য মগধবাসীকে বিমোহিত করিয়াছিল, আজ সেই রূপের এমনই পরিণাম, রূপ এমনই অনিত্য, এমনই ক্ষয়-ব্যয়শীল। অলঙ্কার এই শরীরের শোভা সম্পাদন করে মাত্র, কিন্তু বত্রিশ প্রকার অশুচি পদার্থে এই শরীর গঠিত, তিন শত অস্থি সংযুক্ত এই দেহের নবদ্বারে সর্বদা অশুচি ক্ষরিত হয়। এই দেহ বিবিধ রোগের আবাসক্ষেত্র। এই শরীর চিরস্থায়ী নহে, কেবল অজ্ঞানীরা এই অশুচিপূর্ণ শরীরে মোহিত হয় মাত্র।' এইরূপে ভগবান দেহের অসারতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মোপদেশের পরিসমাপ্তিতে শ্রীমার প্রতি প্রতিবদ্ধ-চিত্ত ভিক্ষু তৃষ্ণা বিমুক্ত হইয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সেই সমাগমে ৮৪ হাজার লোকের ধর্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল।

শ্রীমা মৃত্যুর পর নির্মাণরতি নামক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি আপন দিব্য ঐশ্বর্য দর্শনে চিন্তা করিলেন—'আমি কোন কর্মের প্রভাবে এই দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।' তিনি দিব্যজ্ঞানে পূর্বজন্মের অবস্থা দর্শনে জানিতে পারিলেন—ভিক্ষুগণসহ ভগবান ও বহু সহস্র মনুষ্য মশানে তাঁহার মৃতশরীর পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তখন দেবকন্যা শ্রীমা পঞ্চশত অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া পঞ্চশত দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সকলের দর্শন পথে স্বর্গ হইতে অবরোহণ করিলেন। সপরিষদ দেবকন্যা রথ হইতে অবতরণ করিয়া ভগবানকে বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন বঙ্গীস স্থবির ভগবানের অনতিদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি ভগবানকে কহিলেন—'ভন্তে, আপনার অনুমতি পাইলে আমি দেবকন্যাকে একটি প্রশ্ন করিতে পারি।' ভগবান অনুমতি দিলেন। বঙ্গীস স্থবির দেবকন্যা শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'যুত্তা চ তে পরমঅলঙ্কতা হযা
অধোমুখা অঘসি গমা বলী জবা,
অভিনিম্মিতা পঞ্চরথা সতা চ তে
অন্বেন্তি তং সারথি চোদিতা হযা।

২. সা তিট্‌ঠসি রথবরে অলঙ্কতা
ওভাসযং জলমিব জোতিপাবকো,
পুচ্ছামি তং বরতনু অনোমদস্‌সনে
কস্মা নু কাযা অনধিবরং উপাগমী'তি।

১. 'হে দেবতে, তোমার পুণ্যপ্রভাবে সুনির্মিত পঞ্চশত রথে নিয়োজিত (অধোদিকে অবতরণ হেতু) অধোমুখী, আকাশগামী, বলবান, দ্রুতগামী ও শ্রেষ্ঠ দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত অশ্বগুলি সারথি পরিচালিত অশ্বের ন্যায় সুন্দররূপে গমন করিতেছে।

২. তুমি শ্রেষ্ঠ রথে অলঙ্কৃত শরীরে সূর্যের ন্যায় প্রভাসিত ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্থিতা আছ। হে পরমদর্শনীয়ে উত্তমরূপধারিণী সর্বাঙ্গ শোভনে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—অনুত্তর সম্যক সম্বুদ্ধের পরিচর্যার্থ কোন দেবলোক হইতে এখানে আসিয়াছ?'

দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৩. 'কামগ্‌গপত্তানং যুমাহু অনুত্তরা
নিম্মায নিম্মায রমন্তি দেবতা,
তস্মা কাযা অচ্ছরা কামবণ্ণিনী
ইধাগতা অনধিবরং নমস্‌সিতুন্তি।'

৩. 'যেই দেবলোক কামপরিভোগের অগ্রস্থান এবং যশ ও ভোগসম্পত্তি লাভের শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া কথিত, যথায় আপন অভিরুচি অনুযায়ী ভোগবিলাস নির্মাণ করিয়া অভিরমিত হইতে পারা যায়, আমি সেইস্থানে যথাইচ্ছিত কামরূপধারিণী দেবকন্যা সেই নির্মাণরতি দেবলোক হইতে অনুত্তর সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করিবার জন্য এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছি।'

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

৪. 'কি ত্বং পুরে [1]সুচরিতমাচরীধ
কেনাসি ত্বং অমিতযসা সুখেধিতা,
ইদ্ধী চ তে অনধিবরা বিহঙ্গমা
বণ্ণো চ তে দসদিসা বিরোচতি।

৫. দেবেহি ত্বং পরিবুতা সক্কতা চ'সি
কুতো চুতা সুগতিগতাসি দেবতে?
[2]কস্‌স বা ত্বং বচনকরানু[3]সাসনি
আচিক্‌খ মে ত্বং যদি বুদ্ধসাবিকা'তি।

৪. 'তুমি পূর্বজন্মে কোন কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? কোন পুণ্যের ফলে তুমি ঈদৃশ অপ্রমাণ যশসম্পন্না হইয়া দিব্যসুখে বর্দ্ধিতা হইতেছ? তুমি আকাশগামিনী অনুত্তর ঋদ্ধিসম্পন্না, তোমার শরীরের দিব্যবর্ণ দশদিক প্রভাসিত করিতেছে।

৫. হে দেবতে, তুমি দেবগণ পরিবৃতা হইয়া সৎকার প্রাপ্ত হইতেছ, তুমি কোথা হইতে চ্যুতা হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছ? তুমি কোন শাস্তার উপদেশ ও অনুশাসন প্রতিপালন করিয়াছিলে? যদি তুমি বুদ্ধশ্রাবিকা হও, তবে তাহা আমাকে বল।'

৬. 'নগন্তরে নগরবরে সুমাপিতে

---

[1]। সী–ইধা, হা–মচারিধ।

[2]। সী–কস্‌সেব।

[3]। সী–সাসনী।

পরিচারিকা নগরবরস্স সিরীমতো,
নচ্চে গীতে পরমসুসিক্খিতা অহং
সিরিমা'তি মং রাজগহে অবেদিংসু।
৭. বুদ্ধো চ মে ইসিনিসভো বিনাযকো
অদেসযী সমুদযদুক্খনিচ্চতং,
অসঙ্খতং দুক্খ[১]নিরোধং সস্সতং
মগ্গঞ্চিমং অকুটিলমঞ্জসং সিবং।
৮. সুত্বানহং অমতপদং অসঙ্খতং
তথাগতস্সনধিবরস্স সাসনং,
সীলেস্বাহং পরমসুসংবুতা অহুং,
ধম্মে ঠিতা নরবরবুদ্ধভাসিতে।
৯. ঞত্বান তং [২]বিরজপদং অসঙ্খতং
তথাগতেন অনধিবরেন দেসিতং,
তত্থেবহং সমথসমাধিমাফুসিং
সাযেব মে পরমনিযামতা অহু।
১০. লদ্ধানহং অমতবরং বিসেসনং
একংসিকা অভিসমযে [৩]বিসেসিয,
'অসংসযা বহুজনপূজিতা অহং
খিড্ডারতিং পচ্চনুভোমনপ্পকং।
১১. এবং অহং অমত[৪]দসম্হি দেবতা
তথাগতস্স অনধিবরস্স সাবিকা,
ধম্মদ্দসা পঠমফলে পতিট্ঠিতা
সোতপন্না ন চ পুনমত্থি দুগ্গতি।
১২. সা বন্দিতুং অনধিবরং উপাগমিং
পাসাদিকে কুসলরতে চ ভিক্খবো,
নমস্সিতুং সমণসমাগমং সিবং
সগারবা সিরিমতো ধম্মবাজিনো।
১৩. দিস্বা মুনিং মুদিতমনম্হি পীণিতা
তথাগতং নরবরদম্মসারথিং,

১। সী–নিরোধ।
২। সি–বিরজং।
৩। সী–বিসেসযী।
৪। সী–পদম্হি, হা–যসম্হি।

তণ্হচ্ছিদং কুসলরতং বিনাযকং
বন্দামহং পরমহিতানুকম্পক'ন্তি।

৬. 'ঋষিগিলি, বৈপুল্য, বেভার, পণ্ডব ও গৃধ্রকূট এই পঞ্চ পর্বতের মধ্যস্থলে মহাগোবিন্দ পণ্ডিতের নির্মিত শ্রেষ্ঠ নগরে আমি রূপশ্রী সৌভাগ্যবতী ও নৃত্য-গীতে পরম সুশিক্ষিতা ছিলাম। রাজগৃহে আমি সকলের নিকট শ্রীমা নামে পরিচিতা হইয়াছিলাম।

৭. ঋষিশ্রেষ্ঠ বিনায়ক বুদ্ধ আমাকে সমুদয় সত্য, দুঃখসত্য ও অনিত্যতা সম্বন্ধে এবং অসঙ্খত (সংস্কার বিহীন), শাশ্বত নির্বাণের সোজাপথ দুঃখনিরোধ মার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন।

৮. আমি তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের অমৃতপদ অসঙ্খত সদ্ধর্ম শ্রবণ করিয়া শীলসমূহে অতিশয় সুসংযতা হইয়াছিলাম এবং নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধভাষিত ধর্মে স্থিতা হইয়াছিলাম।

৯. আমি তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ দেশিত অসঙ্খত নির্বাণপদ জ্ঞাত হইয়া সেইক্ষণেই লোকোত্তর শমথধ্যান লাভ করিয়াছিলাম, তাহাই আমার পরম নিয়ামক (নির্দেশক) হইয়াছিল।

১০. আমি শ্রেষ্ঠতর অমৃতপদ লাভ করিয়া একান্তমনে ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ ও ত্রিরত্নে সন্দেহহীনা হইয়া আর্যসত্য জ্ঞাত হওত মার্গফল লাভ করিয়াছি; তাই আমি বহুজন পূজিতা হইয়া অপ্রমাণ ক্রীড়া ও রতিসুখ উপভোগ করিতেছি।

১১. আমি অমৃতপদ লব্ধ দেবতা, তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের শ্রাবিকা; চারিসত্য ধর্মদর্শিনী প্রথম ফলে প্রতিষ্ঠিতা স্রোতাপন্না হইয়াছি, আমি পুনরায় দুর্গতিকুলে উৎপন্ন হইবা না।

১২. আমি শ্রীসম্পন্ন ধর্মরাজ সম্যক সম্বুদ্ধ ও প্রসাদিক কুশলেরত নির্বাণ সাক্ষাৎকারী পাপশূন্য ভিক্ষুগণকে সগৌরবে বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছি।

১৩. মুনিকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ সন্তুষ্ট ও প্রীতিরসে সিক্ত হইয়াছে; সেই নর দমনকারী শ্রেষ্ঠ সারথি, তৃষ্ণাধ্বংসকারী, কুশলরত, বিনায়ক, পরমহিত ও অনুকম্পাকারী তথাগতকে বন্দনা করিতেছি।

এইরূপে দেবকন্যা শ্রীমা ত্রিরত্নে আপন প্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করণান্তর দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই শ্রীমার বিষয় উপলক্ষ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্মোপদেশের পর উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। উপস্থিত পরিষদবৃন্দের সেই ধর্মদেশনা মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

শ্রীমা বিমান সমাপ্ত

[১]কেশকারী বিমান—১.১৭

ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন কতিপয় ভিক্ষু বারাণসীতে ভিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সেই সময় কেশকারী নাম্নী ব্রাহ্মণকন্যা গৃহদ্বারে বসিয়া মাতার মস্তক হইতে উকুন গ্রহণ করিতেছিল। সে ভিক্ষুগণকে দেখিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, এই প্রব্রজিতেরা প্রথম যৌবন সম্প্রাপ্ত, রূপবান, দর্শনীয়, চিত্তপ্রসাদক ও সুকোমল। বোধ হয়, ইহাদিগকে কেহ বিতারিত করিয়াছে; না হয়, এই বয়সেই প্রব্রজ্যা নিবে কেন?' তাহার মাতা কহিল—'তাহা নহে মা, শাক্যপুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি যাহা ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, তাহা আদিতেও কল্যাণকর, মধ্যেও কল্যাণকর এবং অন্তেও কল্যাণকর। তিনি অর্থ ব্যঞ্জনযুক্ত, সর্বদিক পরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহার ধর্ম শ্রবণ করিয়া ইঁহারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।'

তখন একজন স্রোতাপন্ন উপাসক সেই পথে যাইতেছিলেন। তিনি মাতা-কন্যার কথা শুনিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি বলিতে পারেন কি, বর্তমান সময় এই যে বহু কুলপুত্র অগাধ ভোগসম্পত্তি ও জ্ঞাতিবর্গ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা কোন লাভের প্রত্যাশায় প্রব্রজ্যা নিতেছেন?' উপাসক উত্তর দিলেন—'কামগুণে দোষ ও নৈষ্কম্যে ফল দেখিয়া।' তখন উপাসক নিজের জ্ঞানানুযায়ী ইহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রিরত্নের গুণ ও পঞ্চশীল রক্ষার উপকারিতা বর্ণনা করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণকন্যা উপাসককে জিজ্ঞাসা করিল—'আমরাও ত্রিশরণে ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার বর্ণিত গুণের অধিকারিণী হইতে পারিব কি?' উপাসক কহিলেন—'কেন পারিবে না? এই ধর্মে সর্বসাধারণের সমান অধিকার।' তৎপর উপাসক তাহাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া কহিল—'ইহার উত্তরিতর আরো কিছু করণীয় আছে কি?' উপাসক তাহাকে জ্ঞানবতী ও বুদ্ধিমতি বিবেচনা করিয়া শরীর সম্বন্ধীয় কেশ-লোমাদি 'দ্বাত্তিংসাকার' ভাবনা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। দেহের প্রতি বৈরাগ্য উৎপাদনমূলক অনিত্যাদি প্রতিসংযুক্ত ধর্মকথা কহিয়া বিদর্শনমার্গ বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

ব্রাহ্মণকন্যা উপাসকের কথিত মতে সমস্ত বিষয় অন্তরে ধারণপূর্বক দেহের অসারতা ভাবনা করিয়া অচিরেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণকন্যা

---

[১]। সি–পেসকারিয় বিমান।

দেহান্তে ইন্দ্ররাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। ইন্দ্ররাজ তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও প্রমোদিতান্তরে চারিটি গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'ইদং বিমানং রুচিরং পভস্সরং
বেলুরিযত্থম্ভং সততং সুনিম্মিতং,
[১]সোবণ্ণরুক্খেহি সমন্তমোত্থতং
ঠানং মমং কম্মবিপাকসম্ভবং।

২. তত্রূপপন্না পুরিমচ্ছরা ইমা
সতং সহস্সানি সকেন কম্মুনা,
তুবংসি অজ্ঝুপগতা যসস্সিনী
ওভাসযং তিট্ঠসি পুব্বদেবতা।

৩. সসী অধিগ্গয্হ যথা বিরোচতি
নক্খত্তরাজা[২]রিব তারকাগণং,
তথেব ত্বং অচ্ছরা সঙ্গণং ইমং
দদ্দল্লমানা যসসা বিরোচসি।

৪. কুতো নু আগম্ম অনোমদস্সনে
উপপন্না ত্বং ভবনং মমং ইদং,
ব্রহ্মংব দেবা তিদসা সইন্দকা
সব্বেন তপ্পামসে [৩]দস্সনেন [৪]তৃন্তি?'

১. 'এই বিমান রুচিদায়ক প্রভাস্বর বৈদুর্য স্তম্ভযুক্ত, বিস্তীর্ণ ও সুনির্মিত, চতুর্দিক স্বর্ণবৃক্ষে আচ্ছাদিত; এই স্থান আমার, আমার কর্মবিপাক বলে এই বিমান উৎপন্ন হইয়াছে।

২. এই বিমানে আমার স্বীয় কর্ম প্রভাবে এই শত সহস্র অপ্সরা পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে; হে যশস্বিনী, তুমিও উৎপন্ন হইয়া পূর্ব দেবতাগণকে প্রভাসিত করিয়া স্থিতা আছ।

৩. চন্দ্র যেমন তারকারাজী পরাজয় করিয়া বিরোচিত হয়, সেইরূপ নক্ষত্ররাজের ন্যায় তুমিও অপ্সরাদের মধ্যে অতিশয় জ্যোতির্ময়ী হইয়া বিরোচিত হইতেছ।

৪. হে অনোমদর্শনে দেবতে, তুমি কোথা হইতে আসিয়া আমার এই ভবনে উৎপন্ন হইয়াছ? মহাব্রহ্মাকে দেখিয়া তাবতিংসের ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ যেইরূপ আনন্দিত হয়, তদ্রূপ তোমাকে দেখিয়া সমস্ত দেবতা আনন্দিত হইতেছে।'

---

[১]। হা–সুবণ্ণ।
[২]। সী–খু–ইব।
[৩]। সী–খু–দস্সনে।
[৪]। সী–খু–তা, হা–তন্তি।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৫. 'যমেতং সক্ক অনুপুচ্ছসে মমং
কুতো চুতা ত্বং ইধ আগতা'তি?
বারাণসী নাম পুরত্থি কাসিনং
তত্থ [১]অহোসিং [২]পুরে কেসকারিকা।

৬. বুদ্ধে চ ধম্মে চ পসন্নমানসা
সঙ্ঘে চ [৩]একন্তগতা অসংসযা,
অখণ্ডসিক্খা[৪]পদা আগতপ্ফলা
সম্বোধিধম্মে নিযতা অনামযা'তি।

৫. 'হে ইন্দ্ররাজ, যেহেতু আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তুমি কোথা হইতে চ্যুত হইয়া এই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছ?' (তদ্ধেতু আমি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি) কাশীরাজ্যে বারাণসী নামক নগর আছে, তথায় আমি পূর্বজন্মে কেশকারী নাম ধারণ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছিলাম।

৬. আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি প্রসন্নমনা, একান্তবশে শরণ গ্রহণ ও সন্দেহহীনা হইয়াছিলাম, শীলসমূহ বিশুদ্ধরূপে রক্ষা করিয়াছিলাম, স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিয়া, সম্বোধিধর্মে নিরত থাকিয়া সুখে জীবন ধারণ করিয়াছিলাম।

ইন্দ্ররাজ দেবকন্যার বাক্য শ্রবণে তাঁহার পুণ্যসম্পত্তি ও দিব্যসম্পত্তি অনুমোদন করত নিম্ন গাথা ভাষণ করিলেন—

৭. 'তন্ত্যাভিনন্দামসে [৫]সাগতঞ্চ তে
ধম্মেন চ ত্বং যসসা বিরোচসি,
বুদ্ধে চ ধম্মে চ পসন্নমানসে
সঙ্ঘে চ [৬]একন্তগতে অসংসযে,
অখণ্ডসিক্খাপদে আগতপ্ফলে
সম্বোধিধম্মে নিযতে অনামযে'তি।

৭. 'বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতি প্রসন্নমনা, একান্ত শ্রদ্ধাসম্পন্না, সন্দেহহীনা, বিশুদ্ধ শীলসম্পন্না, স্রোতাপন্না, সম্বোধিধর্মে নিরতা, অনাময়ী হে দেবতে, তুমি ধর্মযশে ও দিব্যযশে যশবতী হইয়া বিরোচিতা হইতেছ; তোমার দ্বিবিধ সম্পত্তিই আমি অভিনন্দন

---

[১]। হা–অহোসি।
[২]। সী–খু–পুরে।
[৩]। সী–একস্মি।
[৪]। সী–খু–পদ।
[৫]। সী–স্বাগতঞ্চ।
[৬]। সী–একন্তি।

করিতেছি; এই দেবলোকে তুমি স্বাগতা।'

দেবরাজ ইন্দ্র মহামোগ্‌গল্লান স্থবিরকে এই সংবাদ কহিলেন। স্থবির ভগবানকে তাহা নিবেদন করিলেন। ভগবান ইহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা সদেব-মনুষ্যলোকের সার্থক হইয়াছিল।

কেশকারী বিমান সমাপ্ত

প্রথম পীঠবর্গ সমাপ্ত।

দুতিযো চিত্তলতা বগ্‌গো

দাসী বিমান—২.১

ভগবান জেতবনে অবস্থানকালীন শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক বহু উপাসক পরিবৃত হইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় বিহারে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম শ্রবণান্তে লোকজন প্রস্থান করিলে, তিনি ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'ভন্তে, এই হইতে আমি সঙ্ঘকে নিত্য অন্নদান করিব।' তচ্ছ্রবণে ভগবান তাঁহাকে তদনুরূপ ধর্মকথা কহিলেন। তদনন্তর উপাসক ভগবানকে কহিলেন—'ভন্তে, আগামীকল্য হইতে আপনি আমার গৃহে ভিক্ষার জন্য আসিবেন।' এই বলিয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দাসীকে কহিলেন—'হে দাসি, আগামীকল্য হইতে ভগবান আমার গৃহে ভিক্ষার জন্য আসিবেন, তুমি সর্বদা অপ্রমত্ত হইয়া থাকিবে।' দাসী তাঁহার কথায় অতীব সন্তুষ্ট হইল। স্বভাবত সেই দাসী শ্রদ্ধাবতী, শীলবতী ও ধর্মশীলা ছিল। সে প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া উত্তম অন্ন-পানীয় সম্পাদনান্তর ভিক্ষুদের উপবেশন স্থান সুন্দররূপে লেপন করিয়া আসনসমূহ প্রজ্ঞাপ্ত করিত। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হইলে, তথায় উপবেশন করাইয়া সুগন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপপূজা সম্পাদনান্তর সৎকার গৌরব সহকারে অন্ন-পানীয় পরিবেশন করিত।

অনন্তর একদিবস ভিক্ষুদের আহার কার্যের পরিসমাপ্তির পর দাসী তথায় উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে বন্দনাপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, কি প্রকারে জাত্যাদি দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়?' তাহার প্রশ্ন শ্রবণান্তর ভিক্ষু তাহাকে ত্রিশরণ ও শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া শরীরের বত্রিশ প্রকার অশুভ বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেন। অপর ভিক্ষু অনিত্যমূলক ধর্মকথা কহিলেন। সেই দাসী ষোল বৎসর যাবৎ শীলরক্ষা করিয়াছিল। একদিন সে যথাযোগ্যমতে ধর্মশ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া জ্ঞানেরও পরিপক্কতা হেতু বিদর্শন বর্দ্ধিত করিয়া স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পর দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। একলক্ষ অপ্সরা তাহার চিত্ত বিনোদনের জন্য নিযুক্ত হইল। তিনি ষাট হাজার তূর্যধ্বনি দ্বারা পূজা লাভ করত বিপুল দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে করিতে সপরিষদ উদ্যানাদিতে পরিভ্রমণ

করিতেন। মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অপি সক্কোব দেবিন্দো রম্মে চিত্তলতা বনে,
সমন্তা অনুপরিযাসি নারিগণ পুরক্খতা;
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং?
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি?

১. ‘হে দেবতে, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রমণীয় চিত্রলতা উদ্যানে রমিত হইতেছে; চতুপার্শ্বস্থ দেববালাদের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া তুমি অগ্রণী হইয়াছ, তুমি ওষধী তারকার ন্যায় সকলদিক আলোকিত করিয়াছ।

২. হে দেবললনে, কোন পুণ্যের ফলে তুমি এইরূপ শরীরবর্ণ লাভ করিয়াছ? কোন পুণ্যের প্রভাবে এই স্থানে সুফল লাভ করিতেছ? কোন পুণ্য ফলে তোমার মনোজ্ঞ যে কোন ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে?

৩. হে মহানুভাবসম্পন্নে দেবি, আমি তোমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি মনুষ্যলোকে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? কোন কুশলকর্মের প্রভাবে তুমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্য ঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছ? কোন পুণ্যের ফলে তোমার শরীরবর্ণ দশদিক প্রভাসিত করিতেছে?’

১. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।’

১. ‘মহামোগ্গল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দেবকন্যা সন্তুষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসিত আকারে যেই কর্মে যেই ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলেন।’

১. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
দাসী অহোসিং [১]পরপেস্সিযা কুলে,
উপাসিকা চক্খুমতো গোতমস্স যসস্সিনো;
তস্সা মে নিক্কমো আসি সাসনে তস্স তাদিনো।

২. কামং [২]ভিজ্জতু যং কাযো নেব অত্থেত্থ সন্থনং,
সিক্খাপদানং পঞ্চন্নং মগ্গো সোবত্থিকো সিবো।

---

[১]। সী–হা–পরপেসিযা।

[২]। সী–ভিজ্জত, খু–ভিজ্জতি।

৩. অকণ্টকো অগহনো উজু সন্তি-পবেদিতো,
নিক্কমস্‌স ফলং পস্‌স যথিদং পাপুণিত্থিকা।

৪. আমন্তনিকা যঞ্ঞোম্‌হি সক্কস্‌স যসযত্তিনো,
[১]সট্‌ঠি তুরিযসহস্‌সানি পটিবোধং করোন্তি মে।

৫. আলম্বো [২]গগ্‌গরো ভীমো সাধুবাদি চ সংসযো,
পোক্‌খরো চ সুফস্‌সো চ বীণামোক্‌খা চ নারিযো।

৬. নন্দাচেব সুনন্দা চ [৩]সোণদিন্না [৪]সুচিম্‌হিতা,
অলম্বুসা মিস্‌সকেসী চ পুণ্ডরীকাতি দারুণী।

৭. এনিফস্‌সা সুফস্‌সা চ সুভদ্দা [৫]মুদুবাদিনী,
এতা চঞ্ঞা চ সেয্যাসে অচ্ছরানং [৬]পবোধিকা।

৮. তা মং পালেন্ত পাগন্ত্বা অভিভাসন্তি দেবতা,
হন্দ নচ্চাম গাযাম হন্দ তং রমযামসে।

৯. নযিদং অকতপুঞ্ঞানং কতপুঞ্ঞানমেবিদং,
অসোকং নন্দনং রম্মং তিদসানং মহাবনং।

১০. সুখং অকতপুঞ্ঞানং ইধ নত্থি পরত্থ চ,
সুখঞ্চ কতপুঞ্ঞানং ইধ চেব পরত্থ চ।

১১. তেসং সহব্যকামানং কত্তব্বং কুসলং বহুং,
কতপুঞ্ঞা হি মোদন্তি [৭]সব্বভোগসমঙ্গিনো'তি।

১. 'আমি ভূলোকে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরের ঘরে পরিচর্যাকারিণী দাসী ছিলাম। আমি দাসী হইলেও চক্ষুষ্মান যশস্বী গৌতম বুদ্ধের উপাসিকা হইয়া তাঁহার শাসনে [ষোল বৎসর কর্মস্থান ভাবনা করিয়া সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষীয় ধর্মে] ইষ্টাদি লক্ষণসম্পত্তি লাভ করিয়া সংক্লেশ হইতে নিষ্ক্রমণের জন্য সম্যকরূপে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

২-৩. এই শরীর ধ্বংস হইলেও, তথাপি এই কর্মস্থান ভাবনায় আমার দৃঢ়বীর্যের শিথিলতা ছিল না; [নিত্য শীলবশে] পঞ্চশীল পালন করিয়া [কামরাগ-কন্টকের অভাব হেতু] অকণ্টক, [কিলেস, মিথ্যাদৃষ্টি ও দুশ্চরিতের সমুচ্ছেদ হেতু] অগ্রহণ, ঋজু, সৎপুরুষ প্রকাশিত স্বস্তিক নির্বাণমার্গ স্ত্রীজাতি হইয়াও যথা উপায়ে লাভ করিয়াছি।

---

[১]। সী–খু–সট্‌ঠিং।
[২]। সী–খু–গগ্‌গসো।
[৩]। হা–সোকতিণ্ণা।
[৪]। খু–সুবিম্‌হিতা, সুচিন্তিকা।
[৫]। সী–খু–সম্ভদ্দামুদুভাবদী, হা–মুদুকাচরী।
[৬]। সী–পমোদিকা।
[৭]। হা–সগ্‌গে।

দেখুন, ক্লেশ হইতে নিষ্ক্রমণের এই ফল।

৪. আমি বসবর্ত্তী ইন্দ্ররাজের [আলাপের জন্য অথবা ক্রীড়ার সময়] আহ্বানযোগ্য। ষাটি সহস্র তূর্য্যধ্বনি করিয়া আমার প্রীতি সৌমনস্য উৎপাদন করে।

৫-৭. আলম্ব, গগ্গর, ভীম, সাধুবাদী, সংসয়, পোক্খর, সুফস্স এই সব বাদ্যকারী দেবপুত্র এবং বীণামোক্ষা, নন্দা, সুনন্দা, সোণদিন্না, সুচিমহিতা, অলম্বুসা, মিস্সকেসী, পুণ্ডরীকা, অতিদারুণী, এণিফস্সা, সুফস্সা, সুভদ্রা, মৃদুবাদিনী এই সব দেবকন্যা এবং আরো অন্যান্য শ্রেষ্ঠতরা দেবকন্যা আমার প্রীতিবর্দ্ধন করে।

৮. মদীয় আনন্দবর্দ্ধনকারী দেবপুত্র ও দেববালাগণ আমার নিকট আসিয়া তাহাদের পরস্পরকে বলে—'ওহে, চল আমরা নাচিয়া-গাহিয়া তাঁহাকে রমিত করি।'

৯. যাহারা পুণ্যকাজ করে নাই, তাহাদের জন্য এই স্থান নহে; যাহারা পুণ্যবান তাহাদের জন্যই এই ত্রিদশালয়ের শোকহীন—রমণীয় বৃহৎ নন্দনকানন।

১০. যাহারা পুণ্য সম্পাদন করে নাই, তাহাদের সুখ ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই; পুণ্যবানেরা ইহ-পরলোকে সুখ লাভ করে।

১১. যাহারা তাবতিংস দেবতাদের সঙ্গ লাভ করিবার ইচ্ছা করে, তাহাদের বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করা প্রয়োজন; পুণ্যবানই সকলপ্রকার ভোগবিলাসের দ্বারা প্রমোদিত হয়।

দাসী বিমান সমাপ্ত

লখুমা বিমান—২.২

ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কৈবর্তগ্রামে লখুমা নাম্নী এক শ্রদ্ধাবতী ও বুদ্ধিমতি রমণী জনৈক ভিক্ষুকে দর্শন করিয়া বন্দনান্তর আপন গৃহে নিয়া গেল। সে ভিক্ষুকে এক চামচ ভিক্ষা দিল। সে এই প্রথম পরিচয় হইতে ক্রমশ শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত করিয়া একখানা আসনশালা নির্মাণ করাইয়া দিল। তথায় প্রবিষ্ট ভিক্ষুগণকে বসিবার আসন দিয়া পানীয় ও পরিভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিত। অন্ন, পিষ্টকাদির মধ্যে যাহা গৃহে বিদ্যমান থাকিত, তাহাই ভিক্ষুগণকে প্রদান করিত। ভিক্ষুদের নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া ত্রিশরণ ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হইল, সুসংযতচিত্তে বিদর্শন কর্মস্থান শিক্ষা করিয়া ও বিদর্শন ভাবনা করিয়া অচিরেই স্রোতাপন্না হইলেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে সুবৃহৎ বিমানে উৎপন্ন হইলেন। সহস্র অপ্সরা তাঁহার সেবা করিত। তিনি তথায় দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতে করিতে প্রমোদিতচিত্তে বিচরণ করিতেন। মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে পরিভ্রমণকালে সেই দেবকন্যার দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্ঠসি দেবতে,

ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা!

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা?

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং?
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি?

১. 'হে দেবতে, তুমি ওষধী তারকার ন্যায় অভিরূপ বর্ণে সকলদিক প্রভাসিত করিয়া যেভাবে স্থিতা আছ!'

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ 'দাসী বিমানের' ২য় ও ৩য় গাথার অনুরূপ।

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।'

৪র্থ গাথার অনুবাদ 'দাসী বিমানের' ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

৫. 'কেবট্টদ্বারা নিক্খম্ম অহু ময্হং নিবেসনং,
তত্থ সঞ্চরমানানং সাবকানং মহেসিনং।

৬. ওদনং কুম্মাসং [1]সাকং লোণসোবীরকঞ্চহং,
অদাসিং উজুভূতেসু বিপ্পসন্নেন চেতসা।

৭. চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং যাব পক্খস্স অট্ঠমী,
পাটিহারিযপক্খঞ্চ অট্ঠঙ্গসুসমাগতং।

৮. উপোসথং উপবসিস্সং সদা সীলেসু সংবুতা,
সঞ্ঞমা সংবিভাগা চ বিমানং আবসামহং।

৯. পাণাতিপাতা বিরতা মুদাবাদা চ সঞ্ঞতা,
থেয্যা চ অতিচারা চ মজ্জপানা চ [2]আরকা।

১০. পঞ্চসিক্খাপদে রতা অরিযসচ্চানকোবিদা,
উপাসিকা চক্খুমতো গোতমস্স যসস্সিনো।

১১. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

১২. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্সভূতা যম্হং অকাসিং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

---

[1]। স-জী-হা-ডাকং।

[2]। সী-আরতা।

৫-৬. 'কৈবর্তদ্বার [বারাণসী নগরের একটি দ্বারের নাম] হইতে বাহির হইবার স্থানে আমার বাসগৃহ ছিল। তথায় সঞ্চরমান ঋজুভাবসম্পন্ন বুদ্ধশ্রাবক মহাঋদ্ধিগণকে আমি অতি প্রসন্নচিত্তে অন্ন, ব্যঞ্জন, শাক, সূপ [লবণ-জলের এক প্রকার পানীয়] দান করিয়াছিলাম।

৭-৮. প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গযুক্ত উপোসথশীল পালন করিয়াছিলাম, শীলসমূহে সর্বদা সংযত ছিলাম; আমার আবাসস্থান বিমানের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একসদৃশ।

৯. প্রাণীহত্যা, মিথ্যাকথা, চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হইতে বিরতা ছিলাম।

১০. আমি যশস্বী চক্ষুষ্মান গৌতম বুদ্ধের পঞ্চশিক্ষাপদে নিরতা, আর্যসত্য পরিজ্ঞাতা উপাসিকা ছিলাম।

১১. তদ্ধেতু আমি এইরূপ বর্ণসম্পন্না হইয়াছিল, সেই কুশলের বলেই এই স্থানে সুফল লাভ করিতেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেই আমার মনোজ্ঞ যে কোন ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে।

১২. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি—আমি মনুষ্য হইয়া যাহা কিছু পুণ্যকর্ম করিয়াছিলাম, সেই পুণ্য প্রভাবেই আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি এবং আমার শরীরের বর্ণে সকলদিক প্রভাসিত হইতেছে।'

অতঃপর দেবকন্যা কহিলেন—'ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার হইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিয়া কহিবেন—'ভন্তে, লখুমা নাম্নী উপাসিকা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতেছে।' ভন্তে, বুদ্ধধর্ম শ্রবণে আমি স্রোতাপন্না হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ধর্ম শ্রবণে সকৃদাগামিনী হইলাম।

লখুমা বিমান সমাপ্ত

আচাম দায়িকা বিমান—২.৩

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহের কোন এক গৃহস্থ মহামারী রোগের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল। সেই গৃহস্থের একজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলেরই মৃত্যু হইল। সে মৃত্যুভয়ে গৃহ ও সমস্ত ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল এবং অনাথিনীভাবে পরগৃহের পশ্চাৎ অলিন্দে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই গৃহবাসী লোকজন তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-যাগু ও কাঞ্জী ইত্যাদি তাহাকে প্রদান করিত। তথায় সে তাহাদের অনুগ্রহে জীবন ধারণ করিতে লাগিল।

সেই সময় মহাকশ্যপ স্থবির সপ্তাহকাল নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে অতিবাহিত করার পর ধ্যান হইতে উঠিয়া চিন্তা করিলেন—'অদ্য কাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়া দুর্গতি

দুঃখ হইতে মুক্তিদান করিব।' তখন সেই স্ত্রীলোকটির অচিরে মৃত্যু হইয়া নরকে উৎপত্তির হেতু দেখিতে পাইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন—'আমি অদ্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে আমাকে আচাম (ভাতের মাড়) প্রদান করিবে। এই দান প্রভাবে সে নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। ইহাতে আমি তাহার নরকোৎপত্তি বারণ করিয়া স্বর্গে উৎপন্নের হেতু করাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পূর্বাহ্ণে পাত্র-চীবর লইয়া সেই দরিদ্র রমণীর বাসস্থান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞাতবেশে দিব্যরসযুক্ত অন্ন ও সূপ-ব্যঞ্জন নিয়া স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি ইহা অবগত হইয়া কহিলেন—'দেবরাজ, আপনি পুণ্যবান; কেন এমন করিতেছেন? দরিদ্র দুঃখীদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিবেন না।' তখন তিনি ইন্দ্রের খাদ্যভোজ্য গ্রহণ না করিয়া সেই স্ত্রীলোকের সম্মুখে স্থিত হইলেন। সে স্থবিরকে দেখিয়া চিন্তা করিল—'ইনি মহানুভাবসম্পন্ন স্থবির, ইঁহাকে দিবার যোগ্য তেমন খাদ্যভোজ্য আমার নিকট নাই। এই ক্লিষ্ট ভাজনে তৃণচূর্ণ ও ধূলি সমাকীর্ণ লবণহীন শীতল বিস্বাদ অন্নমণ্ড মাত্র আছে। তাহাই বা কিরূপে ইঁহাকে দিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিল—'ভন্তে, ক্ষমা করুন, অন্যগৃহে গমন করুন।' স্থবির একপদ মাত্র অতিক্রম করিয়া আবার স্থিত হইলেন। গৃহবাসী মনুষ্যেরা অন্ন-ব্যঞ্জন হস্তে উপস্থিত হইল। স্থবিরকে তাহা দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। তখন সেই দুঃখিনী নারী চিন্তা করিল—'ইনি আমার প্রতিই অনুকম্পা করিয়া এখানে আসিয়াছেন। আমার দ্রব্য গ্রহণ করিবারই ইঁহার ইচ্ছা।' এইরূপ মনে করিয়া সে আনন্দিত মনে সাদরে সেই অন্নমণ্ড স্থবিরের পাত্রে প্রদান করিল। স্থবির তাহার প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য তথায় ভোজনের ইচ্ছা দেখাইলেন। লোকেরা আসন পাতিয়া দিল। স্থবির তথায় বসিয়া সেই অন্নমণ্ড পান করিলেন। অতঃপর তিনি দানের ফল বর্ণনা করিয়া কহিলেন—'তুমি তৃতীয় জন্মে আমার মাতা ছিলে।' এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।' সেই দরিদ্রা রমণী স্থবিরের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আরো অত্যধিক ভক্তি ও প্রসন্নতার উৎপাদন করিল। সেই রাত্রির প্রথম যামে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইল।

অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র সেই দরিদ্রা রমণীর মৃত্যু বিবরণ অবগত হইয়া সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে চিন্তা করিয়া তাবতিংসাদি দেবলোক অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহাকে কোথাও না দেখিয়া মধ্যম যামে মহাকশ্যপের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছায় গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'পিণ্ডায তে চরন্তস্‌স তুণ্হীভূতস্‌স তিট্‌ঠতো,
দলিদ্দা কপণা নারী পরাগরং [১]অবস্‌সিতা।

[১]। সী–অপস্‌সিতা।

২. যা তে অদাসি আচামং পসন্না [১]সেহি পাণিহি,
সা হিত্বা মানুসং দেহং কন্নু সাদিসতং গতা’তি।

১-২. ‘আপনি ভিক্ষা করিবার সময় যখন মৌনভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন পরগৃহে অবস্থানকারিণী দরিদ্রা দুঃখিনী নারী স্বহস্তে প্রসন্নচিত্তে যে আপনাকে আচাম (ভাতের মাড়) দান দিয়াছিল, সে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া কোন দিকে গিয়াছে [অর্থাৎ ছয় দেবলোকের কোন দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছে।’]

স্থবির কহিলেন—

৩. ‘পিণ্ডায মে চরন্তস্‌স তুণ্হীভূতস্‌স তিট্‌ঠতো,
দলিদ্দা কপণা নারী পরাগারং অবস্‌সিতা।

৪. যা মে অদাসি আচামং পসন্না সেহি পাণিহি,
সা হিত্বা মানুসং দেহং বিপ্পমুত্তা ইতো চুতা।

৫. নিম্মানরতিনো নাম সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা,
তত্থ সা সুখিতা নারী [২]মোদতাচামদাযিকা’তি।

৩-৫. ‘আমি যে ভিক্ষা করিবার সময় মৌনভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, পরগৃহে অবস্থানকারিণী দরিদ্রা দুঃখিনী নারী স্বহস্তে প্রসন্নচিত্ত আমাকে যে অন্নমণ্ড দিয়াছিল, সেই পুণ্যফলে সে রমণী দেহান্তে দুর্ভাগ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্মাণরতি নামে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন দেবলোকে সুখিনী ও প্রমোদিতা হইয়া অবস্থান করিতেছে।’

ইন্দ্ররাজ কহিলেন—

৬. ‘অহো দানং বরা কিযা কস্‌সপে সুপতিট্‌ঠিতং,
পরাভতেন দানেন ইজ্ঝিত্থ বত দক্‌খিণা।

৭. যা মহেসিত্তং কারেয্য চক্কবত্তিস্‌স রাজিনো,
নারী সব্বঙ্গকল্যাণী ভত্তু চানোমদস্‌সিকা;
এতস্‌সাচামদানস্‌স কলং নাগ্‌ঘতি সোলসিং।

৮. সতং নিক্‌খা সতং অস্‌সা সতং অস্‌সতরা রথা,
সতং কঞ্ঞাসহস্‌সানি আমুত্তমণিকুণ্ডলা;
এতস্‌সাচামদানস্‌স কলং নাগ্‌ঘন্তি সোলসিং।

৯. সতং হেমবতা নাগা ঈসাদন্তা উরূল্‌হবা,
সুবণ্ণকচ্ছা মাতঙ্গা হেমকপ্পনিবা সসা;
এতস্‌সাচামদানস্‌স কলং নাগ্‌ঘন্তি সোলসিং।

১০. চতুন্নম্পি চ দীপানং ইস্‌সরং যো’ধ কারযে,
এতস্‌সাচামদানস্‌স কলং নাগ্‌ঘতি সোলসি’ন্তি।

---

[১]। সী–ঈ–জী–সকেহি।

[২]। মোদিতা।

৬. 'অহো দুঃখিনী নারী, তোমার দান কশ্যপ স্থবিরকে দিয়া উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছ, অপর হইতে ভিক্ষালব্ধ অন্নমণ্ড দান দিয়া মহাফল লাভ করিয়াছ। [যেহেতু স্থবির নিরোধসমাপত্তি ধ্যান হইতে উত্থিত]

৭. যে নারী চত্রবর্তী রাজার অগ্রমহিষীর স্থান প্রাপ্ত, সর্বাঙ্গসুন্দরী ও স্বামীর অনুপম দর্শনীয়া, সে এই দরিদ্রা স্ত্রীর অন্নমণ্ড দানের তুলনায় ষোল ভাগের একভাগও হইবে না।

৮. শত নিষ্ক [এক নিষ্ক ১০৮ মাষা সুবর্ণ পরিমাণ] শত অশ্ব, শত অশ্বতরী, শত রথ ও মুক্তা-মণি বিভূষিতা সহস্র কন্যা দান দিলেও এই দরিদ্রা নারীর অন্নমণ্ড দানের তুলনায় ষোল ভাগের এক ভাগও হইবে না।

৯. স্বর্ণনির্মিত গ্রীবালঙ্কার ভূষিত, স্বর্ণখচিত হস্ত্যাস্তরণ ও কঙ্কণাদি হস্ত্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত ঈশাদন্ত, দ্রুতগামী, বলবান ও পরাক্রমশালী হেমবত[১] জাতীয় একশত হস্তীরাজ দান করিলে [যেই পুণ্য হইবে, সেই পুণ্য] এই দরিদ্রা নারীর অন্নমণ্ড দানের তুলনায় ষোল ভাগের এক ভাগও হইবে না।

১০. চারি মহাদ্বীপের একাধীশ্বর চক্রবর্তী রাজ্যশ্রী যিনি লাভ করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য এই দরিদ্রা নারীর অন্নমণ্ড দানের ষোল ভাগের এক ভাগও হইবে না।'

দেবরাজ ইন্দ্র যাহা বর্ণনা করিলেন, মহাকশ্যপ স্থবির ভগবানকে তাহা নিবেদন করিলেন। ভগবান উহা উপলক্ষ করিয়া পরিষদের মধ্যে বিস্তৃত ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের মঙ্গল সাধন করিয়াছিল।

আচাম দায়িকা বিমান সমাপ্ত

চণ্ডালা বিমান—২.৪

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি একদিন প্রত্যূষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া জগতের অবস্থা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন দেখিতে পাইলেন—সেই নগরে অবস্থানকারিণী এক বৃদ্ধা চণ্ডালিনীর অদ্য মৃত্যু হইবে এবং মৃত্যুর পর সে নরকে উৎপন্ন হইবে। তিনি করুণা সমুৎসাহিতচিত্তে চিন্তা করিলেন—'অদ্য ইহা দ্বারা স্বর্গোৎপত্তির কার্য করাইয়া তাহার নরক গমনের পথ রুদ্ধ করিতে হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া সপরিষদ রাজগৃহ নগরে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। সেই সময় চণ্ডালিনী লাঠি হস্তে নগর হইতে বহির্গত হইতেছিল। সে ভগবানকে আসিতে দেখিয়া অভিমুখে স্থিতা হইল। ভগবানও তাহার গমন নিবারণের

---

[১]। ১ কালাবকঞ্চ ২ গঙ্গেয্যং ৩ পণ্ডরং ৪ তম্ব ৫ পিঙ্গলং,
৬ গন্ধ ৭ মঙ্গল ৮ হেমঞ্চ ৯ উপোসথ ১০ ছদ্দন্তিনে দসাতি।
এই দশবিধ হস্তীজাতির মধ্যে হেমবত জাতীয় একটি হস্তী দশকোটি মনুষ্যের বল ধারণ করে।

ন্যায় সম্মুখে স্থিত হইলেন। তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির ভগবানের চিত্ত জ্ঞাত হইয়া এবং সেই চণ্ডালিনীরও আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহার ধর্মসংজ্ঞা উৎপাদন নিমিত্ত এই গাথাদ্বয় ভাষণ করিলেন—

১. 'চণ্ডালী বন্দ পাদানি গোতমস্‌স যসস্‌সিনো,
[১]তবেব অনুকম্পায অট্‌ঠাসি ইসিসত্তমো।

২. অভিপ্পসাতেহি মনং অরহন্তম্‌হি তাদিনি,
খিপ্পং পঞ্জলিকা বন্দ পরিত্তং তব [২]জীবিত'ন্তি।

১. 'হে চণ্ডালিনি, যশস্বী গৌতমের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা কর, এই [৩]ঋষিসপ্তম তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া এই স্থানে স্থিত হইয়াছেন।

২. অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধের প্রতি তোমার চিত্ত প্রসন্ন কর, শীঘ্র অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বন্দনা কর, তুমি অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত আছ।

এইরূপে স্থবির দুইটি গাথায় ভগবানের গুণকীর্তন করিয়া চণ্ডালিনীর ক্ষীণায়ু সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। স্থবিরের কথায় তাহার অন্তরে সংবেগ উৎপন্ন হইল। সে প্রসন্নচিত্তে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিল। তৎপর সে বুদ্ধগত প্রীতিতে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্থিত হইল। 'ইহার স্বর্গোৎপত্তির এতদূরই যথেষ্ট' এইরূপ মনে করিয়া ভগবান সশিষ্য প্রস্থান করিলেন। তখন এক ভ্রান্তা তরুণবৎসা গাভী শৃঙ্গের প্রহারে তাহার জীবন বিনাশ করিল। তদ্ধেতু সঙ্গীতিকারক বলিয়াছেন—

৩. 'চোদিতা ভাবিতত্তেন সরীরন্তিমধারিনা,
চণ্ডালী বন্দি পাদানি গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।

৪. তমেনং অবধি গাবী চণ্ডালিং পঞ্জলিং ঠিতং,
নমস্‌সমানং সম্বুদ্ধং অন্ধকারে পভঙ্কর'ন্তি।

৩. 'ভাবিতচিত্ত, অন্তিমদেহধারী মহামোগ্‌গল্লান স্থবির কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া চণ্ডালিনী যশস্বী গৌতম বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিয়াছিল।

৪. অন্ধকার বিধ্বংসী সূর্যবৎ অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারে জ্ঞানালোক বিশিষ্ট সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করিয়া করজোড়ে স্থিতা চণ্ডালিনীকে একটি গাভী বধ করিয়াছিল।'

চণ্ডালিনী মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। শতসহস্র অপ্সরা তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। তখনই সেই দেবকন্যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ বিমানসহ মহামোগ্‌গল্লান স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বন্দনান্তর বলিলেন—

৫. 'খীণাসাবং বিগতরজং অনেজং,

---

[১]। তমেব।

[২]। সী–গাখেতরা সব্বাপি দিস্‌সম্বেত্রেব চ উপবী চ।

[৩]। বিপস্‌সী বুদ্ধাদির সপ্তম বলিয়া ঋষিবর গৌতম বুদ্ধকে ঋষিসপ্তম বলা হইয়াছে।

একং অরঞ্ঞম্হি রহো নিসিন্নং;
দেবিদ্ধিপত্তা উপসঙ্কমিত্বা,
বন্দামি তং বীর মহানুভাব'ন্তি।

৫. 'ক্ষীণাসব, পাপহীন, তৃষ্ণাবিমুক্ত, অরণ্যে একাকী নির্জনে উপবিষ্ট হে মহানুভাবসম্পন্ন বীর, আমি দেবঋদ্ধি প্রাপ্ত দেববালা আসিয়া আপনাকে বন্দনা করিতেছি।

স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

৬. 'সুবণ্ণবণ্ণা জলিতা মহাযসা
বিমানমোহরুয্হ অনেকচিত্তা,
পরিবারিতা অচ্ছরানং গণেন
কা ত্বং সুভে দেবতে বন্দসে মম'ন্তি?

৬. 'হে সুবর্ণরূপিনি, জ্যোতির্ময়ী, মহাপরিবারসম্পন্নে সুন্দরি দেবতে, তুমি বিবিধ বিচিত্রিতা বহু অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া বিমান হইতে অবতরণপূর্বক আমাকে বন্দনা করিতেছ, তুমি কে?'

দেবকন্যা কহিলেন—

৭. 'অহং ভদন্তে চণ্ডালী তযা বীরেন পেসিতা,
বন্দিং অরহতো পাদে গোতমস্স যসস্সিনো।

৮. সাহং বন্দিত্বা পাদানি চুতা চণ্ডালযোনিযা,
বিমানং সব্বতো ভদ্দং [১]উপপন্নম্হি নন্দনে।

৯. [২]অচ্চরানং সতসহস্সং পুরক্খত্বান [৩]তিট্ঠতি,
তাসাহং পবরা সেট্ঠা বণ্ণেন যসসাযুনা।

১০. পহূতকতকল্যাণা সম্পজানা পতিস্সতা,
মুনিং কারুণিকং লোকে তং ভন্তে বন্দিতুমাগতা'তি।

১১. 'ইদং বত্বান চণ্ডালী কতঞ্ঞু কতবেদিনী,
বন্দিত্বা অরহতো পাদে তত্থেবন্তরধাযথা'তি।

৭. 'ভন্তে, আমি চণ্ডালিনী, আপনার ন্যায় বীর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া অর্হৎ যশস্বী গৌতম বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিয়াছিলাম।

৮. আমি পদারবিন্দে সেই বন্দনার ফলে চণ্ডালকুল হইতে চ্যুত হইয়া আনন্দময় তাবতিংস দেবলোকে সর্বাঙ্গ সুন্দর এক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছি।

৯. শতসহস্র অপ্সরা আমাকে অভিমুখে রাখিয়া স্থিত হয়, আমি শরীরবর্ণ, যশ ও

---

[১]। সী–উপ্পন্নম্হি চ।

[২]। সী–অচ্ছরানিসহস্সানি, ঈ–জী–অচ্ছরানং সংসসানি।

[৩]। হা–জী–মং তিট্ঠন্তি।

আয়ুদ্বারা তাহাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছি।

১০. আমি প্রভূত কল্যাণকর্ম সম্পন্না, সম্যক প্রজ্ঞাবতী ও স্মৃতিসম্পন্না হইয়াছি; ভন্তে, জগতে যিনি মুনি ও কারুণিক তাঁহাকে আমি বন্দনা করিবার জন্য আসিয়াছি।'

১১. 'কৃতজ্ঞসম্পন্না ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশিনী চণ্ডালিনী দেবকন্যা এইরূপ বলিয়া অরহতের (মোগ্‌গল্লান স্থবিরের) পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলেন।'

অতঃপর মহামোগ্‌গল্লান এই সংবাদ ভগবানের নিকট নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

চণ্ডালী বিমান সমাপ্ত

ভদ্রাস্ত্রী বিমান—২.৫

ভগবান জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কিম্বিল নগরে শ্রদ্ধা-প্রসন্ন ও শীলাচারসম্পন্ন রোহক নামক এক গৃহপতিপুত্র ছিলেন। সেই নগরে তাহার ন্যায় মহৈশ্বর্যসম্পন্ন কুলে এক বালিকা ছিলেন। তিনি অতি শ্রদ্ধাবতী। তাঁহার স্বভাব ভদ্র, তাই তাঁহার নাম ছিল ভদ্রা। অনন্তর যথাসময় রোহকের সঙ্গে সেই কুমারীর বিবাহ হইয়াছিল। সেই পতিপ্রাণা নারী সর্ববিষয়ে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। তাঁহার আচার ব্যবহার ভদ্র হেতু সেই প্রদেশে তিনি ভদ্রাস্ত্রী নামে পরিচিতা।

তখন সারীপুত্র ও মোগ্‌গল্লান এই দুই অগ্রশ্রাবক পাঁচশত পাঁচশত এক হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া দেশপর্যটনে বহির্গত হইলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁহারা কিম্বিল নগরে সম্প্রাপ্ত হইলেন। রোহক, স্থবিরদের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি স্থবিরদ্বয়কে বন্দনা করিয়া, আগামী দিবসের জন্য সশিষ্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিবস ভিক্ষুগণ রোহকের গৃহে উপস্থিত হইলেন। আহার কার্য সমাপ্ত হইলে, রোহক স্ত্রী-পুত্রসহ ধর্মশ্রবণ করিলেন। তাঁহারা ধর্মশ্রবণে আনন্দিত হইয়া সকলে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ভদ্রা প্রত্যেক উপোসথ দিবসে উপোসথ রক্ষা করিতেন। ভদ্রার শীলাচারে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিতেন।

এক সময় রোহক বাণিজ্য করিবার জন্য তক্কশিলায় গিয়াছিলেন। একদা নক্ষত্র উৎসব দিবসে গৃহরক্ষক দেবতা ভদ্রার চিত্তভাব পরিজ্ঞাত হইয়া দৈবশক্তি বলে তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট নিয়া গেলেন। আবার যথাসময় তাঁহাকে স্বগৃহে আনিয়া রাখিয়া দিলেন। সেই স্বামীসহবাসে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইলেন। গর্ভ যখন প্রকাশ পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কলঙ্কও প্রকাশ হইয়া পড়িল। শ্বাশুড়ী প্রভৃতি সকলে ব্যভিচারিণী

মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। তখন ভদ্রা তক্ষশিলায় স্বামী প্রদত্ত অঙ্কুরী দেখাইয়া লোকদের সন্দেহ নিবোদনপূর্বক বিশুদ্ধ শীলাচারসম্পন্না বলিয়া জগতে পরিচিতা হইলেন।

অনন্তর তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি তাবংতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তী হইতে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়া পারিজাত বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দেবপরিষদ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিলেন। সেই সময় ভদ্রাস্ত্রী দেবকন্যাও তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বন্দনান্তর একপ্রান্তে স্থিতা হইলেন। ভগবানকে দর্শন ও বন্দনা মাসনে দশসহস্র চক্রবাল হইতে দেবতা ও ব্রহ্মাগণ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সেই পরিষদের মধ্যে ভগবান সেই ভদ্রাস্ত্রী দেবকন্যাকে তাঁহার কৃতপুণ্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘নীলা পীতা চ কালা চ [১]মঞ্জেট্‌ঠা অথ লোহিতা,
উচ্চাবচানং বণ্ণানং কিঞ্জক্‌খপরিবারিতা।

২. মন্দারবানং পুপ্‌ফানং মালং ধারেসি মুঞ্চতি,
নযিমে অঞ্ঞেসু কাযেসু রুক্‌খা সন্তি সুমেধসে।

৩. কেন কাযং উপপন্না তাবতিংসং যসস্‌সিনী,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং ফল’ন্তি।

১. ‘ভদ্রে, তুমি নীল, পীত, কাল, মঞ্জিঠা ও লোহিতাদি বিবিধ বিচিত্র বর্ণের পুষ্পকেশর পরিবৃতা হইয়াছ।

২. মন্দায় পুষ্পমাল্য একবার ধারণ করিতেছ, আবার মোচন করিতেছ; হে প্রজ্ঞাবতি দেবতে, অন্যান্য দেবলোকে এইরূপ পুষ্পবৃক্ষ আর নাই।

৩. হে যশস্বিনি, তুমি এই তাবতিংস দেবলোকে কোন পুণ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছ? হে দেবি, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন পুণ্যপ্রভাবে এই ফল লাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।’

দেবকন্যা কহিলেন—

৪. ‘[২]ভদ্দিত্থীতি মং অঞ্ঞিংসু কিম্বিলাযং উপাসিকা,
সদ্ধা সীলেন সম্পন্না সংবিভাগরতা সদা।

৫. অচ্ছাদনঞ্চ ভত্তঞ্চ সেনাসন পদীপিযং,
অদাসিং উজুভুতেসু বিপ্পসন্নেন চেতসা।

৬. চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং যাব পক্‌খস্‌স অট্‌ঠমী,
পাটিকারিয পক্‌খঞ্চ অট্‌ঠঙ্গ সুসমাগতং।

---

[১]। সী–খু–গু-মঞ্জিট্‌ঠা, হা–মঞ্জট্‌ঠা।

[২]। সী–খু–ঈ–জী–ভদ্দিত্থিকাতি।

৭. উপোসথং উপবসিস্সং সদা সীলেসু সংবুতা,
পাণাতিপাতা বিরতা মুসাবাদা সঞ্ঞতা;
থেয্যা চ অতিচারা চ মজ্জপানা চ আরকা।

৮. পঞ্চসিক্খাপদে রতা অরিযসচ্চানকোবিদা,
উপাসিকা চক্খুমতো অপ্পমাদবিহারিণী।

৯. [১]কতাবাসা কতকুসলা ততো যুতা,
সযং পভা অনুবিচরামি নন্দনং।

১০. ভিক্খু চহং পরমহিতানুকম্পকে,
অভোজযিং তপস্সিযুগং মহামুনিং;
কতাবাসা কতকুসলা ততো যুতা,
সযং পভা অনুবিচরামি নন্দনং।

১১. অট্ঠঙ্গিকং অপরিমিতং সুখাবহং,
উপোসথং সততমুপাবসিং অহং;
কতাবাসা কতকুসলা ততো যুতা,
সযং পভা অনুবিচরামি নন্দন'ন্তি।

৪-৫. 'কিম্বিল নগরবাসীরা আমাকে ভদ্রাস্ত্রী বলিয়া মনে করিত। আমি শ্রদ্ধাবতী ও শীলবতী উপাসিকা ছিলাম, সর্বদা দানে রত ছিলাম। অতি প্রসন্নচিত্তে ঋজুভূত অর্হৎগণকে অন্ন, আচ্ছাদন, শয়নাসন ও প্রদীপ দান করিয়াছিলাম।

৬-৭. প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করিয়াছিলাম; শীলসমূহে সর্বদা সংযতা ছিলাম; প্রাণীহত্যা হইতে বিরতা ও মিথ্যাকথনে সংযতা থাকিতাম; চুরি, মিথ্যাকামাচার ও মদ্যপান হইতে বিরতা ছিলাম।

৮. আমি চক্ষুষ্মান সম্বুদ্ধের পঞ্চশীলে নিরতা, আর্যসত্য বিদিতা ও অপ্রমাদ বিহারিণী উপাসিকা ছিলাম।

৯. আমি কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া, সুখের আবাস উৎপাদন করিয়াছি; সেই কুশলের প্রভাবে স্বয়ংপ্রভাযুক্তা হইয়া নন্দনবনে সুখে বিচরণ করিতেছি।

১০. পরম হিতানুকম্পাকারী মহামুনি তপস্বী ভিক্ষুযুগলকে [অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে] উত্তমরূপে ভোজন করাইয়াছিলাম; সুখের আবাস উৎপাদক সেই সুকর্মের প্রভাবে আমি স্বয়ংপ্রভায় প্রভাবতী হইয়া নন্দনবনে সুখে বিচরণ করিতেছি।

১১. আমি অপরিমিত সুখাবহ অষ্টাঙ্গিক উপোসথশীল সর্বদা পালন করিয়াছিলাম, সুখাবাস উৎপাদক সেই কুশলকর্ম প্রভাবে স্বয়ংপ্রভায় প্রভাবতী হইয়া নন্দনবনে সুখে বিচরণ করিতেছি।

ভগবান মাতৃদেবী প্রমুখ দশ সহস্র চক্রবালের দেব-ব্রহ্মাগণকে তিন মাস অভিধর্ম

---

[১]। সী–খু–কতুপাসা–কতদাসা, হা–কতাবকাসা।

পিটক দেশনা করিয়া মনুষ্যলোকে আসিলেন এবং ভদ্রাস্ত্রীর বিমান সম্বন্ধে ভিক্ষুগণকে দেশনা করিলেন। সেই দেশনা পরিষদের হিত-সাধন করিয়াছিল।

ভদ্রাস্ত্রী বিমান সমাপ্ত

সোণদিন্না বিমান—২.৬

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন নালন্দায় সোণদিন্না নাম্নী এক শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা ছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণকে চারি প্রত্যয়ে [চীবর, পিণ্ড, শয়নাসন ও ঔষধদ্বারা] সেবা করিতেন, সর্বদা বিশুদ্ধভাবে থাকিতেন, নিত্য শীলপালন করিতেন ও উপোসথ দিবসে অষ্টাঙ্গ উপোসথ পালন করিতেন। ক্রমশ তিনি ধর্মশ্রবণ করিয়া ও চারি আর্যসত্য ভাবনা করিয়া স্রোতাপন্না হইলেন। অনন্তর মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। দেবলোকে মহামোগ্‌গল্লান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন
যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

২. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৩. 'সোণদিন্নাতি মং [১]অঞ্ঞিংসু... ...পে... ...
গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।

৪. তেন মে তাদিসো বণ্ণো
তেন মে ইধ মিজ্ঝতি... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

এই গাথাসমূহের ব্যাখ্যা পূর্বানুরূপ জ্ঞাতব্য।

সোণদিন্না বিমান সমাপ্ত

উপোসথা বিমান—২.৭

সাকেত নগরে উপোসথা নাম্নী একজন উপাসিকা ছিলেন। অন্যান্য বিষয় পূর্ব বিমানের বর্ণনানুযায়ী জ্ঞাতব্য।

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তেন তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,

---

[১]। সী–অঞ্ঞঞ্ঞাসুং।

উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা'সি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৫. 'উপোসথাতি মং অঞ্ঞিংসু সাকেতাযং উপাসিকা,
... ...পে... ... গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৭. 'অভিক্‌খণং নন্দনং সুত্বা ছন্দো মে উপপজ্জথ,
তত্থ চিত্তং পণিধায উপপন্নাম্‌হি নন্দনং।

৮. নাকাসিং সত্থুবচনং বুদ্ধস্‌সাদিচ্চবন্ধুনো,
হীনে চিত্তং পণিধায [1]'সাম্‌হি পচ্ছানুতাপিনী'তি।

৯. 'কীব চিরং বিমানস্মিং ইধ বস্‌সসুপোসথে,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ যদি জানাসি আযুনো'তি।

১০. 'সট্‌ঠবস্‌সসহস্‌সানি তিস্‌সো চ বস্‌সকোটিযো,
ইধ ঠত্বা মহামুনি ইতো চুতা গমিস্‌সামি,
মনুস্‌সানং সহব্যত'ন্তি।

১১. 'মা ত্বং উপোসথে ভাযি সম্বুদ্ধেনাসি ব্যাকতা
সোতাপন্না বিসেসযি পহীণা তব দুগ্‌গতী'তি।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ লখুমা বিমানের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

দেবকন্যা কহিলেন—

৫. 'সাকেত নগরের মনুষ্যেরা আমাকে উপোসথা নামে জানিত, আমি শ্রদ্ধাবতী ও শীলবতী উপাসিকা ছিলাম; সর্বদা দানে রত ছিলাম।

৬. সেই হেতু আমি ঈদৃশী বর্ণসম্পন্না হইয়াছি, সেই কুশলকর্মের বলেই এই স্থানে সুফল লাভ করিতেছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেই আমার মনোজ্ঞ যে কোন ভোগসম্পত্তি উৎপন্ন হইতেছে। সেই পুণ্যতেজে আমি ঈদৃশী জ্যোতির্ময়ী পুণ্যঋদ্ধিসম্পন্না হইয়াছি

---

[1]। সী–সাম্‌হিচ্ছন্দানুগামিনী।

এবং আমার শরীরবর্ণে সর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে।

৭. আমি সর্বদা নন্দনকাননের দিব্যসম্পত্তির কথা শুনিয়া তৎপ্রতি আমার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা লাভের জন্য একান্তমনে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাই এই নন্দনবনে উৎপন্ন হইয়াছি।

৮. আমি শাসনকর্তা আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের [অল্পক্ষণের জন্যও ভবে উৎপন্ন হওয়া সঙ্গত নহে, এই] উপদেশ অনুসারে কাজ করি নাই, আমি [ভবের প্রতি তৃষ্ণা ত্যাগ না করিয়া] হীন স্থানে চিত্ত স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তদ্ধেতু এখন অনুতাপ ভোগ করিতেছি।'

মহামোগ্‌গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

৯. 'হে দেবললনে উপোসথে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি কত দীর্ঘকাল এই বিমানে অবস্থান করিবে? যদি তোমার পরমায়ু সম্বন্ধে জ্ঞাত থাক, তবে তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।'

দেববালা কহিলেন—

১০. 'হে মহামুনি, আমি তিন কোটি ষাটি সহস্র বৎসর এই [তাবতিংস] দেবলোকে অবস্থানান্তর এস্থান হইতে চ্যুত হইয়া মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইব।'

মহামোগ্‌গল্লান স্থবির আশ্বাস বাক্যে বলিলেন—

১১. 'হে উপোসথে, তুমি ভয় করিও না, কেন না, সম্যক সম্বুদ্ধও প্রকাশ করিয়াছেন—তুমি স্রোতাপন্না হইয়াছ, তদ্ধেতু তোমার দুর্গতি গমনপত রুদ্ধ হইয়াছে।'

উপোসথা বিমান সমাপ্ত

শ্রদ্ধা বিমান—২.৮

এই বিষয়টি রাজগৃহ নগরে শ্রদ্ধা নাম্নী উপাসিকা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত বিমান বর্ণনা সদৃশ জ্ঞাতব্য।

'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।
'সা দেবতা অত্তমনা... ...পে... ...
যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'
'[১]সদ্ধাতি মং অঞ্ঞিংসু রাজগহস্মিং উপাসিকা... ...পে... ...
গোতমস্‌স যসস্‌সিনো।
তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...

[১]। সা–হী–সুদীদ্দা, হা–সিদ্দা।

বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

শ্রদ্ধা বিমান সমাপ্ত

সুনন্দা বিমাব—২.৯

এই বিষয়টি রাজগৃহ নগরে সুনন্দা নাম্নী উপাসিকা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পূর্বোক্ত বিমান বর্ণনা সদৃশ জ্ঞাতব্য।

‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন... ...পে... ...
সব্বদিসা পভাসতী’তি।
‘সা দেবতা অত্তমনা... ...পে... ...
‘[1]সুনন্দাতি মং অঞ্ঞিংসু রাজগহস্মিং উপাসিকা... ...পে... ...
গোতমস্স যসস্সিনো।
তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

সুনন্দা বিমান সমাপ্ত

ভিক্ষাদায়িকা বিমান—২.১০

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় উত্তর মধুরায় কোন একজন স্ত্রীলোকের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুর পর তাহার অপায় গমনের হেতু ছিল। ভগবান প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যানে সেই স্ত্রীলোকের বিষয় অবগত হইয়া তাহার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক একাকী মধুরায় উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া তিনি ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন সেই রমণী অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন কার্যের পরিসমাপ্তির পর তাহা উত্তমরূপে আচ্ছাদনপূর্বক কলসী লইয়া স্নানার্থ পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। স্নানান্তে জলপূর্ণ কলসী নিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে ভগবানের দর্শন পাইল। স্ত্রীলোকটি ভগবান সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘ভন্তে, ভিক্ষা পাইয়াছেন কি?’ ভগবান উত্তর দিলেন—‘পাইব।’ ইহাতে সে বুঝিতে পারিল—ভগবান এখনও ভিক্ষা পান নাই। তখন সে কলসী রাখিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনান্তর বিনীতস্বরে কহিল—‘ভন্তে, আমি ভিক্ষা দিব, আমার গৃহে আসুন।’ সে গৃহে যাইয়া সুন্দররূপে আসন সজ্জিত করিল, সেই আসনে ভগবান উপবিষ্ট হইলেন। অত্যধিক সৎকার সহকারে সে

---

[1]। ঈ–জী–সুদীন্না, হা–সুনিজ্ঝা।

ভগবানকে পরিবেশন করিল। ভগবান আহারান্তে দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দানের ফল বর্ণনা শুনিয়া তাহার অতুলনীয় প্রীতি সৌমনস্য উৎপন্ন হইল। ভগবানের গমন সময় যতক্ষণ তিনি দৃষ্টিপথে ছিলেন, ততক্ষণ সে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বন্দনা করিতে করিতে দণ্ডায়মানা ছিল।

অনন্তর কতিপয় দিবসের পর তাহার মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সহস্র অপ্সরা তাহার পরিচর্যার্থ ব্যাপৃতা হইল। একদা মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবকন্যার মহতী দেবঋদ্ধি দেখিয়া তাহার কৃতপুণ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।'

৫. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা,
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে।

৬. অদ্দসং বিরজং বুদ্ধং বিপ্পসন্নমনাবিলং,
তস্‌স অদাসহং ভিক্‌খং পসন্না সেহি পাণিহি।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৮. ... ...পে... ...তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা,
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

এই গাথাসমূহের ব্যাখ্যা পূর্ব সদৃশ।

ভিক্ষাদায়িকা বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভিক্ষাদায়িকা বিমান—২.১১

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কোন এক শ্রদ্ধাবতী রমণী একজন অর্হৎ স্থবিরকে ভিক্ষার্থ বিচরণ করিতে দেখিয়া স্বীয় গৃহে আহ্বানপূর্বক আহার্য প্রদান করিল। সে অন্য সময় মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। অবশিষ্ট অন্যান্য বিমান বর্ণনা সদৃশ।

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী... ...পে... বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

২. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।’

৩. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা,
পুরিমায জাতিযা মনুস্সলোকে।
অদ্দসং বিরজং ভিক্খুং বিপ্পসন্নমনাবিলং
তস্স অদাসহং ভিক্খং পসন্না সেহি পাণিহি।

৪. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

এই গাথাসমূহের ব্যাখ্যা পূর্বানুরূপ।

দ্বিতীয় ভিক্ষাদায়িকা বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় চিত্তলতা বর্গ সমাপ্ত।

ততিযো পারিচ্ছত্তকো বগ্গো

উলার বিমান—৩.১

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহামোগ্গল্লান স্থবিরের সেবককুলে অতি শ্রদ্ধাসম্পন্না এক মহিলা ছিল। দানে সে বড় আনন্দ পাইত। তাহার খাদ্যভোজ্য হইতে অর্দ্ধেক সে দান করিত। দান না করিয়া সে কিছুতেই ভোজন করিত না। দান গ্রহিতা না দেখিলে, দানীয় বস্তুসমূহ রাখিয়া দিত, গ্রহিতা দেখিলেই দান করিত। যে কোন যাচক দেখিলেই সে দান না করিয়া পারিত না। দানে কন্যার আনন্দ দেখিয়া, মাতা তৎপ্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হইল। মাতা তাহাকে প্রত্যেক খাদ্যভোজ্য দ্বিগুণ করিয়া দিতে লাগিল। তাহাও সে দান করিত। সে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, মাতাপিতা সেই নগরের কোন এক কুমারের সহিত তাহার বিবাহকার্য সম্পাদন করিল। শ্বশুরকুল মিথ্যাদৃষ্টি বিধায়, ত্রিরত্নে তাহারা শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন। এক সময় মহামোগ্গল্লান স্থবির রাজগৃহে ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন সেই বালিকা তাহার শ্বশুরের গৃহদ্বারে স্থিতা অবস্থায় ছিল। সে স্থবিরকে দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া গৃহে বসাইল। সে অতীব শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে বন্দনান্তর শ্বাশুড়ীর স্থাপিত পিষ্টক তাহার অজ্ঞাতসারে স্থবিরকে প্রদান করিল। স্থবির দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর সে শ্বাশুড়ীকে পিষ্টক দানের কথা কহিল। শ্বাশুড়ী তাহা শ্রবণান্তর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া কহিল—‘প্রগলভিনি, আমার দ্রব্য আমাকে না বলিয়া তুই শ্রমণকে কেন দিলি?’ এই বলিয়া তাহাকে মুষলের আঘাত

করিল। সে সুকোমল, আয়ুও পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং সেই প্রহারেই বিশেষভাবে আহত হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইল। পিষ্টক দানের প্রভাবে মৃত্যুর পর সে তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবললনাকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা মহতী দেবলীলায় বিরাজমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘উলারো তে যসো বণ্ণো সব্বা ওভাসতে দিসা,
নাবিযো নচ্চন্তি গাযন্তি দেবপুত্তা অলঙ্কতা।

২. [১]মোদেন্তি পরিবারেন্তি তব পূজায দেবতে,
সোবণ্ণানি বিমানানি তবিমানি সুদস্‌সনে।

৩. তুবং’সি ইস্‌সরা তেসং সব্বকামসমিদ্ধিনী,
অভিজাতা মহন্তাসি দেবকাযে পমোদসি;
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং [২]ফলং।

৪. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৫. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সলোকে কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৬. ‘সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’

৭. ‘অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা,
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে।
দুস্‌সীলকুলে সুণিসা অহোসিং
অস্‌সদ্ধেসু কদরিযেসু অহং।

৮. সদ্ধা সীলেন সম্পন্না সংবিভাগরতা সদা,
পিণ্ডায চরমানস্‌স অপুবং তে অদাসহং।

৯. তদাহং সস্‌সুযাচিক্‌খিং সমণো আগতো ইধ,
তস্‌স অদাসহং পুবং পসন্না সেহি পাণিহি।

১০. ইতস্‌সা সস্‌সু পরিভাসি অবিনীতা তুবং বধু,
ন মং সম্পুচ্ছিতুং ইচ্ছি সমণস্‌স দদামহং।

১১. ততো মে সস্‌সু কুপিতা পহাসি মুসলেন মং,

---

[১]। সী–মোদন্তি।
[২]। সী–হা–ফলন্তি তীহি গাপাহি পুচ্ছি। (ইতয়াত্র ন দিস্‌সন্তি)

কূটস্‌সচ্ছি অবধি মং নাসক্খিং জীবিতুং চিরং।

১২. সা অহং কাযস্‌স ভেদা বিপ্পমুত্তা ততো চুতা,
দেবানং তাবতিংসানং উপপন্না সহব্যতং।

১৩. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে উধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

১৪. অক্খামি তে ভিক্খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতা যম্‌হং অকাসিং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১-২. 'হে দেবললনে, তোমার প্রভূত যশ-বর্ণ সর্বদিক প্রভাসিত করিতেছে। নৃত্য-গীত পরায়ণা দেববালাগণ ও অলঙ্কৃত দেবপুত্রগণ তোমায় পূজা করিবার মানসে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত হইয়া তোমার মনোরঞ্জন করিতেছে। সুন্দরি, তোমার বিমানগুলিও স্বর্ণময়।

৩. তুমি তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা, সর্বমনস্কাম সাফল্যমণ্ডিতা, তুমি সুজাতা ও মহানুভাবসম্পন্না হইয়া দেবলোকে প্রমোদিতা হইতেছ। হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন কুশলকর্ম প্রভাবে এমন সুফল লাভ করিতেছ, তাহা আমাকে বল।

৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

৭. 'আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া কোন এক অশ্রদ্ধাবান, কৃপণ ও দুঃশীল ব্যক্তির পুত্রবধু হইয়াছিলাম।

৮. আমি সর্বদা শ্রদ্ধাবতী, শীলবতী ও দান পরায়ণা ছিলাম, ভিক্ষাচরণকারী অর্হৎ ভিক্ষুকে পিষ্টক দান দিয়াছিলাম।

৯. তখন আমি শ্বাশড়ীকে বলিয়াছিলাম—এই স্থানে ভিক্ষার জন্য একজন শ্রমণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে পিষ্টক দিয়াছি।

১০. ইহা শুনিয়া শ্বাশুড়ী আমাকে তিরস্কার করিয়াছিল—বধু, তুই বড় অবিনীতা, আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা পর্যন্ত করিলি না' আমিই শ্রমণকে দিতাম।

১১. ইহাতে শ্বাশুড়ী ক্রোধান্বিতা হইয়া আমাকে মূষলের প্রহার করিয়াছিল, তাহাতে আমার অংশকূট ভগ্ন হইয়াছিল; এইরূপে আমাকে আহত করায়, দীর্ঘদিন জীবিত থাকিতে পারি নাই।

১২. আমি মৃত্যুর পর সেই দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি এবং সেস্থান হইতে চ্যুত হইয়া তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১৩শ ও ১৪শ গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

মহামোগ্‌গল্লান স্থবির সপরিবার দেবকন্যাকে ধর্মদেশনা করিয়া দেবলোক হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভগবানকে সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া

পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা দেব-মনুষ্যলোকের মঙ্গল বিধা করিয়াছিল।

উলার বিমান সমাপ্ত

ইক্ষুদায়িকা বিমান—৩.২

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন কোন এক কুলবধু জনৈক ভিক্ষুকে ইক্ষু প্রদান করিয়াছিল। শ্বাশুড়ী ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে পীঠের (পিড়ার) প্রহার করিয়াছিল। ইহাতে তাহার সেইক্ষণেই মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সেই রাত্রেই দেবকন্যা সমস্ত গৃধ্রকূট পর্বত চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় আলোকিত করিয়া স্থবির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেবকন্যা স্থবিরকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে স্থিতা হইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'ওভাসযিত্বা পঠবিং সদেবকং
অতিরোচসি চন্দিমনুরিযা বিয,
সিরিযা চ বণ্ণেন যসেন তেজসা
ব্রহ্মাব দেবে তিদসে সইন্দকে।

২. পুচ্ছামি তং উপ্পলমালধারিণী
আবেলিনী কঞ্চন সন্নিভত্তচে,
অলঙ্কতে উত্তমবত্থধারিণী
কা ত্বং সুতে দেবতে বন্দসে মমং।

৩. কিং ত্বং পুরে কম্মমকাসি অত্তনা
মনুস্সভূতা পুরিমায জাতিযা,
দানং সুচিণ্ণং অথ সীলসঞ্ঞমং
কেনূপপন্না সুগতিং যসস্সিনী,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্স কম্মস্সিদং ফল'ন্তি।

১. 'ব্রহ্মা সদৃশ সুন্দর, বর্ণ, যশ ও অনুভাববলে ত্রিদশালয়ের ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে অতিক্রমপূর্বক দেব-মনুষ্যলোক প্রভাসিত করিয়া চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় বিরোচিত হইতেছ।

২. উৎপল মালাধারিণী, রত্নময় পুষ্পশোভিনী, কাঞ্চনের ন্যায় ত্বক বিশিষ্টা, অলঙ্কৃতা ও উত্তম বস্ত্রধারিণী হে সুন্দরি দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমাকে যে বন্দনা করিতেছ, তুমি কে?

৩. হে যশস্বিনি, তুমি পূর্বজন্মে মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া কি কর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? দান, শীল অথবা সংযমাদির কোন কর্ম সুসম্পাদন করিয়া সুগতিতে

উৎপন্ন হইয়াছ?

হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।'

দেবকন্যা কহিলেন—

৪. 'ইদানি ভন্তে, ইমমেব গামং
পিণ্ডায অম্হাক ঘরং উপাগমি,
ততো তে উচ্ছুস্‌স অদাসি খণ্ডিকং
পসন্নচিত্তা অতুলায পীতিযা।

৫. সস্‌সু চ পচ্ছা অনুযুঞ্জতে মমং
[1]কহন্নু উচ্ছুং বধুকে [2]অবাকিরি,
নচ্ছড্ডিতং ন চ পন খাদিতং মযা
সন্তস্‌স ভিক্‌খুস্‌স সযং অদাসহং।

৬. তুয্হং ন্বিদং ইস্‌সরিযং অথো মম
ইতিস্‌সা সস্‌সু পরিভাসতে মমং,
পীঠং গহেত্বা পহারং অদাসি মে
ততো চুতা কালকতাম্হি দেবতা।

৭. তদেব কম্মং কুসলং কতং মযা
সুখঞ্চ কম্মং অনুভোমি অত্তনা,
দেবেহি সদ্ধিং পরিচারযামহং
মোদামহং কামগুণেহি পঞ্চহি।

৮. তদেব কম্মং কুসলং কতং মযা
সুখঞ্চ কম্মং অনুভোমি অত্তনা,
দেবিন্দগুত্তা তিদসেহি রক্‌খিতা
সমপ্পিতা কামগুণেহি পঞ্চহি।

৯. এতাদিসং পুঞ্ঞফলং অনপ্পকং
মহাবিপাকা মম উচ্ছুদক্‌খিণা,
দেবেহি সদ্ধিং পরিচারযামহং
মোদামহং কামগুণেহি পঞ্চহি।

১০. এতাদিসং পুঞ্ঞফলং অনপ্পকং
মহাজুতিকা মম উচ্ছুদক্‌খিণা,
দেবিন্দগুত্তা তিদসেহি রক্‌খিতা

---

[1]। হী–কহং মে।

[2]। সী–তে অবাহসি।

সহস্‌সনেত্তোরিব নন্দনে বনে।

১১. তুবঞ্চ ভন্তে, অনুকম্পকং বিদুং
উপেচ্চ বন্দিং কুসলঞ্চ পুচ্ছিসং,
ততো তে উচ্ছুস্‌স অদাসিং খণ্ডিকং
পসন্নচিত্তা অতুলায পীতিযা'তি।

৪. 'ভন্তে, অধুন (অদ্য) এই গ্রামেই আমাদের গৃহে আপনি ভিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, আমি প্রসন্নচিত্তে অনুপম প্রীতিসহকারে আপনাকে ইক্ষু খণ্ড দান দিয়াছিলাম।

৫. পরে শ্বাশুড়ী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বধু, ইক্ষু কোথায়? ফেলে দিয়েছিস কি?' আমি বলিলাম—তা ফেলে দিইনি, অথবা আমি খাইনি, আমি স্বয়ং তা একজন শান্ত অর্হৎ ভিক্ষুকে দান দিয়েছি।

৬. 'ইহা তোমার নয়, এ সম্পত্তি আমার' এই বলিয়া শ্বাশুড়ী আমাকে তিরস্কার করিলেন এবং পিড়া দ্বারা প্রহার করিলেন, ইহাতে আমার মৃত্যু হইল। আমি তথা হইতে চ্যুত হইয়া দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

৭. আমি সেই একমাত্র কুশলকর্ম সম্পাদন করাতে, এখন আপন সুখদায়ক কর্মফল অনুভব করিতেছি, দেবগণের সহিত বিচরণ করিতেছি এবং পঞ্চকামগুণে প্রমোদিতা হইতেছি।

৮. আমি সেই একমাত্র কুশলকর্ম সম্পাদন করাতে, এখন স্বকীয় সুখদায়ক কর্মফল অনুভব করিতেছি। [সেই পুণ্য প্রভাবেই] আমি ত্রিদশালয়ে দেবেন্দ্রের ন্যায় সুরক্ষিতা এবং পঞ্চকামগুণসম্পন্না।

৯. মহাবিপাকদায়ক ইক্ষুদানেই আমার ঈদৃশ অপ্রমাণ পুণ্যফল লব্ধ হইতেছে; তাহার ফলেই এখন আমি দেবতাদের সহিত বিচরণ করিতেছি এবং পঞ্চকামগুণে প্রমোদিতা হইতেছি।

১০. ইক্ষুদানের মহাতেজবন্ত পুণ্যপ্রভাবে আমি ঈদৃশ অপ্রমাণ ফল লাভ করিতেছি। তাহার ফলেই এখন আমি দেবেন্দ্রের ন্যায় ত্রিদশালয়ে সুরক্ষিতা হইতেছি এবং সহস্র লোচনের ন্যায় নন্দনবনে আনন্দ লাভ করিতেছি।

১১. ভন্তে, আপনা হেন অনুকম্পাকারী প্রজ্ঞাবানের নিকট উপস্থিত হইয়া আমি বন্দনা করিলে, আপনি আমার কুশল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎপর আমি প্রসন্নচিত্তে অনুপম প্রীতির সহিত আপনাকে ইক্ষুখণ্ড দান দিয়াছিলাম।

ইক্ষুদায়িকা বিমান সমাপ্ত

পর্য্যঙ্ক বিমান—৩.৩

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের কন্যা সমকুলসম্পন্ন কোন কুলপুত্রকে সম্প্রদান করিয়াছিল। সে ছিল ক্রোধহীন, শীলাচারসম্পন্না। স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিত, পঞ্চশীল, উপোসথশীল অতীব উত্তমরূপে রক্ষা করিত। অনন্তর সে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবিরের দেবলোকে বিচরণ সময় সেই দেবকন্যার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

১. 'পল্লঙ্কসেট্‌ঠে মণিসোণ্ণচিত্তে
সুপ্‌ফাভিকিণ্ণে সযনে উলারে,
তত্থচ্ছসি দেবি মহানুভাবে
উচ্চাবচা ইদ্ধি বিকুব্বমানা।

২. ইমা চ তে অচ্ছরাযো সমন্ততো
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি,
দেবিদ্ধিপত্তাসি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'হে মহানুভাব সম্পন্নে দেবতে, তুমি মণি ও স্বর্ণময় বিচিত্র শ্রেষ্ঠ পর্য্যঙ্কে পুষ্পবিকীর্ণ অতি উৎকৃষ্ট শয্যায় বিবিধ ঋদ্ধি প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেছ।

২য় গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

দেবকন্যা কহিলেন—

৩. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
অড্‌ঢে কুলে সুণিসা অহোসিং,
অক্কোধনা ভত্তু বসানুবত্তিনী
অহোসিং অপ্পমত্তা উপোসথে।

৪. মনুস্‌সভূতা দহরাস'[১]পাপিকা
পসন্নচিত্তা পতিমাভিরাধযিং,
দিবা চ রত্তো চ মনাপচারিণী
অহং পুরে সীলবতী অহোসিং।

৫. পাণাতিপাতা বিরতা অচোরিকা
সংসুদ্ধকাযা সুচিব্রহ্মচারিণী,
অমজ্জপা নো চ মুসা অভাণিং
সিক্‌খাপদেসু পরিপূরকারিণী।

---

[১]। ঈ–জি–অপাচিকা, হা–অপাপিকা।

৬. চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং যাব পক্‌খস্‌স অট্‌ঠনী
পাটিহারিয পক্‌খঞ্চ পসন্নমানসা অহং,
অট্‌ঠঙ্গুপেতং অনুধম্মচারিণী
উপোসথং পীতিমনা উপাবসিং।

৭. [১]ইমঞ্চারিযট্‌ঠঙ্গ বরেহুপেতং
সমাদিযিত্বা কুসলং সুখুদ্রযং,
পতিম্হি কল্যাণি বসানুবত্তিনী
অহোসিং পুব্বে সুগতস্‌স সাবিকা।

৮. এতাদিসং কুসলং জীবলোকে
কম্মং করিত্বান বিসেসভাগিনী,
কাযস্‌স ভেদা অভিসম্পরাযং
দেবিদ্ধিপত্তা সুগতিম্হি আগতা।

৯. বিমানপাসাদবরে মনোরমে
পরিবারিতা অচ্ছরা সঙ্গণেন,
সযং পভা দেবগণা রমন্তিমং
দীঘাযুকিং দেববিমানমাগত'ন্তি।

৩. 'আমি ভূলোকে মানবীরূপে উৎপন্ন হইয়া কোন ধনাঢ্যকুলে পুত্রবধু হইয়াছিলাম। তথায় আমি অক্রোধিনী, স্বামীর অনুগতা ও উপোসথ পালনে অপ্রমত্তা ছিলাম।

৪. আমি পূর্বজন্মে মানবী অবস্থায় যুবকস্বামীর ভদ্রাস্ত্রী ও প্রসন্নচিত্তে থাকিয়া পতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। আমি দিবা-রাত্রি স্বামীর মনোরঞ্জনকারিণী ও শীলবতী ছিলাম।

৫. আমি প্রাণীহত্যা ও চুরি হইতে বিরতা থাকিয়া কায়িককর্মে সুপরিশুদ্ধ ছিলাম। [স্বামী ব্যতীত পরপুরুষ-গমন বিরতি হেতু] ব্রহ্মচর্য পরায়ণা ও মদ্যপানে বিরতা ছিলাম। কোনদিন মিথ্যাকথা বলি নাই, এইরূপে আমি শীলসমূহ পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিতাম।

৬. আমি প্রসন্নচিত্তে প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী ও অষ্টমী এবং প্রাতিহার্য পক্ষে অষ্টাঙ্গিক উপোসথশীল পালন করিয়াছিলাম, এইরূপে আমি প্রীতিমনে যথাধর্ম আচরণ করিতাম।

৭. আমি পূর্বজন্মে সুখবিপাকদায়ক উত্তম অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট আর্যশীলরূপ কুশলকর্ম সম্পাদনে নিরতা থাকিয়া পতির কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী ও পতির সশানুবর্তিনী হইয়া, সুগতের শ্রাবিকারূপে অবস্থান করিতেছিলাম।

---

[১]। সী–ইমঞ্চ অরিযং অট্‌ঠঙ্গ।

৮. আমি মনুষ্যলোকে ঈদৃশ কুশলকর্ম সম্পাদনে মরণান্তে উর্দ্ধগামিনী হওত সুগতিতে আসিয়া দেবঋদ্ধি ইত্যাদি বিবিধ দিব্যসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছি।

৯. মনোরম শ্রেষ্ঠ বিমানপ্রাসাদে অপ্সরাগণ পরিবৃতা, স্বয়ং প্রভা ও দীর্ঘায়ু সম্পন্না হইয়া দেববিমানে উৎপন্ন হইয়াছি; দেবগণ আমাকে সর্বদা অভিনন্দিত করেন।

পর্য্যঙ্ক বিমান সমাপ্ত

লতা বিমান—৩.৪

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসকের লতা নাম্নী একটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, বুদ্ধি-প্রাচর্য, মেধাশক্তি যথেষ্ট ছিল। শ্বশুরালয়ে তিনি শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও স্বামী প্রভৃতির মনোরঞ্জনকারিণী ও প্রিয়বাদিনী ছিলেন। অক্রোধিনী, শীলাচারসম্পন্না, দানে শ্রদ্ধাবতী, অখণ্ড পঞ্চশীল ও উপোসথ পালনে অপ্রমত্তা থাকিতেন। মরণান্তে তিনি বৈশ্রবণ দেবরাজের কন্যারূপে জন্ম নিয়াছিলেন। তথায় তিনি লতা নামে পরিচিতা হইলেন। তাঁহার সজ্জা, পবরা, অচ্চিমুখী ও সুতা নাম্নী চারিজন ভগ্নি ছিলেন। ইন্দ্ররাজ তাঁহাদের পাঁচজনকেই নর্তকীরূপে পরিচারিকা স্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে লতা নৃত্য-গীতে সর্বশ্রেষ্ঠা ও সুচতুরা। এক সময় তাঁহারা একত্রে সুখাসনে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময় তাঁহাদের মধ্যে নৃত্য-গীতে কে অদ্বিতীয়া এই বিষয় নিয়া বিতর্ক উপস্থিত হইল। ক্রমশ তাঁহাদের মধ্যে কথার বাড়াবাড়িতে মহা কলহের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা সকলেই বৈশ্রবণ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ, আমাদের মধ্যে কে নৃত্য-গীতে সুচতুরা?' বৈশ্রবণ কহিলেন—'হে কন্যাগণ, তোমরা 'অনোতত্ত' নামক হ্রদের তীরে দেবসমাগমে যাইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ কর। তথায় তোমাদের বিশিষ্টতা প্রমাণিত হইবে।' তাঁহারা তথায় যাইয়া নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। লতার নৃত্য-গীতের সময় দেবপুত্রগণ আপন অবস্থায় স্থিত থাকিতে পারিলেন না। অত্যধিক আশ্চর্য মনে হওয়ায়, নিরন্তর আনন্দ-ধ্বনিতে সর্বস্থান মুখরিত করিয়া, উর্দ্ধে বস্ত্র নিক্ষেপে আনন্দাতিশয্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই মহা কোলাহল হিমালয় পর্বত কম্পিত করিয়া তুলিল। অথচ অপর দেবকন্যাদের মধ্যে সুতা এইরূপ চিন্তা করিলেন—কোন কর্মের ফলে লতা বর্ণে-যশে আমাদিগকে পরাজিত করিতেছে! লতার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।' ইহা মনে করিয়া সুতা লতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; লতাও পূর্বকর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়া কহিলেন।

একদা মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে পরিভ্রমণার্থ গমন করিলে, বৈশ্রবণ মহারাজ তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। স্থবির ভগবানকে তাহা অদ্যোপান্ত গাথায় বর্ণনা করিয়া কহিলেন—

১. ‘লতা চ সজ্জা পবরা চ দেবতা
[1]অচ্চিমুখী রাজবরস্‌স সিরীমতো,
সুতা চ রঞ্ঞো বেস্‌সবণস্‌স ধীতা
বাজীমতী ধম্মগুণেহি সোভথ।

২. পঞ্চেত্থ নারিযো অগমংসু নহাযিতুং
সীতোদকং উপ্পলিনিং সিবং নদিং,
তা তত্থ নহাযিত্বা রমেত্বা দেবতা
নচ্চি ত্বা গাযিত্বা সুতা লতং বুসী।

৩. পুচ্ছামি তং উপ্পলমালধারিণী
আবেলিনী কঞ্চনসন্নিভত্তচে,
তিমীর তম্বক্‌খি নভেব সোভনে
দীঘাযুকী কেন কতো যসো তব।

৪. কেনাসি ভদ্দে পতিনো পিযতরা
বিসিট্‌ঠকল্যাণিতরস্‌সু রূপতো,
পদক্‌খিণা নচ্চনগীত বাদিতে
আচিক্‌খ নো ত্বং নরনারি পুচ্ছিতা’তি।

১. ‘চারি মহারাজের শ্রেষ্ঠ শ্রীসম্পন্ন বৈশ্রবণ মহারাজের কন্যা লতা, সজ্জা, পবরা, অচ্চিমুখী ও সুতা নাম্নী কান্তিমতী দেববালাগণ ধর্মগুণের দ্বারা শোভা পাইতেছেন।

২. এই পঞ্চ দেবললনা শীতল জলসম্পন্না, উৎপল সমাকীর্ণা, নির্ভয়া কোন নদীতে [হিমালয়ের অনোতত্ত হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত কোন এক নদীমুখে] স্নান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সেই দেববালাগণ তথায় স্নান করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং নাচিয়া-গাহিয়া সুতা লতাকে কহিলেন—

৩. ‘হে উৎপল মালাধারিণি, আবেলিনি, কাঞ্চনের ন্যায় ত্বকসম্পন্না, নীলোৎপল কেশরবর্ণ লোমচক্ষু বিশিষ্টা [শারদীয়] আকাশের ন্যায় [বিশুদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেতু] শোভনে ও দীর্ঘায়ুসম্পন্না দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তোমার পরিবার সম্পত্তি ও সুকীর্তি কোন কুশলকর্মের দ্বারা লাভ করিয়াছ?

৪. ভদ্রে, তুমি কোন কুশলকর্মের প্রভাবে পতির প্রিয়তরা হইয়াছ? রূপসম্পত্তিতে বিশিষ্টা রূপবতী হইয়াছ? নৃত্য, গীত ও বাদ্যে যে, তুমি সুচতুরা। দেবপুত্র ও দেবকন্যাগণ যে, [লতা কোথায়? লতা কি করিতেছে? তোমার রূপ ও নৃত্যাদি শিল্প দেখিবার জন্য] জিজ্ঞাসা করে। তোমার সেই কুশলকর্ম সম্বন্ধে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বল।’

লতা প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

---

[1]। হা–অচ্চিমতী।

৫. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
উলারভোগে কুলে সুণিসা অহোসিং,
অক্কোধনা ভত্তু বসানুবত্তিনী
অহোসিং অপ্পমত্তা উপোসথে।

৬. মনুস্‌সভূতা দহরাস' [১]পাপিকা
পসন্নচিত্তা পতিমাভিরাধষিং,
সদেবরং সস্‌সসুরং সদাসকং
অভিরাধযিং তম্‌হি কতো যসো মম।

৭. সাহং তেন কুসলেন কম্মুনা
চতুব্‌ভি ঠানেহি বিসেসমজ্ঝগা,
আযুঞ্চ বণ্ণঞ্চ সুখং বলঞ্চ
খিড্ডারতিং পচ্চনুভোমনপ্পকং।'

৮. 'সুতং নু তং ভাসতি যং অযং লতা
যং নো অপুচ্ছিম্‌হ অকিত্তযী নো,
পতিনো কিরস্মাকং বিসিট্‌ঠনারিনং
গতী চ তাসং পবরা চ দেবতা।

৯. পতীসু ধম্মং পচরাম সব্বা
পতিব্বতা যত্থ ভবন্তি ইত্থিযো,
পতীসু ধম্মং পচরিত্ব সব্বা
লচ্ছামসে ভাসতি যং অযং লতা।

১০. সীহো যথা পব্বতসানুগোচরো
মহিন্ধরং পব্বতমাবসিত্বা,
পসয্হ হন্ত্বা ইতরে চতুপ্পদে
খুদ্দে মিগে খাদতি মংসভোজনো।

১১. তথেব সদ্ধা ইধ অরিযসাবিকা
ভত্তাবং নিস্‌সায পতিং অনুব্বতা,
কোধং বধিত্বা অভিভুয্য মচ্ছরং
সগ্‌গম্‌হি সা মোদতি ধম্মচারিণী'তি।

৫. 'আমি মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া প্রভুত ভোগসম্পত্তিসম্পন্নকুলে পুত্রবধু হইয়াছিলাম, আমি অক্রোধিনী, স্বামীর অনুবর্তিনী ও উপোসথ পালনে অপ্রমত্তা ছিলাম।

৬. আমি মানবকুলে উৎপন্ন হওত তরুণী অবস্থায় পাপহীনা ও প্রসন্নচিত্তসম্পন্না হইয়া দেবর, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দাস-দাসীসহ পতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম; তথায় বধু

[১]। ঈ–জী–অপাবিকা, হা–অপাপিকা।

অবস্থায় আমার এই যশ সঞ্চিত হইয়াছিল।

৭. আমি সেই কুশলকর্মের দ্বারা আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল এই চতুর্বিধ বিষয়ে অন্য হইতে অধিকতর লাভবতী হইয়াছিলাম, তাই আমি অপ্রমাণ ক্রীড়ারতি উপভোগ করিতেছি।'

৮. [আমাদের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী] এই লতা যাহা কহিল, তাহা তোমরা শুনিলে কি? [সুতা ইহা ভগ্নীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন] আমরা তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহা আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে। আমাদের নারীদের পক্ষে পতিই একমাত্র শ্রেষ্ঠতর, পতিই নারীদের গতি, পতিই নারীদের শ্রেষ্ঠ দেবতা।

৯. আমাদের আপন আপন স্বামীর প্রতি [পূর্বোত্থানাদি] আচরিতব্য ধর্মসমূহ আচরণ করিব, যেহেতু [স্বামীর প্রতি আচরিতব্য ধর্মসমূহ আচরণ করিলে] স্ত্রীলোকেরা পতিব্রতা অভিহিতা হয়। আমরা সকলে স্বামীর প্রতি যথাধর্ম আচরণ করিয়া, এই লতা যাহা [যেই সম্পত্তি লাভ হইবে বলিয়া] বলিতেছে, তাহা লাভ করিব।

১০. পর্বত-গহনবনে গোচর-প্রতিপন্ন সিংহ যেমন মহিন্ধর নামক পর্বতে অবস্থান করত অন্যান্য চতুষ্পদ হস্তী প্রভৃতি হীনবল জন্তুকে পরাজয়পূর্বক হত্যা করিয়া মাংস ভোজন করে—

১১. তদ্রূপ ইহলোকে স্বামীর আশ্রয়ে অবস্থানকারিণী, পতির অনুকূল ব্রত সম্পাদনকারিণী, ধর্মাচরণকারিণী শ্রদ্ধাবতী আর্যশ্রাবিকা ক্রোধধ্বংসপূর্বক, কৃপণতা পরাজয় করিয়া দেবলোকে প্রমোদিতা হয়।

লতা বিমান সমাপ্ত

গুত্তিল বিমান—৩.৫

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ করিবার সময় তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন, ৩৬ খানা বিমানের ৩৬ জন দেবকন্যা প্রত্যেকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া মহতী দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতেছেন। তদ্দর্শনে স্থবির তাঁহাদের পূর্বকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে, প্রত্যুত্তরে তাঁহারাও পূর্বকৃত কর্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে ভুলোকে আসিয়া ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান কহিলেন—'মোগ্‌গল্লান, সেই দেবতাদিগকে কেবল তুমি জিজ্ঞাসা করাতে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নহে, পূর্বে আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; আমাকেও এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর স্থবিরের প্রার্থনায় ভগবান আপন অতীত জন্ম গুত্তিল চরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন—

অতীতকালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বের সময় বোধিসত্ত্ব গন্ধর্বকুলে উৎপন্ন

হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল গুত্তিল। সে গন্ধর্ব শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল। ইহাতে তাহার যশকীর্তি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে সে গুত্তিলাচার্য নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার মাতাপিতা অন্ধ ও জরাজীর্ণ। সে তাঁহাদিগকে অতি যত্নে পালন করিত। আচার্য গুত্তিলের সুখ্যাতি শুনিয়া উজ্জয়িনীবাসী মুসিল নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে আচার্যকে নমস্কার করিয়া স্থিত হইলে আচার্য তাহাকে 'কেন আসিয়াছি?' জিজ্ঞাসা করিল। সে কহিল—'আপনার নিকট বাদ্য শিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছি।' আচার্য তাহার লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিল—'এই ব্যক্তি কঠিন হৃদয়, কর্কশ ও অকৃতজ্ঞ হইবে। ইহাকে বাদ্য শিক্ষা দিলে ভাল হইবে না।' এই মনে করিয়া শিক্ষার অবকাশ দিল না। সে অনুমতি না পাইয়া আচার্যের মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সেবা-শুশ্রূষায় বৃদ্ধেরা সন্তুষ্ট হইয়া মুসিলকে শিক্ষা দিবার জন্য পুত্র গুত্তিলের নিকট যাচঞা করিলেন। মাতাপিতার গৌরব রক্ষার্থ অগত্যা তাহাকে শিষ্যপদে বরণ করিতে বাধ্য হইল। আচার্য তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিল। কিছুই গোপন না রাখিয়া সমস্ত বাদ্যই শিক্ষা দিল। মুসিলও খুব মেধাবী, অতিশয় মনোযোগ সহকারে অচিরে সর্ববিধ বাদ্যযন্ত্রে সুশিক্ষিত হইল। একদিন সে চিন্তা করিল—এই বারাণসী জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নগর। আমি যদি এখানে বাদ্য করি, তাহা হইলে আচার্য হইতেও অধিকতর কীর্তি লাভে সমর্থ হইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে আচার্যকে নিবেদন করিল—'আচার্যপ্রবর, আমি রাজার সম্মুখে বাদ্য দেখাইতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে রাজসন্নিধানে নিয়া যান।' আচার্য দয়াদ্রচিত্তে শিষ্য মুসিলকে রাজার নিকট নিয়া গেল এবং কহিল—'মহারাজ, আমার এই শিষ্যের বীণাবাদন শ্রবণ করুন।' রাজা তাহার বীণা বাদন শ্রবণে অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর রাজা মুসিলকে কহিলেন—আপনি আমার নিকট অবস্থান করুন, আচার্যকে যাহা মূল্য প্রদান করি, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ আপনাকে দিব।' মুসিল কহিল—'আমি আচার্যকে ভয় করি না, আমাকে যাহা দিবার তাহাই দেন।' রাজা কহিলেন—'এইরূপ বলিবেন না, আচার্য মহৎ, তাঁহার অর্দ্ধেকই আপনাকে দিব।' মুসিল কহিল—'তবে আমার ও আচার্যের বাদ্য পরিদর্শন করুন।' এই বলিয়া মুসিল রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া যেখানে সেখানে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিল—অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে রাজোদ্যানে আমার ও গুত্তিলাচার্যের বীণাবাদন প্রদর্শন করা হইবে, যাহারা দেখিতে ইচ্ছা কর, আসিও। মহাসত্ত্ব গুত্তিল ইহা শ্রবণে মর্মাহত হইল। সে চিন্তা করিল—'এই মুসিল তরুণ ও বলবান, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল। যদি আমার পরাজয় হয়, তবে মৃত্যু সমতুল হইবে। সুতরাং তৎপূর্বে অরণ্যে যাইয়া উবন্ধনে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য অরণ্যে গমন করিল, কিন্তু মৃত্যুদুঃখ স্মরণ করিয়া, ভয়ে ত্রাসিত হইল। অতএব তাহার আর মৃত্যুবরণ করা হইল না। পুনরায়

গমন করিল, তাতেও পারিল না। এইরূপে বহুবার গমন করিয়াও আত্মহত্যা করিতে পারিল না। এমন কি তাহার পুনঃপুন গমনাগমন হেতু পথে ধুর পড়িয়াছিল। অনন্তর অন্য একদিন সে অরণ্যে যাইয়া আত্মহত্যার পরিকল্পনা করিতেছিল, এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে স্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচার্য, আপনি কি করিতেছেন? মহাসত্ত্ব তাঁহার প্রতি বিস্ময়নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিল—ইনি দেবরাজ ইন্দ্র। তখন সে তাহার স্বীয় কর্ম প্রকাশার্থ এই গাথাটি কহিল—

'সত্ততন্তিং সুমধুরং রামণেয্যং অবাচযিং,
সো মং রঙ্গম্হি অব্হেতি সরণং মে হোতি কোসিযা'তি।

'দেবরাজ, আমি মুসিল নামক শিষ্যকে সপ্ততন্ত্রী হইতে যাহাতে সুমধুর রমণীয় শব্দ প্রকাশ পায়, এমন বাদ্য শিক্ষা দিয়াছি। কিন্তু সেই মুসিল এখন আমাকে রঙ্গমঞ্চে আহ্বান করিতেছে। হে দেবরাজ, আপনি আমার সহায় হউন।'

তচ্ছ্রবণে দেবরাজ তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন—'আচার্য, আপনার কোন ভয় নাই। পূর্বজন্মে আপনি আমার আচার্য ছিলেন, আচার্যের সম্মান আমি রক্ষা করিব।' ইহা গাথায় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

'অহং তে সরণং হোমি অহমাচরিযপূজকো,
ন তং জযিস্সতি সিস্সো সিস্সমাচরিয জেস্সসী'তি।

'আমি আপনার সহায় হইব, আমি আচার্য পূজক; তাদৃশ আচার্য, শিষ্য কর্তৃক কিরূপে পরাজিত হইবে? অধিকন্তু আচার্যই শিষ্যকে পরাজয় করিবে।'

অতঃপর দেবরাজ কহিলেন—'আমি সপ্তম দিবসে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইব। আপনি অসঙ্কোচে বীণা বাদ্য করিবেন।' সপ্তম দিবসে রাজা সপরিবারে রাজসভায় উপবিষ্ট হইলেন। চতুর্দিকে জনসমুদ্র কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। আচার্য গুত্তিল ও মুসিল বাদ্য নিপুণতা প্রদর্শন নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া সভায় উপস্থিত হইল। তাহারা রাজাকে অভিবাদনান্তর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইয়া বাদ্য করিতে আরম্ভ করিল। তখন ইন্দ্ররাজ আসিয়া আকাশে স্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রকে কেবল গুত্তিলাচার্য ব্যতীত আর কেহই দেখিতে পাইল না। তাহারা উভয়ে বহুক্ষণ যাবৎ সমভাবে বীণা বাদ্য করিল। অতঃপর দেবেন্দ্র আচার্যকে একখানা তন্ত্রী ছেদন করিবার জন্য কহিলেন; তিনি ছেদন করিলেন। তথাপি বীণার সেইরূপই মধুর ধ্বনি ধ্বনিত হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তন্ত্রী ছেদন করা হইল। তথাপি বীণা হইতে ততোধিক সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মুসিল নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া অধোমুখী হইয়া রহিল। দর্শকবৃন্দের আনন্দধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইল। রাজা মুসিলকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মনুষ্যেরা মুসিলকে সেইস্থানেই চেলা ও দণ্ডাঘাতে মৃত্যু ঘটাইল। ইন্দ্ররাজ

মহাসত্ত্বের সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। তিনি দেবলোকে উপস্থিত হইলে, দেবতারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহারাজ, আপনি কোথায় গিয়াছিলেন?' ইন্দ্ররাজ আচার্য সম্বন্ধীয় এসব কাহিনী বলিলে, দেবতারা কহিলেন—'মহারাজ, আমরা আচার্য গুত্তিলকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন।' ইন্দ্ররাজ আচার্যকে দেবলোকে নিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র তাহার সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিয়া কহিলেন—'আচার্য, দেবতারা আপনার বীণাবাদন শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে।' আচার্য কহিল—'মহারাজ, আমরা শিল্পজীবি, বিনা বেতনে শিল্প দেখাইব না।' ইন্দ্ররাজ সহাস্যবদনে কহিলেন—'আপনি কিরূপ বেতন ইচ্ছা করেন।' আচার্য কহিল—আমার অন্য বেতনে প্রয়োজন নাই, এই দেবললনাদের স্বীয় স্বীয় পূর্বার্জিত কুশলকর্ম সম্বন্ধে বলিলেই, বেতন দেওয়ার কাজ হইবে।' ইন্দ্ররাজ কহিলেন—'ভাল, তাহাই হউক।'

'হে মোগ্‌গল্লান, আচার্য গুত্তিল সেই দেববালাদের নিকট পূর্বকৃত কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কেবল তুমিই যে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা নহে, পূর্বে গুত্তিলরূপী আমিও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।'

'হে মোগ্‌গল্লান, এই দেববালাগণ কশ্যপ বুদ্ধের সময় মনুষ্যকুলে উৎপন্ন হইয়া পুণ্য সম্পাদন করিয়াছিল। সেই পুণ্যপ্রভাবে তাহারা তাবতিংস স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচারিকারূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের মহতী দেববিভূতি বর্ণনাতীত।

তাহাদের মধ্যে একজন স্ত্রী বস্ত্র দান দিয়াছিল, একজন সুমন পুষ্পের মালা, একজন সুগন্ধ দ্রব্য, একজন উত্তম ফল, একজন ইক্ষুরস, একজন বুদ্ধের চৈত্যে পঞ্চাঙ্গুলির দ্বারা পাঁচ ফোটা সুগন্ধ দ্রব্য, একজন উপোসথ পালন করিয়াছিল, একজন জনৈক ভিক্ষুকে ভোজনকালে জল দান দিয়াছিল, একজন ক্রোধপরায়ণ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে মৈত্রীপূর্ণ হৃদয়ে সেবা করিয়াছিল, একজন দাসী হইয়া অনিন্দনীয় আচরণ করিয়াছিল, একজন ভিক্ষাচরণকারী ভিক্ষুকে ক্ষীরভাত দিয়াছিল, একজন ভাল গুড় দিয়াছিল, একজন ইক্ষুখণ্ড দিয়াছিল, একজন তিন্দুকফল বা গাবফল দিয়াছিল, একজন কাঁকুড় দিয়াছিল, একজন শসা দিয়াছিল, একজন লতাফল দিয়াছিল, একজন পানিফল দিয়াছিল, একজন অগ্নিভাজন দিয়াছিল, একজন একমুষ্টি শাক, একজন একমুষ্টি পুষ্প, একজন মূলা, একজন একমুষ্টি নিম্বপত্র, একজন কাঞ্জী, একজন তিলের খাদ্য, একজন কটিবন্ধনী, একজন অংশবন্ধনী, একজন চীবরে তালি দিবার বস্ত্রখণ্ড, একজন চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ব্যজনী, একজন তালবৃন্ত, একজন ময়ূর পালক নির্মিত ব্যজনী, একজন ছত্র, একজন জুতা, একজন পিষ্টক, একজন মোদক, একজন শর্করা বিশিষ্ট খাদ্য দান দিয়াছিল। এই দেবকন্যাদের প্রত্যেকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা, মহতী দেবঋদ্ধিসম্পন্না এবং দেবরাজ ইন্দ্রের মনোরঞ্জনকারিণী পরিচারিকা। গুত্তিলাচার্য জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা ক্রমশ তাহাদের কৃত কুশলকর্ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তী দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।
২. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।
৩. পুচ্ছামি তং দেবি মহানুভাবে
মনুস্‌সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।
৪. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠা বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।
৫. বত্থুত্তমদাযিকা নারী
পবরা হোতি নরেসু নারীসু,
এবং পিযরূপদাযিকা মনাপং
দিব্বং সা লভতে উপেচ্চ ঠানং।
৬. তস্‌সা মে পস্‌স বিমানং
অচ্ছরা কামবণ্ণিনী হমস্মি,
অচ্ছরা [১]সহস্‌সস্‌সাহং
পবরা পস্‌স পুঞ্ঞানং বিপাকং।
৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।
৮. পে... ...তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।
যথা চ এত্থ এবং উপরি সব্ববিমানেসু বিত্থারেতব্বং।
৯. 'অভিক্কন্তেন [২]বণ্ণেন... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা [২]পভাসতী'তি।
১০. 'পুপ্‌ফুত্তমদাযিকা নারী
পবরা হোতি নরেসু নারীসু,
এবং পিযরূপদাযিকা মনাপং
দিব্বং সা লভতে উপেচ্চ ঠানং।
১১. তস্‌সা মে পস্‌স বিমানং
অচ্ছরা কামবণ্ণিনী হমস্মি,

---

[১]। সী–সহস্‌সাহং।
[২]। সী–ঈ–জী–হা–ন দিস্‌সতে।

অচ্ছরা সহস্সস্সাহং
পবরা পস্স পুঞ্ঞানং বিপাকং।
১২. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
যে কেচি মনসো পিযা,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতীতি।
১৩. গন্ধুত্তদাযিকা নারী
পবরা হোতি নরেসু নারীসু... ...পে... ...
ফলুত্তমদাযিকা নারী... ...পে... ...
বসুত্তমদাযিকা নারী... ...পে... ...
১৪. গন্ধপঞ্চঙ্গুলিকং অহমদাসিং
কস্সপস্স ভগবতো থূপস্মিং... ...পে... ...
তস্সা মে পস্স [১]বিমানং... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা [১]পভাসতীতি।
১৫. ভিক্খু চহং ভিক্খুণিযো চ
অদ্দসাসিং পন্থপটিপন্নে,
তেসাহং ধম্মং সুত্বান
একূপোসথং উপবসিস্সং,
তস্সা মে পস্স [১]বিমানং... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা [১]পভাসতীতি।
১৬. উদকে ঠিতা উদকমদাসিং
ভিক্খুনো চিত্তেন বিপ্পসন্নেন,
তস্সা মে পস্স [১]বিমানং... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা [১]পভাসতীতি।
১৭. [২]সস্সুঞ্চাহং [৩]সসুরঞ্চ
[৪]চণ্ডিকে কোধনে চ ফরুসে চ,
[৫]অনুস্সূযিকা [৬]সূপট্ঠাসিং
অপ্পমত্তা সকেন সীলেন... ...পে... ...

১। সী–ঈ–জী–হা–ন দিস্সতে।
২। হা–সস্সুচাহং।
৩। সী–ঈ–জী–সসুরে চ।
৪। সী–খু–নি–চণ্ড, পচণ্ড।
৫। সী–অনুসুযিতা, অনুস্সুযকা।
৬। জী–হা–উপট্ঠাসিং।

১৮. [১]পরকম্মকরী আসিং
অত্থেনাতন্দিতা দাসী,
অক্কোধনা অনতিমানী
সাবিভাগিনী সকস্স ভাগস্স... ...পে... ...

১৯. খীরোদনং অহমদাসিং
ভিক্খুনো পিণ্ডায চরন্তস্স,
এবং করিত্বা কম্মং
সুগতিং উপপজ্জ মোদামি... ...পে... ...

২০. ফাণিতং অহমদাসিং... ...পে... ...
[২]উচ্ছু খণ্ডিকং অহমদাসিং... ...পে... ...
তিম্বরূসকং অহমদাসিং... ...পে... ...
কক্কারিকং অহমদাসিং... ...পে... ...

২১. এলালুকং অহমদাসিং... ...পে... ...
[৩]বল্লীফলং অহমদাসিং... ...পে... ...
ফারুসকং অহমদাসিং... ...পে... ...
হত্থপ্পতাপকং অহমদাসিং... ...পে... ...

২২. সাকমুট্ঠিং অহমদাসিং... ...পে... ...
[৪]পুপ্ফকমুট্ঠিং অহমদাসিং... ...পে... ...
মূলকং অহমদাসিং... ...পে... ...
অম্বকঞ্জিকং অহমদাসিং... ...পে... ...

২৩. [৫]দোণিনিম্মজ্জনিং অহমদাসিং... ...পে... ...
কাযবন্ধনং অহমদাসিং... ...পে... ...
অংসবট্টকং অহমদাসিং... ...পে... ...
আযোগপট্টং অহমদাসিং... ...পে... ...

২৪. বিধুপনং অহমদাসিং... ...পে... ...
[৬]তালবণ্টং অহমদাসিং... ...পে... ...
মোরহত্থং অহমদাসিং... ...পে... ...
ছত্তং অহমদাসিং... ...পে... ...

১। সী–কারী।
২। সী–কত্তিকা।
৩। খু–নি–বেল্লীপক্কং।
৪। সী–পুত্থক।
৫। সী–নিম্মং জানং কী–নিম্মুজ্জনিং।
৬। হা–তালপন্নং।

২৫. উপাহনং অহমদাসিং... ...পে... ...
পুবং অহমদাসিং... ...পে... ...
মোদকং অহমদাসিং... ...পে... ...
[১]সক্খলিং অহমদাসিং... ...পে... ...

২৬. তস্সা মে পস্স বিমানং
অচ্ছরা কামবণ্ণিনী হমস্মি,
অচ্ছরা [২]সহস্সস্সাহং
পবরা পস্স পুঞ্ঞানং বিপাকং।

২৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
যে কেচি মনসো পিযা... ...পে... ...
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

২৮. 'স্বাগতং বত মে অজ্জ সুপ্পভাতং [৩]সুবুট্ঠিতং,
যং [৪]অদ্দসং দেবতাযো অচ্ছরা [৫]কামবণ্ণযো।

২৯. ইমাসাহং ধম্মং [৬]সুত্বা কাহামি কুসলং বহুং,
দানেন সমচরিযায সঞ্ঞমেন দমেন চ,
স্বাহং তত্থ [৭]গমিস্সামি যত্থ গন্ত্বা ন সোচরে'তি।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'উত্তম বস্ত্র দায়িকা নারী—নর-নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, এইরূপ প্রিয়বস্তু দায়িকা নারী—তাহার প্রার্থিত দিব্য, মনোময় স্থান লাভ করে।

৬. তাই আমার বিমান দেখ, আমি যথেচ্ছিত রূপধারিণী অপ্সরা হইয়াছিল, আমি সহস্র অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ অপ্সরা; পুণ্যের [উত্তম বস্তু দানের] ফল দেখ।

৭ম, ৮ম ও ৯ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

১০. [রত্নত্রয়ের পূজার জন্য] উত্তম পুষ্পদায়িকা নারী—নর-নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, এইরূপ প্রিয়বস্তু দায়িকা নারী—তাহার প্রার্থিত দিব্য, মনোময় স্থান লাভ করে।

১১শ ও ১২শ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

---

[১]। সী–সক্কলিং, সক্কলিকং।
[২]। সী–সহস্সাহব, জী–সহস্সস্স পবরা।
[৩]। সী–কী–হা–সুহট্ঠিতং।
[৪]। সী–খু–নি–হা–অদ্দসাসিং।
[৫]। সী–বণ্ণিনিযো।
[৬]। সী–জী–হা–সুত্বান।
[৭]। সী–তত্থেব গচ্ছামি।

১৩. [চন্দন গন্ধাদি] উত্তম সুগন্ধদ্রব্য দায়িকা নারী—নর-নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়; ... ...পে... ...উত্তম ফলদায়িকা নারী—... ...পে... ...উত্তম রস দায়িকা নারী—... ...পে... ...(এই গুত্তিল বিমানে এক বিষয়ের বারবার উল্লেখ থাকায় অনুবাদে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইবে না)।

১৪. আমি ভগবান কশ্যপ বুদ্ধের স্তূপে গন্ধ-পঞ্চাঙ্গুলি দিয়াছিলাম; (পূর্ব সদৃশ)।

১৫. আমি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগকে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম; তাঁহাদের নিকট ধর্ম শুনিয়া এক দিবস উপোসথ পালন করিয়াছিলাম।

১৬. আমি জলে স্থিতাবস্থায় ছিলাম, তখন একজন ভিক্ষুকে প্রসন্নচিত্তে [মুখ ধুইবার ও পানীয়] জল দিয়াছিলাম... ...পে... ...

১৭. উগ্র, ক্রোধী ও নিষ্ঠুর শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে ঈর্ষা না করিয়া সযত্নে সেবা করিয়াছিলাম, স্বকীয় শীলে অপ্রমত্তা ছিলাম... ...পে... ...

১৮. আমি প্রয়োজনীয় কাজে আলস্যহীনা পরের সেবাকারিণী দাসী ছিলাম; আমি অক্রোধিনী, অভিমানহীনা ছিলাম; যাচকদিগকে নিজের লব্ধাংশের কিছু প্রদান করিতাম; ... ...পে... ...

১৯. আমি ভিক্ষাচরণকারীকে পায়সান্ন দিয়াছিলাম, এই কুশলকর্মে সুগতিতে উৎপন্ন হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি; ... ...পে... ...

২০. আমি ভাল গুড় দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি ইক্ষুখণ্ড দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি তিন্দুকফল (গাবফল) দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি কাঁকুড় দিয়াছিলাম... ...পে... ...

২১. আমি শসা দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি এক প্রকার লতাফল দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি পানিফল দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি অগ্নিভাজন দিয়াছিলাম... ...পে... ...

২২. আমি একমুষ্টি শাক দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি একমুষ্টি পুষ্প দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি মুলা দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি একমুষ্টি নিম্বপত্র দিয়াছিলাম... ...পে... ...

২৩. আমি দ্রোণী মাজনী দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি কটিবন্ধনী দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি অংশবন্ধন দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি চীবর তালি দিবার বস্ত্রখণ্ড দিয়াছিলাম... ...পে... ...

২৪. আমি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট ব্যজনী দিয়াছিলাম... ...পে... ...

আমি তালপত্রের গোলাকার ব্যজনী দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি ময়ূর-পালক নির্মিত ব্যজনী দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি ছত্র দিয়াছিলাম... ...পে... ...

২৫. আমি জুতা দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি পিষ্টক দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি মোদক দিয়াছিলাম... ...পে... ...
আমি শর্করা বিশিষ্ট খাদ্য দিয়াছিলাম... ...পে... ...

২৭, ২৭নং গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ জ্ঞাতব্য।

এইরূপে মহাসত্ত্ব গুত্তিলাচার্য সেই দেবতাদিগের কৃত সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহা অনুমোদনপূর্বক নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

২৮. 'আমার এইস্থানে আগমন উত্তম হইয়াছে। অদ্য আমার সুপ্রভাত শয্যা হইতে শুভ লগ্নে উঠিয়াছিলাম। [তাহার কারণ] যথা ইচ্ছা রূপধারিণী এই সমস্ত দেবকন্যা অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইলাম।

২৯. এই সমস্ত কুশলধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয় শ্রবণ করিয়া আমিও দান, শীল, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমনে বহুবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করিব। আমি নিশ্চয়ই তথায় যাইব, যেখানে গিয়া অনুশোচনা করিতে হয় না।'

গুত্তিল বিমান সমাপ্ত

দদ্দল বিমান—৩.৬

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন নালক গ্রামে রেবত স্থবিরের জনৈক ধনাঢ্য উপস্থায়কের দুইটি কন্যা ছিল। তাহাদের একটির নাম ভদ্রা, অপরটির নাম সুভদ্রা। যথাসময় ভদ্রা পতিকুলে গমন করিল। সে ত্রিরত্নে প্রসন্না, শ্রদ্ধাবতী ও বুদ্ধিমতি ছিল বটে, কিন্তু বন্ধ্যা হইয়াছিল। সে স্বামীকে কহিল—'আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী সুভদ্রাকে আনয়ন করুন। তাহার গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে, তাহাকে আমার পুত্র বলিয়া মনে করিব এবং বংশও রক্ষা হইবে।' তাহার স্বামীও সেইরূপ কাজ করিল।

অতঃপর ভদ্রা সুভদ্রাকে এইরূপ উপদেশ দিল—'সুভদ্রে, দানধর্মে মনযোগী হও। এইরূপ হইলে ইহ-পরকালে মঙ্গল সাধিত হইবে।' সুভদ্রা তাহার উপদেশে স্থিত থাকিয়া কুশলকর্ম সম্পাদনে রত হইল। একদিন সে রেবত স্থবিরসহ আটজন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করিল। স্থবির সুভদ্রার পুণ্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে সাতজন ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। সে প্রণীত খাদ্যভোজ্য সঙ্ঘকে দান করিলেন। স্থবির দানফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। সে মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইল। ভদ্রা পুদ্গলিক দান করিয়া ইন্দ্ররাজের পরিচারিকা হইয়া

উৎপন্ন হইল। দেবকন্যা সুভদ্রা আপন দিব্যসম্পত্তি দর্শনে 'কোন পুণ্যের ফলে এইস্থানে উৎপন্ন হইয়াছি' উপধারণপূর্বক জ্ঞাত হইলেন—ভদ্রার উপদেশ রক্ষা করিয়া সঙ্ঘদানের মহাফলে এই সম্পত্তি লব্ধ হইয়াছে। ভদ্রার উৎপত্তি স্থান চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন—ইন্দ্ররাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। তখন সুভদ্রা ভদ্রার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহার বিমানে প্রবেশ করিলেন। ভদ্রা দেবকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'দদ্দল্লমানা বণ্ণেন যসসা চ যসস্সিনী,
সব্বে দেবে তাবতিংসে বণ্ণেন অতিরোচসি।

২. দস্সনং নাভিজানামি ইদং পঠমদস্সনং,
কস্মা কাযা নু আগম্ম নামেন ভাসসে মম'ন্তি।

দ্বীহি গাথাহি পুচ্ছি। সাপি তস্সা আবিকরোন্তী—

৩. 'অহং তদ্দে সুভদ্দাসিং পুব্বে মানুসকে ভবে,
সহ ভরিযা চ তে আসিং ভগিনী চ কণিট্ঠিকা।

৪. সা অহং কাযস্স [1]ভেদা বিপ্পমুত্তা ততো চুতা,
নিম্মানরতীনং দেবানং উপপন্না সহব্যত'তি।

দ্বীহি গাথাহি ব্যাকাসি।

পুণ ভদ্দা—

৫. 'পহুত কত কল্যাণা তে দেবে বন্তি পাণিনো,
যেসং ত্বং [2]কিত্তযিস্সসি সুভদ্দে জাতিমত্তনো।

৬. 'কথং ত্বং কেন বণ্ণেন কেন বা অনুসাসিতা,
কীলিসেনেব দানেন সুব্বতেন যসস্সিনী।

৭. যসং এতাদিসং পত্তা বিসেসং বিপুলমজ্ঝগা,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্স কম্মস্সিদং ফলন্তি।'

তীহি গাথাহি পুচ্ছি। পুন সুভদ্দা—

৮. 'অট্ঠেব পিণ্ডপাতানি যং দানং অদদং পুরে,
দক্খিণেয্যস্স সংঘস্স পসন্না সেহি পাণিহি।

৯. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

১০. অক্খানি তে দেবি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা যম্হং অকাসিং,
তেনম্হি এবং জলিতানুভাবা

[1]। সী–ভেদায।

[2]। সী–খু–কিত্তযসি, প–কিত্তঘী ভন্দে।

বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

পুন ভদ্দা—

১১. ‘অহং তযা বহুতরে ভিক্খু সঞ্ঞতে [১]ব্রহ্মচারিনো,
তপ্পেসিং অন্নপানেন পসন্না সেহি পাণিহি;
তযা বহুতরং দত্বা হীনকাযূপগা [২]অহং।

১২. কথং ত্বং অপ্পতরং দত্বা বিসেসং বিপুলমজ্ঝগা,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্স কম্মস্সিদং ফলন্তি।’

পুন সুভদ্দা—

১৩. ‘মনোভাবনিযো ভিক্খু সন্দিট্ঠো মে পুরে অহু,
তাহং ভত্তেন নিমন্তেসিং রেবতং অত্তনট্ঠমং।

১৪. সো মে অত্থপুরেক্খারো অনুকম্পায রেবতো,
সঙ্ঘে দেহীতি মং [৩]অবোচ তস্সাহং বচনং করিং।

১৫. সা দক্খিণা সঙ্ঘগতা অপ্পমেয্যে পতিট্ঠিতা,
পুগ্গলেসু তযা দিন্নং ন তং তব মহপ্ফল’ন্তি।

ভদ্দা—

১৬. ‘ইদানেবাহং জানামি সঙ্ঘে দিন্নং মহপ্ফলং,
সাহং গন্ত্বা মনুস্সত্তং দঞ্ঞূ বীতমচ্ছরা,
সঙ্ঘে [৪]দানানি দস্সামি অপ্পমত্তা পুনপ্পুন’ন্তি।

সক্কো পুচ্ছি—

১৭. ‘কা এসা দেবতা ভদ্দে তযা মন্তযতে সহ,
সব্বে দেবে তাবতিংসে বণ্ণেন অতিরোচতী’তি।

ভদ্দা—

১৮. ‘মনুস্সভূতা দেবিন্দ পুব্বে মানুসকে ভবে,
সহভরিযা চ মে আসি ভগিনী চ কণিট্ঠকা;
সঙ্ঘে দানানি দত্বান কতপুঞ্ঞা বিরোচতী’তি।

সক্কো—

১৯. ‘ধম্মেন [৫]পুব্বে ভগিনী তযা ভদ্দে বিরোচতি,
যং সঙ্ঘম্হি অপ্পমেয্যে পতিট্ঠাপেসি দক্খিণং।

১। সী–চারযো।
২। সী–খু–অহং।
৩। ঈ–সী–হা–মংবোচ।
৪। সী–প–ঈ–জী–দানং।
৫। হা–তে পুব্ব।

২০. পুচ্ছিতো হি মযা বুদ্ধো গিজ্ঝকূটম্হি পব্বতে,
বিপাকং সংবিভাগস্স যত্থ দিন্নং মহপ্ফলং।
২১. যজমানানং মনুস্সানং পুঞ্ঞপেক্খান পাণিনং,
করোতং ওপধিকং পুঞ্ঞং যত্থ দিন্নং মহপ্ফলং।
২২. তং মে বুদ্ধো বিযাকাসি [1]জানং কম্মফলং সকং,
বিপাকং সংবিভাগস্স যত্থ দিন্নং মহপ্ফলং।
২৩. চত্তারো [2]চ পটিপন্না চত্তারো চ ফলে ঠিতা,
এস সঙ্ঘো উজুভূতো পঞ্ঞাসীলসমাহিতো।
২৪. যজমানানং মনুস্সানং পুঞ্ঞপেক্খান পাণিনং,
করোতং ওপধিকং পুঞ্ঞং সঙ্ঘে দিন্নং মহপ্ফলং।
২৫. এসো হি সঙ্ঘো বিপুলো মহগ্গতো
এসপ্পমেয্যো উদধীব সাগরো,
এতে হি সেট্ঠা [3]নরবীর সাবকা
পভঙ্করা ধম্মমুদীরযন্তি।
২৬. তেসং সুদিন্নং সুহুতং সুযিট্ঠং
যে সঙ্ঘমুদ্দিস্স দদন্তি দানং,
সা দক্খিণা সঙ্ঘগতা পতিট্ঠিতা
মহপ্ফলা [4]লোকবিদূন বণ্ণিতা।
২৭. এতাদিসং [5]যঞ্ঞ মনুস্সরন্তা
যে বেদ জাতা বিচরন্তি লোকে,
বিনেয্য মচ্ছেরমলং সমূলং
অতিন্দিতা সগ্গমুপেন্তি ঠান'ন্তি।

ভদ্রা দেবকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'শরীর বর্ণে অতিশয় আভাময়ী ও মহৎ পরিবারসম্পন্না হে যশস্বিনি, তোমার শরীরবর্ণে তাবতিংসের সমস্ত দেবতা বিরোচিত হইতেছে।

২. ইতিপূর্বে তোমাকে দেখি নাই, এই আমার প্রথম দর্শন। তুমি কোন দেবলোক হইতে আসিয়া আমার নাম উচ্চারণ করিয়া সম্বোধন করিতেছ?

সুভদ্রা প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

১। সী–খু–দানং।
২। সী–খু–মগ্গ, চ মগ্গ।
৩। সী–খু–নরবিরিয।
৪। গু–হা–বিদূহি।
৫। সী–জী–হা–পুঞ্ঞঞ্ঞ।

৩. 'হে ভদ্রে, আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে সুভদ্রা নামে তোমার [সহোদর] কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলাম এবং তোমার সপত্নী ছিলাম।

৪. আমি মৃত্যুর পর [দুঃখ ভারাক্রান্ত অশুচিপূর্ণ শরীর হইতে] বিমুক্ত হইয়াছি এবং মনুষ্য শরীর ত্যাগ করিয়া নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন—

৫. 'হে সুভদ্রে, নির্মাণরতি দেবলোকে যে তোমার উৎপত্তির কথা বলিলে, বহু কল্যাণকারী মহাপুণ্যবানেরা সেই নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৬-৭. হে যশস্বিনি, তুমি কি প্রকারে, কোন কার্যে এবং কাহার দ্বারা অনুশাসিত হইয়াছিলে ও কোন প্রকার দান অথবা কোন সুন্দর ব্রত সম্পাদনে এইরূপ ঐশ্বর্য ও বিপুল বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছ? হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন পুণ্যের প্রভাবে এইরূপ ফল লাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে বল।'

সুভদ্রা কহিলেন—

৮. 'আমি পূর্বজন্মে আটজন ভিক্ষুকে প্রসন্নচিত্তে স্বীয় হস্তে দানের উপযুক্ত পাত্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান দিয়াছিলাম।'

৯ম ও ১০ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

ভদ্রা কহিলেন—

১১. 'আমি তোমা হইতেও অধিকতর সংযমী, ব্রহ্মচারী ভিক্ষুদিগকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে অন্নপানীয় দান করিয়াছিলাম, তোমা হইতেও বহুতর দান দিয়া নিম্নতর দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১২. তুমি অল্পমাত্র দান দিয়া কিরূপে এই বিপুল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছ? হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কোন পুণ্যকর্মের ফল, তাহা আমাকে বল।'

সুভদ্রা কহিলেন—

১৩. 'চিত্তের সন্তোষবর্দ্ধনকারী রেবত স্থবির আমার পরিচিত, তাঁহার সহিত আটজন ভিক্ষুকে দান দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

১৪. সেই রেবত স্থবির আমার হিতার্থী হইয়া অনুকম্পাপূর্বক কহিলেন—'সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে দান দাও।' আমি তাঁহার সেই উপদেশানুসারে কার্য করিয়াছিলাম।

১৫. সেই সঙ্ঘদান অপ্রমাণ পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তুমি পৌদ্গলিক দান দিয়াছিলে, তাই তোমার দান মহাফলদায়ক হয় নাই।'

ভদ্রা কহিলেন—

১৬. 'সঙ্ঘে দান দিলে যে মহাফল হয়, তাহা আমি এখন জানিলাম। আমি মনুষ্যলোকে যাইয়া বদান্যবতী, কৃপণতাবিহীনা ও অপ্রমত্তা হইয়া পুনঃপুন সঙ্ঘক্ষেত্রে দান দিব।

অতঃপর দেবকন্যা সুভদ্রা আপন দেবলোকে চলিয়া গেলেন। সুভদ্রা তাঁহার শরীর প্রভায় তাবতিংসের দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া গেলেন। ইহাতে ইন্দ্ররাজ আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ভদ্রার সহিত তাঁহার যাহা আলাপ হইয়াছে, দেবেন্দ্র তাহা অবগত হইয়া, সুভদ্রা যাওয়ার পরক্ষণেই তিনি ভদ্রার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১৭. 'ভদ্রে, তোমার সহিত যে, মন্ত্রণা করিল, এই দেবী কে? সে তাঁহার শরীরবর্ণে তাবতিংসের সমস্ত দেবতাকে পরাজয় করিয়া বিরোচিত হইতেছে।

ভদ্রা কহিলেন—

১৮. হে দেবেন্দ্র, আমরা পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়াছিলাম, তথায় সে আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী ও সপত্নী ছিল। সে সঙ্ঘক্ষেত্রে দান দিয়া, সেই কৃতপুণ্যের প্রভাবে বিরোচিত হইতেছে।

ইন্দ্ররাজ সঙ্ঘদানের মহাফল সম্বন্ধে আরো বিশেষভাবে দেখাইবার জন্য বলিলেন—

১৯. হে ভদ্রে, তোমার ভগ্নী পূর্বজন্মে অপ্রমাণ গুণসম্পন্ন সঙ্ঘক্ষেত্রে দান দিয়াছিল, সেই হেতু এখন সে বিরোচিত হইতেছে।

২০. যথায় দান দিয়া মহাফল হয়, দানের ফল সম্বন্ধে তখন আমি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—যখন তিনি গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করিতেছিলেন।

২১. পুণ্য আকাঙ্ক্ষী ও প্রতিসন্ধিক্ষণে বিপাকদায়ক কুশলকর্ম সম্পাদনকারী মনুষ্যদিগের দান দিবার সময়—যাঁহাকে দান দিলে মহাফল হয়, [তাহা আমি বুদ্ধের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।]

২২. দাতার বিপাক, প্রাণীদের স্বকীয় পুণ্য ও পুণ্যফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বুদ্ধ—যাঁহাকে দান দিলে, মহাফল হয়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৩. মার্গ প্রতিপন্ন চারি পুদ্গল ও ফলে প্রতিষ্ঠিত চারি পুদ্গল, প্রজ্ঞা-শীল সংযুক্ত ও ঋজুভাব প্রাপ্ত এই পুদ্গলসমূহ সঙ্ঘ নামে অভিহিত।

২৪. পুণ্য আকাঙ্ক্ষী ও প্রতিসন্ধিক্ষণে বিপাকদায়ক পুণ্যকারী মনুষ্যগণ দান দিতে হইলে, সঙ্ঘের মধ্যে দান দিলেই মহাপুণ্য হয়।

২৫. এই সঙ্ঘের গুণ মহৎ, [তাঁহাদিগকে সৎকার করিলে বিপুল ফল প্রদান করে বলিয়া] বিপুল। উদধি নামে অভিহিত সাগর যেমন অপ্রমাণ, সেইরূপ এই আর্য সঙ্ঘও [গুণের দ্বারা] অপ্রমাণ। নরবীর বুদ্ধের এই শ্রেষ্ঠ শ্রাবকসঙ্ঘ জ্ঞানালোককর ধর্মদেশনা করেন।

২৬. যাহারা সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে দান দেয়, তাহাদের দান উত্তম দান, উত্তম ত্যাগ ও উত্তম পূজা করা হয়। সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান মহৎ ফল প্রদান করে, ইহা লোকবিদ ভগবান বর্ণনা করিয়াছেন।

২৭. জগতে যে কেহ এইরূপ [সঙ্ঘে প্রদত্ত] দান সম্বন্ধে বরাবর স্মরণ করিয়া সৌমনস্য চিত্তে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি কার্পণ্যমল সমূলে বর্জন করিয়া আনন্দময় স্বর্গরাজ্য সম্প্রাপ্ত হয়।

দদ্দল্ল বিমান সমাপ্ত

শেষবতী বিমান—৩.৭

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মগধের নালক গ্রামে জনৈক ধনাঢ্য গৃহপতির শেষবতী নাম্নী এক পুত্রবধু ছিল। সে পূর্বজন্মে বালিকা অবস্থায় কশ্যপ বুদ্ধের কণকস্তূপ নির্মাণকালীন মাতার সহিত তথায় গিয়াছিল। সে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, ইহা কি করা হইতেছে?' মাতা কহিল—'চৈত্য নির্মাণের জন্য সুবর্ণ ইষ্টক প্রস্তুত করা হইতেছে।' তচ্ছ্রবণে বালিকা প্রসন্নচিত্তে মাতাকে কহিল—'মা, আমার কণ্ঠের এই স্বর্ণময় ক্ষুদ্র হারখানা চৈত্যের জন্য দিতে ইচ্ছা করি।' মাতা স্নেহ ও প্রীতিবাক্যে কহিল—'ভাল, দাও।' এই বলিয়া মেয়ের কণ্ঠ হইতে হারখানি মোচন করিয়া স্বর্ণকারের হস্তে প্রদানান্তর কহিল—'ইহা আমার মেয়ে দান করিতেছে, ইহাও দিয়া ইষ্টক তৈয়ার কর।' স্বর্ণকার তাহাই করিল। কিছুদিন পরে বালিকার মৃত্যু হইল। সেই পুণ্যের প্রভাবেই মৃত্যুর পর সে দেবলোকে উৎপন্ন হইল। পুনঃপুন সুগতি দেবলোকে সঞ্চরণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় আবার সে নালক গ্রামেই জন্ম নিয়াছিল। তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, তখন মাতা তাহাকে তৈলের জন্য এক দোকানে পাঠাইয়াছিল।

সেই দোকানদারের পিতা বহু স্বর্ণ, হীরক, মুক্তা ও মণি প্রভৃতি রত্ন রাজী নিধান করিয়া রাখিয়াছিল। একসময় দোকানদার মৃত্তিকাগর্ভ হইতে তাহা উঠাইয়া দেখিল—সমস্ত পাষাণখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। দোকানদারের অপুণ্য হেতুতে ইহা এইরূপ দেখাইতেছিল। 'কোন পুণ্যবানের প্রভাবে ইহা আবার স্বর্ণ-হীরকাদিতে পরিণত হইবে' এই মনে করিয়া দোকানের একপার্শ্বে রাশিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। বালিকা তাহা দেখিয়া আশ্চর্যস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'দোকানে কেন রত্নসমূহ এমনভাবে রাখিয়াছ? ইহা গোপনীয় স্থানে ভালরূপে রক্ষা করা কর্তব্য নহে কি?' দোকানদার বালিকার কথা শুনিয়া চিন্তা করিল—'এই বালিকা মহাপুণ্যবতী, ইহা দ্বারা সমস্ত হীরকাদি লাভ করিতে পারিবে। ইহাকে ঘরে আনিয়া আমার পুত্রবধু করিতে হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া দোকানদার বালিকার মাতার সহিত একত্র হইয়া কহিল—'এই বালিকাকে আমার পুত্রের জন্য দাও।' অনন্তর বালিকার মাতাকে বহু ধন প্রদানে বিবাহ কার্য সম্পাদন করিল। শ্বশুর পুত্রবধুর শীলাচার সম্বন্ধে অবগত হইয়া সন্তুষ্ট হইল। একদিন তিনি ধনাগার বিবৃত করিয়া পুত্রবধুকে কহিল—'মা, এখানে কি আছে?' বধু

কহিল—স্বর্ণ ও হীরকরাশি দেখিতেছি।' শ্বশুর কহিল—'ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যবশত অন্তর্হিত হইয়াছে, তোমার পুণ্যবলে যদি আবার ফিরিয়া পাই। তুমি এখন হইতে এই গৃহের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে। তুমি আমাদের হাতে যাহা তুলিয়া দিবে, তাহাই আমরা পরিভোগ করিব।' সেই হইতে তাহার নাম 'শেষবতী' হইল।

সেই সময় ধর্মসেনাপতি সারীপুত্র স্থবির নালক গ্রামে পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। তাঁহার শরীর সৎকার উদ্দেশ্যে দেব-মনুষ্যগণ সপ্তাহকাল উৎসবে অতিবাহিত করিল। সপ্তাহের পর অগুরু চন্দনাদির দ্বারা শত হস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট চিতা সজ্জিত করা হইয়াছিল।

শেষবতী স্থবিরের পরিনির্বাণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, একান্ত ইচ্ছা করিল যে—'তথায় যাইয়া স্থবিরকে পূজা করি।' সে পুষ্প ও বিবিধ সুগন্ধদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তথায় যাইবার জন্য শ্বশুরের অনুমতি চাহিল। শ্বশুর কহিল—'মা, তুমি এখন অন্তঃসত্ত্বা, সেখানে অসংখ্য লোকের ভিড়, এসব পূজার উপকরণ পাঠাইয়া দিলে কি হয় না?' বধু অনুনয়ের স্বরে কহিল—'বাবা, সেখানে যদি আমার জীবনের অন্তরায়ও ঘটে, তথাপি যাইতে ইচ্ছা করি। আমার বলবতী বাসনার সঞ্চার হইয়াছে যে—একবার তথায় যাইয়া স্থবিরের পূজা-সৎকার করি।' এই বলিয়া বধু সপরিষদ তথায় উপস্থিত হইল। সেখানে পুষ্প ও সুগন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া একপ্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন রাজপরিষদের হস্তী উন্মত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। হস্তী ভয়ে সকলে পলাইতে আরম্ভ করিল। লোকের ধাক্কায় ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তাহাকে পদদলিত করিয়া লোকেরা পলাইতে লাগিল। ইহাতে শেষবতীর মৃত্যু হইল। তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও পূজা-সৎকারের প্রভাবে মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। সহস্র অপ্সরা তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। দেবকন্যা আপন দিব্যসম্পত্তি দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'কোন পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি এমন দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি?' অবধারণপূর্বক—'স্থবিরের উদ্দেশ্যে পূজা-সৎকারের প্রভাবেই' জানিতে পারিয়া, ত্রিরত্নের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তখনই দেবকন্যা ভগবানকে বন্দনার নিমিত্ত সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া সবিমান আগমন করিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ষাটি শকটভার পরিমিত অলঙ্কারে প্রতিমণ্ডিত। তিনি মহতী দেবঋদ্ধি প্রভাবে চন্দ্র সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবকন্যা বিমান হইতে অবতরণ করিয়া ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন বঙ্গীশ স্থবির ভগবানের সমীপে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ভগবানকে অনুরোধ করিলেন—'ভন্তে, এই দেবকন্যার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।' ভগবান কহিলেন—'হাঁ, জিজ্ঞাসা করিতে পার।' অতঃপর বঙ্গীশ স্থবির সেই দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছায় প্রথম তাঁহার বিমান সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া

কহিলেন—

১. ‘ফলিকরজতহেমজালচ্ছন্নং
বিবিধবিচিত্রতলমদ্দসং সুরম্মং,
ব্যমহং সুনিম্মিতং তোরণূপপন্নং
[১]রুচকুপকিণ্ণ সুত্তং বিমানং।

২. [২]ভাতি চ দসদিসা নভেব সুরিয়ো
সরদে [৩]তমোনুদো সহস্‌সরংসি,
তথা তপতিমিদং তব বিমানং
জলমিব ধূমসিখো নিসে নভগ্‌গে।

৩. মুসতীব নযনং সতেরতাব
আকাসে ঠপিতমিদং মনুঞ্ঞং,
বীণামুরজসম্মতালঘুট্‌ঠং
ইদ্ধং ইন্দপুরং যথা তবেদং।

৪. পদুমকুমুদুপ্পলকুবলযং
[৪]যূধিক [৫]বন্ধুকে নোজকা চ সন্তি,
সাল কুসুমিত পুপ্‌ফিতা অসোকা
বিবিধদুমগ্‌গসুগন্ধসেবিতমিদং।

৫. সলল লবুজ[৬]ভুজক [৭]সঞ্ঞতা
কুসকসুফুল্লিতলতাবলম্বিনীহি,
মণিজাল সদিসা যসস্‌সিনী
রম্মা পোক্‌খরণি উপট্‌ঠিতা তে।

৬. উদকরুহা চ যেত্থি পুপ্‌ফজাতা
থলজা যে চ সন্তি রুক্‌খজাতা,
মানুসকা অমানুসকা চ দিব্বা
সব্বে তুয্‌হং নিবেসনম্‌হি জাতা।

৭. কিস্‌স সমদমস্‌স যং বিপাকো
কেনাসি কম্মফলেনিধুপপন্না,

---

[১]। হা–রুজকুপকিণ্ণ।
[২]। সী–ভাসতি।
[৩]। হা–তমনুদো।
[৪]। হা–যোধিক।
[৫]। হা–গণ্ডীক।
[৬]। সী–ধু–ঈ–জী–সুজিক।
[৭]। হা–ঈ–জী–সংযুত্তা।

যথা চ তে অধিগতমিদং বিমানং
তদনূপদং অবচাসি'লার[১]পখুমে'তি।

১. 'স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি ও স্ফটিকময় জালাচ্ছান্ন, বিবিধ বর্ণের বিচিত্র ভূমিতল, সুরম্য ভবন, সুনির্মিত তোরণ ও সুবর্ণ বালুকাকীর্ণ প্রাঙ্গণযুক্ত এই সুন্দর বিমান দেখিতেছি।

২. শারদীয় নভোমণ্ডলে অলঙ্কার বিধ্বংসী সহস্র রশ্মিযুক্ত সূর্য যেমন দশদিক প্রভাসিত করে, তদ্রূপ তোমার এই বিমান রাত্রিকালে আকাশে প্রজ্জ্বলিত ধূমশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইতেছে।

৩. বিদ্যুতের ন্যায় নয়ন ঝলসাইয়া আকাশে অবস্থিত এই বিমান—বীণা, মৃদঙ্গ ও করতালাদি বাদ্যধ্বনিতে নিনাদিত; ইন্দ্রপুরের ন্যায় সমৃদ্ধ তোমার এই বিমান মনোজ্ঞ।

৪. পদ্ম, কুমুদ, উৎপল, নীলোৎপল, যুথিকা, বন্ধুজীবক ও অনোজক পুষ্প প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কুসুমিত শাল, পুষ্পিত অশোক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরাজী সুগন্ধের দ্বারা তোমার বিমানকে সেবা করিতেছে।

৫. হে যশস্বিনি, তোমার বিমান সম্মুখে যেই মণিজাল সদৃশ সলিলসম্পন্না রম্য পুষ্করিণী আছে, তাহার তট—সলল, লাবু ও ভুজক প্রভৃতি সুগন্ধ বৃক্ষে পরিশোভিত। [চতুর্পার্শ্বে] বিলম্বিত লতায় সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজী শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে।

৬. জলজ পুষ্পজাতি ও স্থলজ বৃক্ষজাতির মধ্যে যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা সমস্তই এবং দেবপুত্র, দেববালা ও দিব্য পশু-পক্ষী সবই তোমার বিমানে উৎপন্ন হইয়াছে।

৭. হে সুনয়নে, তুমি যে এইরূপ বিমান লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার কোন শম-দমের প্রভাবে? কোন কর্মফলে এইস্থানে জন্ম নিয়াছ? তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে যথাযথ উত্তর প্রদান কর।'

অথ দেবতা আহ—

৮. 'যথা চ মে অধিগতমিদং বিমানং
কোঞ্চমযূর চকোর সঙ্ঘ চরিতং,
দিব্বপিলব হংসরাজ চিণ্ণং
দ্বিজকারণ্ডব কোকিলা[২]ভিনদিতং।

৯. নানাসন্তানক পুপ্ফরুক্খ বিবিধা
পাটলিজম্বু অসোকরুক্খবন্তং,
যথা চ মে অধিগতমিদং বিমানং
তন্তে[৩]পবদিস্সামি সুণোহি ভন্তে।

---

[১]। হা–পন্তেতি।
[২]। সী–অভিনন্দিতং।
[৩]। হা–পবেদিস্সামি।

১০. মগধবরপুরত্থিমেন
[1]নালকগামো নাম অত্থি ভন্তে,
তত্থ অহোসিং পুরে সুণিসা
সেসবতীতি তত্থ জানিংসু মমং।

১১. সাহং অপচিতত্থ [2]ধম্মকুসস্সং
দেবমনুস্স পূজিতং মহন্তং,
উপতিস্সং নিব্বুতং অপ্পমেয্যং
মুদিতমনা কুসুমেহি অব্ভোকিরিং।

১২. পরমগতিগতঞ্চ পূজযিত্বা
অন্তিমদেহধরং ইসিং উলারং,
পহায মানুসকং সমুস্সযং
তিদসগতা ইধ মাবসামি ঠান'ন্তি।

দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৮-৯. 'ভন্তে, সঞ্চরণ পরায়ণ—সারস, ময়ূর, চকোর, জলে নিমগ্ন হইয়া বিচরণকারী রাজহংস, কারণ্ডব [খড়হংস] ও কোকিলাদি পক্ষীকুল নিনাদিত, শাখা-প্রশাখা শোভিত পাটলি, জাম ও অশোকাদি বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ সমলঙ্কৃত এই বিমান যেই কারণে আমি লাভ করিয়াছি, তাহা বলিব, আপনি শ্রবণ করুন।

১০. ভন্তে, শ্রেষ্ঠরাজ্য মগধের পূর্বপার্শ্বে 'নালক' নামক একখানা গ্রাম আছে। আমি সেই গ্রামে কোন [গৃহপতি] কুলে পুত্রবধু ছিলাম। তথায় আমাকে শেষবতী নামে সকলে জানিত।

১১. অর্থ-ধর্ম-কুশলোপচিত, দেব-মনুষ্য পূজিত, মহৎ ও অপ্রমাণ গুণসম্পন্ন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত পূজনীয় উপতিষ্যকে [সারীপুত্র স্থবিরকে] সন্তুষ্টচিত্তে পুষ্পসমূহ [তাঁহার শরীরের উর] বিকীর্ণ করিয়াছিলাম।

১২. আমি অনুপাদিশেষ নির্বাণপ্রাপ্ত অন্তিমদেহধারী শ্রেষ্ঠ ঋষিকে পূজা করিয়া, মানবদেহ ত্যাগান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণপূর্বক এই বিমানে অবস্থান করিতেছি।'

শেষবতী বিমান সমাপ্ত

মল্লিকা বিমান—৩.৮

বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন হইতে যাবৎ সুভদ্র পরিব্রাজককে প্রব্রজ্যা প্রদান, সমস্ত বুদ্ধকৃত্য সম্পাদন করিয়া, কুশীনগরে মল্লদের শালবনে, যমনশালবৃক্ষের অন্তরে, বৈশাখী

---

[1]। সী—নালগামকো।

[2]। খু—নি—কম্মকুসলং।

পূর্ণিমার প্রত্যুষে, অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর দেব-মনুষ্যগণ তাঁহার শরীর পূজার আয়োজন করিলেন। তখন কুশীনগরবাসী বন্ধুলমল্লের ভার্যা মল্লরাজ কন্যা মল্লিকা নাম্নী উপাসিকা অতিশয় শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নে প্রসন্না ছিলেন। বিশাখা মহাউপাসিকার প্রসাধন সদৃশ তাঁহারও মহালতা প্রসাধন ছিল। উহা সুগন্ধজলে ধৌত করিয়া, কাপড় দ্বারা মর্দন করিলেন এবং বহু সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া, সেই মহালতা প্রসাধন দ্বারা ভগবানের শারীরিক ধাতু পূজা করিলেন। সেই পূজার প্রভাবেই দেহান্তে তিনি তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। দেবলোকে তাঁহার অসাধারণ দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার বিমান সপ্তরত্নময়। শৃঙ্গী-সুবর্ণের আলোকে আলোকিত হইয়া সুবর্ণ-রস-ধারা-পিঞ্জর সদৃশ দেখাইত। একদা নারদ স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় সেই অনুপম সৌন্দর্যশালী বিমান দর্শনে তথায় উপস্থিত হইলেন। দেবকন্যা তাঁহাকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিতা হইলে, স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘পীতবত্থে পীতধজে পীতালঙ্কারভূসিতে,
পীতন্তরাহি বগ্‌গূহি [১]অপিলন্ধাব সোভসি।

২. কা কম্বুকাযুরধরে কঞ্চনাবেলভূসিতে,
হেমজালক[২]পচ্ছন্নে নানারতন মালিনী।

৩. সোবণ্ণমযা লোহিতঙ্কমযা চ
মুত্তামযা বেলুরিযামযা চ,
মসারগল্লা সহ লোহিতঙ্কা
[৩]পারাবতক্‌খীহি মণীহি [৪]চিত্ততা।

৪. কোচি কোচি এত্থ মযূরসুস্‌সরো।
হংসস্‌সরঞ্ঞো করবীকসুস্‌সরো,
তেসং সরো [৫]সূযতি বগ্‌গুরূপো
পঞ্চঙ্গিকং তুরিযমিবপ্পবাদিতং।

৫. রথো চ তে সুভো বগ্‌গু নানারতন চিত্তিতো,
নানাবণ্ণাহি ধাতুহি সুচিভত্তোব সোভতি।

৬. তস্মিং রথে কঞ্চনবিম্ববণ্ণে
[১]যত্থট্‌ঠিতা ভাসসিমং পদেসং,

---

[১]। সী–খু–অপিলন্ধনা।
[২]। হা–সঞ্ছন্নে।
[৩]। হা–জী–পারেবতা।
[৪]। সী–চিত্তিতা।
[৫]। হা–জী–সুযাত।

দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্স কম্মাস্সদ ফল’ন্তি।

১. ‘পীতবস্ত্র, পীতধ্বজা, পীতালঙ্কার ও সুচারু পীতবর্ণ উত্তরীয় দ্বারা ভূষিত হে দেবতে, তুমি অলঙ্কৃতা না হইলেও শোভা পাইয়া থাকিবে, (যেহেতু অলঙ্কাররাজী তোমার অনুপম রূপ-লাবণ্যময় শরীর সম্প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে।

২-৩. স্বর্ণময় অলঙ্কারধারিণী, কাঞ্চনময় কঙ্কন ভূষিতা, হেমজালাচ্ছন্না, স্বর্ণ, মুক্তা, বৈদুর্য, লোহিতঙ্কমণি, মসারগল্লমণি, মসারগল্লসহ লোহিতঙ্কমণি ও কপোতচক্ষু সদৃশ মণি প্রভৃতি বিবিধ রত্নরাজী চিত্রিত মালাধারিণী হে দেবতে, তুমি কে?

৪. এক সমস্ত মালাদামের মধ্যে কোন কোন মালাদাম হইলে ময়ূর, হংস ও করবীকের সুমধুর স্বর নিঃসৃত হইতেছে। সেই মালাদামসমূহের স্বর সুদক্ষ বাদ্যকর বাদিত পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিবৎ শ্রুত হইতেছে।

৫. তোমার রথ সুন্দর মনোরম বিবিধ রত্নে চিত্রিত ও নানাবর্ণের ধাতু বিভিন্নরূপে শোভা পাইতেছে।

৬. হে কাঞ্চন বিম্ববর্ণে দেবতে, তুমি যেই রথে থাকিয়া এই প্রদেশ প্রভাসিত করিতেছ, এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কোন কর্মের প্রভাবে লাভ করিয়াছ, তাহা আমাকে বল।’

দেবতা ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৭. ‘সোবণ্ণজালং [২]মণিসোণ্ণচিত্তং
মুত্তাচিতং হেমজালেন [৩]ছন্নং,
পরিনিব্বুতে গোতমে অপ্পমেয্যে
পসন্নচিত্তা অহমাভিরোপযিং।

৮. তাহং কম্মং করিত্বান কুসলং বুদ্ধবণ্ণিতং,
অপেতসোকা সুখিতা সম্পমোদামনামযা’তি।

৭. মণি-সুবর্ণ নির্মিত, মুক্তাখচিত ও হেমজালচ্ছন্ন [আপাদমস্তক] সুবর্ণজাল [মহালতা প্রসাধন নামক অলঙ্কার] পরিনির্বাপিত অপ্রমাণ গুণসম্পন্ন গৌতম বুদ্ধের শরীরের উপর আমি প্রসন্নচিত্তে পূজা করিয়াছিলাম।

৮. আমি সেই বুদ্ধের প্রশংসিত কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া শোকবিহীনা, সুখিনী, সম্যক প্রমোদিনী ও নিরাময়ী হইয়াছি।’

মল্লিকা বিমান সমাপ্ত

বিশালাক্ষি বিমান—৩.৯

---

[১]। হা–জী–যাত্বং ঠিতা।

[২]। হা–সোণ্ণচিত্তিতং।

[৩]। হা–সঞ্ছন্নং

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মগধরাজ অজাতশত্রু রাজগৃহে তাঁহার শারীরিক ধাতুর চৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তখন রাজগৃহবাসিনী সুনন্দা নাম্নী মালির কন্যা বুদ্ধের স্রোতাপন্না উপাসিকা ছিলেন। পিতৃগৃহ হইতে প্রত্যহ তাঁহার জন্য পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধদ্রব্য প্রেরিত হইত। তিনি ইহা পরিভোগ না করিয়া প্রতিদিন তদ্দ্বারা চৈত্যপূজা করাইতেন। উপোসথ দিবসে তিনি স্বয়ং যাইয়া পূজা করিয়া আসিতেন।

তিনি মৃত্যুর পর দেবরাজের পরিচারিকা হইয়া উৎপন্ন হইলেন। একদা তিনি দেবেন্দ্রের সহিত চিত্রলতাবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় অন্যান্য দেবকন্যাদের প্রভা—পুষ্পাদির প্রভায় প্রতিহত হইয়া বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সুনন্দার প্রভা অনভিভূতা হইয়া স্বাভাবিক ভাবেই রহিল। ইন্দ্ররাজ তদ্দর্শনে তাঁহার কৃত সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘কা নাম ত্বং বিসালক্খি রম্মে চিত্তলতাবনে,
সমন্তা অনুপরিযাসি নারীগণপুরক্খতা।

২. যদা দেবা তাবতিংসা পবিসন্তি ইমং বনং,
সযোগ্গা সরথা সব্বে [1]চিত্রা হোন্তি ইধাগতা।

৩. তুয্হঞ্চ ইধ পত্তায উয্যানে বিচরন্তিযা,
কাযে ন দিস্সতি চিত্তং কেন রূপং তবেদিসং;
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্সকম্মস্সিদং ফল’ন্তি।

১. ‘রমণীয় চিত্রলতাবনে চতুর্দিকে পরিবৃতা দেববালাদের শ্রেষ্ঠা হে বিপুললোচনে, তুমি কে?

২. যখন তাবতিংসবাসী দেবগণ এই চিত্রলতাবনে প্রবেশ করে, তখন চিত্রলতাবনের বিচিত্র প্রভায় রথের সহিত তাহারা বিচিত্র বর্ণ ধারণ করে।

৩. তুমিও এখানে আসিয়া উদ্যানে বিচরণ করিতেছ, অথচ তোমার শরীরে সেই চিত্র দেখিতেছি না। হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন কারণে তোমার শরীরের সৌন্দর্য এইরূপ হইয়াছে? [যদ্বারা চিত্রলতাবনের প্রভা পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছ]; ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বল।’

দেবতা ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৪. ‘যেন কম্মেন দেবিন্দ রূপং ময্হং গতী চ মে,
ইদ্ধি চ আনুভাবো চ তং সুণোহি পুরিন্দদ।

৫. অহং রাজগহে রম্মে সুনন্দা নামুপাসিকা,
সদ্ধা সীলেন সম্পন্না সংবিভাগরতা সদা।

[1]। সী–খু–নি–চিত্তা।

৬. অচ্ছাদনঞ্চ ভত্তঞ্চ [১]সেনাসন পদীপিযং,
অদাসিং উজুভূতেসু বিপ্পসন্নেন চেতসা।
৭. চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং যা চ পক্খস্স অট্ঠমী,
পাটিহারিযপক্খঞ্চ অট্ঠঙ্গ সুসমাগতং।
৮. উপোসথং উপবসিস্সং সদা সীলেসু সংবুতা,
পাণাতিপাতা বিরতা মুসাবাদা চ সঞ্ঞতা;
থেয্যা চ অতিচারা চ মজ্জপানা চ [২]আরকা।
৯. পঞ্চসিক্খাপদে রতা অরিযসচ্চান কোবিদা,
উপাসিকা চক্খুমতো গোতমস্স যসস্সিনো।
১০. তস্সা মে ঞাতিকুলা [৩]দাসী সদা মালাভিহারতি,
তাহং ভগবতো থূপে সব্বমেবাভিরোপযিং।
১১. উপোসথে চহং গন্ত্বা মালাগন্ধবিলেপনং,
থূপস্মিং অভিরোপেসিং পসন্না সেহি পাণিহি।
১২. তেন কম্মেন দেবিন্দ রূপং মযহং গতী চ মে,
ইদ্ধি চ আনুভাবো চ যং মালং অভিরোপযিং।
১৩. যঞ্চ সীলবতী আসিং ন তং তাব বিপচ্চতি,
আসা চ পন মে দেবিন্দ সকদাগামিনী সিয'ন্তি।

দেবকন্যা কহিলেন—

৪. 'হে দেবেন্দ্র, যেই কর্মের দ্বারা আমার এমনতর দেবত্ব, দেবঋদ্ধি ও দেবানুভাব লব্ধ হইয়াছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন।

৫. আমি রমণীয় রাজগৃহ নগরে সুনন্দা নাম্নী উপাসিকা ছিলাম, সর্বদা শ্রদ্ধাবতী, শীলবতী ও দানে রতা ছিলাম।

৬. আমি ঋজুভাব প্রাপ্ত অর্হৎগণকে অতিশয় প্রসন্নচিত্ত বস্ত্র, অন্ন, শয়নাসন ও প্রদীপ দান দিয়াছিলাম।

৭ম, ৮ম ও ৯ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

১০. আমার পিতৃগৃহ হইতে দাসী প্রতিদিন আমার জন্য পুষ্প নিয়া আসিত, [আমার প্রসাধনের জন্য আহরিত পুষ্পমাল্য ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি আমি পরিভোগ না করিয়া] তাহা সমস্তই [ভগবানের শারীরিক ধাতু] চৈত্যে উত্তমরূপে পূজা করিতাম।

১১. আমি উপোসথ দিবসে চৈত্যে যাইয়া প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে মালা, সুগন্ধ ও বিলেপন উত্তমরূপে পূজা করিয়াছিলাম।

---

[১]। হা-ঈ-জী-সেনাসনং।

[২]। সী-খু-নি-আরতা।

[৩]। কুলং আসি-সব্বত্থ।

১২. হে দেবেন্দ্র, আমি [চৈত্যে] যেই পুষ্পমাল্য পূজা করিয়াছিলাম, সেই কুশলকর্মের প্রভাবেই আমার এমনতর দিব্যরূপ, দেবগতি, দেবঋদ্ধি ও দেবানুভাব লব্ধ হইয়াছে।

১৩. আমি যে শীলবতী ছিলাম [চৈত্য পূজার পুণ্য বলবৎ হেতু] শীল পালনের বিপাক এখনও আরম্ভ হয় নাই। [পরজন্মে তাহার বিপাক লাভ করিব]; হে দেবেন্দ্র, কিরূপে যে আমি সকৃদাগামিনী হইতে পারিব, ইহাই আমার কামনা।'

ইন্দ্ররাজের সহিত দেবকন্যার যাহা আলাপ হইয়াছিল, তৎসমস্ত বিষয় দেবেন্দ্র বঙ্গীস স্থবিরকে নিবেদন করিয়াছিলেন। স্থবির সঙ্গীতিকালে ধর্মসঙ্গায়নকারী মহাস্থবিরগণকে উহা বলিয়াছিলেন। সঙ্গীতিকারকগণ তদ্রূপই তাহা সঙ্গীতিতে আরোপ করিয়াছিলেন।

বিশালাক্ষি বিমান সমাপ্ত

পারিজাত বিমান—৩.১০

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী জনৈক উপাসক ভগবানকে আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহদ্বারে সুবৃহৎ মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন। বিবিধ পুষ্পপত্রে ও কারুকার্যে মণ্ডপ সুসজ্জিত করাইলেন। যথাসময় ভিক্ষুসঙ্ঘসহ ভগবান মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। উপাসক সুগন্ধ পুষ্প ও প্রদীপাদির দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। সেই সময় কোন এক কাঠুরিয়ার স্ত্রী অন্ধবনে সুপুষ্পিত অশোকবৃক্ষ দর্শনে সপল্লব অঙ্কুরযুক্ত বহু অশোকপুষ্প গ্রহণ করিল। প্রত্যাবর্তন সময় ভগবানকে সেই মণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার আসনের চতুর্দিকে সেই পুষ্পসমূহ সজ্জিত করিয়া পূজা-বন্দনা করিল। তৎপর সে ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল। মৃত্যুর পর সে এই পুণ্য প্রভাবেই তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। সেই দেবকন্যা সর্বদা সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া নন্দনবনে নৃত্যগীতে ব্যাপৃতা থাকেন, পারিজাতমালা রচনা করিয়া আনন্দমনে ক্রীড়া করেন। মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় তাবতিংস স্বর্গে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘‘[১]পারিচ্ছত্তকে কোবিলারে রমণীযে মনোরমে,
[২]দিব্ব মালং গন্থমানা গাযন্তি সম্পমোদসি।

২. তস্‌সা তে নচ্চমানায অঙ্গমঙ্গেহি সব্বসো,
দিব্বা সদ্দা নিচ্ছরন্তি সবণীযা মনোরমা।

---

[১]। সী–খু–নি–পারিচ্ছত্তে।

[২]। সী–সব্বত্থ–দিব্বং।

৩. তস্সা তে নচ্চমানায অঙ্গমঙ্গেহি সব্বসো,
দিব্বা গন্ধা পবাযন্তি সুচিগন্ধা মনোরমা।
৪. বিবত্তমানা কাযেন যা বেণীসু পিলন্ধনা,
তেসং [১]সুয্যতি নিগ্ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।
৫. বটংসকা বাতধূতা বাতেন সম্পকম্পিতা,
তেসং [৩]সুয্যতি নিগ্ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।
৬. [২]যাপি তে সিরস্মিং মালা সুচিগন্ধা মনোরমা,
বাতি গন্ধো দিসা সব্বা রুক্খো [৩]মঞ্জুস্সকো যথা।
৭. ঘাবসে [৪]তং সুচিং [৫]গন্ধং রূপং পস্সসি অমানুসং,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্সকম্মস্সিদং ফল'ন্তি।

অথ দেবতা দ্বীহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৮. 'পভস্সরং অচ্চিমন্তং বণ্ণগন্ধেন সঞ্ঞুতং,
অসোকপুপ্ফমালাহং বুদ্ধস্স উপনামযিং।
৯. তাহং কম্মং করিত্বান কুসলং বুদ্ধবণ্ণিতং,
অপেতসোকা সুখিতা সম্পমোদামনামযা'তি।

১. 'হে দেবতে, তুমি রমণীয় মনোরম পারিজাত ও কোবিদার পুষ্পের দিব্য মালা রচনা করিতে করিতে গান করিতেছ এবং সম্যকরূপে প্রমোদিত হইতেছ।

২. তুমি নৃত্য করিবার সময় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে কর্ণসুখকর মনোরম দিব্যশব্দ নিঃসৃত হইতেছে।

৩. তুমি নৃত্য করিবার সময় তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে দিব্যগন্ধ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অতি ঘ্রাণ সুখকর মনোরম গন্ধ।

৪. তোমার শরীর বিবর্তিত হইবার সময় কেশবেণীর অলঙ্কার নির্ঘোষ পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতেছে।

৫. তোমার মস্তকের রত্নময় অলঙ্কারসমূহ মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোলে দোলিত ও প্রবল বায়ুতে বিশেষভাবে প্রকম্পিত হইয়া যেই নির্ঘোষ উত্থিত হইতেছে, তাহা পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিবৎ শ্রুতিগোচর হইতেছে।

৬. যেমন সুপুষ্পিত মঞ্জুসক বৃক্ষ আপন সুগন্ধ সর্বদিকে বহু যোজন প্রবাহিত করে, তদ্রূপ তোমার মস্তকে অলঙ্কৃত যেই সমস্ত পবিত্র গন্ধসম্পন্ন মনোরম পুষ্পমাল্য আছে,

---

[১]। সী–সুযতি।

[২]। ঈ–তস্সা।

[৩]। হা–মঞ্জুসকো।

[৪]। সী–খু–নি–ত্বং।

[৫]। সী–হা–সুচিগন্ধং।

তাহার সুগন্ধও সকলদিকে প্রবাহিত হইতেছে।

৭. তুমি যেই পবিত্র গন্ধের আঘ্রাণ লাভ করিতেছ এবং দেবদুর্লভ সৌন্দর্যরাশি তোমার নয়ন সার্থক করিতেছে, হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বল।'

দেবকন্যা নিম্নোক্ত দুইটি গাথায় উত্তর প্রদান করিলেন—

৮. 'আমি বর্ণ-গন্ধসম্পন্ন প্রভাস্বর দীপ্তিমান অশোকপুষ্পের মালা বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

৯. আমি বুদ্ধের প্রশংসিত কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া শোকবিহীনা, সুখিনী, সম্যক প্রমোদিনী ও নিরাময়ী হইয়াছি।

পারিজাত বিমান সমাপ্ত

তৃতীয় পারিচ্ছত্তক বর্গ সমাপ্ত।

চতুত্থো মঞ্জেট্‌ঠিকো বগ্‌গো

মঞ্জিষ্ঠা বিমান—৪.১

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কোন এক উপাসক ভগবানকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহদ্বারে বৃহৎ মণ্ডপ সজ্জিত করাইলেন। যথাসময় ভগবান মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। উপাসক সুগন্ধদ্রব্য ও পুষ্প দ্বারা ভগবানকে পূজা করিলেন। সেই সময় কোন এক গৃহস্থের দাসী অন্ধবনে সুপুষ্পিত শালবৃক্ষ হইতে বহু পুষ্প চয়ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিল। তথায় ভগবানকে মণ্ডপে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই পুষ্পরাজী দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিল। তৎপর সে অতীব প্রীত অন্তরে ভগবানকে বন্দনা ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর সে মৃত্যুর পর এই পুণ্যপ্রভাবেই তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তথায় তাহার রক্তফলিকময় বিমান, সম্মুখে সুবর্ণ বালুকা বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও সুবৃহৎ শালবন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। সেই দেবকন্যা যখন বিমান হইতে বহির্গত হইয়া শালবনে প্রবেশ করেন, তখন শালশাখা অবনত হইয়া তাঁহার মস্তকোপরি কুসুমরাজী বিকীর্ণ করে। তাঁহাকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা ও মহতী দেবঋদ্ধি সম্পন্না দর্শনে মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. '[1]মঞ্জেট্‌ঠকে বিমানস্মিং সোণ্ণবালুক সন্থতে,
পঞ্চঙ্গিকেন তুরিযেন রমসি সুপ্পবাদিতে।

২. তস্মা বিমানা ওরুয্হ নিম্মিতা রতনামযা,
ওগাহসি সালবনং পুপ্‌ফিতং সব্বকালিকং।

---

[1]। সী–মঞ্জিট্‌ঠকে।

৩. যস্‌স যস্‌সেব সালস্‌স মূলে তিট্‌ঠসি দেবতে,
সো সো মুঞ্চতি পুপ্‌ফানি ওনমিত্বা দুমুত্তমো।
৪. বাতেবিতং সালবনং আধুতং দ্বিজসেবিতং,
বাতি গন্ধো দিসা সব্বা রুক্‌খো [১]মঞ্জুসকো যথা।
৫. ঘাসসে [২]ত্বং সুচিং গন্ধং রূপং পস্‌সসি [৩]অমানুসং,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং ফল'ন্তি।

এবং থেরেন পুট্‌ঠা সা দেবতা ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৬. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা দাসী অযিরকুলে অহুং,
বুদ্ধং নিসিন্নং দিস্বান সালপুপ্‌ফেহি ওকিরিং।
৭. বটংসকঞ্চ সুকতং সালপুপ্‌ফমযং অহং,
বুদ্ধস্‌স উপনামেসিং পসন্না সেহি পাণিহি।
৮. তাহং কম্মং করিত্বান কুসলং বুদ্ধবণ্ণিতং,
অপেতসোকা সুখিতা সম্পমোদামনামযা'তি।

১. 'চতুর্দিকে স্বর্ণবালুকাকীর্ণ মঞ্জিষ্ঠাবর্ণ বিমানে অতি উৎকৃষ্ট বাদ্য পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিতে তুমি রমিত হইতেছে।

২. [তোমার সুরচিত কুশলবলে] নির্মিত রত্নময় এই বিমান হইতে অবতরণ করিয়া সকল সময় পুষ্পিত শালবনে প্রবেশ করিতেছ।

৩. হে দেবতে, তুমি যেই যেই শালবৃক্ষের মূলে স্থিতা হইতেছে, সেই সেই বৃক্ষ অবনত হইয়া [তোমার উপর] পুষ্পরাজী বর্ষণ করিতেছে।

৪. [পুষ্প বর্ণিত হইবার জন্য] এই শালবন বায়ুদ্বারা কম্পিত হয়, মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে অতি সত্বর সঞ্চালিত হয়, ময়ূর ও কোকিলাদি পক্ষীদ্বারা সেবিত হয়। [হিমালয়ে অবস্থিত] মঞ্জুসক বৃক্ষের ন্যায় সকলদিকে সুগন্ধ প্রবাহিত হয়।

৫ম গাথার অনুবাদ পারিজাত বিমানের ৭ম গাথার অনুরূপ।

স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবকন্যা প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৬. 'আমি [পূর্বজন্মে] মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করিয়া কোন আর্যকুলে দাসী হইয়াছিলাম, আমার সেই দাসী অবস্থায় উপবিষ্ট বুদ্ধের দর্শন লাভ হওয়াতে, শালপুষ্প বিকীর্ণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলাম।

৭. আমি প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে সুন্দররূপে রচিত শালপুষ্পের মালা বুদ্ধকে পূজা করিয়াছিলাম।

৮. আমি বুদ্ধের বর্ণিত সেই কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া শোকহীনা হইয়া সুখিনী

---

[১]। সী–মঞ্জুস্‌সকো।
[২]। সী–হা–তং সুচি।
[৩]। হা–মানসব।

হইয়াছি, নিরোগিনী হইয়াছি ও অতিশয় প্রমোদিতা হইতেছি।

মঞ্জিষ্ঠা বিমান সমাপ্ত

প্রভাস্বর বিমান—৪.২

ভগবান রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের জনৈক উপাসক মহামোগ্‌গল্লানের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন ছিলেন। তাহার এক কন্যা শ্রদ্ধাবতী ও ত্রিরত্নে প্রসন্না ছিল। সেও স্থবিরের প্রতি গৌরব বহুল ছিল। অনন্তর একদিন মহামোগ্‌গল্লান রাজগৃহে ভিক্ষা করিবার সময় তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপাসকের কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে বসাইল এবং সুমনপুষ্পের মালায় পূজা করিয়া ভাল গুড় তাঁহার পাত্রে প্রদান করিল। স্থবির দানের ফল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বসিয়া রহিলেন। উপাসকের কন্যা কহিল—'ভন্তে, গৃহকার্যে বড় ব্যস্ত আছি, এখন ধর্ম শুনিতে অক্ষম; অন্য সময় শুনিব।' এই বলিয়া সে স্থবিরকে বিদায় দিল। অনন্তর এক সময় তাহার মৃত্যু হইল। দেহান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে জন্ম পরিগ্রহ করিল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'পভস্‌সরবরবণ্ণনিভে
সুরত্তবত্থনি[১]বাসনে,
মহিদ্ধিকে চন্দনরুচিরগত্তে
কা ত্বং সুভে দেবতে বন্দসে মমং।

২. পল্লঙ্কো চ তে মহগ্‌ঘো
নানারতনচিত্তিতো রুচিরো,
যত্থ ত্বং নিসিন্না বিরোচসি
দেবরাজাব নন্দনে বনে।

৩. কিং ত্বং পুরে সুচরিতমাচরী ভদ্দে
কিস্‌স কম্মস্‌স বিপাকং অনুভোসি দেবলোকস্মিং,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং ফল'ন্তি।

এবং থেরেন পুট্‌ঠা দেবতা ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৪. 'পিণ্ডায তে চরন্তস্‌স
মালং ফাণিতঞ্চ অদদং ভন্তে,
তস্‌স কম্মস্‌সিদং বিপাকং
অনুভোমি দেবলোকস্মিং।

---

[১]। সী–খু–নি–হা–বসনে।

৫. হোতি চ মে অনুতাপো
অপবদ্ধং দুক্কতঞ্চ ভন্তে,
সাহং ধম্মং নাস্সোসিং
সুদেসিতং ধম্মরাজেন।

৬. তং তং বদামি ভদ্দন্তে
যস্স মে অনুকম্পিযো,
কোচি ধম্মেসু তং সমাদপেথ
সুদেসিতং ধম্মরাজেন।

৭. যেসং অত্থি সদ্ধা চ বুদ্ধে ধম্মে চ সংঘরতনে চ,
তং তে মং [১]অতিবিরোচন্তি আযুনা যসসা সিরিযা।
পতাপেন বণ্ণেন উত্তরিতরা,
অঞ্ঞে মহিদ্ধিকতরা মযা দেবা'তি।

১. 'উত্তম প্রভাস্বরবর্ণা, দীপ্তিময়ী, সুরক্ত বস্ত্র পরিহিতা, মহতী ঋদ্ধিসম্পন্না, চন্দন লিপ্তার ন্যায় [সুরক্ত] মনোজ্ঞ শরীরসম্পন্না হে সুন্দরি দেবতে, আমাকে যে বন্দনা করিতেছ, তুমি কে?

২. তুমি যথায় উপবিষ্টা থাকিয়া নন্দনবনে দেবরাজের ন্যায় বিরোচিতা হইতেছ, তোমার সেই পর্য্যঙ্ক মহার্ঘ, বিবিধ রত্নে বিচিত্র ও মনোজ্ঞ।

৩. ভদ্রে, তুমি পূর্বজন্মে কোন সুচরিত কর্ম আচরণ করিয়াছিলে? দেবলোকে কোন কুশলকর্মের বিপাক অনুভব করিতেছ? হে দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বল।'

দেবকন্যা কহিলেন—

৪. 'ভন্তে, আপনি ভিক্ষা করিবার সময় আমি আপনাকে [সুমন পুষ্পের] মালা ও ভাল গুড় দান দিয়াছিলাম; সেই কর্মের এইরূপ ফল দেবলোকে আসিয়া অনুভব করিতেছি।

৫. ভন্তে, ধর্মরাজ সম্যক সম্বুদ্ধের সুদেশিত সদ্ধর্মবাণী [আপনি আমার নিকট দেশনা করিবার ইচ্ছা করিলেও তখন] আমি শ্রবণ না করিয়া অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি অনুতাপ করিতেছি।

৬. ভন্তে, যেহেতু আপনি আমার অনুকম্পাকারী, তাই আপনাকে বলিতেছি—ধর্মরাজের সুদেশিত কোন ধর্মবিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

৭. বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘরত্নের প্রতি যে সব দেবতাদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা আয়ু, যশঃ ও সৌন্দর্যে আমাকে অতিক্রম করিয়া বিরোচিত হইতেছেন। অন্যান্য মহতী ঋদ্ধিসম্পন্ন দেবতারাও আমা হইতে উত্তরিতর প্রতাপশালী ও শরীরবর্ণ সম্পন্ন।

[১]। সী–খু–নি–অতিরোচন্তি।

প্রভাস্বর বিমান সমাপ্ত

নাগ বিমান—৪.৩

ভগবান বারাণসীর মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন বারাণসীর এক শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা ত্রিরত্নে প্রসন্না ও শীলাচারসম্পন্না ছিলেন। তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁহার পরিভোগযোগ্য বস্ত্রযুগল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ভগবানের পাদমূলে স্থাপনপূর্বক কহিলেন—'ভন্তে, আমার জন্ম-জন্মান্তরের হিতসুখের জন্য অনুকম্পাপূর্বক এই বস্ত্রযুগল গ্রহণ করুন।' ভগবান উহা গ্রহণ করিয়া ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশে উপাসিকা স্রোতাপন্না হইয়াছিলেন। তৎপর ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। অচিরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মরণান্তে তিনি এই পুণ্যের প্রভাবেই তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন। তিনি ইন্দ্ররাজের অতীব প্রিয়া ও বল্লভী হইয়াছিলেন। তথায় তিনি 'যশোত্তরা' হইল। হস্তীর স্কন্ধে মণিময় মণ্ডপ, মণ্ডপমধ্যে রত্নময় পালঙ্ক, দুই দন্তে পদ্ম পরিশোভিত রমণীয় পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূত হইল। তথায় পদ্মকর্ণিকায় স্থিতা দেববালাগণ পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনি সহযোগে মনোরম নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

ভগবান বারাণসীতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি যথাসময় শ্রাবস্তীতে উপনীত হইয়া জেতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই দেবকন্যা আপন দিব্যসম্পত্তি অবলোকন করিয়া 'কোন পুণ্য প্রভাবে এই সম্পত্তি লব্ধ হইল' উহা অবধারণপূর্বক জানিতে পারিলেন—ভগবানকে বস্ত্রযুগল দানেরই এই মহাফল। ইহা অবগত হইয়া ভগবানের প্রতি অত্যধিক প্রসন্ন হইলেন। অতঃপর তিনি ভগবানকে বন্দনার ইচ্ছায় অর্দ্ধরাত্রিতে হস্তীস্কন্ধে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে স্থিতা হইলেন। বঙ্গীস স্থবির ভগবানন হইতে অনুমতি লইয়া দেবকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অলঙ্কতা [১]মণি কঞ্চনাচিতং
[২]সুবণ্ণজালচিত্তং মহন্তং,
অভিরুয্হ গজবরং সুকপ্পিতং
ইধাগমা [৩]বেহাসযং অন্তলিক্খে।

২. নাগস্স দন্তেসু দুবেসু নিম্মিতা

---

[১]। সী–খু–নি–ঈ–জী–মণিকনক।

[২]। খু–নি–বিততং, হা–সোবণ্ণজালচিতং।

[৩]। হা–বেহাযসং।

অচ্ছোদিকা পদুমিনিযো সুফুল্লা,
পদুমেসু চ তুরিযগণা [১]পভিজ্জব্বে
ইমা চ নচ্চন্তি মনোহরাযো।

৩. দেবিদ্ধিপত্তাসি মহানুভাবে
মনুস্সভূতা কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবা
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

দেবতা বিস্সজ্জেসি—

৪. 'বারাণসিযং উপসঙ্কমিত্বা
[২]বুদ্ধস্সহং বত্থযুগং অদাসিং,
পাদানি বন্দিত্বা ছমা নিসীদিং
বিত্তা [৩]চহং অঞ্জলিকং অকাসিং।

৫. বুদ্ধো চ মে কঞ্চনসন্নিভত্তচো
অদেসযী সমুদযদুক্খনিচ্চতং,
অসঙ্খতং দুক্খনিরোধসস্সতং
মগ্গং [৪]অদেসেসি যতো বিজানিযং।

৬. অপ্পাযুকী কালকতা ততো চুতা
উপ্পন্না তিদসগণং যসস্সিনী,
সক্কস্সাহং অঞ্ঞতরা পজাপতী
যসুত্তরা নাম দিসাসু বিস্সুতা'তি।

১. 'হে দেবতে, তুমি [সর্ব অলঙ্কারে] অলঙ্কৃতা, মণি-কাঞ্চন খচিত সুবর্ণজাল চিত্রিত [গমন সজ্জায়] অতি উত্তমরূপে সজ্জিতা হইয়া গজরাজ পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আকাশপথে এইস্থানে আসিয়াছ।

২. হস্তীরাজের দন্তদ্বয়ে স্বচ্ছসলিলা ও সুপুষ্পিত পদ্ম সমাকীর্ণা দুইটি পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে, পদ্মসমূহ পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনি মনোরম ভাবে ধ্বনিত হইতেছে। [সেই বাদ্যের তালে তালে] দেববালারা মনোহর নৃত্য করিতেছে।

৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দেবকন্যা কহিলেন—

৪. 'আমি বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া বুদ্ধকে বস্ত্রযুগল দান দিয়াছিলাম। আমি

---

[১]। সী–পবজ্জরে–সব্বত্থ।
[২]। সী–বুদ্ধস্সাহং।
[৩]। সী–খু–নি–চিত্তাবহং।
[৪]। ঈ–জী–হা–অদেসযি।

প্রসন্নমনে তাঁহার শ্রীপাদযুগল বন্দনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে উপবিষ্টা হইয়াছিলাম।

৫. কাঞ্চনের ন্যায় ত্বকসম্পন্ন বুদ্ধ আমাকে দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য ও অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। অসংখত, শাশ্বত, দুঃখ নিরোধ সত্য ও মার্গসত্য সম্বন্ধে দেশনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা হইতে [চারি আর্যসত্য] বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছি।

৬. অল্প বয়সে আমার মৃত্যু হয়। মরণান্তে মনুষ্যলোক হইতে চ্যুত হওত ত্রিদশালয়ের দেবতাদের মধ্যে যশস্বিনী হইয়া জন্ম লাভ করিয়াছি। আমি ইন্দ্ররাজের [ষোড়শ সহস্র মহিষীর মধ্যে] যশোত্তরা নাম্নী অন্যতরা মহিষী হইয়া দেবলোকে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি।'

নাগ বিমান সমাপ্ত

অলোমা বিমান—৪.৪

ভগবান বারাণসীর মৃদগায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় একদিন তিনি ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। অলোমা নাম্নী এক দরিদ্রা রমণী ভগবানকে দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইল। ভগবানকে দিবার তেমন অন্য কোন দানীয় বস্তু না থাকায়, বিবর্ণ লবণহীন শুষ্ক পিষ্টক ভগবানের নিকট নিয়া গেল। চিন্তা করিয়াছিল—'ভগবানকে যদি ইহাও দান করি, মহাফল হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া ভগবানকে দান দিল। তিনি তাহা প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবানকে দান দিতে পারিয়া তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এই পুণ্যের প্রভাবেই সে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

সাপি ব্যাকাসি—

২. 'সা দেবতা অত্তমনা... ...পে... ...যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং'ন্তি।

৩. অহঞ্চ বারাণসিযং বুদ্ধস্‌সাদিচ্চবন্ধুনো,
অদাসিং সুক্‌খকুম্মাসং পসন্না সেহি পাণি'হি।

৪. সুক্‌খায চ [১]অলোণিকায চ পস্‌স ফলং কুম্মাসপিণ্ডিযা,
অলোমং সুখিতং দিস্বা কোন পুঞ্ঞং ন করিস্‌সতি।

৫. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

---

[১]। হা–অলোণকায।

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

প্রত্যুত্তরে দেবকন্যা কহিলেন—

৩. আমি বারাণসীতে আদিত্যবন্ধু বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে শুষ্কপিষ্টক দান দিয়াছিলাম।

৪. শুষ্ক ও লবণহীন পিষ্টক দানের ফল কিরূপ, তাহা দেখুন । [কেবলমাত্র শুষ্ক পিষ্টক দানের প্রভাবে] অলোমাকে [এইরূপ দিব্যসুখে] সুখিনী দেখিয়া কোন [সুখকামী ব্যক্তি] পুণ্যকর্ম না করিবে?

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

অলোমা বিমান সমাপ্ত

কাঞ্জীদায়িকা বিমান—৪.৫

এক সময় ভগবান অন্ধকবিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন ভগবানের উদরে বায়ুরোগ উৎপন্ন হয়। ভগবান আনন্দ স্থবিরকে কহিলেন—'আনন্দ, তুমি ভিক্ষায় যাইয়া আমার ঔষধের জন্য কাঞ্জী আহরণ কর।' আনন্দ স্থবির ভগবানের পাত্র লইয়া উপাসক কবিরাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন। কবিরাজের স্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, কোন ঔষধের প্রয়োজন?' কবিরাজের বুদ্ধিমতি স্ত্রী চিন্তা করিয়াছিলেন—ঔষধের প্রয়োজন হইলেই স্থবির এখানে আসেন, ভিক্ষার জন্য নহে। স্থবির কহিলেন—'কাঞ্জীর প্রয়োজন।' কবিরাজের স্ত্রী চিন্তা করিলেন—'এইটি দেখিতেছি ভগবানের পাত্র, বুদ্ধের উপযুক্ত কাঞ্জীই সম্পাদন করিয়া দিব।' তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত বদরিযুসের যাগু পাক করিয়া পাত্রপূর্ণ করিয়া দিলেন। যাগুর উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্যও প্রদান করিলেন। তাহা পরিভোগমাত্রই ভগবানের রোগ উপশম হইল। তিনি মৃত্যুর পরে এই পুণ্যের প্রভাবেই তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়া মহতী দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় সেই দেবকন্যাকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া বিচরণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

সাপি ব্যাকাসি—

২. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৩. অহং অন্ধকবিন্দস্মিং বুদ্ধস্সাদিচ্চবন্ধুনো,

অদাসিং কোলসম্পাকং [১]কঞ্জিকং তেলধূপিতং।

৪. পিপ্‌ফল্যা লসুণেন চ মিস্‌সং [২]লামঞ্জকেন চ,
অদাসিং উজুভূতস্মিং বিপ্পসন্নেন চেতসা।

৫. যা মহেসিত্তং কারেয্য চক্কবত্তিস্‌স রাজিনো,
নাবী সব্বঙ্গকল্যাণী ভত্তুচ্চানোমদস্‌সিকা;
এতস্‌স [৩]কঞ্জিক দানস্‌স কলং নাগ্‌ঘতি সোলসিং।

৬. সতং [৪]নিক্‌খা সতং অস্‌সা সতং অস্‌সতরী রথা,
সতং কঞ্ঞা সহস্‌সানি আমুত্তমণিকুণ্ডলা;
এতস্‌স [৩]কঞ্জিক দানস্‌স কলং নাগ্‌ঘন্তি সোলসিং।

৭. সতং হেমবতা নাগা ঈসা দন্তা উরূলহবা,
সুবণ্ণকচ্ছা মতাঙ্গা [৫]হেমকপ্পনবাসসা;
এতস্‌স [৩]কঞ্জিক দানস্‌স কলং নাগ্‌ঘন্তি সোলসিং।

৮. চতুন্নম্পি চ দীপানং ইস্‌সরং যোধ কারযে,
এতস্‌স [৩]কঞ্জিক দানস্‌স কলং নাগ্‌ঘতি সোলসি'ন্তি।

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩-৪. আদিত্যবন্ধু ঋজুভূত বুদ্ধ অন্ধকবিন্দে অবস্থানকালীন আমি তাঁহাকে অতি প্রসন্নচিত্তে বদরীফলের কাঞ্জী উত্তমরূপে পাক করিয়া দিয়াছিলাম। পিপুল ও রসুন মিশ্রিত ত্রিকটূক যাগু উত্তমরূপে পাক করিয়া লামজ্জক (বীরণ) নামক সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া দিয়াছিলাম।

৫, ৬, ৭ ও ৮ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ। এখানে কেবল কাঞ্জী দান ব্যবহার করা হইবে মাত্র।

কাঞ্জীদায়িকা বিমান সমাপ্ত

বিহার বিমান—৪.৬

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বিশাখা মহাউপাসিকা কোন এক উৎসব দিবসে উদ্যান পরিভ্রমণের জন্য মহাউৎসাহের সহিত স্নানান্তে সুগন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া সুখাদ্য ভোজন করিলেন। তৎপর নয় কোটি মূল্যের

---

[১]। সী–খু–নি–কঞ্জিযং।
[২]। ঈ–লামজ্জকেন।
[৩]। সী–খু–নি–কঞ্জিযং।
[৪]। সী–খু–নি–নেক্‌খা।
[৫]। সী–নিবাসতা, ঈ–জী–হা–নিবাসসা।

মহালতা প্রসাধন গায়ে দিয়া পঞ্চশত সহচরী পরিবৃতা হইয়া মহা জাকজমকে উদ্যান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি চিন্তা করিলেন—অজ্ঞানী বালিকার ন্যায় এই অসার ক্রীড়ায় কি লাভ হইবে? তদপেক্ষা বিহারে গমনপূর্বক ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধর্মশ্রবণ করিলে, আমার অধিক লাভ হইবে।' এইরূপ মনে করিয়া তিনি বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় একপ্রান্তে যাইয়া মহালতা প্রসাধন খুলিয়া দাসীর হস্তে দিলেন। ভগবান তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। ধর্মশ্রবণান্তে তিনি ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অল্পদূর যাইয়া তিনি দাসীকে কহিলেন—'হে দাসি, আভরণ পরিব।'

দাসী তাহা বিহার দরজায় স্থাপন করিয়া বিহার পরিভ্রমণের পর ভুলে রাখিয়া আসে। দাসী কহিল—'আমি ভুলে রাখিয়া আসিয়াছি, একটু দাঁড়ান, আমি নিয়া আসিতেছি।' বিশাখা কহিলেন—'হে দাসি, যদি বিহারে রাখিয়া বিস্মরণ হও, তবে বিহারের জন্যই তাহা দান করিলাম।' এই বলিয়া তিনি ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনান্তর নিজের অভিপ্রায় জানাইয়া কহিলেন—'ভন্তে, আমি বিহার প্রস্তুত করিব, আপনি অনুগ্রহপূর্বক অনুমতি করুন।' ভগবান সম্মতিসূচক মৌনভাবে রহিলেন। বিশাখা সেই প্রসাধনের পরিবর্তে লক্ষাধিক নয় কোটি মুদ্রা প্রদান করিয়া বিচিত্র কারুকার্য খচিত এক সহস্র প্রকোষ্ঠযুক্ত সুবৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। নয় মাসে বিহারের সম্পূর্ণকার্য সমাপ্ত হইল। বিশাখা পঞ্চশত সহচরী সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। প্রাসাদের শোভা দর্শন করিয়া বিশাখা সকলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'এই প্রাসাদ নির্মাণে আমার যেই পুণ্য অর্জিত হইয়াছে, সেই পুণ্যাংশ তোমাদিগকে দান করিতেছি, তোমরা তাহা অনুমোদন কর।' সকলে প্রসন্নচিত্তে অনুমোদন করিল। তাহাদের মধ্যে একজন সহচরী বিশেষভাবে মনোনিবেশ ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিয়াছিল। অচিরেই তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর এই পুণ্যের প্রভাবেই সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইল। তাহার পুণ্যফলে বহু কূটাগার, উদ্যান ও পুষ্করিণী প্রতিমণ্ডিত ষোড়শ যোজন বিস্তৃত ও উচ্চতাবিশিষ্ট আকাশচারি সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। বিমানের প্রভায় শত যোজন প্রভাসিত হইয়াছিল। দেবকন্যা কোথাও যাইবার সময় অপ্সরাগণ পরিবৃতা হইয়া বিমানসহ যাইতেন। বিশাখা মহাউপাসিকা বিপুল দানের প্রভাবে ও অবিচলা শ্রদ্ধা হেতু নির্মাণরতি দেবলোকে সুনির্মিত দেবরাজের অগ্রমহিষীরূপে জন্ম নিয়াছিলেন। অনন্তর অনুরুদ্ধ স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় বিশাখার সেই সহচরী তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
ওভাসেন্তি দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।
২. তস্‌সা তে নচ্চমানায অঙ্গমঙ্গেহি সব্বসো,
দিব্বা সদ্দা নিচ্ছরন্তি সবণীযা মনোরমা।

৩. তস্‌সা তে নচ্চমানায অঙ্গমঙ্গেহি সব্বসো,
দিব্বা গন্ধা পবাযন্তি সুচিগন্ধা মনোরমা।
৪. বিবত্তমানা কাযেন যা বেণীসু পিলন্ধনা,
তেসং সুয্যতি নিগ্‌ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।
৫. বটংসকা বাতধুতা বাতেন সম্পকম্পিতা,
[১]তেসং সুয্যতি নিগ্‌ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।
৬. যাপি তে [২]সিরস্মিং মালা সুচিগন্ধা মনোরমা,
বাতি গন্ধো দিসা সব্বা রুক্‌খো মঞ্জুস্‌সকো যথা।
৭. [৩]ঘাযসে তং সুচিগন্ধং রূপং পস্‌সসি অমানুসং,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলন্তি।'

সাপি তস্‌স এবং ব্যাকাসি—

৮. 'সাবত্থিযং মযহং সখী ভদন্তে
সংঘস্‌স কারেসি মহাবিহারং,
তত্থপ্পসন্না অহমানুমোদিং
দিস্বা অগারঞ্চ পিযঞ্চ মে তং।
৯. তাযেব মে সুদ্ধানুমোদনায
লদ্ধং বিমানং অব্‌ভুতং দস্‌সনেয্যং,
সমন্ততো সোলসযোজনানি
[৪]বেহাসযং গচ্ছতি ইদ্ধিযা মম।
১০. কূটাগারা নিবেসা মে বিভত্তা ভাগসোমিতা,
দদ্দল্লামানা [৫]আভন্তি সমন্তা সতযোজনং।
১১. পোক্‌খরঞ্ঞো চ মে [৬]এত্থ পুথুলোমনিসেবিতা,
অচ্ছোদিকা বিপ্পসন্না সোণ্ণবালুক সন্থতা।
১২. নানাপদুমসঞ্ছন্না পুণ্ডরীক সমোততা,
[৭]সুরভী সম্পবাযন্তি মনুঞ্ঞা মালুতেরিতা।
১৩. জম্বুযো পনসা তালা নালিকেরবনানি চ,
অন্তো নিবেসনে জাতা নানারুক্‌খা অরোপিমা।

---

[১]। সী-খু-নি-তেসম্পি।
[২]। সী-জী-সিরসি।
[৩]। সী-হা-ঘাযতে।
[৪]। হা-বেহাসযং।
[৫]। সী-আহোদ্য, খু-নি-আহোন্তি।
[৬]। সী-অত্থি।
[৭]। হা-সুরভিং।

১৪. নানাতুরিয সংঘুট্ঠং অচ্ছারাগণঘোসিতং,
যোপি মং সুপিনে পস্সে সোপি বিত্তো সিযা নরো।

১৫. এতাদিসং অব্ভুতং দস্সনীযং বিমানং সব্বতো পভং,
মম কম্মেহি নিব্বত্তং অলং পুঞ্ঞানি কাতবে'তি।

ইদানি থেরো বিসাখায নিব্বত্তট্ঠানং কথাপেতুকামো ইমং গাথমাহ—

১৬. 'তাযেব তে সুদ্ধানুমোদনায
লদ্ধং বিমানং অব্ভুতং দস্সনীযং,
যা চেব সা দানমদাসি নারী
তস্সা গতিং ব্রূহি কুহিং উপ্পন্না সা'তি।

ইদানি থেরেন পুচ্ছিতমত্থং দস্সেন্তি আহ—

১৭. 'যা সা অহু মযহং সখী ভদন্তে
সঙ্ঘস্স কারেসি মহাবিহারং,
বিঞ্ঞাতধম্মা সা অদাসি দানং
উপপন্না নিম্মানরতীসু দেবেসু।

১৮. পজাপতী তস্স সুনিম্মিতস্স
[১]অচিন্তিযো কম্মবিপাক তস্সা,
যমেতং পুচ্ছসি কুহিং উপপন্না সা
তন্তে বিযাকাসিং অনঞ্ঞথা অহন্তি।'

ইদানি দেবধীতা থেরং অঞ্ঞেসম্পি দানসমাদপনে নিযোজেন্তি ইমাহি গাথাহি ধম্মং কথেসি—

১৯. 'তেনহঞ্ঞেপি সমাদপেথ
সঙ্ঘস্স দানানি দদাথ চিত্তা,
ধম্মঞ্চ সুণাথ পসন্নমানসা
সুদুল্লভো লদ্ধো মনুস্সলাভো।

২০. যং মগ্গং মগ্গাধিপন্তাদেসযি
ব্রহ্মস্সরো কঞ্চনসন্নিভত্তচো,
সঙ্ঘস্স দানানি দদাথ চিত্তা
মহপ্ফলা যত্থ ভবন্তি দক্খিণা।

২১. যে পুগ্গলা অট্ঠসতং পসত্থা
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি,
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।

---

[১]। সী–জী–অচিন্তিযা।

২২. চত্তারো চ পটিপন্না চত্তারো চ ফলে ঠিতা,
এস সজ্ঝো উজুভূতো পঞ্ঞাসীল সমাহিতো।
২৩. যজমানানং মনুস্সানং পুঞ্ঞপেক্খান পাণিনং,
করোতং ওপধিকং পুঞ্ঞং সজ্ঝে দিন্নং মহপ্ফলং।
২৪. এসো হি সজ্ঝো বিপুলো মহগ্গতো
এসপ্পমেয্যো উদধীব সাগরো,
এতেহি সেট্ঠা [১]নরবীর সাবকা
পভঙ্করা ধম্ম মুদীরযন্তি।
২৫. তেসং সুদিন্নং সুহুতং সুযিট্ঠং
যে সজ্ঝ মুদিস্স দদন্তি দানং,
সা দক্খিণা সজ্ঝগতা পতিট্ঠিতা
মহপ্ফলা লোকবিদূন বণ্ণিতা।
২৬. হাতাদিসং যঞ্ঞ মনুস্সরন্তা
যে বেদজাতা বিচরন্তি লোকে,
বিনেয্য মচ্ছেরমলং সমূলং
অনিন্দিতা সগ্গমুপেন্তি ঠান'ন্তি।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দেবকন্যা কহিলেন—

৮. ভন্তে, শ্রাবস্তীতে আমার সখী [বিশাখা] সজ্ঘের জন্য মহাবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আমি প্রিয় মহাবিহার দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সেই মহৎ দান অনুমোদন করিয়াছিলাম।

৯. সেই আমার একমাত্র বিশুদ্ধ অনুমোদনের ফলেই আশ্চর্যজনক, দর্শনীয় এই বিমান লাভ করা হইয়াছে। চতুর্পার্শ্বে ষোড়শ যোজন বিশিষ্ট এই বিমান আমার পুণ্যঋদ্ধি বলে আকাশ পথে গমন করে।

১০. আমার আবাসস্থান কূটাগার সমপ্রমাণে বিতক্ত, চতুর্দিকে শত যোজন প্রমাণ স্থান উজ্জ্বল আভায় দীপ্তিমান হইয়া রহিয়াছে।

১১-১২. এইস্থানে আমার জন্য স্বচ্ছসলিলা দিব্য পুষ্করিণী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছে। তাহাতে দিব্যমৎস্য সঞ্চরণ করিতেছে। তাহার [তীরে] সমুজ্জ্বল স্বর্ণবালুকা বিস্তৃত। তাহা শ্বেত পদ্মাদি বিবিধ পদ্ম সমাকীর্ণ; বায়ুভরে প্রকম্পিত হইয়া পদ্মের উত্তম গন্ধ প্রবাহিত হয়।

১৩. জাম, কাঁটাল, তাল ও নারিকেল বাগান এবং আরো বিবিধ বৃক্ষরাজী আমার আবাসস্থানের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হইয়া সৌন্দর্য বর্দ্ধন করিতেছে।

---

[১]। সী–খু–নি–নরবিরিয।

১৪. [নিরন্তর আমার বিমানে মনোরম] বিবিধ তূর্যধ্বনি হইতেছে ও অপ্সরাগণ [সুমধুর স্বরে] গান করিতেছে। যে কোন মনুষ্য আমাকে যদি স্বপ্নেও দেখে, সেও [আমার প্রতি] সন্তুষ্ট হয়।

১৫. ঈদৃশ আশ্চর্যজনক, দর্শনীয়, চতুর্দিকে প্রভাসম্পন্ন বিমান আমার কুশলকর্মের প্রভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। [তদ্ধেতু সকলের] কুশলকর্ম সঞ্চয় করা একান্ত কর্তব্য।'

স্থবির বিশাখার উৎপত্তিস্থান প্রকাশ করাইবার ইচ্ছায় কহিলেন—

১৬. 'তুমি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ অনুমোদনের ফলেই আশ্চর্যজনক, দর্শনীয় এই বিমান লাভ করিয়াছ; যেই নারী সেই [মহৎ] দান দিয়াছিল, সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে? তাহার গতি সম্বন্ধে বল।'

দেবকন্যা কহিলেন—

১৭. 'ভন্তে, যিনি আমার সখী ছিলেন, সঙ্ঘোদ্দেশ্যে মহাবিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন, চারি আর্যসত্য ধর্ম জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং দান দিয়াছিলেন—তিনি নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছেন।

১৮. তিনি নির্মাণরতি দেবরাজের ভার্যা হইয়াছেন, তাঁহার পুণ্যকর্মের বিপাক [সূচক দিব্যসম্পত্তি] অচিন্তনীয়; [দেবকন্যা উহা কিরূপে জানিলেন? সুভদ্রা দেবকন্যা যেমন ভদ্রার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিশাখা দেবকন্যাও এই দেবকন্যার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন।] যেহেতু আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে—'সে কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে'? তদ্ধেতু আমি যথাযথরূপে আপনার নিকট তাহা প্রকাশ করিলাম।'

এখন দেবকন্যা অন্যকেও দানকার্যে নিয়োজিত করাইবার জন্য স্থবিরকে অনুরোধ করিতেছেন—

১৯. 'সুতরাং [আপনারা এই বলিয়া] অন্যের দ্বারাও [কুশলকর্ম] সম্পাদন করাইবেন যে—ওহে, তোমরা সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, [এই সুযোগে] সন্তুষ্টমনে সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে দান দাও, প্রসন্নমনে ধর্মশ্রবণ কর।

২০. যেই মার্গ অতীব শ্রেষ্ঠ তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মস্বর ও স্বর্ণবর্ণ শরীরবিশিষ্ট ভগবান উপদেশ দিয়াছেন—'শ্রদ্ধাচিত্তে সঙ্ঘকে দান দাও, এই দান মহাফলদায়ক হয়।'

২১. সৎপুরুষ প্রসংসিত যেই সকল পুদ্গল আছেন, তাঁহারা আটজন, [যুগল বশে] চারি যুগল হয়। সুগতের সেই শ্রাবকগণই দানের উপযুক্ত পাত্র, তাঁহাদের মধ্যে দান দিলে মহাফল হয়।'

২২, ২৩, ২৪, ২৫শ ও ২৬শ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ জ্ঞাতব্য।

বিহার বিমান সমাপ্ত

চারি স্ত্রী বিমান—৪.৭

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাবতিংস স্বর্গে পরিভ্রমণের জন্য গিয়াছিলেন। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন—ক্রমান্বয়ে অবস্থিত চারিখানা বিমানে চারিজন দেবকন্যার প্রত্যেকে সহস্র অপ্সরা পরিবৃতা হইয়া দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতেছেন।

তাঁহারা কশ্যপ বুদ্ধের সময় এসিকা নামক রাজ্যে পণ্নকতে নামক নগরে কোন কুলগৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যথাসময় তাঁহারা পতিগৃহে গমন করিয়া পরস্পর প্রিয়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভিক্ষা আচরণকারী ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে উদাল পুষ্প, একজন নীলোৎপল তোরা, একজন পদ্ম তোরা, একজন সুমন মুকুল দান দিয়াছিলেন। তাঁহারা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা কর্মের বিপাকবশে তাবতিংস স্বর্গেই বারবার চ্যুত-উৎপন্ন হইয়া গৌতম বুদ্ধের সময়ও তাবতিংস স্বর্গে দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতেছিলেন। তথায় তাঁহাদিগকে মহামোগ্‌গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

২. ‘সা দেবতা অত্তমনা... ...পে... ...যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফল’ন্তি।

৩. ‘ইন্দীবরানং হত্থকং অহমদাসিং
ভিক্‌খুনো পিণ্ডায চরন্তস্‌স,
[১]এসিকানং উন্নতস্মিং
নগরবরে পণ্নকতে রম্মে।

৪. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

অপরা—

৫. ‘নীলুপ্পলহত্থকং অহমদাসিং
ভিক্‌খুনো পিণ্ডায চরন্তস্‌স,
[১]এসিকানং উন্নতস্মিং
নগরবরে পণ্নকতে রম্মে।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

অপরা—

৭. ‘ওদাতমূলকং হরিতপত্তং
উদকস্মিং সরে জাতং অহমদাসিং,

---

[১]। সী–এলিকা।

ভিক্খুনো পিণ্ডায চরন্তস্স,
[১]এসিকানং উন্নতস্মিং
নগরবরে পণ্ণকতে রম্মে।

৮. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

অপরা—

৯. ‘অহং সুমনা সুমনস্‌স সুমনমকুলানি
দন্তবণ্ণানি অহমদাসিং
এসিকানং উন্নতস্মিং
নগরবরে পণ্ণকতে রম্মে।

১০. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩. এসিকা নামক রাজ্যে পণ্ণকত নামক উন্নত রমণীয় শ্রেষ্ঠ নগরে কোন ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় আমি তাঁহাকে একমুষ্টি উদালপুষ্প দান দিয়াছিলাম।

৪. তাই আমার শরীরবর্ণ এইরূপ হইয়াছে... ...পে... ...

অপর দেবকন্যা কহিলেন—

৫. এসিকা নামক উন্নত.............একমুষ্টি নীলোৎপল দান দিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

অপর দেবকন্যা কহিলেন—

৭. এসিকা নামক উন্নত.............সরোবরে জাত পদ্মের শ্বেতমূল ও হরিতবর্ণ মুকুলপত্র বৃক্ষ পদ্ম দান দিয়াছিলাম।

৮ম গাথার অনুবাদ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

অপর দেবকন্যা কহিলেন—

৯. এসিকা নামক উন্নত.................আমার নাম সুমনা, আমি প্রসন্নমনে দন্তবর্ণ সুমন পুষ্পের মুকুল দান দিয়াছিলাম।

১০ম গাথার অনুবাদ ৪র্থ গাথার অনুরূপ।

চারি স্ত্রী বিমান সমাপ্ত

আম্র বিমান—৪.৮

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শ্রাবস্তীর কোন এক উপাসিকা আবাস দানের মহাফল সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—‘ভন্তে, আমি একখানা আবাস নির্মাণ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করুন। ভগবান ভিক্ষুকে আদেশ করিলেন; ভিক্ষু উপযুক্ত স্থান দেখাইয়া দিলেন। উপাসিকা তথায় মনোরম আবাস নির্মাণ করাইয়া, তাহার চতুর্দিকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেন। সেই আবাস আম্রবৃক্ষ পরিক্ষিপ্ত, ছায়া-জলসম্পন্ন ও মুক্তাজাল সদৃশ

বালুকা বিস্তৃত ভূতলবিশিষ্ট হওয়ায়, অতীব মনোহর হইয়াছিল। উপাসিকা সেই বিহার বিবিধ বর্ণের বস্ত্র, পুষ্পদাম ও গন্ধদাম দ্বারা স্বর্গের বিমান সদৃশ অলঙ্কৃত করিলেন। তথায় তৈলপ্রদীপ জ্বালাইয়া নতুন শ্বেতবস্ত্রে আম্রবৃক্ষগুলি পরিবেষ্টনান্তর আবাসখানা সঙ্ঘকে দান করিলেন। তিনি মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার জন্য আম্রবন পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হইল। তিনি তথায় অপ্সরা পরিবেষ্টিতা হইয়া দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে লাগিলেন। মোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালে তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘দিব্বন্তে অম্ববনং রম্মং পাসাদেত্থ মহল্লকো,
নানাতুরিয সংঘুট্‌ঠো অচ্ছরাগণ ঘোসিতো।

২. পদীপো [১]চেত্থ জলতি নিচ্চং সোবণ্ণযো মহা,
দুস্‌সফলেহি রুক্‌খেহি সমন্তা পরিবারিতো।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৪. ‘সা দেবতা অত্তমনা... ...পে... ...যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৫. অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
পুরিমায জাতিযা মনুস্‌সলোকে,
বিহারং সংঘস্‌স কারেসিং অম্বেতি পরিবারিতং।

৬. পরিযোসিতে বিহারে কারেন্তে নিট্‌ঠিতে মহে,
অম্বে অচ্ছাদযিত্বান কত্বা দুস্‌সমযে ফলে।

৭. পদীপং তত্থ জালেত্বা ভোজযিত্বা গণত্তমং।
নীস্যাদেসিং তং সংঘস্‌স পসন্না সেহি পাণিহি।

৮. তেন মে অম্ববনং রম্মং পাসাদেত্থ মহল্লকো,
নানাতুরিযে সংঘট্‌ঠো অচ্ছারগণ ঘোসিতো।

৯. পদীপো চেত্থ জলতি নিচ্চং সোবণ্ণযো মহা,
দুস্‌সফলেহি রুক্‌খেহি সমন্তা পরিবারিতো।

১০. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১. ‘তোমার দিব্য রমণীয় আম্রবনে বৃহৎ প্রাসাদ উৎপন্ন হইয়াছে; সেই প্রাসাদ বিবিধ তূর্য নিনাদিত ও অপ্সরাগণ দ্বারা ঘোষিত হইতেছে।

২. এই স্থানে সর্বদা স্বর্ণময় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, বস্ত্রনির্মিত ফলসম্পন্ন আম্র বৃক্ষ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত।

৩. কোন কর্মের ফলে তোমার এইরূপ বর্ণ... ...পে... ...

---

[১]। সী–তত্থ।

৪. 'সেই দেবতা সন্তুষ্ট মনে... ...পে... ...

৫. আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়া মানবধর্ম রক্ষা পূর্বক সঙ্ঘ উদ্দেশ্যে একখানি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলাম, তাহা চতুর্দিকে আম্রবৃক্ষ পরিবৃত ছিল।

৬-৭. বিহার নির্মাণ কার্য অবসানের পর উৎসবকার্য শেষ হইলে, বস্ত্র নির্মিত আম্রফলে বিহারখানি আচ্ছাদন করিয়াছিলাম। তথায় প্রদীপ জ্বালাইয়া উত্তম গুণসম্পন্ন বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া প্রসন্নচিত্তে সেই বিহারখানি সঙ্ঘকে দান দিয়াছিলাম।

৮. সেই পুণ্য প্রভাবে বিবিধ তূর্য নিনাদিত, অপ্সরা বিঘোষিত ও রমণীয় আম্রবন পরিবেষ্টিত আমার এই সুবৃহৎ প্রাসাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

৯. এই প্রাসাদখানি মহার্ঘ স্বর্ণময় প্রদীপে নিত্য আলোকিত এবং বস্ত্র নির্মিত ফলবৃক্ষে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত।

১০. সুতরাং [সেই পুণ্য প্রভাবে] আমার এইরূপ বর্ণ... ...পে... ...

আম্র বিমান সমাপ্ত

পীত বিমান—৪.৯

ভগবান পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, রাজা অজাতশত্রু তদীয় শারীরিক ধাতুর স্তূপ নির্মাণ করাইলেন। তখন রাজগৃহবাসিনী একজন উপাসিকা প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনকালে চারিটি কোসাতকী পুষ্প লাভ করিয়াছিলেন। ঐ লব্ধ পুষ্প চতুষ্টয়ে ভগবানের ধাতুচৈত্য পূজা করার মানসে বলবতী শ্রদ্ধায় সোৎসাহে পথশ্রম উপেক্ষা করিয়া চৈত্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে তরুণ-বৎসা গাভী শৃঙ্গাঘাতে তাঁহাকে বধ করিল। তখনই তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়া তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইলেন। ইন্দ্ররাজ উদ্যান ক্রীড়ায় যাইতেছেন, এমন সময় সেই দেবকন্যা আড়াই কোটি নর্তকীদের শরীর প্রভাকে আপন শরীর প্রভায় পরাজিত করিয়া রথসহ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইন্দ্ররাজ বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে চিন্তা করিলেন—'এই দেববালা কোন মহৎ পুণ্যকর্মের প্রভাবে এমন মহতী দেবঋদ্ধিসম্পন্ন হইল?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'পীতবত্থে পীতধজে পীতালঙ্কার ভূসিতে,
পীতচন্দনলিত্তঙ্গে পীতউপ্পলমালিনী।

২. পীতপাসাদসযনে পীতাসনে পীতভাজনে,
পীতচ্ছত্তে পীতরথে পীতস্সে পীতবীজনে।

৩. কিং কম্মমকরী ভদ্দে পুব্বে মানুসকে ভবে,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্খ কিস্স কম্মস্সিদং ফল'ন্তি।]

সা পিস্স ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৪. ‘কোসাতকী নাম লতত্থি ভন্তে কিত্তিতা অনভিজ্ঝিতা,
তস্সা চত্তারি পুপ্ফানি থূপং অভিহরিং অহং।
৫. সত্থুসরীর মুদ্দিস্স বিপ্পসন্নেন চেতসা,
নাস্স মগ্গং অবেক্খিস্সং [1]তদগ্গ মনসাসতী
৬. ততো মং অবধী গাবা ধুপং অপ্পত্তমানসং,
তঞ্চাহং অভিসঞ্চেয্যং ভীযো নূন ইতো সিযা।
৭. তেন কম্মেন দেবিন্দ মঘবা দেবকুঞ্জর,
পহায মানুসং দেহং তব [2]সহব্যত মাগতা’তি।
৮. ‘ইদং সুত্বা তিদসাধিপতি মঘবা দেবকুঞ্জরো,
তাবতিংসে পসাদেন্তো মাতলিং এতদব্রুবী’তি।
৯. ‘পস্স মাতলি অচ্ছেরং চিত্তং কম্মফলং ইদং,
অপ্পকম্পি কতং সেয্যং পুঞ্ঞং হোতি মহপ্ফলং।
১০. নত্থি চিত্তে পসন্নম্হি অপ্পিকা নাম দক্খিণা,
তথাগতে বা সম্বুদ্ধে অথবা তস্স সাবকে।
১১. এহি মাতলি অম্হেপি ভীয্যো ভীয্যো মহেমসে,
তথাগতস্স ধাতুযো সুখো পুঞ্ঞানমুচ্চযো।
১২. তিট্ঠন্তে নিব্বুতে চাপি সমে চিত্তে সমং ফলং,
চেতো পণিধিহেতুহি সত্তা গচ্ছন্তি সুগ্গতিং।
১৩. বহুন্নং বত অত্থায উপ্পজ্জন্তি তথাগতা,
যত্থ কারং করিত্বান সগ্গং গচ্ছন্তি দাযকা’তি।

১. ‘পীত (স্বর্ণ) বস্ত্র, পীত ধ্বজা, পীত অলঙ্কার ভূষিতা, শরীরে পীত চন্দন লিপ্তা, পীত উৎপল-মালাধারিণী—

২. পীত প্রাসাদ-শায়িতা, পীতাসন, পীতভাজন, পীতছত্র, পীতরথ, পীত অশ্ব ও পীত ব্যজনী সম্পন্না—

৩. হে ভদ্রে, তুমি পূর্বে মনুষ্যজন্মে কোন কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? দেবতে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ইহা কোন কর্মের ফল, তাহা আমাকে বল।’

দেবকন্যা কহিলেন—

৪. ‘প্রভু, কোসাতকী [ঝিঙ্গা] নামে কথিত এক প্রকার লতা আছে, সেই লতায় আমার উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় লব্ধ চারিটি পুষ্প চয়ন করিয়া [ভগবানের শারীরিক ধাতু নিহিত] স্তূপ [পূজা] উদ্দেশ্যে যাইতেছিলাম।

৫. ভগবানের শারীরিক ধাতু [চৈত্য] উদ্দেশ্যে অতি প্রসন্নচিত্তে যাইতেছিলাম।

---

[1]। হা–নতগ্গ।

[2]। হা–সহব্য, সী–সহব্যতর।

পথের প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না, [তাহার কারণ] ভগবানের ধাতুচৈত্যগতমন হইয়াছিল।

৬. অতঃপর আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্বে একটি গাভী [শৃঙ্গ প্রহারে] আমাকে বধ করিয়াছিল, যদি আমি সেই [চৈত্যপূজার] পুণ্য সঞ্চয় করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এই লব্ধ সম্পত্তি হইতেও উত্তরিতর লাভ করিতে পারিতাম।

৭. হে দেবকুঞ্জর দেবেন্দ্র মঘবা, আমি সেই পুণ্যকর্ম প্রভাবে মানবদেহ ত্যাগ করিয়া তোমার নিকট উৎপন্ন হইয়াছি।'

৮. 'ত্রিদশাধিপতি দেবকুঞ্জর মঘবা ইহা শুনিয়া তাবতিংসবাসী দেবগণের প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্বক [সারথি] মাতলিকে এইরূপ কহিলেন—

৯. 'হে মাতলি, এই আশ্চর্যজনক বিচিত্র কর্মফল দেখ, দানীয় বস্তু অল্পমাত্র দান করিলেও, তজ্জনিত পুণ্য মহৎ ফল প্রসব করে!

১০. তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ অথবা তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘের প্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করিয়া দান করিলে, সেই দানের ফল অল্প হইতে পারে না!

১১. মাতলি, চল আমরাও তথাগতের শারীরিক ধাতু পুনঃপুন পূজা করি, যেহেতু সঞ্চিত পুণ্যই সুখদায়ক।

১২. সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় অথবা পরিনির্বাপিতাবস্থায় সমচিত্তে সমফল হয়, [অর্থাৎ সম্বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তৎপ্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করিলে যেই ফল হয়, তাঁহার পরিনির্বাণেও সেই ফল হয়]। চিত্তের প্রণিধানেই প্রাণীগণ সুগতি গমন করে।

১৩. বহুজনের হিতার্থই তথাগত উৎপন্ন হইয়া থাকেন, যেহেতু তথাগতকে সৎকার করিয়া দায়কগণ স্বর্গে জন্ম নিয়া থাকে।

পীত বিমান সমাপ্ত

ইক্ষু বিমান—৪.১০

এই ইক্ষু বিমান পূর্ব বর্ণিত ইক্ষু বিমান সদৃশ। পূর্ব বিষয়ে শ্বাশুড়ী পীঠের প্রহার করিয়াছিল, এই স্থানে চেলার আঘাত করা হইয়াছিল, এইমাত্র প্রভেদ।

১. 'ওভাসযিতা পঠবিং সদেবকং
অতিরোচসি চন্দিমসুরিযা বিয,
[১]সিরিযা চ বণ্ণেন যসেন তেজসা
ব্রহ্মাব দেবে তিদসে সইন্দকে।

২. পুচ্ছামি তং উপ্পলমালধারিণী
আবেলিনী কঞ্চন সন্নিভত্তচে,

[১]। হা–সয়ীর।

অলঙ্কতে উত্তমবত্থধারিণী
কা ত্বং সুভে দেবতে বন্দসে মমং।

৩. কি ত্বং পুরে কম্মমকাসি অত্তনা
মনুস্‌সভূতা পুরিমায জাতিযা,
দানং সুচিণ্ণং অথ সীলসঞ্ঞমং
কেনূপপন্না সুগতিং যসস্‌সিনী,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং ফল'ন্তি।

দেবতা ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৪. '[1]ইদানি ভন্তে ইমমেব গামং
পিণ্ডায অম্‌হাক ঘরং উপাগমি,
ততো তে উচ্ছুস্‌স অদাসিং খণ্ডিকং
পসন্নচিত্তা অতুলায পীতিযা।

৫. সস্‌সু চ পচ্ছা অনুযুঞ্জতে মমং
কহং নু উচ্ছুং বধুকে [2]অবাকিরি,
নাচ্ছড্‌ঢিতং নো পন খাদিতং মযা
সন্তস্‌স ভিক্‌খুস্‌স সযং অদাসহং।

৬. [3]তুয্‌হন্বিদং ইস্‌সরিযং অথো মম
ইতিস্‌সা সস্‌সু পরিভাসতে মমং,
লেড্ডুং গহেত্বা পহারং অদাসি মে
ততো চুতা কালকতাম্‌হি দেবতা।

৭. তদেব কম্মং কুসলং কতং মযা
সুখঞ্চ কম্মং অনুভোমি অত্তনা,
দেবেহি সদ্ধিং পরিচারযামহং
মোদামহং কামগুণেহি পঞ্চহি।

৮. তদেব কম্মং কুসলং কতং মযা
সুখঞ্চ কম্মং অনুভোমি অত্তনা,
দেবিন্দগুত্তা তিদসেহি রক্‌খিতা
সমপ্পিতা কামগুণেহি সঞ্চহি।

৯. এতাদিসং পুঞ্ঞফলং অনপ্পকং
মহাবিপাকা মম উচ্ছুদক্‌খিণা,

---

[1]। সী–হা–ইদন্তে।
[2]। সী–অবাকরি।
[3]। সী–হা–তুয্‌হঞ্চিদং।

দেবেহি সদ্ধিং পরিচারযামহং
মোদামহং কামগুণেহি পঞ্চহি।

১০. এতাদিসং পুঞ্ঞফলং অনপ্পকং
মহাজুতীকা মম উচ্ছদক্খিণা,
দেবিন্দগুত্তা তিদসেহি রক্খিতা
সহস্সনেত্তোরিব নন্দনে বনে।

১১. তুবঞ্চ ভন্তে অনুকম্পকং বিদুং
উপেচ্চ বন্দিং কুসলঞ্চ পুচ্ছিসং,
ততো তে উচ্ছুস্স অদাসিং খণ্ডিকং
পসন্নচিত্তা অতুলায পীতিযা'তি।

এই বিমান বর্ণনায় গাথাসমূহের অনুবাদ ৩য় বর্গের 'ইক্ষু দায়িকা বিমান' গাথার অনুরূপ। কেবল পীঠ স্থানে ঢিল ব্যবহৃত হইবে।

ইক্ষু বিমান সমাপ্ত

বন্দনা বিমান—৪.১১

ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন কতকগুলি ভিক্ষু কোন এক গ্রামে বর্ষাযাপন করিয়া প্রবারণার পর ভগবানকে দর্শন ইচ্ছায় শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা এক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় একজন স্ত্রীলোক ভিক্ষুগণকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে গৌরবের সহিত পঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিলেন ও শিরে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া প্রীতচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি দেহান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবলোকে বিচরণকালে মহামোগ্গল্লান স্থবির তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অভিক্কন্তেন বণ্ণে—
যা ত্বং তিট্ঠসি দেবতে... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

২. 'সা দেবতা অত্তমনা মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতা,
পঞ্হং পুট্ঠা বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।'

৩. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
দিস্বান সমণে সীলবন্তে,
পাদানি বন্দিত্বা মনং পসাদযিং
বিত্তা চহং অঞ্জলিকং অকাসিং।

৪. তেন মে তাদিসো বণ্ণো

তেন মে ইধ মিজ্বতি... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩. ‘আমি মনুষ্যলোকে জন্ম নিয়া শীলবান ভিক্ষুকে দর্শনপূর্বক তাঁহার পাদপদ্মযুগল বন্দনা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার চিত্তে প্রসন্নতা আসিয়াছিল। সেই প্রসন্নতায় কৃতাঞ্জলি হইয়াছিলাম।

৪র্থ গাথার অনুবাদ সদৃশ।

বন্দনা বিমান সমাপ্ত

রজ্জুমালা বিমান—৪.১২

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন গয়াগ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটি কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার কন্যাটিকে সেই গ্রামেই একজন ব্রাহ্মণ কুমারকে সম্প্রদান করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা সেই গৃহের প্রধানা কর্ত্রীরূপে গৃহকার্য পরিচালনা করিত। তথায় তাহাদের একটি দাসীকন্যা ছিল। সেই দাসীকন্যাকে দেখা অবধি কর্ত্রীর অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহাকে দেখিলেই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া আক্রোধপূর্ণ বাক্য, প্রহার ও বিবিধ প্রকারে নির্যাতন করিত। যখন দাসীকন্যা বয়স্কা হইল, কাজের উপযুক্তা হইল, তখন তাহাকে জানু ও কনুইদ্বারা প্রহার করিয়া পূর্বজন্মের শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে লাগিল।

পূর্বজন্ম—কশ্যপ বুদ্ধের সময় এই দাসী ইহার (কর্ত্রীর) স্বামিনী ছিল। বর্তমান ব্রাহ্মণী পূর্বজন্মে দাসী ছিল। গৃহিণী তাহাকে ঢিল, দণ্ড ও মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত করিত। দাসী এইরূপে নিগৃহীত হইয়া জীবনের প্রতি ধিক্কার আনিল। একদা সে যথাশক্তি দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া প্রার্থনা করিল—‘ভবিষ্যতে যেন আমি স্বামিনী হইয়া ইহার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারি।’

সেই দাসী মৃত্যুর পর জন্ম-জন্মান্তর পরিভ্রমণ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া স্বামিনী হইল। পূর্ব শত্রুতা নিবন্ধন সে তাহাকে কারণে অকারণে উৎপীড়ন করিত। মস্তকের কেশ আকর্ষণপূর্বক মাটিতে ফেলিয়া হস্ত-পদের দ্বারা প্রহা করিত। দাসীর এই যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় ক্ষৌরকারের নিকট গমনপূর্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিল। গৃহিণী তাহাকে দেখিয়া কহিল—‘কি হে দুষ্টা দাসি, মস্তক মুণ্ডন করিলেই যে তুই মুক্ত হলি, তাহা মনে করিস না।’ সেই হইতে তাহার শির রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিত ও প্রহার করিত। সেই রজ্জু আর অপনয়ন করিতে দিত না। সেই হইতে তাহার নাম হইল ‘রজ্জুমালা’।

প্রতিদিন এইরূপ নিগৃহীত হইয়া রজ্জুমালার জীবনের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হইল।

ভাবিল—'এই দুঃখময় জীবনের কি প্রয়োজন? মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ।' ইহা মনে করিয়া—জল আনিতে যাইবার ভাণ করিয়া কলসী অঙ্কে গৃহ হইতে বাহির হইল। সে অনুক্রমে অরণ্যে প্রবেশ করিল। ইতিপূর্বে ভগবান তাহার বিষয় অবগত হইয়া, সেই অরণ্যে কোন এক বৃক্ষমূলে ছয় বর্ণ বুদ্ধরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। দাসী ভগবানের অনতিদূরে এক বৃক্ষশাখায় রজ্জু বন্ধন করিয়া ফাঁস তৈয়ার করিল। তাহা গলায় পরিবার সময় 'কেহ দেখিতেছে কি না' চতুর্দিক অবলোকনকালীন দেখিতে পাইল—প্রসাদনীয় শান্ত দান্ত সম্বুদ্ধ ছয়বর্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে বুদ্ধ গৌরবে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তখন তাহার চিত্তে এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল—'এই দুঃখময় জীবন হইতে যাহাতে মুক্তি পাই, ভগবান সেইরূপ ধর্মোপদেশ আমায় দিবেন কি?' ভগবান তাহার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া 'রজ্জুমালা' বলিয়া তাহাকে মধুর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বান তাহার কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। সে অতীব আনন্দের সহিত ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লুটাইয়া পড়িল। ভগবান তাহাকে সুমধুর স্বরে কহিলেন—'উঠ রজ্জুমালে, ধর্মোপদেশ শ্রবণ কর।' রজ্জুমালা উঠিয়া একপ্রান্তে স্থিত হইলে, ভগবান তাহাকে ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। দান, শীল সম্বন্ধীয় কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশ ভগবান আর্যসত্য চতুষ্টয় সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। রজ্জুমালা ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত মধুর ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিতা হইল। 'ইহাই ইহার যথেষ্ট হইবে' এইরূপ মনে করিয়া ভগবান অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতঃপর তিনি যাইয়া গ্রামের অনতিদূরে কোন এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন।

রজ্জুমালার নিজকে অন্যায়রূপে হত্যা করার পথ এখন স্রোতাপত্তিফলে রুদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণীর প্রতি তাঁহার ক্ষমা ও মৈত্রীভাবের সঞ্চার হইল। তখন রজ্জুমালা চিন্তা করিলেন—'ব্রাহ্মণী আমাকে হত্যা করুক বা নিগ্রহ করুক, অথবা যাহা ইচ্ছা তাহা করুক; আমি নীরবে সহ্য করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জলপূর্ণ কলসীটি নিয়া গৃহে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণ দাসীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার আজ জল আনিতে এত গৌণ হইল কেন? দেখিতেছি, তোমার মুখবর্ণও অতিশয় বিপ্রসন্ন! তোমাকে আজ কেমন অন্যরূপ দেখাইতেছে! ইহার কারণ কি?' তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার কথা শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া পুত্রবধুকে কহিলেন—'তুমি দাসীর উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ যথাশীঘ্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি গৌরবের সহিত বন্দনা করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভগবান ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে, উত্তম খাদ্যভোজ্য তাঁহাকে পরিবেশন করিলেন। আহার কার্যের পরিসমাপ্তির পর ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট আসিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

তাঁহার পুত্রবধুও ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবিষ্টা হইল। গয়াগ্রামবাসী লোকেরাও ভগবানের আগমন সংবাদ শুনিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া একপ্রান্তে উপবেশন করিল। ভগবান রজ্জুমালা ও ব্রাহ্মণীর পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত কহিয়া অনুরূপ ধর্মদেশনা করিলেন। ধর্ম শুনিয়া ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য লোকেরা শরণশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ব্রাহ্মন রজ্জুমালাকে কন্যাস্থানে স্থাপন করিলেন। তাঁহার পুত্রবধু রজ্জুমালাকে প্রিয়চক্ষে দেখিতে লাগিল এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন সন্তোষ ও স্নেহের সহিত পালন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে রজ্জুমালার মৃত্যু হইল। মরণান্তে তিনি তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় সহস্র অপ্সরা তাঁহার চিত্ত বিনোদনে নিযুক্ত হইল। রজ্জুমালা দেবকন্যা ষাট শকটের বোঝাই প্রমাণ দিব্য আভরণে ভূষিতা হইয়া দিব্যসম্পত্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একদা মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন তাঁহাকে দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অভিক্কন্তেন বণ্ণেন যা ত্বং তিট্‌ঠসি দেবতে,
[1]হত্থে পাদে চ বিগ্‌গয্‌হ নচ্চসি সুপ্পবাদিতে।

২. তস্‌সা তে নচ্চমানায অঙ্গমঙ্গেহি সব্বসো,
দিব্বা সদ্দা নিচ্ছরন্তি সবণীযা মনোরমা।

৩. তস্‌সা তে নচ্চমানায অঙ্গমঙ্গেহি সব্বসো,
দিব্বা গন্ধা পবাযন্তি সুচিগন্ধা মনোরমা।

৪. বিবত্তমানা কাযেন যা বেণীসু পিলন্ধনা,
তেসং সুয্যতি নিগ্‌ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।

৫. বটংসকা বাতধূতা বাতেন সম্পকম্পিতা,
তেসং সুয্যতি নিগ্‌ঘোসো তুরিযে পঞ্চঙ্গিকে যথা।

৬. যা পি তে সিরস্মিং মালা সুচিগন্ধা মনোরমা,
বাতি গন্ধো দিসা সব্বা রুক্‌খো মঞ্জুস্‌সকো যথা।

৭. ঘাযসে তং সুচিগন্ধং রূপং পস্‌সসি অমানুসং,
দেবতে পুচ্ছিতাচিক্‌খ কিস্‌স কম্মস্‌সিদং ফল’ন্তি।

সা দেবতা ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৮. ‘দাসী অহং পুরে আসিং গযাযং ব্রাহ্মণস্‌স’হং,
অপ্পপুঞ্ঞা অলক্‌খিকা রজ্জুমালাতি মং বিদুং।

৯. অক্কোসানং বধানঞ্চ তজ্জনায চ [2]উক্কতা,
কুটং গহেত্বা নিক্‌খম্ম [1]গচ্ছিং [2]উদকহারিযা।

---

[1]। হা-তত্থ।

[2]। হা-উগ্‌গত্তা।

১০. বিপথে কুটং নিক্খিপিত্বা বনসণ্ডং উপাগমিং,
ইধে বাহং মরিস্সামি কো অত্থো জীবিতেন মে।

১১. দল্হং পাসং করিত্বান [৩]আসুম্ভিত্বান পাদপে,
ততো দিসা বিলোকেসিং কো নু খো বনমস্সিতো।

১২. [৪]তত্থদ্দসাসিং সম্বুদ্ধং সব্বলোকহিতং মুনিং,
নিসিন্নং রুক্খমূলস্মিং ঝাযন্ত মকুতো ভযং।

১৩. তস্সা মে অহু সংবেগো অব্ভুতো লোমহংসনো,
কোন নু খো বনমস্সিতো মনুস্সো বা উদাহু দেবতা।

১৪. পাসাদিকং পসাদনীযং বনা নিব্বাণমাগতং,
দিস্বা মনো মে পসীদি নাযং যাদিসং কীদিসো।

১৫. গুত্তিন্দ্রিযো ঝানরতো অবহিগ্গত মানসো,
হিতো সব্বস্স লোকস্স বুদ্ধো [৫]সোযং ভবিস্সতি।

১৬. ভযভেরবো দুরাসদো সীহোব গুহমস্সিতো,
দুল্লভযং দস্সনায পুপ্ফং ওদুম্বরং যথা।

১৭. সো মং মুদূহি বাচাহি আলপিত্বা তথাগতো,
রজ্জুমালেতি মং অবোচ সরণং গচ্ছ তথাগতং।

১৮. তাহং গিরং সুণিত্বান নেলং অত্থবতিং সুচিং,
সণ্হং মুদুঞ্চ বগ্গুঞ্চ সব্বসোকাপনূদনং।

১৯. কল্লচিত্তঞ্চ মং ঞত্বা পসন্নং সুদ্ধমানসং,
[৬]হিতো সব্বস্স লোকস্স অনুসাসি তথাগতো।

২০. ইদং দুক্খন্তি মং অবোচ অযং দুক্খস্স সম্ভবো,
অযং নিরোধো মগ্গো চ অঞ্জসো অমতোগধো।

২১. অনুকম্পকস্স কুসলস্স ওবাদম্হি অহং ঠিতা,
অজ্ঝগা অমতং সন্তিং নিব্বাণপদমচ্চুতং।

২২. সাহং অবট্ঠিতা পেমা দস্সনে অবিকম্পিনী,
মূলজাতায সদ্ধায ধীতা বুদ্ধস্স ওরসা।

২৩. সাহং রমানি কীলামি মোদামি অকুতোভযা,
দিব্বং মালং ধারযামি পিবামি মধুমদ্দবং।

---

[১]। জী–দ–হা–অগচ্ছিং।
[২]। হা–উদহারিযা।
[৩]। সী–জী–ঈ–আলম্বিত্বান।
[৪]। জী–হা–সামী।
[৫]। সী–বুদ্ধো অযং।
[৬]। সী–পু–নি–হিতং।

২৪. সট্ঠিং তুরিযসহস্সানি পটিবোধং করোন্তি মে,
আলম্বো গগ্গরো ভীমো সাধুবাদি চ সংসযো।
২৫. পোক্খরো চ সুফস্সো চ বীণা [১]মোক্খা চ নারিযো,
নন্দা চেব সুনন্দা চ [২]সোণদিন্না [৩]সুচিম্হিতা।
২৬. অলম্বুসা মিস্সকেসী চ পুণ্ডরীকাতি চারুণী,
এণিফস্সা সুফস্সা চ সুতদ্দা [৪]মুদুবাদিনী।
২৭. এতা চঞ্ঞা চ সেয্যাসে অচ্ছরানং পবোধিকা,
তা মং কালেনুপাগন্ত্বা অভিভাসন্তি দেবতা।
২৮. হন্দ নচ্চাম গাযাম হন্দ তং রমযা মসে,
নসিদং অকতপুঞ্ঞানং কতপুঞ্ঞানমেবিদং।
২৯. অসোকং নন্দনং রম্মং তিদসানং মহাবনং,
সুখং অকতপুঞ্ঞানং ইধ নত্থি পরত্থ চ।
৩০. সুখঞ্চ কতপুঞ্ঞানং ইধ চেব পরত্থ চ,
তেসং সহব্যকামানং কত্তব্বং কুসলং বহুং;
কতপুঞ্ঞা হি মোদন্তি সগ্গে ভোগসমঙ্গিনো।
৩১. বহুন্নং বত অত্থায উপ্পজ্জন্তি তথাগতা,
দক্খিণেয্যা মনুস্সানং পুঞ্ঞক্খেত্তান মাকরা;
যত্থ কারং করিত্বান সগ্গে মোদন্তি দাযকা'তি।

১. 'হে দেবতে, তুমি অতি উত্তমবর্ণে বিভূষিতা হইয়া [এই স্বর্গে] অবস্থান করিতেছ, তুমি হস্তে-পদে বিবিধ রূপে দিব্যপুষ্প ধারণ করিয়া উত্তম বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেছ।

২, ৩, ৪, ৫, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ জ্ঞাতব্য।

দেবকন্যা কহিলেন—

৮. 'আমি পূর্বজন্মে গয়া প্রদেশে কোন ব্রাহ্মণের দাসী ছিলাম, আমাকে সকলে দুর্ভাগিনী, অলক্ষ্মী রজ্জুমালা বলিয়া জানিত।

৯. [ব্রাহ্মণীর] আক্রোশ, প্রহার ও তর্জনে [আমার] দৌর্মনস্য উৎপন্ন হওয়াতে, যেন জল আহরণে যাইতেছি, সেইরূপ ভাণ করিয়া কলসীকক্ষে [গৃহ হইতে] বাহির হইয়াছিলাম।

১০. আমি বিপথে কলসী রাখিয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, [তথায় চিন্তা

---

[১]। সী–খু–নি–পোক্খা।
[২]। হা–সোকতিণ্ণা।
[৩]। সী–সুনিম্হিতা।
[৪]। সী–খু–সত্তদ্দ।

করিলাম] এই স্থানেই আমি মরিব, আমার জীবন ধারণে কি ফল?

১১. ফাঁস দৃঢ়রূপে নির্মাণ করিয়া তাহা বৃক্ষে বন্ধন করিলাম, তৎপর বনাশ্রিত কেহ আছে না কি মনে করিয়া চতুর্দিক অবলোকন করিতেছিলাম।

১২. তথায় সর্বলোকের হিতসাধক মুনিবর নির্ভীক ধ্যানরত সম্যক সম্বুদ্ধকে [অনতিদূরে] বৃক্ষমূলে উপবিষ্টাবস্থায় দেখিতে পাইলাম।

১৩. তাঁহাকে দেখিয়া আমি সংবেগ প্রাপ্ত ও আশ্চর্যান্বিত হইলাম, আমার লোমহর্ষণ হইল, [আমি চিন্তা করিলাম] বনাশ্রিত ইনি কে! মানব না দেবতা!

১৪-১৫. [মহাপুরুষ লক্ষণাদিতে] অলঙ্কৃত, [অনন্ত গুণ হেতু] প্রসন্নতা উৎপাদনযোগ্য, তৃষ্ণাবিমুক্ত ও নির্বাণপ্রাপ্ত শ্রীশ্রী সম্বুদ্ধকে দেখিয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল, [আমার মনে হইল] ইনি সাধারণ পুরুষ নহেন, গুপ্তেন্দ্রিয়, ধ্যানরত, আরম্মণ-নিষ্ক্রান্ত চিত্ত ও সর্বলোকের হিত সম্পাদক সেই সম্বুদ্ধ হইবেন।

১৬-১৭. মিথ্যাদৃষ্টিদের ভয় উৎপাদনকারী, দুষ্প্রাপ্য, গুহাশ্রিত সিংহ সদৃশ ও উদুম্বরপুষ্প সদৃশ দুর্লভ দর্শনে সেই তথাগত মৃদুবাক্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—কে রজ্জুমালে, তথাগতের শরণাপন্ন হও।

১৮. আমি তাঁহার সেই নির্দোষ, অর্থযুক্ত, পবিত্র, কোমল, মৃদু, মধুর ও সর্বপ্রকার শোক উপশমক বাক্য শ্রবণ করিয়া [তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম]।

১৯. ত্রিলোকের হিতসাধক তথাগত [দিব্যজ্ঞানে] আমার চিত্ত কার্যক্ষম, প্রসন্ন ও বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করিলেন।

২০. তিনি আমাকে কহিলেন—ইহাই দুঃখ, ইহাই দুঃখোৎপত্তির কারণ, ইহাই দুঃখনিরোধ, ইহাই দুঃখনিরোধের উপায় বা অমৃতময় নির্বাণ লাভের পথ।

২১. আমি অনুকম্পাকারী ও সুদক্ষ বুদ্ধের উপদেশে স্থিত হইয়া অচ্যুত, অমৃত ও শান্তিপদ নির্বাণ পদ লাভ করিলাম।

২২. সেই আমি মৌলিক শ্রদ্ধায় শ্রদ্ধাবতী, অচলা স্নেহবতী ও সম্যক দর্শনে অবিচলিতা সম্বুদ্ধের ঔরসজাত কন্যা।

২৩. সেই আমি [স্বর্গে মার্গফল সুখে] নির্ভীক চিত্তে রমিত হইতেছি, ক্রীড়া করিতেছি, দিব্যমাল্য ধারণ করিতেছি ও সুধা পান করিতেছি।

২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯শ ও ৩০শ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩১. যেই তথাগতরূপ পুণ্যক্ষেত্রে দানীয় বস্তু দান দিয়া দায়কগণ স্বর্গে প্রমোদিত হইয়া থাকে, মনুষ্যদের সেই দানের উপযুক্ত পাত্র, পুণ্যক্ষেত্রের আকর তথাগত বহুজনের হিতার্থে জগতে উৎপন্ন হন।

রজ্জুমালা বিমান সমাপ্ত

চতুর্থ মঞ্জেট্ঠিকা বর্গ সমাপ্ত

স্ত্রী বিমান বর্ণনা সমাপ্ত।

পঞ্চমো মহারথো বগ্‌গো
মণ্ডুক দেবপুত্র বিমান—৫.১

ভগবান চম্পানগরে গগ্‌গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া বিনীত করিবার উপযুক্ত প্রাণীদিগকে দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি একটি মণ্ডুক দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিয়া তিনি অবগত হইলেন—'অদ্য অপরাহ্নে আমি ধর্মদেশনা করিব। এমন সময় এই মণ্ডুক আমার স্বরে নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া আনন্দানুভব করিবে। তখন ইহা পরের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কালপ্রাপ্তির পর তাবতিংস দেবলোকে জন্ম নিবে। দেবলোক হইতে মহাপরিষদ সহিত মহাজনসঙ্ঘের দর্শনপথেই আমার নিকট আসিবে। তথায় তাহাকে উপলক্ষ করিয়া আমি ধর্মদেশনা করিলে, সেই দেশনায় বহুজনের ধর্মজ্ঞান লাভ হইবে।'

অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময় বহু ভিক্ষু পরিবৃত হইয়া চম্পানগরে ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন এবং প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা লাভ করিয়া বিহারে আগমন করিলেন। আহার কার্য শেষ হইলে, ভিক্ষুগণকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর ভিক্ষুগণ আপন আপন দিবা বিহারার্থ নির্জন স্থানে গমন করিলে, ভগবান গন্ধকুটিতে প্রবেশ করিয়া ফল-সমাপত্তি সুখে দিবাভাগ অতিক্রম করিলেন। সন্ধ্যার সময় ধর্মসভায় চারি পরিষদ সমবেত হইলে ভগবান গন্ধকুটি হইতে বাহির হইয়া পুষ্করিণীর তীরে ধর্মসভা মণ্ডপে প্রবেশপূর্বক নির্ভীক কেশরী সিংহ সদৃশ অষ্টাঙ্গযুক্ত ব্রহ্মস্বরে অচিন্তনীয় বুদ্ধানুভাব ও অনুপম বুদ্ধলীলায় ধর্মদেশনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় একটি মণ্ডুক পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া 'এইটি ধর্মভাষণ করা হইতেছে' এইরূপ মনে করিয়া ধর্মসংজ্ঞায় বুদ্ধের স্বরে নিমিত্ত গ্রহণপূর্বক পরিষদের প্রান্তদেশে অবস্থিত হইল। তখন এক গোপালক ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সেও তৎগত চিত্তে ধর্মশ্রবণ মানসে পরিষদের প্রান্তভাগে যথায় মণ্ডুক, তথায় যাইয়া স্থিত হইল। তাহার হস্তস্থিত দণ্ডের দ্বারা মাটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইবার সময় অজ্ঞাতবশে মণ্ডুকের মস্তকের উপর দণ্ডের অগ্রভাগ স্থাপন করিল। সেই গুরুভারে তখনই মণ্ডুকের মৃত্যু হইল। মণ্ডুকের ধর্মসংজ্ঞায় প্রসন্নচিত্তে মৃত্যু হওয়াতে সেইক্ষণেই তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজনবিশিষ্ট কনক বিমানে সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় উৎপন্ন হইল। বহু অপ্সরা তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইল। তখন মণ্ডুক দেবপুত্র আপন দিব্যৈশ্বর্য ও বহুপরিষদ পরিবৃতাবস্থায় নিজকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন—'আমি কোথা হইতে কি কর্মের ফলে এইস্থানে আসিয়া উৎপন্ন হইয়াছি?' পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া চিন্তা করিলেন—'একি আশ্চর্য! আমি যে এখানে উৎপন্ন হইয়া ঈদৃশী সম্পত্তি লাভ করিয়াছি, কি কর্মের ফলে!' অবধারণপূর্বক ভগবানের স্বরে চিত্তের প্রসন্নতা ব্যতীত আর অন্য কোন পুণ্যকর্ম

দেখিতে পাইলেন না। তখনই তিনি বিমানের সহিত সপরিষদ মহতী দেবলীলায় জনসঙ্ঘের দৃষ্টিপথেই আসিয়া ভগবানের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে স্থিত হইলেন।

ভগবান জানিয়াও জনসঙ্ঘকে কর্মফল ও বুদ্ধানুভাব প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'কো মে বন্দতি পাদানি ইদ্ধিযা যসসা জলং,
অভিক্কন্তেন বণ্ণেন সব্বা ওভাসযং দিসা'তি।

১. 'দেবঋদ্ধিতে, যশেঃ ও অতি কমনীয় বর্ণে সকলদিক উদ্ভাসিত করিয়া প্রদ্যোতমান অবস্থায় কে আমাকে বন্দনা করিতেছে?'

দেবপুত্র তদুত্তরে কহিলেন—

২. 'মণ্ডুকোহং পুরে আসিং উদকে বারিগোচরো,
তব ধম্মং সুণন্তস্স অবধী বচ্ছপালকো।

৩. মুহুত্তং চিত্তপ্পসাদস্স ইদ্ধিং পস্স যসঞ্চ মে,
আনুভাবঞ্চ মে পস্স বণ্ণং পস্স জতিঞ্চ মে।

৪. যে চ তে দীঘমদ্ধানং ধম্মং অস্সোসুং গোতম,
পত্তা তে অচলট্ঠানং যত্থ গন্ত্বা না সোচরে'তি।

২. 'আমি পূর্বে জলে বিচরণকারী মণ্ডুক ছিলাম, আপনার ধর্মশ্রবণকালীন গোপালক আমাকে বধ করিয়াছিল।

৩. (ধর্মের প্রতি) মুহূর্তমাত্র চিত্ত প্রসন্নতায় আমার ঋদ্ধি, যশঃ, দিব্যক্ষমতা, বর্ণ ও জ্যোতি (কিরূপ) দেখুন।

৪. হে গৌতম, যাঁহারা দীর্ঘদিন আপনার ধর্ম শ্রবণ করিতেছে, তাঁহারা যেখানে গেলে অনুশোচনা করিতে হয় না, তেমন অচল স্থান [নির্বাণ] প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

অতঃপর ভগবান উপস্থিত পরিষদে মণ্ডুক দেবপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া বিস্তৃত ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। দেশনার অবসানে মণ্ডুক দেবপুত্র স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেইদিন ৮৪ হাজার [দেব-মানবাদি] প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছিল। দেবপুত্র ভগবানকে বন্দনা করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভিক্ষুগণকে কৃতাঞ্জলি প্রদর্শনে আপন পরিষদসহ দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

মণ্ডুক দেবপুত্র বিমান সমাপ্ত

রেবতী বিমান—৫.২

ভগবান বারাণসীর ঋষিপতন মৃগদায়ে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় বারাণসীতে কোন শ্রদ্ধাসম্পন্নকুলে নন্দিক নামক একজন উপাসক ছিলেন। তিনি

শ্রদ্ধাবান, দায়ক, দানপতি ও সঙ্ঘের সেবক ছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা সম্মুখ গৃহ হইতে রেবতী নাম্নী তাঁহার মাতুল কন্যাকে তাঁহার জন্য আনিবার ইচ্ছা করিলেন। সে ছিল অশ্রদ্ধাবতী ও অদানশীলা। নন্দিক সেরূপ মেয়েকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এক সময় নন্দিকের মাতা রেবতীকে ডাকিয়া কহিলেন—'মা, তুমি যদি আমার পুত্রের মনোজ্ঞ হইতে ইচ্ছা কর, এই গৃহে আসিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবায় আত্মনিয়োগ কর। ভিক্ষুদিগের বসিবার স্থান গোময় দ্বারা লেপন করিয়া, আসন প্রজ্ঞাপিত করিয়া দিও। ভিক্ষুগণ আসিলে, বন্দনার পর তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিয়া, উপবেশন করাইও। ভিক্ষুদের ভোজনের পর পরিস্রুত জলে পাত্রসমূহ ধৌত করিও। এইরূপ হইলে, আমার পুত্রের মনোজ্ঞ হইতে পারিবে।'

সেইদিন হইতে রেবতী এই উপদেশ মতই কার্য করিতে লাগিল। নন্দিকের মাতা নন্দিককে রেবতীর এসব গুণের কথা কহিলেন। নন্দিক মাতৃ মুখে রেবতীর গুণের কথা শুনিয়া, তিনি বিবাহে প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনন্তর কোন এক শুভলগ্নে তাঁহাদের পরিণয়কার্য সুসম্পাদিত হইল। নন্দিক রেবতীকে ডাকিয়া কহিলেন—'তুমি যদি ভিক্ষুসঙ্ঘকে মাতাপিতার ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করিতে পার, তাহা হইলে এই গৃহে বাস করিতে পারিবে। তজ্জন্য সাবধান হও।' রেবতী 'ভাল' বলিয়া, তাঁহার বাক্য প্রতিগ্রহণ করিল। কিছুকাল শ্রদ্ধাবতীর ন্যায় সে স্বামীর অনুবর্তিনী হইয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে থাকিয়া সে দুইটি সন্তানের জননী হইল। এক সময় নন্দিকের মাতাপিতার মৃত্যু হইল। তখন রেবতী হইল গৃহের সর্বময় কর্ত্রী। নন্দিকও মহাদানপতি হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিত্য দান দিতে লাগিলেন এবং ঋষিপতন মহাবিহার সীমায় চারি প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানা বিহার প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে মঞ্চপীঠাদি সমস্ত উপকরণ প্রদান করিয়া, সেই বিহার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলেন এবং তথাগতের হস্তে জল ঢালিয়া, উৎসর্গ করিয়া দিলেন। জল ঢালিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জন্য তাবতিংস স্বর্গে দীর্ঘ-প্রস্থে দ্বাদশ যোজন ও উচ্চতায় শত যোজন বিশিষ্ট সপ্তরত্নময় মহাপ্রাসাদ উৎপন্ন হইল, তৎসঙ্গে সেই প্রাসাদে তাঁহার পরিচর্যার জন্য সহস্র অপ্সরাও উৎপন্ন হইল।

একদা মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই রমণীয় প্রাসাদ দেখিয়া, তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন অপ্সরাগণ মোগ্‌গল্লান স্থবিরকে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্দনা করিল। মোগ্‌গল্লান স্থবির তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই প্রাসাদ কাহার?' তাহারা বলিল—'ভন্তে, এই প্রাসাদের যিনি মালিক, তিনি এখনও মনুষ্যলোকে। তিনি বারাণসীর দানপতি কুটুম্বিক। তাঁহার নাম নন্দিক। তিনি ঋষিপতনে একখানা বিহার প্রস্তুত করাইয়া, তাহা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিয়াছিলেন; সেই পুণ্যের প্রভাবেই তাঁহার জন্য এই প্রাসাদ উৎপন্ন হইয়াছে। ভন্তে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে বলিবেন—আমরা তাঁহার পরিচারিকা হইবার জন্য উৎপন্ন

হইয়াছি এবং তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি। তাঁহাকে ইহাও বলিবেন—দেবলোকের সম্পত্তি 'মৃত্তিকা ভাজন ভগ্ন করিয়া, সুবর্ণ ভাজন গ্রহণের ন্যায়' অতীব মনোজ্ঞ। এই সংবাদ বলিয়া, তাঁহাকে এখানে সহসা আসিতে বলিবেন।'

স্থবির 'উত্তম' বলিয়া তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলেন এবং সহসা দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে আসিয়া চারি পরিষদের মধ্যে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, পুণ্যবানদের মনুষ্যলোকে অবস্থানকালেও কি দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি উৎপন্ন হয়?' ভগবান কহিলেন—'মোগ্‌গল্লান, তুমি নন্দিকের দেবলোকে উৎপন্ন দিব্যসম্পত্তি স্বয়ং দেখিয়াছ নহে কি? কেন আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছ?' স্থবির কহিলেন—'হাঁ ভন্তে, আমি দেবলোকে তাহার দিব্যসম্পত্তি দেখিয়াছি।' তখন ভগবান গাথায় প্রকাশ করিলেন—

১. 'চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং,
এঃাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং।

২. তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং,
পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তি পিযং [১]ঞাতিংব আগত'ন্তি।

১-২. 'সুদূর প্রবাসে দীর্ঘকাল বাস করিয়া নিরাপদে সমাগত ব্যক্তিকে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদগণ আসিয়া যেমন অভিনন্দিত করে, তেমন পুণ্যবান ব্যক্তি ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিলে, প্রিয়জ্ঞাতির আগমনের ন্যায় পুণ্যসমূহ তাহাকে প্রতিগ্রহণ ক রে।'

নন্দিক ইহা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি আরো অধিকতর দান ও বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি বাণিজ্যে যাইবার সময় রেবতীকে কহিলেন—'ভদ্রে, আমার নির্দ্ধারিত সঙ্ঘদান, অনাথ দান ও অন্নসত্র উত্তমরূপে রক্ষা করিও।' সে 'ভাল' বলিয়া স্বামীর বাক্য প্রতিগ্রহণ করিল। নন্দিক প্রবাসে থাকিয়াও যেখানে যেখানে গমন করিতেন, সেখানে সেখানে ভিক্ষুগণকে ও অনাথদিগকে যথাশক্তি দান দিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অর্হৎ ভিক্ষুগণ দূরদেশ হইতেও আসিয়া তাঁহার দান প্রতিগ্রহণ করিতেন।

নন্দিক যাওয়ার পর কিছুদিন যাবৎ রেবতী দান দিয়া, পরে অনাথদিগের দান উচ্ছেদ করিল। ভিক্ষুগণকে খুদের যাগু ও কাঞ্জী দিতে আরম্ভ করিল। ভিক্ষুদের ভোজন স্থানে আপন ভুক্তাবশিষ্ট মৎস্য, মাংস, অস্থি ও কাঁটা ইত্যাদি উচ্ছিষ্ট বিকীর্ণ করিয়া প্রতিবেশি মনুষ্যগণকে ডাকিয়া দেখাইত—'দেখ, শ্রমণদের কার্য! শ্রদ্ধায় প্রদত্ত বস্তু এমনভাবে কি নষ্ট করতে হয়?'

অনন্তর নন্দিক ব্যবসায়ে লাভবান হইয়া আগমন করিলেন। তিনি রেবতীর

[১]। সী–হা–ঞাতীব।

কার্যকলাপের বিষয় শুনিয়া, যতপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। রেবতীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াই তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় দিবস তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া, প্রত্যহ নিত্যদানের বন্দোবস্ত করিলেন এবং অনাথদিগের দানও উত্তমরূপে দিতে লাগিলেন। রেবতীর কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে মত সেইরূপ সংস্থান করিয়া দিলেন।

অনন্তর এক সময় নন্দিকের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে আপন বিমানে উৎপন্ন হইলেন। এদিকে রেবতী ভিক্ষুসঙ্ঘকে এইরূপ আক্রোশ বাক্য বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিল—'ইহাদের জন্যই আমার লাভ সৎকারের পরিহানি ঘটিয়াছে।' এক সময় যক্ষাধিপতি বৈশ্রবণ মহারাজ দুইটি যক্ষকে এইরূপ আদেশ করিলেন—'ওহে, তোমরা যাইয়া বারাণসী নগরে ঘোষণা কর—এই হইতে সপ্তম দিবসে রেবতীকে জীবিতাবস্থায় নরকে প্রক্ষেপ করা হইবে।' ইহা শুনিয়া মনুষ্যেরা সংবিগ্ন, ভীত ও ত্রাসিত হইল। রেবতী প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিল। সপ্তম দিবসে রেবতীর পাপকর্মের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে, বৈশ্রবণ রাজের আদিষ্ট প্রদীপ্ত কপিলবর্ণ কেশশশ্রূ, বিরূপ চিপিটিকা নাসিকা, বৃহৎ দন্ত, রক্তবর্ণ চক্ষু ও অতীব ভয়াবহ কালবর্ণ দুইটি যক্ষ আসিয়া রেবতীর দুই বাহু ধরিয়া কহিল—

১. 'উট্ঠেহি রেবতে সুপাপধম্মে
অপারুতং দ্বারং অদানসীলে,
নেস্সাম তং যত্থ [১]থুনন্তি দুগ্গতো
সমপ্পিতা নেরযিকা দুক্খেনা'তি।

১. অতিশয় হীনপাপ সম্পন্না, অদানশীলা হে রেবতে, উঠ, তোমার জন্য নরকের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, পাপীরা যথায় দুঃখ ভোগ করে, যেই স্থান নৈরয়িক দুঃখপূর্ণ, তোমাকে সেই স্থানে নিয়া যাইব।'

এই বলিয়া সেই দুই যক্ষ রেবতীর দুই বাহু ধরিয়া মনুষ্যগণকে দেখাইবার জন্য নগরের প্রত্যেক রাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া আকাশে উত্থিত হইল। তৎপর তাবতিংস স্বর্গে নিয়া নন্দিকের বিমানের সম্পত্তি দেখাইল। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে—

২. 'ইচ্চেব বত্বান যমস্স দূতা
তে দ্বে যক্খা লোহিতক্খা ব্রহন্তা,
পচ্চেক বাহাসু গহেত্বা রেবতং
[২]পক্কামযুং দেবগণস্স সন্তিকে'তি।

২. 'এই বলিয়া সেই রক্তচক্ষু বিশিষ্ট যমদূত বৃহৎ যক্ষদ্বয় রেবতীর এক একটি বাহু ধরিয়া [তাবতিংসের] দেবগণের নিকট লইয়া গেল।'

---

[১]। সী–খু–থনন্তি।

[২]। সি–পক্কামযিংসু।

এইরূপে যক্ষদ্বয় রেবতীকে তাবতিংস স্বর্গে নিয়া নন্দিকের বিমানের অনতিদূরে উপস্থিত করিল। রেবতী সূর্যমণ্ডল সদৃশ অতি প্রভাস্বর নন্দিকের বিমান দেখিয়া কহিল—

৩. ‘আদিচ্চবণ্ণং রুচিরং পভস্সরং
ব্যমহং সুভং কঞ্চনজালচ্ছন্নং;
কস্সেতমাকিণ্ণজনং বিমানং
সুরিযস্স রংসীরিব জোতমানং।

৪. নারীগণা চন্দনসারলিত্তা
উভতো বিমানং উপসোভযন্তি,
তং দিস্সতি সুরিযসমানবণ্ণং
কো মোদতি সগ্গপ্পত্তো বিমানে’তি।

৩. ‘সূর্যের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন, রুচিদায়ক, প্রভাস্বর, সুন্দর, কাঞ্চনজালাচ্ছন্ন, দিবাকরের রশ্মির ন্যায় জ্যোতিষ্মান ও জনাকীর্ণ এই বিমান কাহার?

৪. অপ্সরাগণের শরীর চন্দনসারে লিপ্ত, [অভ্যন্তর ও বহির্দিক] উভয় দিকেই বিমান অতিশয় শোভা পাইতেছে, ইহা প্রভাকরের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন দেখা যাইতেছে, কোন স্বর্গীয় দেবতা এই বিমানে প্রমোদিত হইতেছে?’

যক্ষ তাহাকে কহিল—

৫. ‘বারাণসিযং নন্দিযো নামাসি উপাসকো
অমচ্ছরী দানপতী বদঞ্ঞূ,
তস্সেতং আকিণ্ণজনং বিমানং
সুরিযস্স রংসীরিব জোতমানং।

৬. নারীগণা চন্দনসারলিত্তা
উভতো বিমানং উপসোভযন্তি,
তং দিস্সতি সুরিযসমানবণ্ণং
সো মোদতি সগগ্গপ্পত্তা বিমানে’তি।

৫. ‘বারাণসীতে নন্দিক নামক একজন অমৎসর, দানপতি ও বদান্য উপাসক ছিলেন। সূর্যরশ্মির ন্যায় জ্যোতিষ্মান জনাকীর্ণ এই বিমান তাঁহার।

৬. অপ্সরাগণের শরীর চন্দনসারে লিপ্ত, উভয়দিকে অতিশয় শোভাসম্পন্ন এই বিমান, এই যে প্রভাকরের বর্ণ সদৃশ দেখা যাইতেছে, এই স্বর্গীয় বিমানে তিনি [নন্দিক] প্রমোদিত হইতেছেন।’

রেবতী কহিল—

৭. ‘[১]নন্দিযস্সাহং ভরিযা

---

[১]। সী–খু–নি–নন্দিক।

অগারিনী সব্বকুলস্স ইস্সরা,
ভত্তু বিমানে রমিস্সামি [১]দানহং
ন পত্থবে নিরযং দস্সনাযা'তি।

৭. 'আমি নন্দিকের ভার্যা, আমি তাঁহার গৃহিণী, সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী, আমি এখন স্বামীর বিমানে রমিত হইব, আমি নরক দেখিতেও ইচ্ছা করি না।'

রেবতী এইরূপ বলিলে, যক্ষ কহিল—'তোমার আবার কি কথা!' এই বলিয়া নরকসমীপে নিয়া কহিল—

৮. 'এসো তে নিরযো সুপাপধম্মে
পুঞ্ঞং তযা অকতং জীবলোকে,
ন হি মচ্ছরী রোসকো পাপধম্মো
সগ্গূপগানং লভতি সহব্যত'ন্তি।

৮. 'হে হীন পাপধর্মিনী এইটি তোমার নরক, মনুষ্যলোকে তুমি পুণ্যকর্ম কর নাই। মৎসরী (পরশ্রীকাতর) ক্রোধী ও পাপী ব্যক্তি দেবগণের সহবাস লাভ করিতে পারে না।'

এই বলিয়া যক্ষ দুইটি রেবতীকে সংসবক নামক গূথনরকে [বিষ্ঠাকুণ্ডে] প্রক্ষেপ করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, রেবতী জিজ্ঞাসা করিল—

৯. 'কিন্নু গূথঞ্চ মুত্তঞ্চ অসুচি পতিদিস্সতি,
দুগ্গন্ধং কিমিদং মীল্হং কিমেতং উপবাযতী'তি?

৯. 'এই অপবিত্র বিষ্ঠামূত্র কেন দেখা যাইতেছে? ইহা দুর্গন্ধ মীঢ় বা প্রস্রাব কি? ইহাতে কিসের দুর্গন্ধ প্রবাহিত হইতছে?'

যক্ষ কহিল—

১০. 'এস [২]সংসবকো নাম গম্ভীরো সতপোরিসো,
যত্থ বস্সসহস্সানি তুবং পচ্চসি রেবতে'তি।

১০. 'হে রেবতে, তুমি যথায় সহস্র বৎসর পরিপক্ক [দুঃখপ্রাপ্ত] হইবে, এই সেই শতপুরুষ গভীর বিশিষ্ট 'সংসবক' নামক নরক।'

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল—

১১. 'কিন্নু কাযেন বাচায মনসা দুক্কতং কতং,
কেন সংসবকো লদ্ধো গম্ভীরো সতপোরিসো'তি।

১১. 'আমি কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কি দুষ্কর্ম করিয়াছি? কোন অকুশল কর্মের দ্বারা শতপুরুষ গভীর বিশিষ্ট এই 'সংসবক' নরক লাভ করিলাম।'

যক্ষ কহিল—

---

[১]। হা-দামিহং।

[২]। সী-খু-নি-নাম নিরযো।

১২. 'সমণে ব্রাহ্মণে চাপি অঞ্ঞে বাপি বণিব্বকে,
মুসাবাদেন বঞ্চেসি তং পাপং পকতং তযা'তি।

১৩. 'তেন সংসবকো লদ্ধো গম্ভীরো সতপোরিসো,
তত্থ বস্সসহস্সানি তুবং পচ্চসি রেবতে'তি।

১৪. 'হত্থেপি ছিন্দন্তি অথোপি পাদে
কণ্ণেপি ছিন্দন্তি অথোপি নাসং,
অথোপি কাকোলগণা সমেচ্চ
সংগম্ম খাদন্তি বিফন্দমান'ন্তি।

১২. 'তুমি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভিক্ষাজীবিকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চিত করিয়াছ, তুমি এই পাপকর্ম করিয়াছিলে।

১৩. হে রেবতে, সেই অকুশলকর্ম হেতু শতপুরুষ গভীর বিশিষ্ট 'সংসবক' নরক লাভ করিয়াছ, তথায় তুমি সহস্র বৎসর দুঃখ ভোগ করিবে।

১৪. তোমার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিবে, অতঃপর কাকসমূহ সংঘবদ্ধ হইয়া [তোমার শরীরের মাংস] ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে।

রেবতী কহিল—

১৫. 'সাধু খো মং পটিনেথ কাহামি কুসলং বহুং,
দানেন সমচরিযায সঞ্ঞমেন দমেন চ;
যং কত্বা সুখিতা হোন্তি ন চ পচ্ছানুতপ্পরে'তি।

১৫. 'উত্তম কথা, তোমরা আমাকে পুনরায় মনুষ্যলোকে নিয়া যাও, যাহা করিয়া সুখী হইতে পারা যায়, পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না, আমি সেইরূপ দান, সমচর্যা, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।'

নিরয়পাল কহিল—

১৬. 'পুরে তুবং পমজ্জিত্বা ইদানি পরিদেবসি,
সযং কতানং কম্মানং বিপাকং অনুভোস্সতী'তি।

১৬. 'পূর্বে তুমি প্রমত্ত অবস্থায় থাকিয়া এখন বিলাপ করিতেছ, তোমার কৃতকর্মের ফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে।'

রেবতী কহিল—

১৭. 'কো দেবলোকতো মনুস্সলোকং
গন্ত্বান পুট্ঠো মে এবং বদেয্য—
নিক্খিত্তদণ্ডেসু দদাথ দানং
অচ্ছাদনং সযনমথন্নপানং,
নহি মচ্ছরী রোসকো পাপধম্মো
সগ্গূপগানং লভতি সহব্যতং।

১৮. সাহং নূন ইতো গন্ত্বা যোনিং লদ্ধান মানুসিং,
বদঞ্ঞু সীলসম্পন্না কাহামি কুসলং বহুং;
দানেন সমচরিযায সঞ্ঞমেন দমেন চ।

১৯. আরামানি চ রোপিস্সং [১]দুগ্গে সঙ্কমনানি চ,
পপঞ্চ উদপানঞ্চ বিপ্পসন্নেন চেতসা।

২০. চাতুদ্দসিং পঞ্চদসিং [২]যাব পক্খস্স অট্ঠমী,
পাটিহারিযপক্খঞ্চ অট্ঠঙ্গসুসমাগতং।

২১. উপোসথং উপবসিস্সং সদা সীলেসু সংবুতা,
ন চ দানে পমজ্জিস্সং সামং দিট্ঠমিদং মযা'তি।

সঙ্গীতিকারগণের বচন—

২২. 'ইচ্চেবং বিপ্পলপন্তিং ফন্দমানং ততো ততো,
খিপিংসু নিরযে ঘোরে উদ্ধপাদং অবংসিয'ন্তি।

রেবতী পুন কহিল—

২৩. 'অহং পুরে মচ্ছরিনী অহোসিং,
পরিভাসিকা সমণ ব্রাহ্মণানং;
বিতথেন চ সামিকং বঞ্চযিত্বা
পচ্চামহং নিরযে ঘোররূপে'তি।

১৭. 'দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে আমায় উপদেশ দিতে কে গিয়াছিল? কেই বা আমা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আমায় এরূপ প্রকাশ করিয়াছিল যে—যাঁহারা পরপীড়নে বিরত, তাঁহাদিগকে বস্ত্র, শয়নাসন ও অন্নপানীয় দান দাও। মৎসরী, ক্রোধী ও পাপাচারী ব্যক্তি দেবলোকে জন্ম নিতে পারে না।

১৮. আমি নিশ্চয়ই এই স্থান হইতে চ্যুতির পর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বদান্য, দান, শীল, সমচর্যা, সংযম ও ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিব।

১৯. আমি অতি প্রসন্নচিত্তে [ফল ও ফলের] উদ্যান করিয়া দিব, [কন্দর, গর্ত ও নদী ইত্যাদি] গমন দুঃখকর স্থানে সেতু নির্মাণ করিয়া দিব, [পিপাসিত পথিকের জন্য] জলসত্র ও জলকূপ প্রস্তুত করিয়া দিব।

২০. প্রতিপক্ষের চতুর্দশী, পঞ্চদশী, অষ্টমী ও প্রাতিহার্য পক্ষ [প্রতিপদ, সপ্তমী, নমবী, ত্রয়োদশী ও চতুর্দশী] দিবসে অষ্টশীল পালন করিব।

২১. উপোসথ পালন করিব, সর্বদা [পঞ্চ] শীলসমূহে সংযত থাকিব, দান কার্যে প্রমত্ত থাকিব না, যেহেতু এই দুঃখোৎপত্তির স্থান [নরক] আমি স্বয়ংই দেখিলাম।'

২২. 'এইরূপ বিলাপ পরায়ণা রেবতীকে তথা হইতে আকর্ষণ করিতে করিতে

---

[১]। সী–খু–নি–দুগ্গ।

[২]। খু–নি–যাচ।

[যমদূতগণ তাহাকে] উর্দ্ধপাদ অধঃশির করিয়া ঘোরতর নরকে ক্ষেপণ করিল।'

২৩. 'আমি পূর্বজন্মে কৃপণ ছিলাম, মিথ্যাবাক্যের দ্বারা স্বামীকে বঞ্চনা করিয়াছিলাম, শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে মন্দবাক্য বলিয়াছিলাম, [সেই হেতু] আমি নরকে নিদারুণভাবে পক্ক হইতেছি।'

যক্ষগণ রেবতীকে নরকে নিয়া গিয়াছে, এই সংবাদ ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে কহিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি আদি হইতে এই উপাখ্যান কহিয়া বিস্তারভাবে ধর্মদেশনা করিলেন। দেশনা পর্যবসানে বহুজন স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই বিষয়টিতে রেবতীর কথা বহুলভাবে কথিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা রেবতী বিমান নামে অভিহিত। নন্দিকই বিমান দেবতা।

রেবতী বিমান সমাপ্ত

ছত্ত মানবক বিমান—৫.৩

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সেতব্য নগরে কোন একজন ব্রাহ্মণের ছত্ত নামক একটি পুত্র ছিল। সে ব্রাহ্মণের অতি সাধনার ধন। ছত্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পিতা তাহাকে উক্কট্ঠ নগরে পোক্খরসাতি নামক আচার্যের নিকট বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিলেন। সে মেধাবী ও অনলস হেতু অচিরেই সমস্ত ব্রাহ্মণ শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করিল। একদিন সে আচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনান্তে কহিল—'গুরুদেব, আমি আপনার নিকট বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছি, আমাকে গুরুদক্ষিণা কি দিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।' আচার্য কহিলেন—'শিষ্যদের অবস্থানুরূপ গুরুদক্ষিণা দিতে হয়, তোমাকে সহস্র টাকা দিতে হইবে।' ছত্ত গুরুর বাক্য শুনিয়া গুরুকে অভিবাদনপূর্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। গৃহে উপস্থিত হইলে, মাতাপিতা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তাহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে মাতাপিতাকে তাহার সুসংবাদ জানাইয়া সহস্র টাকা গুরুদক্ষিণা যাচঞা করিল। মাতাপিতা তাহা দিবার জন্য স্বীকৃত হইলে, সে কহিল—'অদ্যই যাইয়া দিয়া আসিব।' তাহার মাতাপিতা কহিলেন—'অদ্য অসময়, আগামীকল্য যাইয়া দিয়া আসিও।' এই বলিয়া এক সহস্র টাকা লইয়া রাখিল। চোরেরা সেই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, ছত্তের গমন পথে কোন গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল। তাহারা সঙ্কল্প করিল—ছত্তকে হত্যা করিয়া টাকা আত্মসাৎ করিবে।

ভগবান প্রত্যুষে মহাকরুণা সমাপত্তি ধ্যান হইতে উঠিয়া দিব্যচক্ষে জগত অবলোকনকালীন ছত্তকে দেখিতে পাইলেন। তিনি দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—ছত্ত ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং চোরের হস্তে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হইবে। তথা হইতে বিমানসহ আসিয়া ভগবানকে বন্দনা করিবে। এই স্থানে ধর্মদেশনা

হইবে, ধর্ম শুনিয়া সমবেত জনসমূহের ধর্মজ্ঞান লাভ হইবে। ইত্যাদি জানিয়া তিনি পূর্বেই যাইয়া, ছত্তের গমন পথে কোন এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ছত্ত সহস্র টাকা লইয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে ভগবানকে দেখিয়া সে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কোথায় যাইতেছ?' সে কহিল—'উক্কট্‌ঠ নগরে যাইতেছি, আমার আচার্য পোক্‌খরসাতিকে গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য।' ভগবান কহিলেন—'হে মানব, তুমি ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল সম্বন্ধে কিছু জান কি?' ছত্ত—'না, আমি কিছুই জানি না। তাহা কিরূপ এবং কি স্বার্থ সম্পাদন করে, তাহা আমাকে বলুন।' ভগবান তাহাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিলেন। ভগবান কহিলেন—'হে মানব, তুমি ইহা শিক্ষা কর।' ছত্ত উৎসাহের সহিত কহিল—'হাঁ ভন্তে, ভাল, শিক্ষা করিব, আপনি বলুন।' ভগবান তাহার রুচি অনুরূপ তিনটি গাথায় ত্রিশরণ সম্বন্ধে কহিলেন—

১. 'যো বদতং পবরো মনুজেসু
সক্যমুনী ভগবা কতকিচ্চো,
পারগতো বলবিরিযসমঙ্গী
তং সুগতং সরণত্থমুপেমি।

২. রাগবিরাগমনেজমসোকং
ধম্মমসঙ্খতমপ্পটিকূলং,
মধুরমিমং পগুণং সুবিভত্তং
ধম্মমিমং সরণত্থমুপেমি।

৩. যত্থ চ দিন্ন মহপ্‌ফলমাহু
চতূসু সুচীসু পুরিসযুগেসু,
অট্‌ঠ চ পুগ্‌গলধম্মদসা তে
সঙ্ঘমিমং সরণত্থমুপেমী'তি।

১. 'যিনি মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা শাক্যমুনি, ভগবান, কৃতকর্মী, পরপার [নির্বাণ] অধিগত, [অসদৃশ কায়বল, অনন্তসাধারণ জ্ঞানবল, চতুর্বিধ সম্যক প্রধান বীর্যবল হেতু] বলবীর্য সম্পন্ন, সেই সুগতের শরণাপন্ন হইতেছি।

২. বৈরাগ্যপূর্ণ, তৃষ্ণা বিরহিত, শোক বিরহিত, এই নির্বাণপ্রদ ধর্ম অঘৃণিত, শ্রুতিমধুর সুপ্রসিদ্ধ ও [৮৪ হাজার ধর্মস্কন্ধ ভেদে] সুবিভক্ত, এই ধর্মের শরণাপন্ন হইতেছি।

৩. যেই চারি পবিত্র পুরুষ যুগলের মধ্যে দান দিলে মহাফল প্রসব করে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ধর্মদর্শী অষ্ট পুদ্গল, এই সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতেছি।'

এইরূপে ভগবান তিনটি গাথায় শরণগুণ সম্বন্ধে বলিয়া শরণগমন বিধি কহিলেন। ছত্ত শরণগমন বিধি সাগ্রহে অনুমোদন করিয়া গাথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিল। তৎপর

ভগবান তাহাকে পঞ্চ শিক্ষাপদ সম্পাদন বিধি কহিলেন। ছত্ত তাহাও অন্তরে উত্তমরূপে ধারণ করিল।

এবার তাহার যাইবার সময় উপস্থিত হইল। সে ভগবানকে বন্দনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। সে পরমানন্দে 'যো বদতং পবরো মনুজেসু' ইত্যাদি গাথায় রত্নত্রয়ের গুণ অনুস্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। ভগবানও জেতবনে চলিয়া আসিলেন।

ছত্ত ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রসন্নচিত্তে পথ চলিতেছিল। এমন সময় চোর পশ্চাৎ হইতে তাহাকে আঘাত করিল। সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হইল। চোর তাহার টাকাগুলি লইয়া পলাইয়া গেল। ছত্ত মৃত্যুর পর সুপ্ত প্রবুদ্ধের ন্যায় তাবতিংস স্বর্গে ত্রিশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। সহস্র অপ্সরা তাহার সেবায় নিযুক্ত হইল। তাহার বিমানের আভা একশত বিশ যোজন পরিব্যাপ্ত হইত।

ছত্তের মৃত্যু সংবাদ সহসা সেতব্য ও উক্কট্‌ঠ নগরে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন ও সপরিষদ আচার্য পোক্‌খরসাতি রোদন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। এদিক ওদিক হইতে সেইস্থানে বহু লোকের সমাবেশ হইল। ছত্তের মাতাপিতা ও জ্ঞাতিমিত্র সকলে রাস্তার অনতিদূরে চিতা সাজাইয়া মৃতদেহ সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন ভগবান চিন্তা করিলেন—'আমি তথায় উপস্থিত হইলে ছত্ত দেবপুত্র আমাকে বন্দনা করিতে আসিবে; তাহার কৃতকর্ম তাহার মুখেই প্রকাশ করাইয়া ও সকলকে কর্মফল প্রত্যক্ষ করাইয়া, ধর্মোপদেশ প্রদান করিব। ইহাতে জনসমূহ ধর্মে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান কোন এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, আপন শরীর হইতে ষড়রশ্মি বিকীর্ণ করিলেন।

ছত্ত দেবপুত্র দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াই আপন দিব্যৈশ্বর্য দেখিয়া ইহা কিরূপে লব্ধ হইল, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন—কেবল ত্রিশরণ গমন ও শীল সমাদানই এই দিব্যৈশ্বর্য লাভের একমাত্র কারণ। এই সামান্য কারণে এমন দিব্যৈশ্বর্য লব্ধ হইয়াছে জানিয়া, তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখনই ভগবানের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তিনি অতীব প্রসন্ন অন্তরে চিন্তা করিলেন—'এখনই আমি যাইয়া ভগবান ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনা করিব এবং রত্নত্রয়ের গুণ মনুষ্যদের মধ্যে প্রকাশ করিব।' এইরূপ চিন্তার পর তিনি সমস্ত অরণ্য প্রদেশ দিব্যালোকে আলোকিত করিয়া সবিমান পরিষদ সকলের দৃশ্যপথে ভগবান সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভগবানের পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিলেন। অতঃপর ভিক্ষুসঙ্ঘকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে স্থিত হইলেন।

মনুষ্যগণ দেবপুত্রকে দেখিয়া 'ইনি কে, দেবতা! না, স্বয়ং ব্রহ্মা!' এই মনে করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে সকলেই তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময় ভগবান দেবপুত্রের

কৃতপুণ্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় কহিলেন—

১. ‘ন তথা তপতি নভস্মিং সুরিযো
চন্দো চ ন ভাসতি ন ফুস্সো,
যথা অতুলমিদং মহপ্পভাসং
কো নু ত্বং তিদিবা মহিং [১]উপাগমি।

২. ছিন্দতি চ রংসি পভঙ্করস্স
সাধিকবীসতি যোজনানি আভা,
রত্তিম্পি চ যথা দিবং করোতি
পরিসুদ্ধং বিমলং সুভং বিমানং।

৩. বহুপদুমবিচিত্তপুণ্ডরীকং
বোকিণ্ণং কুসুমেহি নেকচিত্তং,
অরজবিরজহেমজালচ্ছন্নং
আকাসে [২]তপতি যথাপি সুরিযো।

৪. রত্তম্বরপীতবাসসাহি
অগরু পিযঙ্গু চন্দনুস্সদাহি,
কঞ্চন তনুসন্নিভত্তচাহি
পরিপূরং গগনংব তারকাহি।

৫. [৩]নরনারিযো বহুকেত্থ নেকবণ্ণা
কুসুমবিভূসিতাভরণেত্থ সুমনা,
[৪]অনিলপমুঞ্চিতা [৫]পবন্তি সুরভি
তপনীযবিততা [৬]সুবণ্ণচ্ছাদনা।

৬. কিস্স [৭]সমদমস্স অযং বিপাকো
কেনাসি কম্মফলেনিধুপপন্নো,
যথা চ তে অধিগতমিদং বিমানং
তদনুরূপং অবচাসি ইজ্ঝ পুট্ঠো’তি।

১. ‘তোমার এই বিমান যেইরূপ অপ্রমাণ প্রভাস্বর, আকাশে চন্দ্র, সূর্য ও ‘ফুস্স’ নক্ষত্রও সেইরূপ দীপ্তিমান নহে; দেবলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছ, তুমি কে?

---

[১]। সী–উপচ্চগা, উপগতো।
[২]। হঅ–ভাসতি, দিপ্পতি, সী–খু–নি–প–কমতি।
[৩]। হা–নরনারি।
[৪]। হা–পমুচ্চিতা।
[৫]। হা–পবাযন্তি।
[৬]। হা–ছন্না।
[৭]। হা–সংঘমস্স।

২. তোমার বিমানের আভা—সূর্যের রশ্মিকে প্রতিহত করিয়া, পঞ্চবিংশতি যোজন বিস্তৃত হইয়াছে; পরিশুদ্ধ, বিমল ও সুন্দর বিমান দ্বারা যেন রাত্রিকেও দিন করিয়াছে।

৩. বহুবিধ রক্তপদ্ম, বিচিত্র বর্ণ শ্বেতপদ্ম ও নানাবিধ পুষ্প বিকীর্ণ বিবিধ আকারে চিত্রিত; নির্মল, পবিত্র হেমজালাচ্ছন্ন এই বিমান সূর্যের ন্যায় আকাশে প্রভাসিত হইতেছে।

৪. রক্ত ও পীতবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা, অগুরু-চন্দন সুগন্ধ ও প্রিয়ঙ্গু-মালা দ্বারা সুসজ্জিতা, কাঞ্চনবর্ণ শরীর বিশিষ্টা অপ্সরাগণ আকাশে তারকার ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া বিচরণ করিতেছে।

৫. বিবিধবর্ণ পুষ্পবিভূষিত, দিব্যাভরণ প্রতিমণ্ডিত, প্রফুল্লচিত্ত সম্পন্ন, মৃদু-মন্দ বায়ুহিল্লোলে সুরভিগন্ধ প্রবাহিত, পুষ্পাভরণ বিশিষ্ট, কনকময় বেণী বিস্তৃত ও স্বর্ণাভরণ আচ্ছাদিত শরীর সম্পন্ন বহু দেবপুত্র ও দেববালা এই বিমানে বিরাজ করিতেছে।

৬. হে দেবপুত্র, কোন শম-দমের কারণে এই বিপাক লাভ করিয়াছ? কোন কর্মফলে এইস্থানে জন্ম নিয়াছ? যেই কর্মফলে এই বিমান লাভ করিয়াছ, আমার জিজ্ঞাসা মতে তদনুরূপ প্রকাশ কর।'

দেবপুত্তো ইমাহি গাথাহি ব্যাকাসি—

৭. 'যমিধ পথে সমেচ্চ মাণবেন
সত্থানুসাসি অনুকম্পমানো,
তব রতনবরস্স ধম্মং সুত্বা
করিস্সামী'তি চ ইতি ব্রবিত্থ ছত্তো।

৮. জিনবর পবরং উপেমি সরণং
ধম্মঞ্চাপি তথেব ভিক্খু সঙ্ঘং,
নোতি পঠমং অবোচাহং ভন্তে
পচ্ছা তে বচনং তথেবকাসিং।

৯. মা চ পাণবধং বিবিধং চরস্সু অসুচিং
নহি পাণেসু অসঞ্ঞতং অবণ্ণযিংসু সপ্পঞ্ঞা,
নোতি পঠমং অবোচাহং ভন্তে
পচ্ছা তে বচনং তথেবকাসিং।

১০. মা চ পরজনস্স রক্খিতং পি
আদাতব্ব[১]মমঞ্ঞিত্থ অদিন্নং,
নোতি পঠমং অবোচাহং ভন্তে
পচ্ছা তে বচনং তথেবকাসিং।

১১. মা চ পরজনস্স রক্খিতাযো

---

[১]। হা–মমঞ্ঞিত্থো।

[১]পবভরিযা [২]অগমা অনরিযমেতং,
নোতি পঠমং অবোচাহং ভন্তে
পচ্ছা তে বচনং তথেবকাসিং।

১২. মা চ বিতথং অঞ্ঞথা অভাণি
নহি মুসাবাদং অবণ্ণযিংসু সপ্পঞ্ঞা,
নোতি পঠমং অবোচাহং ভন্তে
পচ্ছা তে বচনং তথেবকাসিং।

১৩. যেন চ পুরিসস্স অপেতি সঞ্ঞা
তং মজ্জং পরিবজ্জযস্সু সব্বং,
নোতি পঠমং অবোচাহং ভন্তে
পচ্ছা তে বচনং তথেবকাসিং।

১৪. স্বাহং ইধ পঞ্চসিক্খা করিত্বা
পটিপজ্জিত্বা তথাগতস্স ধম্মে,
দ্বে পঠমগমাসিং চোরমজ্ঝে
তে মং তত্থ বধিংসু ভোগহেতু।

১৫. এত্তকমিদং অনুস্সরামি কুসলং
ততো পরং ন মে বিজ্জতি অঞ্ঞং,
তেন সুচরিতেন কম্মনাহং
উপপন্নো তিদিবেসু কামকামী।

১৬. পস্স খণমুহুত্ত সঞ্ঞমস্স
অনুধম্মপটিপত্তিযা বিপাকং,
জলমিব যস্সা সমেক্খমানা
বহুকা মং পিহযন্তি [৩]হীনকম্মা।

১৭. পস্স কতিপযায দেসনায
সুগতিঞ্চম্হি গতো সুখঞ্চ পত্তো,
যে চ তে সততং সুণন্তি ধম্মং
মঞ্ঞে তে অমতং ফুসন্তি খেমং।

১৮. [৪]অপ্পকম্পি কতং মহাবিপাকং
বিপুলং [১]হোতি তথাগতস্স ধম্মে,

১। সী–রক্খিতা ভরিযা।
২। সী–অগমাসি।
৩। হা–হীনকামা।
৪। হা–অপ্পম্পি।

পস্‌স কতপুঞ্ঞতায ছত্তো
ওভাসেতি পঠবিং যথাপি সুরিযো।

১৯. কিমিদং কুসলং কিমাচরেম
ইচ্চেকে হি সমেচ্চ মন্তযন্তি,
তে মযং [2]পুনরেব লদ্ধমানুসত্তং
পটিপন্না বিহরেমু সীলবন্তো।

২০. বহুকারো অনুকম্পকো চ সত্থা
ইতি মে সতি অগমা দিবাদিবস্‌স,
স্বাহং উপগতোম্‌হি সচ্চনামং
অনুকম্পস্‌সু পুনপি সুণোম ধম্মং।

২১. যেধ পজহন্তি কামরাগং
ভবরাগানুসযঞ্চ পহায মোহং,
ন চ তে পুন উপেন্তি গব্‌ভসেয্যং
পরিনিব্বাণগতা হি সীতিভূতা'তি।

দেবপুত্র কহিলেন—

৭. 'ভগবন, যেই মানব এই পথে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি অনুকম্পা করিয়া যাহাকে অনুশাসন করিয়াছিলেন, সেই ছত্ত মানব শ্রেষ্ঠ রত্ন সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট ধর্ম শুনিয়া [যথানুশাসিত মতে] 'প্রতিপালন করিব' বলিয়াছিল—

৮. সেই আমিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণে গমন করিয়াছিলাম; ভন্তে, [আপনি আমাকে 'শরণগমন সম্বন্ধে জান কি না' জিজ্ঞাসা করিলে] আমি প্রথম 'জানি না' বলিয়াছিলাম, পরে আপনি যেইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ পালন করিয়াছিলাম।

৯. প্রাণীহত্যা করিও না, বিবিধ [ছোট-বড়] অন্যায় কার্য করিও না, প্রাণীর প্রতি অসংযত ভাব বা প্রাণীহত্যা বিজ্ঞগণ প্রশংসা করেন নাই। ... ...পে... ...

১০. পর পরিগৃহীত অদত্ত বস্তু জানিয়া, গ্রহণ করিও না বা চুরি করিও না, ...পে... ...

১১. অপর ব্যক্তির রক্ষিতা স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিও না, ইহা অনার্যের আচার। ... ...পে... ...

১২. জ্ঞানত মিথ্যাভাষণ করিও না, প্রজ্ঞাবানেরা মিথ্যাবাক্যকে প্রশংসা করেন নাই। ... ...পে... ...

১৩. যদ্বারা মানবের সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, সেই সব মদ্যজাতীয় দ্রব্য পরিবর্জন কর। ...

---

[১]। হা–ফলং।
[২]। হা–পুনদেব।

...পে... ...

১৪. আমি তথাগতের ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, পঞ্চশীল গ্রহণের পর এই পথে যাইবার সময়, দুই গ্রামসীমার মধ্যপথে চোরগণের মধ্যে উপস্থিত হইলাম, সেই সীমান্তপথে চোরগণ ধনলোভে আমাকে হত্যা করিয়াছিল।

১৫. আমার স্মরণ হইতেছে—আমা কর্তৃক এতটুকু মাত্র কুশলকর্ম সম্পাদন করা হইয়াছে, ইহার অধিক অন্য কোন কুশলকর্ম স্মরণ হইতেছে না। আমি সেই সুচরিত কর্মের দ্বারা যথেচ্ছিত কামনাকামী দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছি।

১৬. ভন্তে, মুহূর্তকাল শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অধিগত ফলের [বর্তমান লব্ধ দেবসম্পত্তির] অনুরূপ ধর্ম পালনের বিপাক দেখুন। আমাকে যশদীপ্ত দেখিয়া, আমা হইতে হীন ভোগসম্পন্ন বহু দেবতা [কিরূপে আমরাও এইরূপ হইতে পারিব, তাহা] প্রার্থনা করিতেছে।

১৭. ভন্তে, দেখুন, অল্পমাত্র ধর্মোপদেশ শুনিয়া আমি সুগতি লাভ করিয়াছি এবং দিব্যসুখ প্রাপ্ত হইয়াছি; যাঁহারা সর্বদা আপনার ধর্ম শ্রবণ করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা অমৃতময় নির্বাণপদ লাভ করিয়া থাকেন।

১৮. তথাগতের শাসনে অল্পমাত্র [কুশলকর্ম] সম্পাদন করিলেও, তাহার বিপাক বিপুলতর হয়। ভন্তে, দেখুন, ছত্ত মানব কৃত পুণ্য হেতু সূর্যের ন্যায় (ছত্ত দেবপুত্ররূপে) পৃথিবীকে প্রভাসিত করিতেছে।

১৯. কুশল কিরূপ এবং তাহা কিরূপে আচরণ করিব, [দেবতাদের মধ্যে] কেহ কেহ একত্রিত হইয়া, এই বিষয় মন্ত্রণা করে। তাহারা চিন্তা করিতেছে—আমরা পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, ধর্ম প্রতিপন্ন ও শীলবান হইয়া বাস করিব।

২০. ভগবন, আপনি যে আমার বহু উপকারী ও অনুকম্পাকারী, ইহা আমার স্মরণ হওয়াতে, দিনদুপুরে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমি [আপনা হেন] সম্বুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি আমার অনুকম্পা করুন, পুনরায় আপনার ধর্ম শ্রবণ করিব।

২১. যাঁহারা এই শাসনে স্থিত থাকিয়া, কামরাগ সমুচ্ছেদ করেন, ভবরাগ ও অনুশয় [তৃষ্ণা] প্রহীন করেন, তাঁহারা পুনরায় মাতৃগর্ভে উৎপন্ন হন না, (ক্লেশ জ্বালা নির্বাণ হেতু) শান্ত হইয়া, পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।'

ছত্ত মানবক বিমান সমাপ্ত

কর্কটরসদায়ক বিমান—৫.৪

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন একজন ভিক্ষু দৃঢ়বীর্য সহকারে বিদর্শন ভাবনায় রত ছিলেন। একদা তিনি কর্ণশূলে প্রপীড়িত হইয়া ভাবনায়

মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিলেন না। কবিরাজের নির্দেশিত ঔষধেও রোগ উপশম হইল না। তিনি ভগবানকে তাঁহার রোগ সম্বন্ধে কহিলেন। ভগবান দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—'হে ভিক্ষু, তুমি মগধক্ষেত্রে ভিক্ষায় যাও।' সেই ভিক্ষু 'দূরদর্শী ভগবান নিশ্চয় কিছু দেখিয়া থাকিবেন', এইরূপ মনে করিয়া ভগবানকে বন্দনাপূর্বক পাত্র-চীবর লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। ভিক্ষু অনুক্রমে মগধক্ষেত্রে যাইয়া, কোন এক ক্ষেত্রপালের কুটিরদ্বারে দাঁড়াইলেন। সেই ক্ষেত্রপাল কর্কটরস ও ভাত রন্ধনকার্য সম্পাদন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সেই সময় স্থবিরকে দেখিয়া পাত্র গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে কুটিরে নিয়া গেল। তাঁহাকে উত্তম আসনে বসাইয়া, কর্কটরস ও অন্ন প্রদান করিল। স্থবির সেই কর্কটরস-মিশ্রিত অন্ন অল্প পরিমাণ ভোজন করিলেই, তাঁহার কর্ণশূল উপশম হইল। রোগ উপশম হওয়াতে তিনি পরম শান্তি অনুভব করিলেন। তাঁহার চিত্তের শান্তি বিধায় বিদর্শনের দিকে চিত্ত বিনমিত হইল। ভোজন কার্য শেষ হইবার পূর্বেই তিনি অর্হত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্ষেত্রপালকে কহিলেন—'উপাসক, তোমার প্রদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজনে আমার রোগ উপশম হইয়াছে এবং কায়-চিত্তও উপশান্ত হইয়াছে। এই পুণ্যের ফলে তুমিও কায়-চিত্তের দুঃখবিহীন হও।' এই বলিয়া দানের ফল বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এক সময় ক্ষেত্রস্বামীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে মণিময় স্তম্ভযুক্ত দ্বাদশ যোজন কণকবিমানে উৎপন্ন হইল। সেই বিমানখানি সাতশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ বৈদূর্যময়। বিমানদ্বারে তাঁহার যথোপচিত কর্মসূচক মুক্তাসিক্যে স্বর্ণ-কর্কট বিলম্বমান রহিল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন তাবতিংস স্বর্গে সেই দেবপুত্রকে মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্তমান ও চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় প্রভাসমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদশযোজনানি,
[1]কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযত্থম্ভা [2]রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসি চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্‌গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো চ নচ্চন্তি [3]সুবণ্ণছন্না।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,

---

[1]। সী-খু-নি-কূটাগার।
[2]। সী-রুচিক। হা-রুচির।
[3]। সী-খু-নি-সুবণ্ণচ্ছন্না।

উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৪. পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব
মনুস্সভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবো
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

দেবপুত্তো ব্যাকাসি, তং দস্সেতুং—

৫. 'সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্ঠো বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফল'ন্তি।

৬. '[১]সতিং সমুপ্পাদকরো দ্বারে কক্কটকো ঠিতো,
নিট্ঠিতো জাতরূপস্স সোভতি দসপাদকো।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৮. তেনম্হি এবং জলিতানুভাবো,
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'এই উচ্চ মণিস্তম্ভযুক্ত বিমান চতুর্দিকে দ্বাদশ যোজন দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত, সাতশত মহৎ কূটাগার, সুন্দর বৈদুর্য স্তম্ভ ও [ভূমি প্রদেশে] সুবর্ণফলক বিস্তৃত।

২. তথায় [সেই বিমানে] তুমি উপবিষ্ট আছ, পান ও ভোজন করিতেছ, তোমার এই বিমানে দিব্যরস ও পঞ্চকামগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, দিব্যবীণা মধুর স্বরে বাদিত হইতেছে, সুবর্ণ সমাচ্ছন্না দেববালাগণ নৃত্য করিতেছে।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

৬. [কর্কটরস দানে তুমি এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছ, এইরূপ] স্মৃতি উৎপাদন কর। দ্বারে স্থিত দশপদযুক্ত স্বর্ণময় কর্কট শোভা পাইতেচে।

৭ম ও ৮ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

কর্কটরসদায়ক বিমান সমাপ্ত

দ্বারপাল বিমান—৫.৫

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের একজন উপাসক ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিত্য দান দিত। তাহার গৃহ ছিল গ্রামের একপ্রান্তে। তাই চোর ভয়ে বহির্দ্বার সর্বদা রুদ্ধ থাকিত। কোন কোন সময় দ্বার রুদ্ধ থাকিলে ভিক্ষুগণ দান না পাইয়া, ফিরিয়া আসিতেন। উপাসক এক সময় তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভদ্রে,

[১]। ঈ–জী–হা–সতি।

আর্যদিগকে উত্তমরূপে ভিক্ষা দিতেছ কি?' তাহার স্ত্রী কহিল—'কোন কোন সময় আর্যগণ আসেন না।' উপাসক জিজ্ঞাসা করিল—'কারণ কি?' স্ত্রী কহিল—'বোধ হয়, দ্বার রুদ্ধ থাকে বলিয়া।' ইহা শুনিয়া উপাসক সংবেগ প্রাপ্ত হইল। সে একজন দ্বারপাল নিযুক্ত করিয়া তাহাকে কহিল—'তুমি অদ্য হইতে দ্বার রক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। যদি আর্যগণ আসেন, তখনই তাহাদিগকে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাদের পাত্র গ্রহণ করিবে এবং বসিবার আসন প্রদানাদি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই সম্পাদন করিবে।

দ্বারপাল 'ভাল' বলিয়া উপাসকের আদেশমত সকল বিষয় সম্পাদন করিতে লাগিল। ভিক্ষুদের নিকট সর্বদা ধর্মশ্রবণ করিয়া দ্বারপালের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। সে কর্মফলকে বিশ্বাস করিয়া ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তদবধি শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষুগণের পরিচর্যা করিতে লাগিল।

একদা উপাসকের মৃত্যু হইল। সে মৃত্যুর পর যামদেবলোকে জন্মধারণ করিল। দ্বারপাল অতি শ্রদ্ধার সহিত ভিক্ষুদের সেবা ও পর-প্রদত্ত দান অনুমোদন করিয়া তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার দিব্যৈশ্বর্য দেখিয়া মোগ্‌গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযথম্ভা [১]রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছবি পিবসি খাদসি চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্‌গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো চ নচ্চন্তি সুবণ্ণছন্না।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ... ...পে... ...সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. 'সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ... যস্‌সকম্মস্‌সিদং ফলং।'

৫. 'দিব্বং মমং বস্‌সসহস্‌স মাযু
বাচাভিগীতং মনসা পবত্তিতং,
এত্তাবতা ঠস্‌সতি পুঞ্ঞকম্মো
দিব্বেহি কামেহি সমঙ্গিভূতো।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

---

[১]। সী–রুচিক। হা–রুচির।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'দিব্য গণনায় আমার সহস্র বৎসর পরমায়ু [মনুষ্য গণনায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর], [আর্যগণ আসুন, এই আসন আপনাদের জন্য প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে, এইস্থানে বসুন, আর্যদের শরীর নীরোগ ত? আপনাদের বাসস্থান, নির্বিঘ্ন ত? ইত্যাদি] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ইহাই আমার বাচনিক কুশলকর্ম ও [এই আর্যগণ প্রিয়শীল, ব্রহ্মচারী, ধর্মাচারী ইত্যাদি] চিন্তা করিয়া চিত্তে প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছিলাম, ইহাই আমার মানসিক কুশলকর্ম। এতদূর মাত্র আমার পুণ্যকর্ম [দীর্ঘকাল দেবলোকে] প্রবর্তিত থাকিয়া দিব্য পঞ্চকামগুণে আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে।

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

দ্বারপাল বিমান সমাপ্ত

করণীয় বিমান—৫.৬

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রাবস্তীবাসী একজন উপাসক স্নান-উপকরণসহ অচিরাবতী নদীতে যাইয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন সময় তিনি ভগবানকে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভন্তে, আপনাকে কি কেহ নিমন্ত্রণ করিয়াছে?' ভগবান নীরব রহিলেন। উপাসক বুঝিলেন, কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই। তিনি কহিলেন—'ভন্তে, আমার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।' ভগবান মৌনতায় সম্মতি জানাইলেন। উপাসক ভগবানকে গৃহে নিয়া গেলেন। বুদ্ধের উপযুক্ত আসন প্রজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন এবং উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করিলেন। ভোজন কার্য সমাপ্ত হইলে, দানের ফল বর্ণনা করিয়া ভগবান প্রস্থান করিলেন। (অবশিষ্ট অন্যান্য বিমান সদৃশ)

মোগ্গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূনং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদস যোজনানি,
কূটাগারা [১]সত্তসতা উলারা
বেলুরিযত্থম্ভা [২]রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসি চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ

[১]। সী–কুটাগার সত্তসতা।

[২]। সী–রুচিক।

নারিযো চ নচ্চন্তি সুবণ্ণছন্না।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৪. ‘সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’

৫. ‘করণীযানি পুঞ্ঞানি পণ্ডিতেন বিজানতা,
সম্মগ্‌গতেসু বুদ্ধেসু যত্থ দিন্নং মহপ্‌ফলং।

৬. অত্থায বত মে বুদ্ধো অরঞ্ঞা গামমাগতো,
তত্থ চিত্তং পসাদেত্বা তাবতিংসূপগো অহুং।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. ‘বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা যথায় দান দিলে মহাফল হয়, তাহা অবগত হইয়া করণীয় পুণ্যকার্যসমূহ সম্যক প্রতিপন্ন বুদ্ধদের মধ্যে সম্পাদন করেন।

৬. বুদ্ধ আমার হিতের জন্যই [জেতবন] অরণ্য হইতে গ্রামে আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।’

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

করণীয় বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় করণীয় বিমান—৫.৭

এই সপ্তম বিমান বর্ণনা ষষ্ঠ বিমান সদৃশ। এইস্থানে একজন স্থবিরকে দান দিয়াছিলেন, কেবল ইহাই পার্থক্য। অবশিষ্ট পূর্ব দৃশ।

১. ‘উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযত্থম্ভা রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসি চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্‌গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো চ নচ্চন্তি সুবণ্ণছন্না।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৪. ‘সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’
৫. ‘করণীযানি পুঞ্ঞানি পণ্ডিতেন বিজানতা,
সম্মগ্‌গতেসু বুদ্ধেসু যত্থ দিন্নং মহপ্‌ফলং।
৬. অত্থায বত মে ভিক্‌খু অরঞ্ঞা গামমাগতো,
তত্থ চিত্তং পসাদেত্বা তাবতিংসূপগো অহুং।
৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

এই গাথাসমূহের অনুবাদ পূর্ব সদৃশ। কেবল বুদ্ধস্থলে ভিক্ষু হইবে।

দ্বিতীয় করণীয় বিমান সমাপ্ত

সুচী বিমান—৫.৮

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় সারীপুত্র স্থবিরের চীবর সেলাই করার প্রয়োজন হইয়াছিল। তদ্ধেতু সুচীর প্রয়োজন হইয়াছে, তিনি রাজগৃহে ভিক্ষার্থ বহির্গত হইয়া, কোন এক কর্মকারের গৃহদ্বারে স্থিত হইলেন। স্থবিরকে দেখিয়া কর্মকার জিজ্ঞাসা করিল—‘ভন্তে, আপনার কিসের প্রয়োজন?’ স্থবির কহিলেন—‘চীবর সেলাই করিতে হইবে, সুচীর প্রয়োজন।’ কর্মকার প্রসন্নচিত্তে দুইটি সুচী দিয়া কহিলেন—‘ভন্তে, পুনরায় সুচীর প্রয়োজন হইলে, আমাকে বলিবেন।’ এই বলিয়া বন্দনা করিলেন। স্থবির তাহাকে সুচীদানের ফল বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। এক সময় কর্মকারের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। মহামোগ্‌গল্লান দেবলোকে বিচরণকালীন এই কর্মকার দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘উচ্চমিদং মণিথুণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযথম্ভা রুচকত্থতা সুভা।
২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসি চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্‌গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো চ নচ্চন্তি সুবণ্ণছন্না।
৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।
৪. পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব... ...পে... ...

বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৫. ‘সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্ঠো বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।’

৬. ‘যং [১]দদাতি ন তং হোতি
যঞ্চেব দজ্জা [২]তঞ্চেব সেয্যো,
সূচি দিন্না সূচিমেব সেয্যো।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. ‘দানীয় বস্তু যাহা দেওয়া হয়, [শ্রদ্ধা ও প্রসন্নচিত্তের অভাবে] দাতার তদনুরূপ ফল লাভ হয় না। [দাতাও শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং গ্রহিতাও শীলবান ও মার্গস্থ-ফলস্থ হইলে, দাতা-গ্রতিতা উভয়দিকে পরিশুদ্ধ ভাবের] বিদ্যমান অবস্থায় যাহা কিছু দান দেওয়া হয়, তাহাতেই দানের ফল মহৎ হয়। আমি সুচী দান দিয়াছি, [দান ক্ষুদ্র হইলেও] আমার সুচী দানই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। [যেহেতু আমি সুচী মাত্র দান করিয়া দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছি]

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

সুচী বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় সুচী বিমান—৫.৯

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহবাসী জনৈক সেলাইকারক বিহার দর্শন ইচ্ছায় বেণুবন বিহারে গমন করিল। সে তথায় কোন একজন ভিক্ষুকে চীবর সেলাই করিতে দেখিয়া সুচী কৌটাসহ সুচী দান করিয়াছিল। অবশিষ্ট পূর্বোক্ত মতে জ্ঞাতব্য। মোগ্গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং,
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

২. ‘সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্ঠো বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।’

৩. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা,
পুরিমায জাতিযা মনুস্সলোকে;

---

[১]। সী–দদামি।

[২]। সী–তমেব।

অদ্দসং বিরজং ভিক্‌খুং বিপ্পসন্ন মনাবিলং,
তস্‌স অদাসহং সূচিং পসন্নো সেহি পাণিহি।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম ও ২য় গাথা বর্ণনা পূর্ব সদৃশ।

৩. 'আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ পূর্বক মানবধর্ম রক্ষা করে অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন আমি একজন পাপহীন, বিশুদ্ধচিত্ত ও নির্দোষ ভিক্ষুকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাঁহাকে প্রসন্নচিত্তে স্বহস্তে সুচী দান দিয়াছিলাম।

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দ্বিতীয় সুচী বিমান সমাপ্ত

নাগ বিমান—৫.১০

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ মানসে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহৎ পরিবারবিশিষ্ট মহতী দেবঋদ্ধিতে পরিশোভিত কোন এক দেবপুত্র চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় সকলদিক প্রভাসিত করিয়া সর্বশ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ এক দিব্য হস্তীতে আরোহণপূর্বক আকাশপথে যাইতেছিলেন। স্থবির সেই দেবপুত্রকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবপুত্র স্থবির দর্শনে হস্তী হইতে অবতরণান্তর তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'সুসুক্কখন্ধং অভিরূয্হ নাগং
[1]অকাচিনং দন্তিং বলিং মহাজবং,
অভিরূয্হ গজবরং সুকপ্পিতং
[2]ইধাগমা বেহাসমযন্তলিক্‌খে।

২. নাগস্‌স দন্তেসু দুবেসু নিম্মিতা
অচ্ছোদিকা পদুমিনিযো সুফুল্লা,
পদুমেসু চ তুরিযগণা পবজ্জরে
ইমা চ নচ্চন্তি মনোহরাযো।

৩. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো
মনুস্‌সভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবো

---

[1]। সী–খু–নি–আকাচিনং।
[2]। সী–খু–নি–কচ্চাগমা।

বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'অতিশয় শ্বেতস্কন্ধ [তিলকাদি] দোষহীন, [বৃহৎ-সুন্দর] দন্তযুক্ত, মহাবলসম্পন্ন, অতীব দ্রুতগামী, [বিবিধ মণি, মুক্তা ও স্বর্ণ অলঙ্কারে] উত্তমরূপে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ হস্তীরাজের উপর আরোহণ করিয়া অন্তরীক্ষে এইস্থানে আসিয়াছ?'

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত—অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ নিধান করিয়া যোজন প্রমাণ কনক স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। সপরিবারে কাশিরাজ কিকি এবং নগরবাসিগণ প্রতিদিন সেই স্তূপে পুষ্পপূজা করিতেন। তাঁহারা এভাবে পূজা করাতে পুষ্পসমূহ দুর্লভ ও মহার্ঘ হইয়াছিল। একদা একজন উপাসক মালীদের নিকট যাইয়া এক একটি পুষ্পের মূল্যস্বরূপ এক এক টাকা দিতে ইচ্ছা করিয়াও পুষ্পলাভে বঞ্চিত হইলেন। তিনি পুষ্পরামে উপস্থিত হইয়া মালীকে কহিলেন—'এই আট টাকায় আটটি পুষ্প দাও।' মালী কহিল—'এখানে একটি পুষ্পও নাই, সমস্ত পুষ্প চয়ন করিয়া বিক্রী করিয়াছি।' উপাসক কহিলেন—'আমি উদ্যানে প্রবেশপূর্বক অন্বেষণ করিয়া দেখিব।' মালী কহিল—'আপনার ইচ্ছা হইলে, দেখিতে পারেন।' উপাসক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বহু অন্বেষণের পর, বৃন্তচ্যুত মৃত্তিকায় পতিত আটটি পুষ্প পাইলেন। তিনি মালীকে কহিলেন—'মৃত্তিকায় পতিত আটটি পুষ্প পাইয়াছি, ইহার মূল্য লও।' মালী কহিল—'ইহা আপনার পুণ্যফলে লাভ করিয়াছেন, মূল্য লইব না।' উপাসক বলিলেন—'আমি বিনামূল্যে পুষ্প নিয়া ভগবানকে পূজা করিব না।' এইরূপ বলিয়া তিনি মালীর সম্মুখে টাকা আটটি রাখিয়া চৈত্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি চৈত্যাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া প্রসন্নচিত্তে পুষ্পপূজা করিলেন। অন্য এক সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি দেবলোকে পুনঃপুন চ্যুতি-উৎপত্তির পর গৌতম বুদ্ধের সময় তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়াছিলেন। তখন মহামোগ্গল্লান স্থবির পূর্বোক্ত মতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৪. 'অট্ঠেব মুত্তপুপ্ফানি কস্সপস্স মহেসিনো,
থূপস্মিং অভিরোপেসিং পসন্নো সেহি পাণিহি।

৫. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. 'আমি বৃন্তচ্যুত আটটি পুষ্প প্রসন্নচিত্তে স্বীয় হস্তে মহাঋষি কশ্যপ বুদ্ধের স্তূপে পূজা করিয়াছিলাম।

অন্যান্য গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

নাগ বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় নাগ বিমান—৫.১১

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় রাজগৃহের কোন একজন উপাসক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও ত্রিরত্নে প্রসন্ন ছিলেন। তিনি সর্বদা পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উপোসথ দিবসে উপোসথ পালন করিতেন। তিনি প্রতিদিন পূর্বাহ্নে ভিক্ষুগণকে দান দিতেন এবং অপরাহ্নে পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া অষ্টবিধ পানীয় দ্রব্য হস্তে বিহারে যাইতেন। পানীয় দ্রব্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদানের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্মশ্রবণ করিতেন। এইরূপে সেই উপাসক দানময় ও শীলময় বহু কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম নিয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যবলে স্বর্গরাজ্যে তাঁহার জন্য সর্বশ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ এক দিব্য হস্তীরাজ প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি সেই হস্তীতে আরোহণপূর্বক মহাপরিবার পরিবেষ্টিত ও দিব্যানুভাব পরিশোভিত হইয়া সময় সময় উদ্যান ক্রীড়ায় যাইতেন। অনন্তর একদিন তিনি ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য অর্দ্ধ রাত্রিতে সেই দিব্য হস্তীতে আরোহণপূর্বক মহাপরিষদসহ চতুর্দিক আলোকিত করিয়া বেণুবনে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবানকে বন্দনা করিয়া করজোড়ে একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। তখন বঙ্গীস স্থবির ভগবানের অনতিদূরে স্থিত ছিলেন। তিনি ভগবান হইতে অনুমতি লইয়া দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘মহন্তং নাগং অভিরুয্‌হ সব্বসেতং গজুত্তমং,
[১]বনাবনং অনুপরিযাসি নারীগণ [২]পুরক্‌খতো;
ওভাসেন্তো দিসা সব্বা ওসধী বিয তারকা।

২. কেন তেন তাদিসো বণ্ণো… …পে… …
যে কেচি মনসোপিযা।
পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব… …পে… …
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

তথা পুচ্ছিতো সোপি তস্‌স গাথাহি এবং ব্যাকাসি—

৩. ‘সো দেবপুত্তো অত্তমনো বঙ্গীসেনেব পুচ্ছিতো,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।’

৪. ‘অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা,
উপাসকো চক্‌খুমতো অহোসিং,
পাণাতিপাতা বিরতো অহোসিং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযিস্‌সং।

৫. অমজ্জপো নো চ মুসা অভাসিং

---

[১]। সী–বনানং।

[২]। সী–হা–পুরক্‌খিতো।

সকেন দারেন চ তুট্ঠো অহোসিং,
অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তো
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।
৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'তুমি সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ গজরাজ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছ এবং দেববালাদের পুরোভাগে অবস্থানপূর্বক ওষধি তারকার ন্যায় সকলদিক প্রভাসিত করিয়া [নন্দন] বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছ।'

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. 'আমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া চক্ষুষ্মান ভগবানের উপাসক ছিলাম। আমি প্রাণীহত্যা হইতে বিরত ছিলাম; সংসারে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিয়াছিলাম অর্থাৎ চুরি করি নাই।

৫. মিথ্যাকথা বলি নাই, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিলাম, মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সৎকারের সহিত বিপুলভাবে অন্ন-পানীয় দান করিয়াছিলাম।'

৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দ্বিতীয় নাগ বিমান সমাপ্ত

তৃতীয় নাগ বিমান—৫.১২

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় তিনজন ক্ষীণাসব ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাযাপন করিয়া ভগবানকে বন্দনা মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে সন্ধ্যা হইল। তাঁহারা কোন এক ইক্ষুক্ষেত্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সেই ইক্ষুক্ষেত্র ছিল জনৈক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের। ভিক্ষুরা ইক্ষুপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'অদ্য আমরা রাজগৃহে উপস্থিত হইতে পারিব কি?' সে কহিল—'ভন্তে, পারা যাইবে না, এস্থান হইতে রাজগৃহ অর্দ্ধ যোজন। এখানে রাত্রি যাপন করিয়া আগামীকল্য যাইতে পারেন।' ভিক্ষুগণ কহিলেন—'এখানে অবস্থানের উপযুক্ত কোন আবাসস্থান আছে কি?' সে কহিল—'নাই ভন্তে, আমি বাসস্থান করিয়া দিব।' ভিক্ষুরা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। ইক্ষুপাল ইক্ষুপত্রাচ্ছাদন, তৃণাচ্ছাদন ও বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া তিনজন ভিক্ষুর জন্য তিনখানা পর্ণকুটির নির্মাণ করিয়া দিল। ভিক্ষুগণ তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। ইক্ষুপাল অতি প্রত্যুষে খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করিয়া ভিক্ষুগণকে দন্তকাষ্ঠ ও মুখ ধুইবার জল প্রদান করিল। ভিক্ষুদের প্রাতকৃত্য সম্পাদন হইলে ইক্ষুরসসহ অন্ন প্রদান করিল। তাঁহারা আহারান্তে দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইক্ষুপাল স্থবিরদিগকে এক একখানা ইক্ষু

প্রদানপূর্বক তাঁহাদের সঙ্গে কিছুদূর অনুগমন করিল। তৎপর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপন কুশলকর্ম চিন্তা করিতে করিতে তাহার অন্তরে অনুপম প্রীতির সঞ্চার হইল।

তখন ক্ষেত্রস্বামী স্থবিরদের সম্মুখপথ দিয়া আসিতেছিল। সে স্থবিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার ইক্ষু কোথায় পাইলেন?' স্থবিরগণ কহিলেন—'ইক্ষুপাল দিয়াছে।' ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রস্বামী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইল এবং ইক্ষুপালকে মুদ্গারের এক আঘাতেই মারিয়া ফেলিল। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে সুধর্মা দেবসভায় উৎপন্ন হইল। তাহার পুণ্যবলে এক সুবৃহৎ দিব্য শ্বেতহস্তী প্রাদুর্ভূত হইল।

ইক্ষুপালের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মাতাপিতা ও জ্ঞাতিমিত্রগণ ক্রন্দন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল। জ্ঞাতিগণ যখন তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন দিব্য হস্ত্যরূঢ়, অপ্সরা পরিবৃত, দেবঋদ্ধিতে দেদীপ্যমান সেই দেবপুত্র পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনিতে নিনাদিত করিয়া দেবলোক হইতে আগমনপূর্বক আকাশে সকলের নয়নপথে স্থিত হইলেন। সেইস্থানে কোন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'কো নু দিব্বেন যানেন সব্বসেতেন হত্থিনা,
তুরিযতালিত নিগ্ঘোসো অন্তলিক্খে মহীযতি?

২. দেবতানুসি গন্ধব্বো [1]আদু সক্কো পুরিন্দদো,
অজানন্তা তং পুচ্ছাম কথং জানেমু তং ময'ন্তি?

সো পিস্স ইমাহি গাথাহি এতমত্থং ব্যাকাসি—

৩. 'নম্হি দেবো ন গন্ধব্বো [2]নপি সক্কো পুরিন্দদো,
সুধম্মা নাম যে দেবা তেসং অঞ্ঞতরো অহ'ন্তি।

পুনপি পুচ্ছি—

৪. '[3]পুচ্ছাম দেবং সুধম্মং পুথুং কত্বান অঞ্জলিং,
কিং কত্বা মানুসে কম্মং সুধম্মং উপপজ্জ[4]তী'তি?

পুনপি ব্যাকাসি—

৫. 'উচ্ছাগারং তিণাগারং বত্থাগারঞ্চ যো দদে,
তিণ্ণমঞ্ঞতরং দত্বা সুধম্মং উপপজ্জতী'তি।

১. 'সর্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট দিব্য হস্তীযানে আরোহণ করিয়াছেন এবং পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনিসহ মহাপরিষদ দ্বারা অন্তরীক্ষে পূজিত হইতেছেন, আপনি কে?

২. আপনি দেবতা? না গন্ধর্ব? না কি শত্রু পুরন্দর? আমরা জানি না, তাই জিজ্ঞাসা

---

[1]। খু-নি-অহু, হা-অদু।
[2]। সী-নহি, হা-নম্হি।
[3]। হা-পুচ্ছামি।
[4]। হা-সীতি।

করিতেছি। আপনি কে, তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারি?'

দেবতা কহিলেন—

৩. 'আমি [আপনাদের জিজ্ঞাসিত সেরূপ কোন] দেবতা, গন্ধর্ব অথবা শক্র পুরন্দর নহি; [তাবতিংসে] সুধর্মা নামে যেই দেবগণ আছেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতর।'

সেই ব্যক্তি পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—

৪. 'আমি সগৌরবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সুধর্মা দেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি—মনুষ্যলোকে কি কর্ম করিলে, সুধর্মা দেবকুলে উৎপন্ন হওয়া যায়?'

দেবপুত্র কহিলেন—

৫. 'যেই ব্যক্তি ইক্ষুপত্রাগার, তৃণাগার ও বস্ত্রাগার দান করে অথবা এই তিনটির যে কোন একটি দান করে, সে সুধর্মা দেবকুলে উৎপন্ন হয়।'

এইরূপে দেবপুত্র জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়া ত্রিরত্নের গুণ প্রকাশ করিলেন। তৎপর মাতাপিতা হইতে বিদায় নিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। মনুষ্যেরা দেবপুত্রের কথা শুনিয়া বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রতি চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করিল। তাহারা শকটপূর্ণ দানোপকরণ নিয়া বেণুবনে উপস্থিত হইল এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে মহাদান দিয়া ভগবানকে দেবপুত্রের কাহিনী নিবেদন করিল। ভগবান সেই দেবপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া বিস্তৃতভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা সকলেই ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তাহারা গ্রামে আসিয়া ইক্ষুপালের মৃত্যু স্থানে বিহার নির্মাণ করাইয়া দিল।

তৃতীয় নাগ বিমান সমাপ্ত

চুলরথ বিমান—৫.১৩

ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক ধাতু বণ্টন হইয়া গিয়াছে। সপ্ত চৈত্যে নিধান কার্যও সমাপ্ত হইয়াছে। মহাকশ্যপপ্রমুখ চারি প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত পঞ্চশত অর্হৎ কর্তৃক প্রথম সঙ্গীতিও সমাপ্ত হইয়াছে। এখন আপন আপন শিষ্যগণ লইয়া যাঁহার যেইস্থান প্রতিরূপ বলিয়া মনে হইল, তিনি সেইস্থানেই যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাকচ্চায়ন স্থবির প্রত্যন্ত প্রদেশে কোন অরণ্যে আবাসযোগ্য স্থান নির্বাচন করিয়া লইলেন। সেই সময় অস্‌সক রাজ্যে পোতলী নগরে অস্‌সক নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার প্রধান রাণীর পুত্র সুজাত কুমার ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ছোট রাণীর দুরভিসন্ধিতে রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। রাজপুত্র অরণ্যে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সুজাত কুমার পূর্বজন্মে কশ্যপ বুদ্ধের শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। পুনঃপুন

সুগতিতে (দেব-মনুষ্যলোকে) জন্মলাভ করিয়া, এই গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের ত্রিশ বৎসর পরে, অস্সক রাজ্যে অস্সক রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যু হইলে রাজা অন্য এক রাজকন্যাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া লইলেন। এই রাণীর একটি পুত্র সন্তান হইল। রাজা পুত্র দেখিয়া অত্যধিক আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি প্রসন্নচিত্তে সহাস্যবদনে রাণীকে কহিলেন—'ভদ্রে, তোমার ইচ্ছামত একটা বর প্রার্থনা কর।' রাণী কহিলেন—'মহারাজ, আমার বর এখন থাকুক, যখন প্রয়োজন হইবে, তখন গ্রহণ করিব।'

যখন সুজাত কুমার ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন, তখন রাণী রাজাকে কহিলেন—'স্বামিন, আপনি আমার পুত্রকে বর দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, এখন সেই বর প্রদান করুন।' রাজা কহিলেন—'হাঁ দেবি, গ্রহণ কর।' রাণী—'আমার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করুন।' রাজা ক্রোধস্বরে কহিলেন—'চণ্ডালিনী, দেবপুত্র তুল্য আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিদ্যমানে কোন সাহসে এরূপ বলিতেছিস?' এই বলিয়া রাজা রাণীর কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তথাপি রাণী রাজাকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা রাণী বিরক্ত হইয়া কহিলেন—'রাজ মহাশয়, যদি আপনাকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বর দিতে হইবে।' রাজা রাণীর কথায় বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, রাণীর প্রার্থীত বর দিতেই হইবে। তখন রাজা মর্মাহত হইয়া সুজাত কুমারকে আহ্বানপূর্বক কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দুঃসংবাদ জানাইলেন। কুমার পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে কহিলেন—'পিতঃ, আপনি অনুজ্ঞা করুন, আমি অন্যত্র গমন করিব।' রাজা কহিলেন—'বৎস, তোমার জন্য অন্য একখানা নগর প্রস্তুত করিব, তথায় তুমি অবস্থান কর।' কুমার তাহা ইচ্ছা করিলেন না। রাজা পুনরায় কহিলেন—'তাহা হইলে বৎস, আমার বন্ধু রাজাদের নিকট পাঠাইব।' কুমার তাহাও ইচ্ছা করিলেন না। তিনি কহিলেন—'আমি অরণ্য ব্যতীত আর কোথাও যাইব না।' রাজা পুত্রকে আলিঙ্গন ও শিরচুম্বন করিয়া কহিলেন—'বৎস, তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর, আমার মৃত্যুর পর আসিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিও।' এই বলিয়া রাজা কুমারকে বিদায় দিলেন। রাজপুত্র অরণ্যে যাইয়া মৃগয়ায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার পূর্বজন্মে যখন ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহার সেই ভিক্ষু সময়ের একজন ভিক্ষু বন্ধু ছিলেন। সেই ভিক্ষুবন্ধু মরণান্তে দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদিন রাজকুমার মৃগয়ায় গমন করিলে সেই দেবপুত্র কুমারের মঙ্গলকামী হইয়া মৃগরূপ ধারণপূর্বক তাঁহাকে প্রলোভিত করিলেন। সেই মৃগরূপী দেবপুত্র ক্রমশ যাইয়া কচ্চায়ন স্থবিরের বাসস্থান সমীপে অন্তর্দ্ধান হইলেন। রাজকুমার মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে স্থবিরের পর্ণশালায় উপস্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয় দিব্যজ্ঞানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার প্রতি অনুকম্পা বিতরণে কহিলেন—

১. ‘দল্হধম্মা নিসারস্‌স ধনুং ওলুপ্ত তিট্‌ঠলি,
খত্তিযো নুসি রাজঞ্ঞো আদু লুদ্দো [১]বনে চরো’তি।

১. ‘অতিশয় উত্তম সারবান বৃক্ষের দৃঢ় ধনুতে তার দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ; তুমি কি ক্ষত্রিয় রাজকুমার, না বনচর ব্যাধ?’

নিম্নোক্ত গাথা দুইটি বলিয়া রাজকুমার নিজের পরিচয় দিতেছেন—

২. ‘অস্‌সকাধিপতিস্‌সাহং ভন্তে পুত্তো বনে চরো,
নামং মে ভিক্‌খুতে ব্রূমি সুজাতো ইতি মং বিদুং।

৩. [২]মিগে গবেসমানো’হং ওগাহন্তো ব্রহাবনং,
[৩]মিগং তঞ্চেব নাদ্দক্‌খিং তঞ্চ দিস্বা ঠিতো অহ’ন্তি।

২. ‘ভন্তে, আমি অস্‌সকাধিপতির পুত্র (কিন্তু এখন আমি) বনচর। হে ভিক্ষু প্রবর, আপনাকে বলিতেছি—আমার নাম ‘সুজাত’ বলিয়া জনসাধারণ জানেন।

৩. আমি যেই মৃগান্বেষী হইয়া গভীর বনে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু সেই মৃগকে দেখিতে পাইলাম না, আপনাকেই দেখিয়া আমি (এখানে) স্থিত হইয়াছি।’

রাজপুত্রের কথা শুনিয়া স্থবির তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন—

৪. ‘স্বাগতন্তে মহাপুঞ্ঞ অথো তে অদুরাগতং,
এত্তো উদকমাদায পাদে পক্‌খালযস্‌সু তে।

৫. ইদম্পি পানীযং সীতং আভতং গিরিগব্‌ভরা,
রাজপুত্ত ততো পীত্বা সন্থতস্মিং উপাবিসা’তি।

৪. ‘হে মহাপুণ্যবান, তোমার শুভাগমন হইয়াছে। ইহা তোমার অশুভ আগমন নহে (যেহেতু তোমার আগমন আমাদের উভয়ের প্রীতিজনক হইয়াছে)। এই স্থান হইতে জল লইয়া তোমার পদ প্রক্ষালন কর।

৫. হে রাজপুত্র, এই পানীয়জল শীতল, ইহা গিরিগহ্বর হইতে আনয়ন করা হইয়াছে; তথা হইতে জলপান করিয়া ঐ বিস্তৃত তৃণাসনে উপবেশন কর।’

রাজকুমার স্থবিরের ভদ্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—

৬. কল্যাণী বত তে বাচা সবণীযা মহামুনি,
[৪]নেলা চ’ত্থবতী বগ্‌গু মন্ত্বা অত্থঞ্চ ভাসযে।

৭. কা তে রতি বনে বিহরতো
ইসিনিসভ বদেহি পুট্‌ঠো,
তব বচনপথং নিসামযিত্বা

১। সী–হা–বনা।

২। সী–খু–সোহং মিগং অনুপদং।

৩। হা–মিগবধঞ্চ।

৪। সী–হা–নেলা অত্থসতী।

অথ ধম্মপদং সমাচরেমসে'তি।

৬. 'হে মহামুনি, আপনার বাক্য অতি শোভনীয়, শ্রবণীয়, নির্দোষ, অর্থযুক্ত ও মধুর। আপনি প্রজ্ঞার দ্বারা অবগত হইয়া হিতকর বাক্য ভাষণ করিতেছেন।

৭. হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—আপনি বনে বিহরণ করিয়া কিরূপ রমিত হইতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহ-পরকালের হিতসাধক শীলাদি ধর্ম বিষয় সম্যকরূপে আচরণ করিব।'

স্থবির কহিলেন—

৮. 'অহিংসা সব্বপাণিনং [১]কুমারম্হাক রুচ্চতি,
থেয্যা চ অতিচারা চ মজ্জপানা চ আরতি।

৯. আরতি সমচরিয চ বাহুসচ্চং কতঞ্ঞুতা,
দিট্ঠেব ধম্মে পাসংসা ধম্মা এতে পসংসিযা'তি।

৮. 'হে কুমার, সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসা ভাব এবং চুরি, ব্যভিচার ও মদ্যপান হইতে বিরত হওয়াই আমাদের অভিরুচি।

৯. উক্ত পাপধর্ম হইতে বিরতি, (কায় সংযমাদি) শমচর্যা, বহুসত্য, কৃতজ্ঞতা ও দৃষ্টধর্মে (ইহকালে) অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, এই ধর্মসমূহ প্রশংসনীয়।'

এইরূপে স্থবির রাজপুত্রের চিত্তানুরূপ সম্যক প্রতিপত্তি ধর্মকথা কহিলেন। অতঃপর স্থবির দিব্যজ্ঞানে তাঁহার পরমায়ু সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া জানিতে পারিলেন—মাত্র পাঁচমাস তিনি জীবিত থাকিবেন। তখন স্থবির তাঁহার সংবেগ উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে সম্যক প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য কহিলেন—

১০. 'সন্তিকে মরণং তুয্হং ওরং মাসেহি পঞ্চহি,
রাজপুত্ত বিজানাহি অত্তানং পরিমোচযা'তি।

১০. 'হে রাজপুত্র, তুমি বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখ—তোমার মৃত্যু নিকটে, আর পাঁচ মাস পরে (তোমার মৃত্যু ঘটিবে), (অতএব) নিজকে (অপায় দুঃখ হইতে) বিমুক্ত কর।'

তৎপর কুমার আপন মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

১১. 'কতমং স্বাহং জনপদং গন্ত্বা কিং কম্মং কিঞ্চ পোরিসং,
কায বা পন বিজ্জায ভবেয্যং অজরামরো'তি?

১১. 'আমি কোন প্রদেশে যাইয়া জীবনের কোন কর্ম সম্পাদন করিলে এবং কোন বিদ্যা অবলম্বন করিলে অজর-অমর হইতে পারিব?'

অতঃপর স্থবির তাহাকে এই নিম্নোক্ত গাথাগুলি বলিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন—

---

[১]। সী–কুমার অম্হাকং।

১২. ‘ন বিজ্জতে সো পদেসো কম্মং বিজ্জা চ পোরিসং,
যত্থ গন্ত্বা ভবে মচ্চো রাজপুত্তাজরামরো।

১৩. মহদ্ধনা মহাভোগা রট্‌ঠবন্তোপি খত্তিযা,
পহূতধন ধঞ্ঞাসে তেপি ন অজরামরা।

১৪. যদি তে সুতা অন্ধকবেণ্‌হুপুত্তা
সুরা বীরা বিক্কন্তপ্পহারিনো,
তেপি আযুক্‌খমং পত্তা
বিদ্ধস্তা সস্‌সতীসমা।

১৫. খত্তিযা ব্রাহ্মণা বেস্‌সা সুদ্দা চণ্ডালপুক্কুসা,
এতে চ’ঞ্ঞে চ জাতিযা তেপি ন অজরামরা।

১৬. যে মন্তং পরিবত্তেন্তি ছলঙ্গং ব্রহ্মচিন্তিতং,
এতে চ’ঞ্ঞে চ বিজ্জায তেপি ন অজরামরা।

১৭. ইসযো চাপি যে সন্তা সঞ্ঞতত্তা তপস্‌সিনো,
সরীরং তেপি কালেন বিজহন্তি তপস্‌সিনো।

১৮. ভাবিতত্তাপি অরহন্তো কতকিচ্চা অনাসবা,
নিক্‌খিপন্তি ইমং দেহং পুঞ্ঞপাপপরিক্‌খযা’তি।

১২. ‘হে রাজপুত্র, তেমন কোন স্থান বিদ্যমান নাই, যেখানে যাইয়া তুমি অজর-অমর হইতে পারিবে। তেমন কোন পুরুষোচিত কর্ম ও বিদ্যা বর্তমান নাই, যদ্দ্বারা তুমি অজর-অমর হইতে পারিবে।

১৩. মহাধনশালী, মহাভোগশালী, ক্ষত্রিয়-রাজ্যেশ্বর ও প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন হইলেও তাহারাও অজর-অমর হইতে পারে না।

১৪-১৫. সেই শক্তিশালী, বীর্যবান, শত্রুবিদ্ধস্তকারী, চন্দ্র-সূর্যসম অন্ধকবেণ্‌হুর পুত্রগণ যেহেতু আয়ুক্ষয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, পুক্কুশ (অতি নীচ জাতি) ও অন্যান্য জাতীয় প্রাণীগণও অজর-অমর নহে।

১৬. যাহারা বেদ পরিবর্তন করে, [কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি, শিক্ষা, ছন্দ, জ্যোতিষ এই] ষড়বিধ শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মধ্যানী এবং অন্যান্য বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, তাহারাও অজর-অমর নহে।

১৭. যাহারা শান্ত, সংযতচিত্ত, ঋষি ও তপস্বী, সেই তপস্বীরাও যথাকালে [মৃত্যুতে আপন] শরীর ত্যাগ করে।

১৮. পুণ্য-পাপের পরিক্ষয় প্রাপ্ত, ভাবিতচিত্ত, অর্হৎ, কৃতকর্মী ও আসবহীনেরাও এই দেহ ত্যাগ করেন।’

তচ্ছ্রবণে কুমার আপন কর্তব্য সম্বন্ধে বলিতেছেন—

১৯. ‘সুভাসিতা অত্থবতী গাথাযো তে মহামুনি,

নিজ্ঝত্তোম্হি সুভট্ঠেন ত্বঞ্চ মে সরণং ভবা’তি।

১৯. ‘হে মহামুনি, আপনি অর্থবতী গাথাসমূহ উত্তমরূপে ভাষণ করিলেন। আপনার সুন্দর বাক্যে আমার ধর্মসংজ্ঞা লাভ হইয়াছে, আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।’

তৎপর স্থবির তাঁহাকে এই গাথায় উপদেশ দিলেন—

২০. ‘মা মং ত্বং সরণং [1]গচ্ছ তমেব সরণং বজ,
সক্যপুত্তং মহাবীরং যমহং সরণং গতো’তি।

২০. ‘তুমি আমার শরণাপন্ন হইও না, আমি যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি সেই মহাবীর শাক্যপুত্রের শরণাপন্ন হও।’

তৎপর রাজকুমার কহিলেন—

২১. ‘কতরস্মিং সো জনপদে সত্থা তুম্হাক মারিস,
অহম্পি দট্ঠুং গচ্ছিস্সং জিনং অপ্পটিপুগ্গল’ন্তি।

২১. ‘ভন্তে, কোন প্রদেশে আপনাদের সেই শাস্তা অবস্থান করিতেছেন? সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ জিনকে দেখিবার জন্য আমিও যাইব।’

পুনরায় স্থবির কহিলেন—

২২. ‘পুরত্থিমস্মিং জনপদে ওক্কাককুল সম্ভবো,
তত্থাসি পরিসাজঞ্ঞো সো চ খো পরিনিব্বুতো’তি।

২২. ‘পূর্ব প্রদেশে ওক্কাককুলে উৎপন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ তথায় (পূর্ব প্রদেশে) ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।’

এইরূপে সেই রাজপুত্র স্থবিরের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন—

২৩. ‘সচে হি বুদ্ধো তিট্ঠেয্য সত্থা তুম্হাক মারিস,
যোজনানি সহস্সানি [2]গচ্ছেয্যং পযিরুপাসিতুং।

২৪. [3]যতো চ খো পরিনিব্বুতো সত্থা তুম্হাক মারিস,
[4]নিব্বুতম্পি মহাবীরং গচ্ছামি সরণং অহং।

২৫. উপেমি সরণং বুদ্ধং ধম্মঞ্চাপি অনুত্তরং,
সঙ্ঘঞ্চ নরদেবস্স গচ্ছামি সরণং অহং।

২৬. পাণাতিপাতা বিরমামি খিপ্পং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভণামি

---

[1]। সী–গণ্ডি।
[2]। হা–গচ্ছে।
[3]। হা–যতো চ।
[4]। হা-পরিনিব্বুতং।

সকেন দারেন চ হোমি তুট্‌ঠো'তি।

২৩. 'ভন্তে, আপনাদের শাস্তা বুদ্ধ যদি এখন জীবিত থাকিতেন, সহস্র যোজন (দূরে থাকিলেও) যাইয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতাম।

২৪. ভন্তে, আপনাদের শাস্তা পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হইলেও, তথাপি আমি সেই নির্বাণপ্রাপ্ত মহাবীরের শরণাপন্ন হইতেছি।

২৫. আমি নর দেহের মধ্যে অনুত্তর বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতেছি।

২৬. আমি যথাসত্বর প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইব, সংসারের যাহা চুরি বলিয়া কথিত হয়, তাহা পরিবর্জন করিব, মদ্যপান করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, আপন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকিব।'

এইরূপে স্থবির তাঁহাকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া কহিলেন—'রাজকুমার, অরণ্যবাসে তোমার নিষ্প্রয়োজন। তোমার পরমায়ু অতি অল্প; মাত্র পাঁচ মাস। সুতরাং তুমি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর, যেন ইহা তোমার স্বর্গ লাভের হেতু হয়।' রাজকুমার কহিলেন—'ভন্তে, আপনার কথায় আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। আপনিও আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া সেখানে আসিবেন।' ইহা বলিয়া তিনি স্থবিরকে তাঁহার পিতৃরাজ্যে যাইবার জন্য স্বীকৃত করাইয়া তাঁহাকে অভিবাদনান্তর প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র সুজাত কুমার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করিয়া পিতার নিকট তাঁহার আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। পুত্রের আগমন সংবাদ শ্রবণ মাত্র রাজা সপরিবারে উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। রাজা কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া রাজপুরীতে যাইবার জন্য কহিলেন এবং তাহাকে রাজ্যাভিষেকের ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। ইহা শুনিয়া কুমার কহিলেন—'দেব, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। পাঁচ মাস পরে আমার জীবনলীলার অবসান ঘটিবে। সুতরাং রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন?' রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাকে এই ভবিষ্যদ্বাণী কে বলিল?' কুমার কহিলেন—'দিব্যজ্ঞানী কচ্চায়ন স্থবির।' রাজা—'তিনি কে?' কুমার—'তিনি ত্রিলোকগুরু ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের শিষ্য।' ইহা বলিয়া কুমার স্থবির ও বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের গুণ বর্ণনা করিলেন।

রাজা তচ্ছ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত ও সংবিগ্ন হইলেন। অতঃপর তিনি স্থবির ও ত্রিরত্নের গুণাবলী শ্রবণে প্রসন্নতা লাভ করিয়া স্থবিরের জন্য একখানা সুদৃশ্য বিহার নির্মাণপূর্বক তাঁহাকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়া দিলেন। রাজার ও রাজ্যবাসীদের প্রতি অনুকম্পা করিয়া স্থবির আগমন করিলেন। রাজা সপরিবারে তাঁহাকে আগু বাড়াইয়া লইলেন। অনন্তর তিনি শরণত্রয় ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চতুর্প্রত্যয়ে স্থবিরের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

রাজকুমার শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দান ও ধর্মশ্রবণাদি বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদন

করিতে করিতে পাঁচ মাসের পর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মরণান্তে তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত, সপ্তযোজন প্রমাণ বিশিষ্ট একখানা দিব্যরথ উৎপন্ন হইল। বহু অপ্সরা তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিল।

রাজা কুমারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর সপরিবারে রাজা পূজা করিবার উদ্দেশ্যে পূজোপকরণ নিয়া ভগবানের ধাতুচৈত্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় রাজার আগমনে বহুলোক সমবেত হইল। কচ্চায়ন স্থবিরও আপন শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় দেবপুত্র স্বীয় পূর্বার্জিত কুশলকর্ম স্মরণ করিয়া জানিতে পারিলেন—স্থবির তাঁহার মহাপকারী। দেবপুত্র জ্ঞাত হইলেন—তিনি শিষ্যগণসহ চৈত্যাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। দেবপুত্র চিন্তা করিলেন—'এখন আমি তথায় যাইয়া স্থবিরকে বন্দনা করিব এবং বুদ্ধশাসনের গুণ প্রকাশ করিব।' এইরূপ মনে করিয়া দেবপুত্র আপন পরিষদসহ দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সকলের দৃশ্যপথে আসিয়া স্থবিরের পাদপদ্মে বন্দনা করিলেন। তৎপর রাজার সহিত সন্তোষজনক আলাপ করিয়া স্থবিরের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিত হইলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

২৭. 'সহস্সরংসীব যথা মহপ্পভো
দিসং যথা ভাতি নভে অনুক্কমং,
তথপ্পকারো [1]তবযং মহারথো
সমন্ততো যোজনসত্তমাযতো।

২৮. সুবণ্ণপট্টেহি সমন্ত[2]মোত্থটো
উরস্স মুত্তাহি মণীহি চিত্তিতো,
লেখা সুবণ্ণস্স চ রূপিযস্স
সোভেন্তি বেলুরিযমযা সুনিম্মিতা।

২৯. সীসঞ্চিদং বেলুরিযস্স নিম্মিতং
যুগঞ্চিদং লোহিতকায চিত্তিতং,
যুত্তা সুবণ্ণস্স চ রূপিযস্স
সোভন্তি অস্সাপি ইমে মনোজবা।

৩০. সো তিট্ঠসি হেমরথে অধিট্ঠিতো
দেবানমিন্দোব সহস্সবাহনো,
পুচ্ছামি তাহং যসবন্ত কোবিদং
কথং তযা লদ্ধো অযং উলারো'তি?

---

[1]। সী–তাবযং।

[2]। সী–মোততো।

২৭. 'যেমন আকাশে মহাপ্রভ সূর্য অনুক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল প্রভাসিত করে, সেইরূপ তোমার সাত যোজন বিস্তৃত এই মহারথখানি চতুর্দিকে প্রভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

২৮. [রথ] সুবর্ণপাতের দ্বারা চতুর্দিক আচ্ছাদিত, রথের ঈষাদণ্ডের মূলভাগ মণি-মুক্তা চিত্রিত, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় পাতে বৈদুর্যময় [মালাকর্ম ও লতাকর্মযুক্ত] রেখাসমূহ সুনির্মিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

২৯. এই রথশির বৈদুর্য নির্মিত, যুগ [যোয়ালি] লোহিতঙ্ক মণি দ্বারা চিত্রিত, যোত্ররজ্জু স্বর্ণ ও রৌপ্যময়, এই রথে দ্রুতগামী অশ্বগুলিও শোভা পাইতেছে।

৩০. সহস্র বাহন (সহস্র অশ্ব যাহাকে বহন করে) দেবেন্দ্রের ন্যায় তুমি (দেবঋদ্ধি প্রভাবে এই স্থান) অভিভব করিয়া স্বর্ণরথে অবস্থান করিতেছ। হে যশবান রথারোহণে দক্ষ দেবপুত্র, তুমি কোন কর্মের ফলে এই মহাযশ লাভ করিয়াছ?'

স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৩১. 'সুজাতো নামহং ভন্তে রাজপুত্তো পুরে অহুং,
ত্বঞ্চ মং অনুকম্পায সঞ্ঞমস্মিং নিবেসযি।

৩২. খীণাযুকঞ্চ মং ঞত্বা সরীরং পাদাসি সত্থুনো,
ইমং সুজাত পূজেহি তং তে অত্থায হেহীতি।

৩৩. তাহং গন্ধেহি মালেহি পূজযিত্বা সমুয্যতো,
পহায মানুসং দেহং উপপন্নোম্হি [1]নন্দনং।

৩৪. [2]নন্দনোপবনে রম্মে নানাদ্বিজগণাযুতে,
রমামি নচ্চগীতেহি অচ্ছরাহি পুরক্খতো'তি।

৩১. 'ভন্তে, আমি পূর্বজন্মে সুজাত নামক রাজপুত্র ছিলাম, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। আমি আপনার উপদেশ রক্ষা করিয়াছিলাম।

৩২. আপনি আমার ক্ষীণায়ু সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া ভগবানের শারীরিক ধাতু আমাকে দিয়াছিলেন, (এবং বলিয়াছিলেন—) হে সুজাত, তুমি ইহা পূজা কর, তাহা তোমার হিতসাধন করিবে।

৩৩. আমি নিজকে আপনার উপদেশে সম্যকরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলাম, সুগন্ধ দ্রব্য ও পুষ্পমাল্যে সেই ধাতুপূজা করিয়া মরণান্তে নন্দনবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

৩৪. নানাজাতীয় পক্ষীসমাকুল রমণীয় নন্দনবনে অপ্সরাগণের সম্মুখে থাকিয়া আমি নৃত্যগীতে রমিত হইতেছি।'

দেবপুত্র এইরূপে স্থবিরের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিলেন। তদনন্তর দেবপুত্র স্থবিরকে বন্দনা করিয়া, পিতা হইতে বিদায় নিয়া রথারোহণে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। স্থবির দেবপুত্রকে উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা

---

[1]। হা-নন্দনে।

[2]। হা-নন্দনে চ বনে।

করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের হিতসাধন করিয়াছিল।

চূলরথ বিমান সমাপ্ত

মহারথ বিমান—৫.১৪

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ করিতে করিতে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় গোপাল নামক এক দেবপুত্র ছিলেন। তিনি স্বকীয় বিমান হইতে বহির্গত হইয়া সহস্র অশ্বযুক্ত এক সুবৃহৎ দিব্যরথে আরোহণান্তর উদ্যান ক্রীড়ায় যাইতেছিলেন। মহাপরিষদ পরিবৃত ও মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান হইয়া দেবপুত্র বড়ই শোভা পাইতেছিলেন। তিনি পথে মহামোগ্‌গল্লানের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দেবপুত্র সহসা সগৌরবে রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি স্থবিরকে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনা করিলেন এবং শিরোপরি অঞ্জলি স্থাপন করিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবপুত্রের পূর্বজন্ম এই—ইনি কশ্যপ বুদ্ধের সময় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল গোপাল। এই গোপাল ব্রাহ্মণ কাশীর অধিপতি কিকি মহারাজের কন্যা উরচ্ছদমালার আচার্য ছিলেন। ইনি কশ্যপ বুদ্ধ ও তাঁহার শ্রাবকসঙ্ঘকে অসদৃশ দান দিয়াছিলেন এবং আরো অন্যান্য পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই পুণ্যকার্যের প্রভাবে ইনি তাবতিংস স্বর্গে শতযোজন বিশিষ্ট কনক বিমানে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বহুশত অপ্সরা তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার জন্য কোমল মধুর স্বরলহরী বিঘোষিত দিবাকর সদৃশ প্রদীপ্তমান দিব্য অশ্বরথ উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি পুনঃপুন দেবলোকেই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে এই গৌতম বুদ্ধের সময় যখন তিনি গোপাল নামক দেবপুত্র হইয়া তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিয়াছিলেন, তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাঁহাকে নিম্নোক্ত গাথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

১. 'সহস্‌সযুত্তং হযবাহনং সুভং
আরুয্‌হিমং সন্দনং নেকচিত্তং,
উয্যানভূমিং অভিতো অনুক্কমং
পুরিন্দদো ভূতপতীব বাসবো।

২. সোবণ্ণমযা তে রথকুব্বরা উভো
[১]থলেহি অংসেহি অতীব সঙ্গতা,
সুজাতগুম্বা নরবীরনিট্‌ঠিতা
বিরোচতি পণ্ণরসেব চন্দো।

---

[১]। সী-হা-খু-ফলেহি।

৩. সুবণ্ণজালাবিততো রথো অযং
বহূহি নানারতনেহি চিত্তিতো,
সুনন্দিঘোসো চ সুভস্সরো চ
বিরোচতি চামরহত্থবাহুহি।

৪. ইমা চ [১]নাভ্যো মনসাভিনিম্মিতা
রথস্স পাদন্তরমজ্ঝভূসিতা,
ইমা চ নাভ্যো সতরাজিচিত্তিতা,
সতেরতা বিজ্জু রিবপ্পভাসবে।

৫. অনেকচিত্তা বিততো রথো অযং
পুথু চ নেমী চ সহস্সরংসিকো,
তেসং সরো সুয্যতি বগ্গুরূপো
পঞ্চঙ্গিকং তুরিযমিবপ্পবাদিতং।

৬. সিরস্মিং চিত্তং মণিচন্দকপ্পিতং
সদা বিসুদ্ধং রুচিরং পভস্সরং,
সুভণ্ণরাজীহি অতীব সঙ্গতং
বেলুরিয রাজীব অতীব সোভতি।

৭. ইমে চ বালী মণিচন্দকপ্পিতা
আরোহকম্বু সুজবা ব্রহুপমা,
ব্রহা মহন্তা বলিনো মহাজবা
মনো তবঞ্ঞায তথেব সিংসরে।

৮. ইমে চ সব্বে সহিতা চতুক্কমা
মনো তবঞ্ঞায তথেব সিংসরে,
সমং বহন্তী মুদুকা অনুদ্ধতা
আমোদমানা তুরগানমুত্তমা।

৯. ধূনন্তি বগ্গন্তি পতন্তি অম্বরে
অব্ভুদ্ধুনন্তা সুকতে পিলন্ধনে,
তেসং সরো সূযতি বগ্গুরূপো
পঞ্চঙ্গিকং তুরিযমিবপ্পবাদিতং।

১০. রথস্স ঘোসো অপিলন্ধনানি চ
খুরস্স নাদো অভি[২]হিংসনায চ,
ঘোসো সুবগ্গু [১]সমিতস্স সুয্যতি

---

[১]। সী–খু–নব্ভো, হা–নভ্যো।
[২]। সী–সিংসিভায চ।

গন্ধব্বতুরিযানি বিচিত্রসংবনে।
১১. রথে ঠিতা তা মিগমন্দলোচনা
আলারপম্হা হসিতা পিযংবদা,
বেলুরিযজালা বিততা তনুচ্ছবা
সদেব গন্ধব্ব সুরগ্গপূজিতা।
১২. তা রত্তরত্তম্বরপীতবাসসা
বিসালনেত্তা অভিরত্তলোচনা,
কুলে সুজাতা সুতনূ সুচিম্হিতা
রথে ঠিতা পঞ্জলিকা উপট্ঠিতা।
১৩. তা কম্বুকেযূ রধরা সুবাসসা
সুমজ্ঝিমা উরুথনূপপন্না,
বট্টঙ্গুলীযো সুমুখা সুদস্সনা
রথে ঠিতা পঞ্জলিকা উপট্ঠিতা।
১৪. অঞ্ঞা সুবেণী সুসু মিস্সকেসিযো
সমং বিভত্তাহি পভস্সরাহি চ,
অনুব্বতা তা তব মানসে রতা
রথে ঠিতা পঞ্জলিকা উপট্ঠিতা।
১৫. আবেলিনিযো পদুমুপ্পলচ্ছদা
অলঙ্কতা চন্দনসার [২]বাসিতা,
অনুব্বতা তা তব মানসে রতা
রথে ঠিতা পঞ্জলিকা উপট্ঠিতা।
১৬. তা মালিনীযো পদুমুপ্পলচ্ছদা
অলঙ্কতা চন্দনসারবাসিতা,
অনুব্বতা তা তব মানসে রতা
রথে ঠিতা পঞ্জলিকা উপট্ঠিতা।
১৭. কণ্ঠেসু তে যানি পিলন্ধনানি
হত্থেসু পাদেসু তথেব সীসে,
ওভাসবন্তী দস [৩]সব্বসো দিসা
অব্ভুদ্দযং সারদিকোব ভানুমা।
১৮. বাতস্স বেগেন চ সম্পকম্পিতা

---

[১]। সী–সতল্স।
[২]। সী–হা–রোপিতা।
[৩]। সী–খু–সব্বতো।

ভুজেসু মালা অপিলন্ধনানি চ,
মুঞ্চন্তি ঘোসং রুচিরং সুচিং সুভং
সব্বেহি বিঞ্ঞূহি সুতব্বরূপং।

১৯. উয্যানভূম্যা চ [1]দুবদ্ধতো ঠিতা
রথা চ নাগা তুরিযানি চস্‌সরো,
তমেব দেবিন্দ পমোদযন্তি
বীণা যথা পোক্‌খরপত্তবাহুহি।

২০. ইমাসু বীণাসু বহুসু বগ্‌গুসু
মনুঞ্ঞরূপাসু হদযেরিতং পতি,
পবজ্জমানাসু অতীব অচ্ছরা
ভমন্তি কঞ্ঞা পদুমেসু সিক্‌খিতা।

২১. যদা চ গীতানি চ বাদিতানি চ
নচ্চতি চেমানি সমেন্তি একতো,
অথেত্থ নচ্চন্তি অথেত্থ অচ্ছরা
ওভাসযন্তী দুভতো বরিত্থিযো।

২২. সো মোদসি তুরিযগণপ্পবোধনো
মহীযমানো বজিরাবুধোরিব,
ইমাসু বীণাসু বহুসু বগ্‌গুসু
মনুঞ্ঞরূপাসু হদযেরিতং পতি।

২৩. কিং ত্বং পুরে কম্মমকাসি অত্তনা
মনুস্‌সভূতো পুরিমায জাতিযা,
উপোসথং কং বা তুবং উপাবসি
কং ধম্মচরিযং বতমাভিরোচযি।

২৪. [2]নযিদং অপ্পস্‌সকতস্‌স কম্মুনো
পুব্বে সুচিণ্ণস্‌স উপোসথস্‌স বা,
ইদ্ধানুভাবো বিপুলো অযং তব
যং দেবসঙ্ঘং অভিরোচসে ভুসং।

২৫. দানস্‌স তে ইদং ফলং অথো সীলস্‌স বা পন,
অথো অঞ্জলিকম্মস্‌স তং মে অক্‌খাহি পুচ্ছিতো'তি।

১. 'তুমি পুরন্দর, ভূতপতি, বাসব সদৃশ বিবিধ বিচিত্র সুন্দর সহস্র অশ্ববাহনযুক্ত এই রথে আরোহণ করিয়া উদ্যানভূমি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছ।

---

[1]। ঈ-জী-দুহত্থতো।

[2]। হা-সাবেহিদং অপ্প।

২. তোমার রথের উভয়পার্শ্বের বেদীদ্বয় স্বর্ণময়, [রথস্তম্ভের দক্ষিণ ও বামদিকের দুই] স্থল ও [বেদীর নীচের] অংশ অতি উত্তমরূপে সংযোজিত, স্তম্ভসমূহ উত্তমরূপে সংস্থিত, যেন শিল্পাচার্য [অতীব নিপুণতার সহিত] এই রথের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিয়াছে।

৩. এই রথ স্বর্ণজালে আচ্ছন্ন, বহুবিধ রত্নে চিত্রিত ও অতিশয় প্রভাস্বরযুক্ত। ইহা হইতে শ্রবণীয় মধুর নিনাদ নিঃসৃত হইতেছে। চামরধারিণী দেববালাদের হস্ত ও বাহুদ্বারা এই রথ শোভা পাইতেছে।

৪. এই রথচক্রের নাভিসমূহ [এইরূপ হউক, অর্থাৎ যেমন ইচ্ছা করে সেইরূপ হয় বলিয়া] চিত্তের দ্বারা নির্মিত। রথচক্রের প্রান্ত হইতে নাভিদেশ পর্যন্ত বিভূষিত। এই নাভিমূলসমূহ শতরেখায় চিত্রিত ও বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসিত হইতেছে।

৫. এই রথ বহুবিধ লতাকর্মাদি চিত্র সমাকীর্ণ, বিস্তৃত নাভি সহস্র রশ্মিযুক্ত, নাভিপ্রদেশের [বিলম্বমান কিঙ্কিনীজালসমূহের] পঞ্চাঙ্গিক তুর্য নিনাদের ন্যায় মধুর স্বরলহরী শ্রুতিগোচর হইতেছে।

৬. রথের শিরোদেশ চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ সদা বিশুদ্ধ, রুচিদায়ক, প্রভাস্বর ও বিচত্রি মণি দ্বারা অলঙ্কৃত। সুবর্ণ রেখার সহিত [মধ্যে মধ্যে পরিমণ্ডলাকারে মণিমণ্ডল থাকাতে] উহা বৈদুর্য রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৭. অশ্বের বালধিসমূহ চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ মণি দ্বারা ভূষিত। অশ্বগুলি উচ্চ ও বিশাল, সুন্দর গতিসম্পন্ন, আপন প্রমাণ হইতেও অধিক বড় দেখায়, সুবৃহৎ মহানুভাব, বলবান, দ্রুতগামী, তোমার চিত্ত জ্ঞাত হইয়া তদনুরূপই গমন করিতেছে।

৮. এই সকল অশ্চ চারিপায়ে গমন করিতেছে, তোমার চিত্ত জ্ঞাত হইয়া তদ্রুপই অগ্রসর হইতেছে। ভদ্র, অনুদ্ধত ও [পথিকের] আনন্দ উৎপাদক এই উত্তম তুরঙ্গসমূহ সমভাবে বহন করিয়া যাইতেছে।

৯. [অশ্বসমূহ চামর, কেশল ও বালধি] সঞ্চালন করিতেছে, কখন বর্গ হিসাবে গমন করিতেছে, আর কখন আকাশে লক্ষ প্রদান করিতেছে, সুন্দরভাবে নির্মিত [ক্ষুদ্র ঘন্টাদি] অশ্বালঙ্কার অত্যধিক সঞ্চালিত হইয়া তাহা হইতে পঞ্চাঙ্গিক তুর্য নিনাদের ন্যায় মধুর স্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে।

১০. রথশব্দ, রথের অলঙ্কারের শব্দ, অশ্বখুরের শব্দ ও অশ্বনাদ [একত্রে মিলিত হইয়া] এমন [এক] সুমধুর মনোমুগ্ধকর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে যে, যেন চিত্রলতা বনে গন্ধর্ব দেবপুত্রগণ পঞ্চাঙ্গিক তুর্যধ্বনি করিতেছে।

১১. রথে স্থিতা এইসব মৃগমন্দলোচনা, সদ্যজাত রক্তবর্ণ গোবৎসের চক্ষুর ন্যায় নয়নবিশিষ্টা, হাস্যবদনা, প্রিয়ম্বদা, বৈদুর্য মণিময় জালাচ্ছন্ন শরীরা, সূক্ষ্ম ত্বক বিশিষ্টা, সর্বদা গন্ধর্ব ও দেবগণ পূজিতা,

১২. মনোহারিত্ব রূপশালিনী, রক্ত-পীতবর্ণ বস্ত্রধারিণী, বিশাল নয়না, অত্যধিক

রক্তপরিশোভিত লোচনা, শ্রেষ্ঠ দেবকুলোৎভবা, সুন্দর শরীর বিশিষ্টা, সুন্দর স্মিতহাস্যকারিণী দেববালাগণ রথে স্থিতা থাকিয়া প্রাঞ্জলিক অবস্থায় তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

১৩. স্বর্ণময় [১]কেয়ূরধারিণী, সুশোভনা, সুমধ্যম ঊরু-স্তন বিশিষ্টা, আনুপূর্বিক গোলাকার অঙ্গুলীসম্পন্না, সুমুখী, সুদর্শনা অপ্সরাগণ রথে স্থিতা থাকিয়া করজোড়ে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

১৪. কেহ কেহ [ইন্দ্র, নীল মণিবর্ণের] বিভিন্ন প্রভাবৎ পরস্পর জ্যোতিসম্পন্ন সুন্দর কেশ-বেণীযুক্তা, [রক্তবর্ণের মালাদি দ্বারা] মিশ্রকেশিনী, তরুণী তোমার চিত্তানুকূল কার্যে ব্যাপৃতা, রথে অবস্থানকারিণী এই অপ্সরাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

১৫. আবেলবতী, পদ্ম ও উৎপলাচ্ছন্না, অলঙ্কৃতা, দিব্যসার-চন্দনপ্রলিপ্তা, তোমার চিত্তানুকূল কার্যেরতা রথে অবস্থিতা এই অপ্সরাগণ যুক্ত করে তোমাকে সম্মান করিতেছে।

১৬. সেই মালাধারিণী........................

১৭. তাহাদের মস্তকে, কণ্ঠে, হস্তে ও পদে যেই সমস্ত অলঙ্কার আছে, তাহা শারদীয় সূর্য সদৃশ দশদিক প্রভাসিত করিতেছে।

১৮. বাহুতে অলঙ্কৃত মালাসমূহ বায়ুবেগে প্রকম্পিত হইয়া বিজ্ঞজনের শ্রবণীয়, রুচিদায়ক, মনোজ্ঞ বিশুদ্ধ ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে।

১৯. হে দেবপুত্র, সুদক্ষ বীণা বাদকের ন্যায় উত্তমরূপে বাদিত বীণাঝঙ্কারে জনগণ যেইরূপ প্রমোদিত হয়, তদ্রূপ উদ্যানভূমির দুই পার্শ্বে সংস্থিত রথ, হস্তী তূর্যাদিও যেন আপন শব্দে প্রমোদিত হইতেছে।

২০. এই শিক্ষিতা দেবকন্যাগণ বীণাসমূহ হৃদয়হারিণী, প্রীতিজনক, অতি মনোজ্ঞ মধুর স্বরে বাজাইতেছে এবং দিব্য পদ্মপুষ্পের উপর নৃত্য করিতে করিতে সঞ্চরণ করিতেছে।

২১. যখন এই অপ্সরাগণ সমতালে তাল মিলাইয়া বাদ্য ও নৃত্যগীত আরম্ভ করে, তখন সেই তানে অন্য কোন কোন দেবকন্যারাও নৃত্য করে। নৃত্য দর্শনকারিণী শ্রেষ্ঠ দেবকন্যাগণ স্বীয় [শরীর ও বস্ত্রালঙ্কারের] জ্যোতিতে দশদিক প্রভাসিত করে।

২২. তুমি এই বীণাসমূহের অতি মনোজ্ঞ, হৃদয়হারিণী, প্রীতিজনক মধুর স্বরলহরী ও তূর্যের প্রবোধন দ্বারা পূজিত হইয়া দেবেন্দ্র সদৃশ প্রমোদিত হইতেছ।

২৩. তুমি পূর্বজন্মে মানবাবস্থায় কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলে? কোন উপোসথ পালন করিয়াছিলে? দানাদি কোন ধর্মকার্য সম্পাদন করিয়াছিলে? অথবা কোন ব্রত পূর্ণ করিয়াছিলে?

---

[১]। বাহু ভূষণ বিশেষ।

২৪-২৫. অবশ্য ইহা তোমার অল্প পুণ্যকার্য সম্পাদনে লাভ হয় নাই, তুমি এই যে বিপুল ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে দেবসঙ্ঘকে পরাজয় করিয়া অধিকতর ভাবে বিরোচিত হইতেছ, ইহা কি তোমার পূর্বজন্মে আচরিত উপোসথ কর্মের ফল? না কি দান, শীল অথবা অঞ্জলি কর্মের ফল? তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বল।'

মহামোগ্গল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবপুত্র নিম্নোক্ত গাথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন—

২৬. 'সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্ঠো বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

২৭. জিতিন্দ্রিযং বুদ্ধং অনোমনিক্কমং
নরুত্তমং কস্সপং অগ্গপুগ্গলং,
অবাপুরন্তং অমতস্স দ্বারং
দেবাতিদেবং সতপুঞ্ঞলক্খণং।

২৮. তমদ্দসং কুঞ্জরং ওঘতিণ্ণং
সুবণ্ণসিঙ্গীনদবিম্বসাদিসং,
দিস্বান তং খিপ্পমহুং সুচীমনো
তমেব দিস্বান সুভাসিতদ্ধজং।

২৯. তম্হন্নপানং অথবাপি চীবরং
সুচিং পণীতং রসসা উপেতং,
পুপ্ফাভিকিণ্ণম্হি সকে নিবেসনে
পতিট্ঠপেসিং স অসঙ্গমানসো।

৩০. তমন্নপানেন চ চীবরেন চ
খজ্জেন ভোজ্জেন চ সাযনেন চ,
সন্তপ্পযিত্বা দ্বিপদানমুত্তমং
সো সগ্গসো দেবপুরে রমামহং।

৩১. এতেনুপাযেন ইমং নিরগ্গলং
যঞ্ঞং যজিত্বা তিবিধং বিসুদ্ধং,
পহাযহং মানুসকং সমুস্সযং
[১]ইন্দুপমো দেবপুরে রমামহং।

৩২. আযুঞ্চ বণ্ণঞ্চ সুখং বলঞ্চ
পণীতরূপং অভিকঙ্খতা মুনি!
অন্নঞ্চ পানঞ্চ বহুং সুসঙ্খতং
পতিট্ঠপেতব্বং অসঙ্গমানসে।

---

[১]। ঈ–জী–হা–ইন্দস্সমো।

৩৩. নযিমস্মিং লোকে পরস্মিং বা পন
বুদ্ধেন সেট্ঠোব সমোব বিজ্জতি,
আহুনেয্যানং পরমাহুতিং গতো
পুঞ্ঞত্থিকানং বিপুলফলেসিন'ন্তি।

২৬. 'মোগ্গল্লান স্থবির জিজ্ঞাসা করায় সেই দেবপুত্র যেই কর্ম সম্পাদনে এইরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা সন্তুষ্টচিত্তে প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন।

২৭-২৮. জিতেন্দ্রিয়, পরিপূর্ণ বীর্যবান, নরোত্তম, পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেবাতিদেব, অমৃতের দ্বারোদ্ঘাটনকারী, শত পুণ্যলক্ষণ, মহানাগ, সংসার স্রোতোত্তীর্ণ, কাঞ্চনবর্ণ ত্বকবিশিষ্ট, ধর্মধ্বজ সেই কশ্যপ বুদ্ধকে দেখিতে পাইয়াই [প্রসন্নতা উৎপন্ন হওয়াতে] আমার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছিল।

২৯. আমি স্বীয় গৃহে পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া বুদ্ধকে উপবেশন করাইয়াছিলাম এবং একান্ত শুদ্ধচিত্তে প্রচুর পরিমাণে পবিত্র প্রণীত অন্ন-পানীয় ও চীবর দান দিয়াছিলাম।

৩০. আমি মানবশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে সেই অন্ন, পানীয়, চীবর, খাদ্য, ভোজ্য ও শয়নাসনে সন্তর্পিত করিয়াছিলাম, সেই হেতু আমি (জন্ম-জন্মান্তরে) স্বর্গ হইতে স্বর্গে জন্ম লাভ করিয়া এবং সুদর্শন মহানগরে রমিত হইতেছি।

৩১. [গোপাল ব্রাহ্মণ জন্মে যেই অসদৃশ দান দেওয়া হইয়াছিল] এই উপায়ে [দানীয় সামগ্রী প্রস্তুতাদি যাবতীয় কার্য নিজে করিয়া, পরের দ্বারা করাইয়া ও পূর্ব চেতনা, মুঞ্চন চেতনা ও অপর চেতনা ভেদে দান পুণ্যকর্ম স্মরণ করিয়া এই] ত্রিবিধ আকারে, [ক্লেশের অভাব হেতু] বিশুদ্ধ ও উদারচিত্তে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই পুণ্যকর্ম প্রভাবে মানবদেহ ত্যাগ করিয়া এই শ্রেষ্ঠ দেবপুরে ইন্দ্র সদৃশ রমিত হইতেছি।

৩২. হে মুনি প্রবর, যাহারা উত্তমতর আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নির্লিপ্তচিত্ত বুদ্ধাদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে বহুতর অন্ন-পানীয় প্রদান করা উচিত।

৩৩. (দানের) বিপুল ফল অন্বেষণকারী পুণ্যার্থীদের পক্ষে ইহ-পরলোকে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ সদৃশ আর কেহই নাই। দান গ্রহিতাদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

দেবপুত্র এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে মোগ্গল্লান স্থবির দিব্যজ্ঞানে তাঁহার চিত্তভাব জ্ঞাত হইয়া চারি আর্যসত্য সম্বন্ধে দেশনা করিলেন। সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করিয়া দেবপুত্র স্রোতাপন্ন হইলেন। তৎপর স্থবির মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবান সমক্ষে সেই গোপাল দেবপুত্রের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভগবান সেই দেবপুত্রের উদাহরণ উপস্থাপিত করিয়া সমবেত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

মহারথ বিমান সমাপ্ত

পঞ্চম মহারথ বর্গ সমাপ্ত।

ছট্ঠো পাযাসি বগ্গো
আগারিক বিমান—৬.১

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহবাসী কোন ধনাঢ্য পরিবার শীলাচার সম্পন্ন ও দানকার্যে রত ছিলেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আজীবন রত্নত্রয় উদ্দেশ্যে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তথায় তাঁহাদের জন্য দশযোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনক বিমান উৎপন্ন হইল। তাঁহারা তথায় দিব্যসম্পত্তি পরিভোগ করিতে লাগিলেন। তখন মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ মানসে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়া সেই বিমানে দেবদম্পতিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'যথা বনং চিত্তলতং পভাসতি
উয্যানসেট্ঠং তিদসানমুত্তমং,
তথুপমং তুয্হমিদং বিমানং
ওভাসযং তিট্ঠতি অন্তলিক্খে।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো
মনুস্সভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবো
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৩. 'সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্ঠো বিযাকাসি যস্স কম্মস্সিদং ফলন্তি'।

৪. 'অহঞ্চ ভরিযা চ মনুস্সলোকে
ওপানভূতা ঘরমাবসিম্হ,
অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তা
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদম্হ।

৫. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'যেমন তাবতিংসাদি স্বর্গসমূহের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ উদ্যান চিত্রলতাবন প্রভাসিত হয়, তদ্রূপ তোমার এই বিমান অন্তরীক্ষে স্থিত থাকিয়া প্রভাসিত হইতেছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. 'মনুষ্যলোকে আমিও আমার ভার্যা চারিপথের সঙ্গমস্থলে সাধারণের পরিভোগ্য পুষ্করিণী সদৃশ হইয়া গৃহে অবস্থান করিতেছিলাম ও সৎকার সহকারে প্রসন্নচিত্তে বিপুল

অন্নপানীয় দান দিয়াছিলাম।'

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

আগারিক বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় আগারিক বিমান—৬.২

এই দ্বিতীয় আগারিক বিমানের উৎপত্তি কথা পূর্বোক্ত আগারিক বিমান সদৃশ জ্ঞাতব্য।

১. 'যথা বনং চিত্তলতং পভাসতি
উয্যানসেট্‌ঠং তিদসানমুত্তমং,
তথূপমং তুয্‌হমিদং বিমানং
ওভাসযং তিট্‌ঠতি অন্তলিক্‌খে।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো
মনুস্‌সভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবো
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৩. 'সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলন্তি'।

৪. 'অহঞ্চ ভরিযা চ মনুস্‌সলোকে
ওপানভূতা ঘরমাবসিম্‌হ,
অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তা
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদম্‌হ।

৫. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দ্বিতীয় আগারিক বিমান সমাপ্ত

ফলদায়ক বিমান—৬.৩

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় মহারাজ বিম্বিসারের অকালে আম্র ভক্ষণের ইচ্ছা উৎপন্ন হইল। তিনি উদ্যানপালকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—'হে উদ্যানপাল, আমার আম্র ভক্ষণের ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, আমাকে আম্রফল আনিয়া দাও।' উদ্যানপাল কহিল—'দেব, এখন যে আম্রবৃক্ষে

আম্রফল নাই। আপনি যদি কিছুদিন অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি এমন উপায় করিব, যাহাতে অচিরেই বৃক্ষে আম্রফল উৎপন্ন হয়।' রাজা কহিলেন—'ভাল, তাহাই হউক।'

অতঃপর উদ্যানপাল উদ্যানে প্রবেশ করিয়া আম্রবৃক্ষের মূলদেশ হইতে মাটি অপসারিত করিল। তাহাতে এমন মাটি ও জল দেওয়া হইল যে, অচিরেই বৃক্ষ স্নিগ্ধ ও সতেজ হইয়া উঠিল। পুনরায় সেই মাটি অপনয়ন করিয়া বালুকা ও পাষাণখণ্ড মিশ্রিত সাধারণ মাটি দেওয়া হইল, ইহাতে অচিরেই বৃক্ষ পল্লবিত হইয়া পুষ্পিত হইল। ক্রমশ বৃক্ষ ফলবান হইয়া প্রথমেই একবৃক্ষে সিন্দুরবর্ণ বিশিষ্ট সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত চারিটি আম্রফল পরিপক্ক হইল। উদ্যানপাল সেই আম্রফল চতুষ্টয় গ্রহণ করিয়া রাজাকে প্রদানোদ্দেশ্যে যাইতেছিল। পথিমধ্যে সে মহামোগ্গল্লান স্থবিরকে পিণ্ডাচরণ করিতে দেখিয়া চিন্তা করিল—'এই অগ্র ও শ্রেষ্ঠ আম্রফলগুলি আর্যকে প্রদান করিব। ইহাতে রাজা আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করুক, অথবা নির্বাসিত করুক, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক। রাজাকে এই ফলগুলি প্রদান করিলে, কিছু পুরস্কার পাওয়া যাইবে মাত্র, কিন্তু আর্যকে দান দিলে—ইহ-পরকালের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া উদ্যানপাল আম্রফল চতুষ্টয় স্থবিরকে প্রদান করিল। তদনন্তর সে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া এই আম্রফল সম্বন্ধে প্রকাশ করিল। রাজা উদ্যানপালের কথা শুনিয়া ইহার সত্যতা নির্দ্ধারণার্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে স্থবির সেই আম্রফল চতুষ্টয় আনিয়া ভগবানকে দান করিলেন। ভগবান সেই চারিটি ফলের একটি সারীপুত্র স্থবিরকে, একটি মহামোগ্গল্লান স্থবিরকে, একটি মহাকশ্যপ স্থবিরকে দিয়া অবশিষ্টটি স্বয়ং পরিভোগ করিলেন। রাজকর্মচারী ইহা অবগত হইয়া সেই সংবাদ রাজসদনে নিবেদন করিল। রাজা তচ্ছ্রবণে বিস্ময়-বিমুগ্ধ স্বরে কহিলেন—'যে আপন জীবন বিনিময়ে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী! এই উদ্যানপাল নিজের পরিশ্রম সার্থক করিয়াছে!' এইরূপ বলিয়া রাজা অত্যধিক সন্তুষ্টচিত্তে উদ্যানপালের সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে একখানা উত্তম গ্রাম ও বহু বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাহাকে কহিলেন—'ওহে উদ্যানপাল, তুমি আম্রফল প্রদানে যেই পুণ্য লাভ করিয়াছ, তাহার অংশ আমাকেও প্রদান কর।' উদ্যানপাল কহিল—'দেব, নিশ্চয়ই প্রদান করিব। আপনি যথাসুখে তৎপুণ্যাংশ গ্রহণ করুন।'

অনন্তর এক সময় উদ্যানপালের মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে জন্ম পরিগ্রহ করিল। তাহার জন্য দেবলোকে সপ্তশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত ষোড়শ যোজন বিস্তৃত কনকবিমান উৎপন্ন হইল। মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় সেই বিমানে দেবপুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং

সমন্ততো সোলস যোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযত্থম্ভা রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসী চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গূ,
অট্ঠট্ঠকা সিক্খিতা সাধুরূপা
দিব্বা চ কঞ্ঞা তিদিসচরা উলারা।

৩. নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি... ...পে... ...
দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৫. 'ফলদাযী ফলং বিপুলং লভতি
দদমুজ্জুগতেসু পসন্নমানসো,
[1]সো হি [2]মোদতি সগ্গগতো তিদিবে
[3]অনুভোতি চ পুঞ্ঞফলং বিপুলং।
[4]তথেবাহং মহামুনি অদাসিং চতুরো ফলে।

৬. তস্মা হি ফলং অলমেব দাতুং
নিচ্চং মনুস্সেন সুখত্তিকেন,
দিব্বানি বা পত্থযতা সুখানি
মনুস্স সোভগ্গতমিচ্ছতা বা।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'এই মণিস্তম্ভযুক্ত উচ্চ বিমান চতুর্দিকে ষোড়শ যোজন বিস্তৃত, প্রভূত বিভবসম্পন্ন রুচিদায়ক সুন্দর বৈদুর্য-স্তম্ভযুক্ত সপ্তশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত।

২. তথায় তুমি রমিত হইতেছ, পান করিতেছ, ভোজন করিতেছ, প্রত্যেক কূটাগারে আট আট জন শিক্ষিতা, শীলাচারসম্পন্না, রূপশালিনী, ত্রিদশালয়ে সুখবিহারিণী, প্রভূত বিভবসম্পন্না দেবকন্যাগণ দিব্যবীণা মধুরস্বরে বাদ্য করিতেছে।

৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

---

[1]। সী–সোহং।
[2]। সী–মোদামি।
[3]। সী–অনুভোমি।
[4]। সী–তথেবাহং।

৫. ফল প্রদানকারী বিপুল সুখ লাভ করে, ঋজুপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রসন্নচিত্তে দান করিলে, সেই ব্যক্তিই তাবতিংস স্বর্গে জন্ম লাভ করিয়া প্রমোদিত হয় এবং বিপুলভাবে পুণ্যের ফল অনুভব করে। হে মহামুনি, আমিও তাদৃশ [ঋজুপ্রতিপন্ন ব্যক্তিকে প্রসন্নচিত্তে] চারিটি ফল দান দিয়াছিলাম।

৬. তদ্ধেতু সুখার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই দিব্যসুখ ও মনুষ্য সৌভাগ্য প্রার্থনা করিয়া সর্বদা ফলদান দেওয়া একান্তই কর্তব্য।'

৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

ফলদায়ক বিমান সমাপ্ত

উপাশ্রয়দায়ক বিমান—৬.৪

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাযাপন করিয়া প্রবারণার পর ভগবানকে বন্দনা মানসে রাজগৃহ অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় তিনি কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথায় বাসস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কোন একজন উপাসককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'উপাসক, এই গ্রামে প্রব্রজিতের উপযোগী কোন বাসস্থান আছে কি?' ইহা শুনিয়া উপাসক প্রসন্নচিত্তে গৃহে যাইয়া পত্নীর সহিত পরামর্শপূর্বক স্থবিরের উপযুক্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করিল। উপাসক সেই বাসস্থানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিল, পদ ধৌত করিবার জল রাখিয়া দিল এবং মঞ্চে আস্তরণাদি দ্বারা শয্যা রচনা করিল। স্থবির পাদ প্রক্ষালনের পর উপবেশন করিলে, উপাসক তাঁহাকে আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিল। পরদিন আহারান্তে স্থবিরের বিদায়কালীন উপাসক তাঁহাকে কিছু ভাল গুড় প্রদান করিল এবং কিছুদূর স্থবিরের অনুগমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। অনন্তর সেই উপাসক স্ত্রীসহ মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। তথায় তাহাদের জন্য দ্বাদশ যোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনকবিমান উৎপন্ন হইল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোক বিচরণকালীন তাবতিংস স্বর্গে সেই বিমানে উপাশ্রমদায়ক দেবপুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'চন্দো যথা বিগতবলাহকে নভে
ওভাসযং গচ্ছতি অন্তলিক্‌খে,
তথূপমং তুয্‌হমিদং বিমানং
ওভাসযং তিট্‌ঠতি অন্তলিক্‌খে।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো
মনুস্‌সভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবো

বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৩. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৪. ‘অহঞ্চ ভরিযা চ মনুস্‌সলোকে
উপস্‌সযং অরহতো অদম্‌হ,
অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তা
সক্কচ্চদানং বিপুলং অদম্‌হ।

৫. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১. ‘যেমন আকাশে বিগতবলাহক চন্দ্র [চতুর্দিক] আলোকিত করিয়া অন্তরীক্ষে গমন করে, তদ্রূপ তোমার এই বিমানও [চতুর্দিক] প্রভাসিত করিয়া অন্তরীক্ষে স্থিত আছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. মনুষ্যলোকে আমি ও আমার ভার্যা একজন অর্হৎকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং প্রসন্নচিত্তে সৎকার করিয়া অন্ন-পানীয় বিপুলভাবে দান দিয়াছিলাম।

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

পরবর্তী বিষয় পূর্বানুরূপ।

উপাশ্রয়দায়ক বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় উপাশ্রয়দায়ক বিমান—৬.৫

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় কতিপয় ভিক্ষু গ্রাম্য বিহারে বর্ষাযাপন করিয়া ভগবানের দর্শন মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। সন্ধ্যার সময় কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট পূর্বোক্ত বিমান সদৃশ।

‘সুরিযো যথা বিগতবলাহকে নভে... ...পে... ...
(যথা হেট্‌ঠা বিমানং তথা বিত্থারেতব্বং)
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।
তত্থ গাথাসুপি অপুব্বং নত্থি।

গাথা বর্ণনা ও অন্যান্য বিষয় পূর্বোক্ত বিমান সদৃশ।

দ্বিতীয় উপাশ্রয়দায়ক বিমান সমাপ্ত

ভিক্ষাদায়ক বিমান—৬.৬

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু দূরদেশে

যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে ভিক্ষার সময় হইলে তিনি কোন এক গ্রামে ভিক্ষার্থী হইয়া পাত্র হস্তে জনৈক গৃহস্থের দ্বারদেশে স্থিত হইলেন। সেই বাড়িতে একজন ব্যক্তি আহার করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। আহারের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভিক্ষুকে দেখিয়া তাঁহার জন্য আহরিত সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন ভিক্ষুর পাত্রে প্রদান করিলেন। সমস্ত না দিবার জন্য ভিক্ষু নিষেধ করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না। তৎপর ভিক্ষু তাঁহাকে দানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই ব্যক্তি 'আমি ভোজন না করিয়া ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকে দান দিয়াছি' এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রভূত প্রীতি-সৌমনস্য লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনকবিমানে জন্ম লাভ করিলেন। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই দেবপুত্রকে মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযথম্ভা [1]রুচকত্থতা সুভা।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৩. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৪. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতা
দিস্বান ভিক্ষুং তসিতং কিলন্তং,
একাহং ভিক্‌খং পটিপাদযিস্‌সং
সমঙ্গিভত্তেন তদা অকাসিং।

৫. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম, ২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. আমি মনুষ্যলোকে মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া একজন তৃষিত ও ক্লান্ত ভিক্ষুকে একথালা ভাত দিয়াছিলাম।

৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

এইরূপে দেবপুত্র স্বীয় সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামোগ্‌গল্লান স্থবির সপরিষদ দেবপুত্রকে ধর্মদেশনা করিলেন। তদনন্তর তিনি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানের নিকট এই দেবপুত্রের কাহিনী নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের সার্থকতা

---

[1]। সী–ঈ–জী–হা–রুচির।

সম্পাদন করিয়াছিল।

ভিক্ষাদায়ক বিমান সমাপ্ত

যবপালক বিমান—৬.৭

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের কোন দরিদ্র বালক যবক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিল। একদিন সে প্রাতঃরাশের জন্য যবনির্মিত খাদ্য লাভ করিল। মনে করিল—ক্ষেত্রে যাইয়াই ভোজন করিবে। অতঃপর সে ক্ষেত্র সমীপে কোন বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিল। তখন একজন অর্হৎ ভিক্ষু সেই পথেই যাইতেছিলেন। ক্রমশ তিনি আসিয়া বৃক্ষমূলে সেই বালকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বালক স্থবিরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ভন্তে, আহার লাভ করিয়াছেন কি?' স্থবির নীরব রহিলেন। বালক স্থবিরের অভূক্ত ভাব জ্ঞাত হইয়া কহিল—'ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক এই যবনির্মিত খাদ্য ভোজন করুন।' এইরূপ বলিয়া সে স্থবিরকে যবখাদ্য প্রদান করিল। স্থবির তাহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাহার সম্মুখেই আহার করিলেন এবং দানের ফল ব্যাখ্যা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বালক চিন্তা করিল—'এমন মহৎ পুরুষকে যে যবখাদ্য দান দিয়াছি, তাহা উত্তম দানই হইয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার অন্তরে অত্যধিক প্রসন্নভাব উৎপাদন করিল। অনন্তর বালক সেই পুণ্য প্রভাবেই মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। একদা মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

২. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৩. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতা
অহোসিং যবপালকো।
অদ্দসং বিরজং ভিক্খুং বিপ্পসন্নমনাবিলং
তস্স অদাসহং ভাগং পসন্নো সেহি পাণিহি,
কুম্মাসপিণ্ডং দত্বান মোদামি নন্দনে বনে।

৪. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম ও ২য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৩. আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া যবপালক ছিলাম। তথায় বিশুদ্ধ ও সুপ্রসন্নচিত্ত, পাপরজবিহীন একজন ভিক্ষুকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে স্বীয় হস্তে

প্রসন্নচিত্তে (যবনির্মিত পিষ্টকের) একভাগ দান দিয়াছিলাম। সেই যবনির্মিত পিষ্টক দিয়াই এখন নন্দনবনে প্রমোদিত হইতেছি।

৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

যবপালক বিমান সমাপ্ত

কুণ্ডলী বিমান—৬.৮

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন সপরিষদ অগ্রশ্রাবকদ্বয় কাশীতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা কোন একখানা বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় জনৈক উপাসক স্থবিরদ্বয়ের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বন্দনান্তর পদধৌত করার জল, পায়ে মাখিবার তৈল, মঞ্চপীঠ, আস্তরণ ও প্রদীপাদি প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া আগামীকল্যের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন প্রচুর পরিমাণ আহার্য প্রদান করিলেন। স্থবিরদ্বয় আহারান্তে দানের ফল বর্ণনা করিয়া শিষ্যগণসহ প্রস্থান করিলেন। উপাসক মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইলেন। একদা মহামোগ্গল্লান স্থবির তাঁহাকে দেবলোকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অলঙ্কতো মল্যধরো সুবত্থো
সকুণ্ডলী কপ্পিতকেসমস্সু,
আমুত্তহত্থাতরণো যসস্সী
দিব্বে বিমানম্হি [১]যথাসি চন্দিমা।

২. দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গু
অট্ঠট্ঠকা সিক্খিতা সাধুরূপা,
দিব্বা চ কঞ্ঞা তিদসচরা উলারা
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি।

৩. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৫. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতো
দিস্বান সমণে সীলবন্তে,
সম্পন্নবিজ্জাচরণে যসস্সী
বহুস্সুতে তণ্হক্খযূ পপন্নে।

---

[১]। সী–খু–নি–যথাপি।

৬. অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তা,
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'মালা, উত্তম বস্ত্র ও [কর্ণে] সুন্দর কুণ্ডলধারী হে অলঙ্কৃত যশস্বি দেবপুত্র, তুমি কেন-শ্মশ্রু ছেদন করিয়া, অঙ্গুলী পর্যন্ত সমস্ত হস্ত অলঙ্কৃত করিয়া চন্দ্রের ন্যায় দিব্য বিমানে অবস্থান করিতেছ।

২. শীলাচারসম্পন্না, রূপশালিনী, ত্রিদশালয়ে সুখবিহারিণী প্রভূত বিভবসম্পন্না, [প্রত্যেক কূটাগারে] আট আট জন শিক্ষিতা দেববালা মধুরস্বরে দিব্য বীণা বাদ্য করিতেছে এবং নৃত্যগীতের দ্বারা প্রমোদিতা হইতেছে।

৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫-৬. আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া একজন শীলবান, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, যশস্বী, বহুশ্রুত, অর্হৎ ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সৎকারের সহিত বিপুল অন্ন-পানীয় দান দিয়াছিলাম।'

৭ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

কুণ্ডলী বিমান সমাপ্ত

দ্বিতীয় কুণ্ডলী বিমান—৬.৯

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় অগ্রশ্রাবকদ্বয় কাশীতে বিচরণ করিতেছিলেন। অবশিষ্টাংশ পূর্ব সদৃশ।

১. 'অলঙ্কতো [১]মাল্যধরো সুবত্থো
সকুণ্ডলী কপ্পিতকেসমস্সু,
আমুত্তহত্থাতরণো যসস্সী
দিব্বে বিমানম্হি যথাসি চন্দিমা।

২. দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গু
অট্ঠট্ঠকা সিক্খিতা সাধুরূপা,
দিব্বা চ কঞ্ঞা তিদসচরা উলারা
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি।

৩. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...

---

[১]। সী–আলঙ্কারী, হা–মল্যধরী।

যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৫. ‘অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতো
[1]দিস্বান সমণে সাধুরূপে,
সম্পন্নবিজ্জাচরণে যসস্‌সী
বহুস্‌সুতে [2]সীলবন্তে পসন্নে।

৬. অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তো,
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ কুণ্ডলী বিমানের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ সদৃশ।

৫. আমি মানবজন্ম ধারণ করিয়া একজন আচারশীল ও বিদ্যাচরণসম্পন্ন, যশস্বী, বহুশ্রুত, শীলবান [বুদ্ধ শাসনে] প্রসন্ন ভিক্ষুকে দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে সৎকার করিয়া বিপুলভাবে অন্ন-পানীয় দান দিয়াছিলাম।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

দ্বিতীয় কুণ্ডলী বিমান সমাপ্ত

উত্তর বিমান—৬.১০

ভগবানের পরিনির্বাণের পর প্রথম সঙ্গীতি সমাপ্ত হইলে, কুমার কশ্যপ স্থবির পাঁচশত ভিক্ষুসহ সেতব্য নগরে সিংসপাবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পায়াসিরাজ স্থবিরের তথায় অবস্থান সংবাদ পাইয়া, বহুপরিষদ সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি স্থবিরের সহিত প্রথম সন্তোষজনক আলাপ করিয়া, পরে আপন মিথ্যাদৃষ্টিগত ভাব প্রকাশ করিলেন। অতঃপর স্থবির বিবিধ উপমা-যুক্তি সহকারে পায়াসিসূত্র দেশনা করিয়া রাজার মিথ্যাদৃষ্টি ভাব বিনোদনপূর্বক তাহাকে সম্যকদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। রাজা সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অনুদারতা হেতু হীনভাবেই দান দিতে লাগিলেন—মাত্র কোন প্রকারে জীবন ধারণে সমর্থ ক্ষুদের যাগু, পাতাসিদ্ধ কাঞ্জী ও সামান্য বস্ত্রখণ্ড। এইরূপ সৎকারবিহীন অপ্রসন্নভাবে দান দিয়া, মরণান্তে তিনি চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে হীনাবস্থায় জন্মধারণ করিলেন।

রাজার কার্যকারক উত্তর নামক মানব সৎকার সহকারে দানকার্যে ব্যাপৃত থাকায়,

---

[1]। সী–দিস্বানহং।

[2]। সী–সীলবতুপপন্নে, তণ্হক্খযুপপন্নে।

মরণান্তে তাবতিংসে জন্মধারণ করিল। তাহার দ্বাদশ যোজন প্রমাণবিশিষ্ট বিমান উৎপন্ন হইল। সেই উত্তর দেবপুত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সবিমান কুমার কশ্যপ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি সগৌরবে বিমান হইতে অবতরণ করিয়া স্থবিরকে বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে স্থিত হইলেন। তখন স্থবির দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘যা দেবরাজস্স সভা সুধম্মা
যত্থচ্ছতি দেবসঙ্ঘো সমগ্গো,
তথূপমং তুয্হমিদং বিমানং
ওভাসযং তিট্ঠতি অন্তলিক্খে।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৩. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৪. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতো
বঞ্ঞো পাযাসিস্স অহোসিং মাণবো,
লদ্ধা ধনং সংবিভাগং অকাসিং
পিযা চ মে সীলবন্তো অহেসুং।

৫. অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তো
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

১. ‘দেবরাজের সেই সুধর্মাসভা, যথায় [তাবতিংস] দেবগণ সমবেত হয়, তদ্রূপ তোমার এই বিমানও প্রভাসিত হইয়া অন্তরীক্ষে স্থিত আছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. আমি মানবকুলে জন্ম লাভ করিয়া পায়াসি রাজের কার্যকারক হইয়াছিলাম। আমার সঞ্চিত অর্থ পরিভোগ না করিয়া দান দিয়াছিলাম। শীলবান ব্যক্তি আমার প্রিয় ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

উত্তর বিমান সমাপ্ত

ষষ্ঠ পায়াসি বর্গ সমাপ্ত।

সত্তমো সুনিক্‌খিত্তো বগ্‌গো
চিত্রলতা বিমান—৭.১

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন শ্রাবস্তীবাসী জনৈক দরিদ্র উপাসক পরের কার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সে ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিল। সে তাহার জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিতেছিল। সে পাণিগ্রহণ করে নাই। মাতাপিতা তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে, সে বলিত—'স্ত্রীলোক মাত্রই স্বামীগৃহে কর্ত্রী হইতে চায়। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর মনোরঞ্জনকারিণী স্ত্রীলোক জগতে দুর্লভ।' এইরূপ বলিয়া মাতাপিতার চিত্ত-দুঃখ বিনোদন করিত এবং তাহার বিবাহ প্রস্তাবও রহিত করিত। সুতরাং সে দারপরিগ্রহ না করিয়া স্বয়ংই মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষায় রত থাকিয়া শীল রক্ষা, উপোসথ পালন ও যথাশক্তি দান করিতে লাগিল। আজীবন সে নিজকে সৎকার্যে নিয়োজিত রাখিয়া মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে ঐ বিমানে সেই দেবপুত্রের দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'যথা বনং চিত্তলতং পভাসতি
উয্যানসেট্‌ঠং তিদসানমুত্তমং,
তথূপমং তুয্‌হমিদং বিমানং
ওভাসযং তিট্‌ঠতি অন্তলিক্‌খে।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৩. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৪. 'অহং মনুস্‌সেসু মনুস্‌সভূতো
দলিদ্দো অতাণো কপণো কম্মকরো অহোসিং,
জিন্নে চ মাতাপিতরো অভরিং
পিযা চ মে সীলবন্তো অহেসুং।

৫. অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তো
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১. 'ত্রিদশালয়ে উত্তম উদ্যানশ্রেষ্ঠ চিত্রলতাবন যেইরূপ প্রভাসিত হয়, তাদৃশ তোমার এই বিমান অন্তরীক্ষে স্থিত থাকিয়া প্রভাসিত হইতেছে।

২য় ও ৩য় গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৪. 'আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া দরিদ্র, দুর্ভাগা ও জ্ঞাতিহীন হইয়াছিলাম। তাই পরের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতাম। জরা-জীর্ণ মাতাপিতাকে প্রতিপালন করিতাম। শীলবান ব্যক্তি আমার প্রিয় ছিল।

৫ম ও ৬ষ্ঠ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

চিত্রলতা বিমান সমাপ্ত

নন্দন বিমান—৭.২

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। এই বিমান বর্ণনা পূর্ব বিমান বর্ণনা সদৃশ। এই স্থানে উপাসক দাপরিগ্রহ করিয়াছিল, কেবল ইহাই পার্থক্য।

১. 'যথা বনং নন্দনং চিত্তলতং পভাসতি
উয্যানসেট্ঠং তিদসানমুত্তমং,
তথূপমং তুয্হমিদং বিমানং
ওভাসযং তিট্ঠতি অন্তলিক্খে।

২. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো… …পে… …
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৩. সো দেবপুত্তো অত্তমনো… …পে… …
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৪. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতো
দলিদ্দো অতাণো কপণো কম্মকরো অহোসিং,
জিণ্ণে চ মাতাপিতরো অভরিং
পিযা চ মে সীলবন্তো অহেসুং।

৫. অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তো
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

৬. তেন মে তাদিসো বণ্ণো… …পে… …
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

এই নন্দন বিমান বর্ণনার গাথাসমূহের অনুবাদ পূর্ব সদৃশ, কেবল নন্দন শব্দটিই পার্থব্য।

নন্দন বিমান সমাপ্ত

মণিস্তম্ভ বিমান—৭.৩

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থানকালীন কয়েকজন স্থবির অরণ্যে অবস্থান

করিতেছিলেন। তথায় একজন উপাসক স্থবিরদের ভিক্ষায় যাইবার বিসম পথ সমান করিয়া দিয়াছিল, কন্টক পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল, ছোট ছোট গাছ ও গুল্ম অপনয়ন করিয়াছিল, বর্ষার সময় নালা ও ছোট নদীতে সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল, ছায়ার ন্যায় বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, জলাশয়ের কর্দ্দম উঠাইয়া গভীর করিয়া দিয়াছিল, স্নানের ও জল উঠাইবার ঘাট তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল এবং যথাশক্তি দান দিত ও শীল রক্ষা করিত। সে এই সব সৎকার্য সম্পাদন করিয়া, মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে জন্মধারণ করিল। মহামোগ্গল্লান স্থবির তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযত্থম্ভা রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসী চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো চ নচ্চন্তি সুবণ্ণছন্না।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৫. 'অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতো
বিবনে পথে চঙ্কমনং অকাসিং,
আরামরুক্খানি চ রোপযিস্সং
পিযা চ মে সীলবন্তো অহেসুং।

৬. অন্নঞ্চ পানঞ্চ পসন্নচিত্তো
সক্কচ্চ দানং বিপুলং অদাসিং।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'আমি মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া অরণ্যপথে চঙ্ক্রমণ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম, উদ্যান-বৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলাম, শীলবান ব্যক্তি আমার প্রিয় ছিল।

৬ষ্ঠ ও ৭ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

মণিস্তম্ভ বিমান সমাপ্ত

সুবর্ণ বিমান—৭.৪

ভগবান অন্ধকবিন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় জনেক ধনাঢ্য উপাসক ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবান ও প্রসন্ন ছিলেন। তিনি তাঁহাদের গ্রামের অনতিদূরে মুণ্ডিক নামক পর্বতে ভগবানের বাসোপযোগী একখানা গন্ধকুটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় তিনি সর্বোপকরণ যথাযথ ভাবে স্থাপন করিয়া অতিশয় সৎকার গৌরব সহকারে ভগবানের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিলেন। তিনি নিত্য শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শীলবিশুদ্ধি রক্ষা করত মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার কর্মানুভাব সূচক বিবিধ রত্নরাজী রশ্মিজাল সমুজ্জ্বল বিচিত্র বেদী-পরিক্ষিপ্ত প্রভূত অলঙ্কার বিমণ্ডিত ভিত্তিস্তম্ভ সোপানাবলী ও রমণীয় উদ্যান পরিশোভিত কাঞ্চন পর্বতমস্তকে মনোরম বিমান উৎপন্ন হইল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ সময় এই বিমানে সেই দেবপুত্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘সোবণ্ণময়ে পব্বতস্মিং বিমানং সব্বতো পভং,
হেমজালকপচ্ছন্ন কিঙ্কিণিজালকপ্পিতং।

২. অট্‌ঠংসা সুক্কা থম্ভা সব্বে বেলুরিযামযা,
একমেকায অংসিযা রতনাসত্তনিম্মিতা।

৩. বেলুরিযসুবণ্ণস্‌স ফলিকা রূপিযস্‌স চ,
মসারগল্লমুত্তাহি লোহিতঙ্কমণীহি চা।

৪. চিত্রা মনোরমা ভূমি ন তত্থুদ্ধংসতী রজো,
গোপানসীগণা পীতা কূটং ধারেন্তি নিম্মিতা।

৫. সোপানানি চ চত্তারি নিম্মিতা চতুরো দিসা,
নানারতনগব্‌ভেহি আদিচ্চোব বিরেচতি।

৬. বেদিযা চতস্‌সো তত্থ বিভত্তা ভাগসোমিতা,
দদ্দল্লমানা আভন্তি সমন্তা চতুরো দিসা।

৭. তস্মিং বিমানে পবরে দেবপুত্তো মহপ্পভো,
অতিরোচসি বণ্ণেন উদযন্তোব ভানুমা।

৮. দানস্‌স তে ইদং ফলং অথো সীলস্‌স বা পন,
অথো অঞ্জলিকম্মস্‌স তং মে অক্‌খাহি পুচ্ছিতো’তি?

৯. সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

১০. ‘অহং অন্ধকবিন্দস্মিং বুদ্ধস্‌সাদিচ্চবন্ধুনো,
বিহারং সত্থু কারেসিং পসন্নো সেহি পাণিহি।

১১. তত্থ গন্ধঞ্চ মালঞ্চ পচ্চগ্‌গঞ্চ বিলেপনং,
বিহারং সত্থুনো দাসিং বিপ্পসন্নেন চেতসা।

১২. তেন ময্হং ইদং লদ্ধং বসং বত্তেমি নন্দনে,
নন্দনে [1]পবনে রম্মে নানাদিজগণাযুতে;
রমামি নচ্চগীতেহি অচ্ছরাহি পুরক্খতো'তি।

১. 'হে দেবপুত্র, সুবর্ণময় পর্বতে কিঙ্কিণীজালে সুসজ্জিত, হেমজালাচ্ছন্ন তোমার এই বিমান সকলদিক প্রভাসিত করিতেছে।

২. বৈদুর্যময় অষ্টাংশযুক্ত শ্বেতস্তম্ভসমূহের প্রত্যেক অংশ সপ্তরত্নে নির্মিত।

৩-৪. বৈদুর্য, সুবর্ণ, স্ফটিক, রজত, মসারগল্ল, মুক্তা ও লোহিতঙ্ক মণি দ্বারা ভূমিভাগ মনোরম চিত্রিত। [ভূমি প্রদেশ মণি প্রভৃতির দ্বারা নির্মিত হেতু] সেই বিমানে ধূলির উদ্গমন হয় না। [স্বর্ণ ও পীতমণিময় হেতু] পীতবর্ণের নির্মিত গোপানসীসমূহ [সপ্তরত্নময়] কূট [কর্ণিকা] ধারণ করিয়াছে।

৫. চারিপার্শ্বে চারিখানা সোপান নির্মিত হইয়াছে, ইহা বিবিধ রত্নময় প্রকোষ্ঠসমূহের দ্বারা সূর্য সদৃশ বিরোচিত হইতেছে।

৬. তথায় [চতুর্দিকে] বেদী চতুষ্টয় সমভাবে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে চতুর্দিক প্রভাসিত করিতেছে।

৭. এই অত্যুত্তম বিমানে মহাপ্রভাসম্পন্ন দেবপুত্র উদীয়মান সূর্যপ্রভা সদৃশ অতিশয় বিরোচিত হইতেছে।

৮. হে দেবপুত্র, তোমার যে এই শ্রীসৌভাগ্য, ইহা কি দানের ফল? না, শীলের ফল? না কি অঞ্জলি কর্মের ফল? তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।

৯ম গাথার অনুবাদ পূর্বানুরূপ।

১০. আমি অন্ধকবিন্দ [মুণ্ডিক পর্বতে] আদিত্যবন্ধু বুদ্ধের জন্য স্বীয় হস্তে প্রসন্নচিত্তে বিহার নির্মাণ করিয়াছিলাম।

১১. তথায় [ভগবানের পূজার জন্য] সুগন্ধি, পুষ্পমাল্য, চুতর্প্রত্যয়, বিলেপন [ইত্যাদি বিবিধ দ্রব্য সন্নিবেশিত করিয়া] অতি প্রসন্নচিত্তে ভগবানকে বিহারখানা দান দিয়াছিলাম।

১২. আমি সেই কুশলকর্মের প্রভাবে এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়া এই আনন্দদায়ক দেবলোকে অবস্থান করিতেছি এবং বিবিধ পক্ষী সমাকুল রমণীয় শ্রেষ্ঠ নন্দনবনে অপ্সরাগণের পূরোভাগে থাকিয়া নৃত্যগীতে রমিত হইতেছি।'

দেবপুত্র এইরূপে তাঁহার পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামোগ্‌গল্লান স্থবির সপরিষদ দেবপুত্রকে ধর্মদেশনা করিলেন। তৎপর তিনি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া

---

[1]। সী–খু–পবরে।

ভগবানকে দেবপুত্রের বিষয় বর্ণনা করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

সুবর্ণ বিমান সমাপ্ত

আম্র বিমান—৭.৫

ভগবান রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহের কোন একজন দরিদ্রলোক মাসিক বেতন নিয়া আম্র উদ্যান রক্ষা করিত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বালুকাময় পথে সারীপুত্র স্থবির ঘর্মাক্ত কলেবরে আম্রবনের অনতিদূর দিয়া যাইতেছিলেন। উদ্যানপাল স্থবিরকে এমতাবস্থায় দেখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সে স্থবিরকে কহিল—'ভন্তে, আপনাকে অত্যধিক ক্লান্ত দেখা যাইতেছে। আপনার সর্বশরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক এই আম্র উদ্যানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া যান। স্থবির তাহার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক উদ্যানে প্রবেশ করিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর উদ্যানপাল কহিল—'ভন্তে, যদি স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, আমি এই কূপ হইতে জল উঠাইয়া দিতেছি, আপনি স্নান করুন এবং পানীয় জলের ইচ্ছা করিলে, তাহাও প্রদান করিব।' স্থবির মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সে কূপ হইতে জল উঠাইয়া, ছাকিয়া স্থবিরকে উত্তমরূপে স্নান করাইল, তৎপর পানীয় জল প্রদান করিল। স্থবির জলপান করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। তদনন্তর তিনি জলদানের ফল সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। স্থবিরের ক্লান্তি বিনোদন করিতে পারিয়া, উদ্যানপালের অনির্বচনীয়া প্রীতির সঞ্চার হইল। এই পুণ্যের প্রভাবেই সে মরণান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিল। মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে সেই দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং
সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি,
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযথম্ভা রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসী চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো চ নচ্চন্তি সুবণ্ণছন্না।

৩. কেন তে তাদিসো বণ্ণো... ...পে... ...
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৪. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৫. 'গিম্‌হানং পচ্ছিমে মাসে পতপন্তে দিবঙ্করে,
পরেসং ভতকো পোসো অম্বারামমসিঞ্চতি।

৬. অথ তেনাগমা ভিক্‌খু সারিপুত্তোতি বিস্‌সুতো,
কিলন্তরূপো কাযেন অকিলন্তোব চেতসা।

৭. তঞ্চ দিস্বান আযন্তং অবোচং অম্বসিঞ্চকো,
সাধু তং ভন্তে নহাপেয্যং যং মমস্‌স সুখাবহং।

৮. তস্‌স মে অনুকম্পায নিক্‌খিপি পত্তচীবরং,
নিসীদি রুক্‌খমূলস্মিং ছাযায একচীবরো।

৯. তঞ্চ অচ্ছেন বারিনা পসন্নমানসো নরো,
মহাপযী রুক্‌খমূলস্মিং ছাযায একচীবরং।

১০. অম্বো চ সিত্তো সমণো চ নহাপিতো,
মযা চ পুঞ্ঞং পসুতং অনপ্পকং;
ইতি সো পীতিযা কাযং সব্বং ফরতি অত্তনো।

১১. তদেব এত্তকং কম্মং অকাসিং তায জাতিযা,
পহায মানুসং দেহং উপপন্নোম্‌হি নন্দনং।

১২. নন্দনে পবনে রম্মে নানাদিজগণাযুতে,
রমামি নচ্চগীতেহি অচ্ছরাহি পুরক্‌খতো'তি।

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৫. 'গ্রীষ্মের অন্তিম মাসে (আষাঢ় মাসে) দিবাকর প্রচণ্ড উত্তাপ প্রদানের সময় পরের বেতনভোগী জনৈক ব্যক্তি আম্র উদ্যানে [আম্র বৃক্ষের মূলদেশে] জল সিঞ্চন করিতেছিল।

৬. অনন্তর স্বনামধন্য সারীপুত্র স্থবির [চিত্তদুঃখের প্রহীন হেতু] চিত্তের ক্লান্তিভাব অনুভব না করিলেও, কিন্তু ক্লান্ত শরীরে সেই উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৭. আম্রবৃক্ষে জল সিঞ্চনকারী তাঁহাকে দেখিয়া অনুরোধ করিল—ভন্তে, আমি আপনাকে স্নান করাইতে পারিলে উত্তম মনে করি, যেহেতু এই পুণ্য আমার ইহ-পরকালের সুখাবহ হইবে।

৮. তিনি আমার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক পাত্রচীবর [একস্থানে] রক্ষা করিয়া বৃক্ষমূলে ছায়ায় এক চীবরে উপবেশন করিয়াছিলেন।

৯. সেই [জল সিঞ্চনকারী] ব্যক্তি বৃক্ষের মূলদেশে ছায়ায় উপবিষ্ট একচীবরসম্পন্ন স্থবিরকে প্রসন্নচিত্তে বিশুদ্ধ জলে স্নান করাইয়াছিল।

১০. আম্রবৃক্ষের মূলদেশও সিক্ত হইল, শ্রমণও স্নাপিত হইল, আমারও অপ্রমাণ

পুণ্য প্রসূত হইল। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার সর্বশরীরে প্রীতি বিস্ফারিত হইয়াছিল।

১১. সেই জন্মে এতদূর পুণ্যকর্মই করিয়াছিলাম, [সেই কর্মের প্রভাবে] মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া আনন্দদায়ক স্বর্গে উৎপন্ন হইয়াছি।

১২. বিবিধ পক্ষী সমাকুল রমণীয় শ্রেষ্ঠ নন্দনবনে অপ্সরাগণের পূর্বভাগে থাকিয়া নৃত্যগীতে রমিত হইতেছি।'

আম্র বিমান সমাপ্ত

গোপাল বিমান—৭.৬

ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন রাজগৃহবাসী কোন গোপালক প্রাতঃরাশের জন্য যবনির্মিত খাদ্য লাভ করিয়াছিল। সে তাহা সঙ্গে লইয়া গাভী নিয়া মাঠে গিয়াছিল। সেই সময় মহামোগ্‌গল্লান স্থবির সেই মাঠের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। স্থবির গোপালককে দেখিয়া দিব্যজ্ঞানে জানিতে পারিলেন—তাহার এখনই মৃত্যু হইবে। আরো জ্ঞাত হইলেন—তাঁহাকে যবখাদ্য দান করিয়া, সে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইবে। সুতরাং স্থবির ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া যবখাদ্য দিতে ইচ্ছা করিল, এমন সময় সে দেখিল—গাভীগুলি মাষক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। তখন গোপালক চিন্তা করিল—'এখন কি করি? স্থবিরকে যবখাদ্য দিব; নাকি, মাষক্ষেত্র হইতে গাভীগুলি বাহির করিয়া আনিব? স্থবির যদি প্রস্থান করেন, এই যবখাদ্য দানের অন্তরায় ঘটিবে; প্রথমেই আর্যকে যবখাদ্য প্রদান করা কর্তব্য। এই হেতু ক্ষেত্রস্বামী আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপালক যবখাদ্য স্থবিরের নিকট উপস্থিত করিল। স্থবির তাহা প্রতিগ্রহণ করিলেন। তৎপর সে গাভীগুলি ক্ষেত্র হইতে বাহির করিবার জন্য দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। গমনপথে এক বিষধর সর্প তাহার পায়ে আক্রান্ত হইয়া, তাহাকে দংশন করিল। স্থবিরও তখন তাহার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া, তথায় যবখাদ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপালক গাভীগুলি বাহির করিয়া ফিরিয়া আসিল। স্থবিরকে যবখাদ্য ভোজন করিতে দেখিয়া, তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। অতিশয় প্রীতি সৌমনস্য অন্তরে সে তথায় উপবেশন করিল। তখন তাহার সর্বশরীর বিষে আচ্ছন্ন হইল। তন্মুহূর্তেই তাহার মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশযোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হইল। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালীন সেই বিমানে তাহাকে দেখিয়া, যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং দেবপুত্র জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, স্থবির মনুষ্যলোকে আসিয়া ভগবানকে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া পরিষদে ধর্মদেশনা করিবার সময় স্থবির ও দেবপুত্রের কথোপকথন সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

১. ‘দিস্বান দেবং পটিপুচ্ছি ভিক্খু
উচ্চে বিমানম্হি চিরট্ঠিতীকে,
আমুত্তহত্থাভরণং যসস্সিং
দিব্বে বিমানম্হি যথাপি চন্দিমা।

২. অলঙ্কতো মালভারী সুবত্থো
সুকুণ্ডলী কপ্পিতকেসমস্সু,
আমুত্তহত্থাভরণো যসস্সী
দিব্বে বিমানম্হি যথাপি চন্দিমা।

৩. দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্গু
অট্ঠট্ঠকা সিক্খিতা সাধুরূপা,
দিব্বা চ কঞ্ঞা তিদসচরা উলারা
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি।

৪. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো... ...পে... ...
সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৫. সো দেবপুত্তো অত্তমনো... ...পে... ...
যস্স কম্মস্সিদং ফলং।

৬. ‘অহং মনুস্সেসু মনুস্সভূতো
সঙ্গম্ম রক্খিস্সং পরেসং ব ধেনুযো,
ততো চ আগা সমণো মমন্তিকে
গাবো চ মাসে অগমংসু খাদিতুং।

৭. দযজ্জ কিচ্চং উভযঞ্চ কারিযং
ইচ্চেবহং ভন্তে তদা [১]বিচিন্তযিং,
ততো চ সঞ্ঞং পটিলদ্ধযোনিসো
দদামি ভন্তেতি খিপিং অনন্তকং।

৮. সো মাসখেত্তং তুরিতো অবাসরিং
পুরা অযং ভঞ্জতি যস্সিদং ধনং,
ততো চ কণ্হো উরগো মহাবিসো
অধংসি পাদে তুরিতস্স মে সতো।

৯. স্বাহং অট্টোম্হি দুক্খেন পীলিতো
ভিক্খু চ তং সামং মুঞ্চিত্বা নন্তকং,
অহাসি কুম্মাসং মমানুকম্পযা
ততো চুতো কালকতোম্হি দেবতা।

---

[১]। সী-খু-বিচিন্তেসিং।

১০. তদেব কম্মং কুসলং কতং মযা
সুখঞ্চ কম্মং অনুভোমি অত্তনা,
তযা হি ভন্তে অনুকম্পিতো ভুসং
কতঞ্ঞুতায অভিবাদযামি তং।

১১. সদেবকে লোকে সমারকে চ
অঞ্ঞো মুনি নত্থি তযানুকম্পকো,
তযা হি ভন্তে অনুকম্পিতো ভুসং
কতঞ্ঞুতায অভিবাদযামি তং।

১২. ইমস্মিং লোকে পরস্মিং বা পন
অঞ্ঞো মুনি নত্থি তযানুকম্পকো,
তযা হি ভন্তে অনুকম্পিতো ভুসং
কতঞ্ঞুতায অভিবাদযামি ত'ন্তি।

১. 'চন্দ্র দেবপুত্রের ন্যায় দিব্য বিমানে বিরোচমান, উচ্চবিমানে দীর্ঘকালস্থায়ী, অঙ্গুলী অবধি সমস্ত হস্ত আভরণ ভূষিত, যশস্বী দেবপুত্রকে দেখিয়া ভিক্ষু [মহামোগ্গল্লান স্থবির] জিজ্ঞাসা করিলেন—

২. [দিব্য অলঙ্কারে] অলঙ্কৃত, মালাধারী, সুন্দর পরিচ্ছদ ভূষিত, কর্ণে সুন্দর কুণ্ডলধারী, উত্তমরূপে কেশশ্মশ্রু ছেদনকারী, অঙ্গুলী অবধি সমস্ত হস্ত আভরণ মণ্ডিত হে যশস্বি দেবপুত্র, তুমি দিব্য বিমানে চন্দ্র দেবপুত্রের ন্যায় বিরোচিত হইতেছ।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. 'আমি ভূলোকে মানবকুলে জন্মধারণ করিয়া পরের বহু সংখ্যক গাভী একত্রে রক্ষা করিতেছিলাম। অনন্তর একজন ভিক্ষু আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন গাভীগুলিও মাষশস্য খাইবার জন্য [ক্ষেত্রে] প্রবেশ করিতেছিল।

৭. ভন্তে, তখন আমি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম—উপস্থিত দ্বিবিধ কার্যের উভয়ই করণীয়, [তৎমধ্যে কোনটা পূর্বে করা কর্তব্য, ইহা চিন্তা করিতে করিতে] আমার ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পূর্বে দান দেওয়াই কর্তব্য বিবেচিত হওয়ায়, তখনই বস্ত্রখণ্ডে পুটলী বাঁধা যবপিষ্টক তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম।

৮. গাভীগুলি ক্ষেত্রস্বামীর সম্পত্তিস্বরূপ মাষশস্য খাইবার পূর্বেই আমি যথাশীঘ্র মাষক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম; আমার দ্রুতগমন বিধায়, দেখিতে না পাওয়াতে মহা বিষধর কৃষ্ণ সর্প আমার পদে দংশন করিয়াছিল।

৯. তখন আমি বিষ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম, ঠিক সেই সময় ভিক্ষুও আমার প্রতি অনুকম্পাপূর্বক স্বহস্তে কাপড়ের পুটলী খুলিয়া পিষ্টক ভোজন করিলেন। সেইস্থানেই আমার মৃত্যু হইল, আমি মানবদেহ ত্যাগ করিয়া দেবলোকে দেবতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছি।

১০. আমি এইমাত্র কুশলকর্ম করিয়াছিলাম, আমার সেই কুশলকর্মের সুখফল আমি নিজেই অনুভব করিতেছি। ভন্তে, আপনিই আমাকে অধিকতর অনুকম্পা করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

১১. দেব-মনুষ্যলোকে আপনার ন্যায় আমার অনুকম্পাকারী আর অন্য কোন মুনি নাই; ভন্তে, আপনিই আমাকে অধিকতর অনুকম্পা করিয়াছেন; কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

১২. ভন্তে, আমার ইহ-পরলোকে আপনার ন্যায় অনুকম্পাকারী আর অন্য কোন মুনি নাই; আপনিই আমাকে অধিকতর অনুকম্পা করিয়াছেন; কৃতজ্ঞতার সহিত আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

গোপাল বিমান সমাপ্ত

কন্থক বিমান—৭.৭

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে পরিভ্রমণ মানসে গিয়াছিলেন। সেই সময় কন্থক নামক দেবপুত্র স্বীয় ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিব্যরথে আরোহণ করিলেন এবং মহাপরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া মহতী দেবঋদ্ধিতে দীপ্যমান অবস্থায় উদ্যানে যাইতে লাগিলেন। তখন তিনি মহামোগ্গল্লান স্থবিরের দর্শন পাইয়া, অত্যধিক গৌরব সহকারে সহসা রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি স্থবির সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অতি বিনীতভাবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘পুণ্ণমাসে যথা চন্দো নক্খত্তপরিবারিতো,
সমন্তা অনুপরিযাতি তারকাধিপতী সসী।

২. তথূপমং ইদং ব্যমহং দিব্বং দেবপুরম্হি চ,
অতিরোচতি বণ্ণেন উদযন্তোব রংসিমা।

৩. বেলুরিযসুবণ্ণস্স ফলিকা রূপিযস্স চ,
মসারগল্লমুত্তাহি লোহিতঙ্কমণীহি চ।

৪. চিত্রা মনোরমা ভূমি বেলুযিরস্স সন্থতা,
কূটাগারা সুভা রম্মা পাসাদো তে সুমাপিতো।

৫. রম্মা চ তে পোক্খরণী [১]পুথুলোমনিসেবিতা,
অচ্ছোদিকা বিপ্পসন্না সোণ্ণবালুকসন্থতা।

৬. নানাপদুমসঞ্ছন্না পুণ্ডরীকসমোততা,

---

[১]। সী–জী–পুথুলা মচ্ছসেবিতা।

সুরভিং সম্পবাযন্তি মনুঞ্ঞা মালুতেরিতা।
৭. তস্‌সা তে উভতো পস্‌সে বনগুম্বা সুমাপিতা,
উপেতা পুপ্‌ফরুক্‌খেহি ফলরুক্‌খেহি চুভযং।
৮. সোবণ্ণপাদে পল্লঙ্কে মুদুকে [1]চোল সন্থতে,
নিসিন্নং দেবরাজংব উপতিট্‌ঠন্তি অচ্ছরা।
৯. সব্বাভরণসঞ্ছন্না নানামালাবিভূসিতা,
রমন্তি তং মহিদ্ধিকং বসবত্তীব মোদসি।
১০. ভেরিসঙ্খমুদিঙ্গাহি বীণাহি পণবেহি চ,
[2]রমতি রতিসম্পন্নো নচ্চগীতে সুবাদিতে।
১১. দিব্বা তে বিবিধা রূপা দিব্বা সদ্দা অথো রসা,
গন্ধা চ তে অধিপ্পেতা ফোট্‌ঠব্বা চ মনোরমা।
১২. তস্মিং বিমানে পবযে দেবপুত্ত মহপ্পভো,
অতিরোচসি বণ্ণেন উদযন্তোব ভানুমা।
১৩. দানস্‌স তে ইদং ফলং অথো সীলস্‌স বা পন,
অথো অঞ্জলিকম্মস্‌স তং মে অক্‌খাহি পুচ্ছিতো'তি।
১৪. সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।
১৫. 'অহং কপিলবত্থুস্মিং সাকিযানং পুরুত্তমে,
সুদ্ধোদনস্‌স পুত্তস্‌স কন্থকো সহজো অহং।
১৬. যদা সো অড্ডরত্তাযং সম্বোধায অভিনিক্‌খমি,
সো মং মুদূহি পাণীহি জালতম্বনখেহি চ।
১৭. সত্থিং আকোটযিত্বান বহু সম্মাতি চ ব্রবি,
অহং লোকং তারযিস্‌সং পত্তো সম্বোধিমুত্তমং।
১৮. তং মে গিরং সুণন্তস্‌স হাসো মে বিপুলো অহু,
উদগ্‌গচিত্তো সুমনো অভিসিংসিং তদা অহং।
১৯. অভিরূলহঞ্চ মং ঞত্বা সক্যপুত্তং মহাযসং,
উদগ্‌গচিত্তো মুদিতো বহিস্‌সং পুরিসুত্তমং।
২০. পরেসং বিজিতং গন্ত্বা উগ্‌গতস্মিং দিবাকরে,
মমং ছন্নঞ্চ ওহায অনপেক্‌খো সো অপক্কমি।
২১. তস্‌স তম্বনখে পাদে জিব্‌হায পরিলেহিসং,
গচ্ছন্তঞ্চ মহাবীরং রুদমানো উদিক্‌খিসং।

---

[1]। হা–গোণ।
[2]। হা–মনসি।

২২. অদস্সনেন হন্তস্স সক্যপুত্তস্স সিরীমতো,
অলত্থং গরুকাবাধং খিপ্পং মে মরণং অহু।
২৩. তস্সেব আনুভাবেন বিমানং আবসামিদং,
সব্বকামগুণোপেতং দিব্বং দেবপুরম্হি চ।
২৪. যঞ্চ মে অহুবা হাসো সদ্দং সুত্বান বোধিযা,
তেনেব কুসলমূলেন ফুসিস্সং আসবক্খযং।
২৫. সচে হি ভন্তে গচ্ছেয্যাসি সত্থু বুদ্ধস্স সন্তিকে,
মমাপি নং বচনেন সিরসা বজ্জাসি বন্দনং।
২৬. অহংপি দট্ঠুং গচ্ছিস্সং জিনং অপ্পটিপুগ্গলং,
দুল্লভং দস্সনং হোতি লোকনাথান তাদিন'ন্তি।

১-২. 'পূর্ণিমা তিথিতে চতুর্দিক নক্ষত্রবেষ্টিত তারকাধিপতি পূর্ণচন্দ্র যেরূপ রাত্রিতে শোভাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দেবপুরে তোমার এই দিব্যবিমান সৌন্দর্যে উদীয়মান তরুণ সর্যের ন্যায় অতিশয় বিরোচিত হইতেছে।

৩-৪. বৈদুর্য, স্ফটিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, মসারগল্ল ও লোহিতঙ্কে সুনির্মিত তোমার কূটাগারযুক্ত প্রাসাদ সুন্দর ও রমণীয়। বৈদুর্যাস্তৃত ভূমিভাগ বিচিত্র ও মনোরম।

৫-৬. তোমার পুষ্করিণী বিপ্রসন্না-স্বচ্ছসলিলা, রমণীয়া, বিস্তীর্ণ মণিসেবিতা, স্বর্ণবালুকাস্তৃতা, বিবিধ পদ্মপুণ্ডরীক সমাকীর্ণা, মৃদু-মন্দ বায়ু হিল্লোলে [পদ্মের] মনোজ্ঞ সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে।

৭. পুষ্করিণীর উভয় পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান সুনির্মিত হইয়াছে, পুষ্পবৃক্ষ ও ফলবৃক্ষ উভয় জাতীয় বৃক্ষে শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৮-৯. স্বর্ণপদ বিশিষ্ট ও মৃদুবস্ত্রের আস্তরণযুক্ত পালঙ্কে তুমি দেবরাজ সদৃশ উপবিষ্ট আছ। সর্বাভরণমণ্ডিতা ও বিবিধ দিব্যমাল্য ভূষিতা অপ্সরাগণ তোমার পরিচর্যায় নিযুক্তা থাকিয়া তোমাকে রমিত করিবার জন্য ব্যাপৃতা। তুমি মহতী ঋদ্ধিসম্পন্ন বসবর্তী দেবরাজ সদৃশ প্রমোদিত হইতেছ।

১০. ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, বীণা ও পাখোয়াজের রতিসম্পন্ন মধুর বাদ্যধ্বনিতে ও নৃত্যগীতে রমিত হইতেছ।

১১. তোমার বিমানে মনোরম বিবিধ দিব্যরূপ, দিব্যশব্দ, দিব্যরস, দিব্যগন্ধ ও দিব্যস্পর্শ বিরাজমান।

১২. হে মহাপ্রভাসম্পন্ন দেবপুত্র, তুমি এই শ্রেষ্ঠ বিমানে স্বীয় বর্ণে উদীয়মান সূর্যসদৃশ অতিশয় বিরোচিত হইতেছ।

১৩. ইহা কি তোমার দানের ফল? না শীলের ফল? না কি অঞ্জলি কর্মের ফল? তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাকে বল।'

১৪. মোগ্গল্লান স্থবির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবপুত্র যেই কর্মে এই ফল লাভ

করিতেছে, তাহা সন্তুষ্টচিত্তে প্রকাশ করিয়া কহিল।

১৫. 'আমি কপিলবত্থুতে শাক্যদের শ্রেষ্ঠপুরুষ শুদ্ধোদন রাজার পুত্রের (সিদ্ধার্থ কুমারের) সহজাত কন্থক নামক অশ্ব ছিলাম।

১৬-১৭. যখন তিনি অর্দ্ধরাত্রে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য অভিনিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি মৃদুজালহস্তের তাম্রনখের ও উরুর আঘাতে সঙ্কেত করিয়া আমাকে কহিলেন—বন্ধো, আমায় বহন কর, আমি উত্তম সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকবাসীকে ত্রাণ করিব।

১৮. সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার আনন্দজনক বিপুল হাসি উৎপন্ন হইয়াছিল। তখন আমি অতিশয় প্রীতচিত্তে [তাঁহাকে আমার পৃষ্ঠদেশে] প্রতিগ্রহণ করিলাম।

১৯. মহাত্মা শাক্যপুত্র [আমার পৃষ্ঠদেশে] উত্তমরূপে আরূঢ় হইয়াছেন জানিয়া, আমি অতীব প্রীতিযুক্ত মুদিত মনে পুরুষোত্তমকে বহন করিলাম।

২০. অন্য রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও ছন্নকে ত্যাগ করিয়া (প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর) নিরপেক্ষভাবে তিনি প্রস্থান করিলেন।

২১. তাঁহার তাম্রবর্ণ নখযুক্ত পদযুগল জিহ্বায় লেহন করিয়াছিলাম এবং প্রস্থানকালে মহাবীরকে রোরোদ্যমান নেত্রে অবলোকন করিয়াছিলাম।

২২. শ্রীসম্পন্ন শাক্যপুত্রের চক্ষুরান্তরালের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর রোগাক্রান্ত (মরণান্তিক দুঃখ) হইয়া সেইক্ষণেই আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল।

২৩. (বুদ্ধত্ব লাভের জন্য নিষ্ক্রমণ করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তরে যেই অনির্বচনীয়া প্রীতি-সৌমনস্য উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি যে অগাধ প্রেম) ইহার প্রভাবেই আমি দেবপুরে সর্ববিধ দিব্য কামগুণসম্পন্ন এই আবাসস্থান বিমান লাভ করিয়াছি।

২৪. সর্বপ্রথমেই 'বোধি' শব্দ শুনিয়া, আমার যেই [বিপুল] হাস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই কুশলমূলীয় কারণে আমি আসবক্ষয় (অর্হত্ত্ব) প্রাপ্ত হইব।'

দেবপুত্র যেই কুশলকর্মের প্রভাবে এই দিব্যসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশের পর ভগবৎ সকাশে উপস্থিত হইবার বলবতী বাসনা সত্ত্বেও তৎপূর্বে স্থবির দ্বারা বন্দনা প্রেরণার্থ কহিলেন—

২৫. 'ভন্তে, যদি আপনি বুদ্ধ-শাস্তার সমীপে গমন করেন, তাহা হইলে আমার অনুরোধে অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে আমার সংবাদ জ্ঞাপন করাইয়া বলিবেন—আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া বন্দনা করিতেছি।

২৬. সেই অপ্রতিপুদ্গল জিনকে আমিও দর্শন করিতে যাইব, তাদৃশ লোকনাথের দর্শন দুর্লভ।'

এইরূপ বলিয়া দেবপুত্র স্বকীয় কৃতকর্ম সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করিলেন।

এই কন্থক দেবপুত্র পূর্বজন্মে আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্বের সহজাত কন্থক নামক অশ্ব ছিলেন। বোধিসত্ত্ব এই কন্থক অশ্বেই আরোহণপূর্বক অভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন।

কন্থক মহাপুরুষকে পৃষ্ঠে লইয়া রাত্রির অবশিষ্ট সময়ে তিনটি রাজ্য অতিক্রমপূর্বক প্রত্যুষে অনোমা নদীর তীর সম্প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব সূর্যোদয়ের সময় ঘটিকার নামক মহাব্রহ্মা প্রদত্ত পাত্র চীবর দ্বারা প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর সামথি ছন্নের সহিত কন্থককে কপিলবত্থু অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কন্থক প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মযুগল জিহ্বায় লেহন করিয়াছিল এবং প্রসন্নতাপূর্ণ নয়নযুগল উন্মীলনপূর্বক মহাপুরুষের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া স্থিত হইয়াছিল। মহাসত্ত্ব দর্শনপথের অতিক্রান্ত হইলে কন্থকের অন্তরে প্রবল সংবেগ উৎপন্ন হইয়াছিল। 'এই লোকাগ্রনায়ক মহাপুরুষকে আমি বহন করিতাম, সেই কারণে আমার এ শরীর সার্থক এবং এ জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া দীর্ঘকালের সংজাত প্রেম হেতু বিয়োগ দুঃখ অসহ্য হওয়ায় সেই স্থানেই কন্থকের মৃত্যু হইল। মরণান্তে সে তাবতিংস স্বর্গে কন্থক নামক দেবপুত্র হইয়া উৎপন্ন হইল। বোধিসত্ত্বের প্রতি চিত্ত প্রসন্নতা উৎপাদনে দেবলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, কন্থক দেবপুত্র সেই কৃতজ্ঞতা নিবেদনার্থ ভগবান সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তদ্ধেতু কথিত হইয়াছে—

২৭. 'সো কতঞ্ঞু কতবেদী সত্থারং উপসঙ্কমি,
সুত্বা গিরং চক্খুমতো ধম্মচক্খুং বিসোদযি।
২৮. বিসোধেত্বা দিট্ঠিগতং বিচিকিচ্ছ বতানি চ,
বন্দিত্বা সত্থুনো পাদে তত্থেবন্তরধাযথা'তি।

২৭. 'সেই কৃতজ্ঞ দেবপুত্র [কন্থক] কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চক্ষুষ্মান বুদ্ধের উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া স্রোতাপত্তি ফল লাভ করিলেন।

২৮. মিথ্যাদৃষ্টি, সদ্ধর্মে সন্দেহ ও শীলব্রতাদি বিশোধন (সমুচ্ছেদ) পূর্বক তিনি শাস্তার পাদপদ্মে বন্দনা করিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।'

কন্থক বিমান সমাপ্ত

অনেকবর্ণ বিমান—৭.৮

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। মহামোগ্গল্লান স্থবির পর্য্যটন মানসে দেবলোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেইস্থানে অনেকবর্ণ নামক দেবপুত্র তাঁহার দর্শন পাইয়া সগৌরবে তৎসমীপে গমনপূর্বক অঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবপুত্রের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত—এই হইতে ত্রিশ হাজার কল্প পূর্বে সুমেধ নামক সম্যক সম্বুদ্ধে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার শারীরিক ধাতু নিধান করিয়া তদুপরি রত্নময় চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল। তখন জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সাত বৎসর ব্রহ্মচর্য আচরণ করার পর প্রব্রজ্যাধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাধিক্য হেতু সর্বদা

তিনি চৈত্যাঙ্গণ সম্মার্জন করিতেন, নিত্য পঞ্চশীল ও উপোসথশীল রক্ষা করিতেন এবং ধর্মশ্রবণাদি বিবিধ পুণ্যকার্য সম্পাদন করিতেন। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিলেন। প্রভূত পুণ্য হেতু তিনি মহানুভাব ও মহাক্ষমতাশালী হওয়াতে ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে পূজা ও সম্মান করিতেন। আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তথায় দিব্য সুখৈশ্বর্য পরিভোগ করিয়া সেস্থান হইতে চ্যুত হইলেন। তৎপর তিনি দেব-মনুষ্যলোকে পুনঃপুন জন্ম পরিগ্রহ করিয়া গৌতম বুদ্ধের সময় সেই কর্মের বিপাকবশেই তাবতিংস স্বর্গে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি অনেকবর্ণ দেবপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. ‘অনেকবণ্ণং দরসোকনাসনং
বিমানমারুয্‌হ অনেকচিত্তং,
পরিবারিতো অচ্ছরাসংগণেন
সুনিম্মিতো ভূতপতীব মোদসি।

২. [1]সমস্‌সমো নত্থি কুতোপনু[2]ত্তরো,
যসেন পুঞ্ঞেন চ ইদ্ধিযা চ।

৩. সব্বে চ দেবা তিদসগণা সমেচ্চ
তন্তং নমস্‌সন্তি সসিংব দেবা,
ইমা চ তে অচ্ছরাযো সমন্ততো
নচ্চন্তি গাযন্তি পমোদযন্তি।

৪. দেবিদ্ধিপত্তোসি মহানুভাবো
মনুস্‌সভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনা’সি এবং জলিতানুভাবো
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী’তি।

৫. সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্‌হং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং।

৬. ‘অহং ভদন্তে অহুবাসিং পুব্বে
সুমেধনামস্‌স জিনস্‌স সাবকো,
পুথুজ্জনো অনববোধো হমস্মিং
সো সত্তবস্‌সানি পরিব্বজিস্‌সহং।

৭. স্বাহং সুমেধস্‌স জিনস্‌স সত্থুনো
পরিনিব্বুতস্‌সোঘতিণ্ণস্‌স তাদিনো,
রতনুচ্চযং হেমজালেন ছন্নং

[1]। সী–জী–খু–সমো সমো।
[2]। হা–উত্তরি।

বন্দিত্বা থুপস্মিং মনং পসাদযিং।

৮. নমাসি দানং ন চ নত্থি দাতুং
পরে চ খো তত্থ সমাদপেসিং,
পূজেথ নং পূজনীযস্‌স ধাতুং
এবং কির সগ্‌গমিতো গমিস্‌সথ।

৯. তদেব কম্মং কুসলং কতং মযা
সুখঞ্চ [১]দিব্বং অনুভোমি অত্তনা,
মোদামহং তিদসগণস্‌স মজ্ঝে
ন তস্‌স পুঞ্ঞস্‌স খযম্পি [২]অজ্ঝগ'ন্তি।

১. 'নানাবর্ণে চিত্রিত দাহ-শোক নাশক এই বিমানে আরোহণপূর্বক অপ্সরাগণ পরিবৃত হইয়া 'সুমিম্মিত' নামক দেবরাজ সদৃশ তুমি প্রমোদিত হইতেছ।

২. যশঃ, পুণ্য ও ঋদ্ধিতে তোমার সমান কেহ নাই, উত্তরিতর বা আর কোথায়!

৩. [মনুষ্যেরা যেমন পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া সাদরে নমস্কার করে, তদ্রূপ] ত্রিদশালয়ের সমস্ত দেবগণ তোমাকে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সাদরে নমস্কার করিতেছে; এই অপ্সরাগণও তোমার চতুর্দিকে নৃত্যগীত করিয়া তোমাকে প্রমোদিত করিতেছে।

৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. 'ভন্তে, আমি পূর্বজন্মে সুমেধ বুদ্ধের শ্রাবক ছিলাম, মার্গফল লাভে বঞ্চিত থাকিয়া পৃথকজন অবস্থায় সাত বৎসর যাবৎ প্রব্রজ্যাধর্ম আচরণ করিয়াছিলাম।

৭. আমি তাদৃশ পরিনির্বাপিত ভবস্রোত উত্তীর্ণ শাস্তা সুমেধ বুদ্ধের রত্ননির্মিত হেমজালাচ্ছন্ন শারীরিক ধাতু চৈত্য বন্দনা করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করিয়াছিলাম।

৮. আমার নিকট কোনও দানীয় বস্তু ছিল না, তাই দান করিতে পারি নাই; কিন্তু 'পূজনীয় ধাতুরত্নকে তোমরা পূজা কর, এইরূপ করিলে, এই মানবদেহ ত্যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করিতে পারিবে' ইত্যাদি উৎসাহবাক্যে পরের দ্বারা নানাবিধ কুশলকর্ম সম্পাদন করাইয়াছিলাম।

৯. আমি এতদূর মাত্রই কুশলকর্ম করিয়াছিলাম, [সেই কুশলের বিপাকস্বরূপ] দিব্যসুখ স্বয়ং অনুভব করিতেছি। ত্রিদশালয়ের দেবগণের মধ্যে আমি প্রমোদিত হইতেছি, এযাবৎ সেই পুণ্য ক্ষয় হইতেছে না।

এইরূপে দেবপুত্র স্বীয় পূর্বকর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামোগ্‌গল্লান স্থবির সপরিষদ দেবপুত্রকে ধর্মদেশনা করিলেন, তৎপর স্থবির মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানকে সেই দেবপুত্রের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। ভগবান তাহা উল্লেখ করিয়া

---

[১]। সী–কম্মং।

[২]। সী–খু–অজ্‌ঝগাতি।

সমবেত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই দেশনা দেব-মানবের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

অনেকবর্ণ বিমান সমাপ্ত

মৃষ্টকুণ্ডলী বিমান—৭.৯

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তথায় মহাধনশালী, মহাভোগশালী, ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পূর্বে কাহাকেও কিছু দেন নাই, তাই তিনি 'অদিন্নপূব্বক' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্যাদৃষ্টি ও লোভী ছিলেন, তাই তথাগত অথবা তথাগতের শ্রাবকদের দর্শনও ইচ্ছা করিতেন না। তাঁহার এক প্রিয়দর্শন পুত্র ছিল। ব্রাহ্মণের একান্ত ইচ্ছা—'পুত্রের জন্য কর্ণকুণ্ডল প্রস্তুত করি।' কিন্তু স্বর্ণকারকে মজুরী দিবার ভয়ে, নিজেই স্বর্ণ পিটিয়া মৃষ্ট (মার্জিত) কুণ্ডল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সেই কুণ্ডল পরিধান করাতেই ব্রাহ্মণপুত্র 'মৃষ্টকুণ্ডলী' নামে বিদিত হইল। মৃষ্টকুণ্ডলী মাতাপিতার একমাত্র সন্তান। ব্রাহ্মণ পুত্রকে শিক্ষা দিতেন—'হে তাতঃ, তুমি শ্রমণ গৌতম ও তাঁহার শ্রাবকদের নিকট যাইও না; তাঁহাদের প্রতি দৃকপাতও করিও না।' সুবোধ ছেলেটিও পিতৃবাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছিল। যখন সে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন তাহার পাণ্ডুরোগ দেখা দিল। ব্রাহ্মণ ধনক্ষয়ের ভয়ে পুত্রের চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ইহাতে মায়ের অসহ্য হওয়ায় ব্রাহ্মণকে কহিল—'ওগো, তুমি যে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ! ছেলের যে রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা করাবে না?' ব্রাহ্মণ কহিলেন—'ওগো, কবিরাজ আনিলে ত দর্শনী দিতে হইবে। তুমি কি আমার ধননাশ করিতে চাও! তাহা হইবে না।' ব্রাহ্মণী কহিল—'তবে কি করিবে?' 'যাহাতে খরচ না হয়, তাহাই করিব।'

অতঃপর তিনি কবিরাজের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'হ্যাঁ কবিরাজ মহাশয়, পাণ্ডুরোগ আপনারা কি ঔষধ দেন?' কবিরাজেরা তাহার অবস্থা বুঝিয়া যাহা তাহা গাছের ছাল বলিয়া দিতেন। তিনি তাহা আহরণ করিয়া ছেলেকে সেবন করাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমশ রোগ অচিকিৎস্য হইল। ব্রাহ্মণ পুত্রকে দুর্বল দেখিয়া একজন কবিরাজ ডাকিয়া আনিলেন। কবিরাজ রোগী দেখিয়া কহিলেন—'আমার এক জরুরী কাজ আছে, আপনি আর একজন কবিরাজ ডাকাইয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত করুন।' এই বলিয়া কবিরাজ রোগী ত্যাগ করিলে, ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন—পুত্র আর বাঁচিবে না। তখন তিনি চিন্তা করিলেন—'ছেলের গৃহাভ্যন্তরে মৃত্যু হইলে, বাহির করিতে দুষ্কর হইবে এবং ইহাকে দেখিবার জন্য লোকজন আসিয়াও আমার বাড়ির ভিতরের ধন-সম্পত্তি সব দেখিয়া ফেলিবে। সুতরাং

ইহাকে বাহির করিয়া রাখাই যুক্তিসঙ্গত।' এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে বাহির করিয়া বারান্দায় শোয়াইয়া রাখিলেন।

সেইদিন অতি প্রত্যুষে ভগবান 'মহাকরুণা সমাপত্তি' ধ্যান হইতে উঠিয়া দশ সহস্র চক্রবালের মধ্যে জ্ঞানজাল বিস্তার করিলেন। যাঁহারা পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট উন্নত জীবনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদের অকুশল কর্মের মূল ছিন্ন হইয়াছে, সেরূপ বিমুক্ত করিবার উপযুক্ত প্রাণীগণকে বুদ্ধচক্ষুর দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন। মৃষ্টকুণ্ডলীকে বহিরালিন্দে শায়িতাবস্থাতেই জ্ঞানজালের মধ্যে দেখা গেল। এই মৃষ্টকুণ্ডলীর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি না, অবধারণ করিতে করিতে ইহা দেখিলেন—এই ব্রাহ্মণপুত্রের আয়ু পরিক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, অদ্যই ইহার মৃত্যু হইবে। ইহার কৃতকর্ম ইহাকে নিরয়ে উৎপন্নের অবকাশ করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া দেহান্তে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হইবে। তৎপর সে দেবলোক হইতে আসিয়া শ্মশানে ক্রন্দন পরায়ণ পিতার সংবেগ উৎপাদন করিবে। সংবিগ্ন ব্রাহ্মণ আমার নিকট উপস্থিত হইবে, দেবপুত্রও আসিবে, তখন আমি ধর্মদেশনা করিব, ধর্ম শুনিয়া উভয়ে স্রোতাপন্ন হইবে। সেই সঙ্গে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মাবোধ হইবে।' ইহা জানিয়া শাস্তা পর দিবস প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক মহাভিক্ষুসজ্ঞ পরিবৃত হইয়া শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করিলেন এবং অনুক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

তখন মৃষ্টকুণ্ডলী গৃহাভিমুখী হইয়া শায়িত ছিল। শাস্তা নিজের অদর্শন ভাব জ্ঞাত হইয়া আপন শরীর হইতে ছয়বর্ণ বুদ্ধরশ্মি ছাড়িয়া দিলেন। ব্রাহ্মণযুবক 'ইহা কিসের আভা' এই মনে করিয়া এদিক ওদিক অবলোকপূর্বক তাহার পশ্চাৎ ভাগে অদূরে দান্ত, গুপ্ত, শান্তেন্দ্রিয়, বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণমণ্ডিত, অশীতি অনুব্যঞ্জন পরিশোভিত, কেতুমালা বিরাজিত বিদ্যোতমান ব্যামপ্রভায় অনুপম বুদ্ধশ্রীতে ও অচিন্তনীয় বুদ্ধানুভাবে বিরোচমান সম্যক সম্বুদ্ধকে দেখিতে পাইল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার এইরূপ চিন্তার উদ্রেক হইল—'এই যে ভগবান বুদ্ধ এখানেই আসিয়াছেন। যাঁহার এমন রূপসম্পত্তি, যাঁহার স্বীয় তেজে সূর্যও অভিভব হইতেছে, কান্তিতে চন্দ্রও হার মানিতেছে, উপশমগুণে সমস্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরাজিত হইতেছে, মনে হয় ইনিই জগতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইনি আমার প্রতি অনুকম্পা করিয়াই এই স্থান সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন। অহো, অবোধ পিতার জন্য এইরূপ বুদ্ধের নিকট যাইয়া তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না, তাঁহাকে কিছু দান দিতে অথবা তাঁহার ধর্মশ্রবণ করিতে পাইলাম না। এখন আমার আর অন্য কিছু করিবার উপায়ও নাই।' এই ভাবিয়া বুদ্ধদর্শন প্রীতিতে ও প্রসন্নচিত্তে শাস্তার প্রতি কৃতাঞ্জলি হইয়া শুইয়া রহিল।

ভগবান 'ইহাই উহার পক্ষে যথেষ্ট' মনে করিয়া প্রস্থান করিলেন। তথাগত চক্ষুপথের বহির্ভূত হইতে হইতেই প্রসন্ন মনে তাহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর সে

সুপ্তপ্রবুদ্ধের ন্যায় তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনক বিমানে উৎপন্ন হইল।

ব্রাহ্মণ একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হইলেন। যথারীতি মৃত পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তিনি পরদিন প্রত্যুষে শ্মশানে যাইয়া 'হায়, আমার একমাত্র পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী কোথায়' এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ইতস্তত পাদচারণ করিতে লাগিলেন। দেবপুত্র আপন দিব্যসম্পত্তি অবলোকন করিয়া 'আমি কোথা হইতে এইস্থানে আসিয়াছি, কোন কর্মের ফলে ইহা আমার লাভ হইয়াছে' তাহা অবধারণপূর্বক জানিতে পারিলেন—'ভগবানের প্রতি চিত্তপ্রসন্নতা ও অঞ্জলি কর্মের প্রভাবেই তাঁহার এই লাভ।' ইহা অবগত হইয়া ভগবানের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতা উৎপন্ন হইল। তৎপর অদিন্নপূব্বক ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন তাহা অবধারণপূর্বক শ্মশানে ক্রন্দনপরায়ণ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন—'এই ব্রাহ্মণ আমার অসুস্থাবস্থায় চিকিৎসা পর্যন্ত না করাইয়া, এখন অনর্থক শ্মশানে রোদন করিতেছেন কেন? এখন তাঁহার সংবেগ উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে কুশলকর্মে প্রতিষ্ঠাপিত করাই আমার একান্ত কর্তব্য।' এই ভাবিয়া তিনি দেবলোক হইতে অবতরণ করিলেন। দেবপুত্র অবিকল মৃষ্টকুণ্ডলীর রূপ ধারণপূর্বক শ্মশানের অদূরে বাহুতে চক্ষু আবৃত করিয়া 'হা চন্দ্র, হা সূর্য' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া 'এই যে আমার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী আসিয়াছে, সে কাঁদিতেছে কেন, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি' এই মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'অলঙ্কতো [1]মট্টকুণ্ডলী
[2]মালধারী হরিচন্দনুস্সদো,
বাহা পগ্গয্হ কন্দসি
বনমজ্ঝে কিং দুক্খিতো তুব'ন্তি"?

১. 'অলঙ্কৃত, মালাধারী, রক্তচন্দন প্রলিপ্ত হে মৃষ্টকুণ্ডলী, তুমি কোন দুঃখে বনমধ্যে বাহু আবৃত চক্ষে ক্রন্দন করিতেছ?'

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

২. 'সোবণ্ণমযো পভস্সরো
উপ্পন্নো রথপজ্জরো মম,
তস্স চক্কযুগং ন বিন্দামি
তেন দুক্খেন জহিস্সং জীবিত'ন্তি।

২. 'আমার জন্য স্বর্ণময়, প্রভাস্বরযুক্ত রথপঞ্জর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার চক্রযুগল লাভ করিতে পারি নাই, সেই দুঃখে আমার জীবন ত্যাগ করিব।'

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

---

[1]। হা-মট্‌ঠ।

[2]। সী-খু-মালাভারী।

৩. ‘সোবণ্ণমযং মণিমযং
লোহিতঙ্কমযং অথ রূপিযামযং,
আচিক্‌খ মে ভদ্দ মাণব
চক্কযুগং [1]পটিলাভযামিতে’তি।

৩. ‘হে ভদ্রমানব, [তোমার চক্রযুগল] স্বর্ণময়, মণিময়, লোহিতঙ্কময় অথবা রৌপ্যময় [কোন প্রকারের প্রয়োজন] বল; [তোমার ইচ্ছিত যে কোন] চক্রযুগল তোমাকে লাভ করাইব।’

তাহা শুনিয়া মানবরূপধারী দেবপুত্র চিন্তা করিলেন—‘ইনি পুত্রের চিকিৎসা করান নাই, কিন্তু পুত্র-প্রতিরূপ আমাকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—‘স্বর্ণময়াদি রথচক্র করিয়া দিব’ সেইরূপ হইলেও ওকে জব্দ করিব।’ প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘আমার চক্রযুগল কতবড় করিয়া দিবেন?’ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি কত বড় চাও?’ দেবপুত্র কহিলেন—‘আমার চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন, তাহা আমাকে দেন।’ এইরূপ যাচঞা করিয়া গাথায় কহিলেন—

৪. ‘সো মাণবো তস্‌স পাবদি
[2]চন্দসুরিযা উভযেথ [3]দিস্‌সরে,
সোবণ্ণমযো রথো মম
তেন চক্কযুগেন সোভতী’তি।

৪. ‘সেই মানবরূপী দেবপুত্র তাঁহাকে কহিলেন—চন্দ্রসূর্য উভয় এই স্থান হইতে দেখা যায়, আমার স্বর্ণময় রথ, সেই চক্র যুগলদ্বারা শোভা পাইবে।’

ব্রাহ্মণ কহিলেন—

৫. ‘বালো যো ত্বমসি মাণব
যো ত্বং পত্থযসে অপত্থিযং,
মঞ্ঞামি তুবং মরিস্‌সসি
ন হি ত্বং লচ্ছসি চন্দসূরিযে’তি।

৫. ‘হে মানব, তুমি নিতান্ত মূর্খ; যাহা অপ্রার্থনীয়, তাহা প্রার্থনা করিতেছ। আমার মনে হয়, তুমি মরিবে, তথাপি তুমি চন্দ্র-সূর্য লাভ করিতে পারিবে না।’

অতঃপর দেবপুত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘যাহা দেখা যাইতেছে, তাহার জন্য কাঁদা মূর্খতা, না যাহা দেখা যায় না, তাহার জন্য কাঁদাই মূর্খতা?’ এই বলিয়া গাথায় কহিলেন—

---

[1]। হা–পটিপাদযাসি।
[2]। ঈ–জী–হা–চন্দিম।
[3]। সী–খু–ধ-ভাতরো।

৫. 'গমনাগমনম্পি দিস্সতি
বণ্ণধাতু উভযত্থ বীথিযা,
পেতো পন কালকতো ন দিস্সতি
কোন নিধ কন্দতং বাল্যতরো'তি।

৬. 'বীথিদ্বয়ে এই উভয় বর্ণ বিশিষ্ট চন্দ্র-সূর্যের গমনাগমনও দেখা যাইতেছে, অপিচ অশরীরি মৃত্যাত্মা দৃষ্ট হয় না, এইস্থলে আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহার ক্রন্দন অধিকতর মূর্খতার পরিচায়ক?'

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ 'ও'ত ঠিক কথাই বলিতেছে' এইরূপ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন—

৭. 'সচ্চং খো বদেসি মাণব
অহমেব কন্দতং বাল্যতরো,
চন্দং বিয দাযকো রুদং
পেতং কালকতাভিপত্থযি'ন্তি।

৭. 'হে মানব, তুমি সত্যই বলিতেছ, আমার ক্রন্দনই অধিকতর মূর্খতার পরিচায়ক; রোরুদ্যমান বালকের চন্দ্র প্রার্থনাবৎ আমার মৃতাত্মা প্রার্থনা।'

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দেবপুত্রের কথায় শোকহীন হইয়া, এই সকল গাথায় তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

৮. 'আদিত্তং বত মং সন্তং ঘতসিত্তংব পাবকং,
বারিনা বিয ওসিঞ্চং সব্বং নিব্বাপযে দরং।

৯. অব্বহী বত মে সল্লং সোকং হদযনিস্সিতং,
যো মে সোকপরেতস্স পুত্তসোকং অপানুদি।

১০. স্বাহং অব্বুল্হল্লোস্মি সীতিভূতোস্ম নিব্বুতো,
ন সোচমি ন রোদামি তব সুত্বান মাণবা'তি।

৮. 'ঘৃতসিক্ত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে জল সিঞ্চনের ন্যায় আমার শোক-পরিতাপ নির্বাপিত করিয়াছ।

৯. আমার হৃদয়ের শোক-শল্য উৎপাটন করিয়া, পুত্রশোক অপনোদন করিয়াছ।

১০. হে মানব, তোমার উপদেশ শুনিয়া, আমার শোক-শল্য উৎপাটিত হইয়াছে, হৃদয় শীতল হইয়াছে, শোক নির্বাপিত হইয়াছে, এই হইতে আমি আর অনুশোচনা করিব না, রোদন করিব না।'

অতঃপর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিচয়ার্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—

১১. 'দেবতা নুসি গন্ধব্বো আদু সক্কো পুরিন্দদো,
কো বা ত্বং কস্স বা পুত্তো কথং জানেমু তং মযন্তি?

১১. 'তুমি কি দেবতা, না গন্ধর্ব, না কি শক্র দেবেন্দ্র? তুমি কে, কাহার 'পুত্র, তোমাকে আমরা কিরূপে জানিতে পারিব?'

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

১২. 'যঞ্চ কন্দসি যঞ্চ রোদসি
পুত্তং আলাহণে সযং দহিত্বা,
স্বাহং কুসলং করিত্বা কম্মং
তিদসানং সহব্যতং পত্তো'তি।

১২. 'পুত্রকে শ্মশানে স্বয়ং দগ্ধ করিয়া, যাহার জন্য ক্রন্দন ও রোদন করিতেছেন, সেই আমি [আপনার পুত্র] কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়া ত্রিদশালয়বাসী দেবগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছি।'

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

১৩. 'অপ্পং বা বহুং বা [১]নাদ্দসাম
দানং দদন্তস্স সকে অগারে,
উপোসথকম্মং বা তাদিসং
কেন কম্মেন গতোসি দেবলোক'ন্তি।

১৩. 'স্বীয় গৃহে দানীয় বস্তুর মধ্যে সেইরূপ অল্পাধিক কিছুই দান কর নাই, উপোসথ কর্মেও সেইরূপ কোন কর্মের ফলে তুমি দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছ?'

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

১৪. 'আবাধিকোহং দুক্খিতো [২]গিলানো
আতুররূপোম্হি সকে নিবেসনে,
বুদ্ধং বিগতরজং বিতিণ্ণকঙ্খং
অদ্দক্খিং সুগতং অনোমপঞ্ঞং।

১৫. স্বাহং মুদিতমনো পসন্নচিত্তো
অঞ্জলিং অকরিং তথাগতস্স,
তাহং কুসলং [৩]করিত্বান কম্মং
তিদসানং সহব্যতং পত্তো'তি।

১৪. 'যখন আমি স্বীয় ভবনে পীড়িত, দুঃখিত ও রুগ্নাবস্থায় বেদনাভিভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম, তখন বিগতপাপরজ, বিশুদ্ধচিত্ত, সুগত, পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বুদ্ধকে দেখিয়াছিলাম।

১৫. আমি তথাগতের প্রতি প্রমোদিত মন ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া কেবল অঞ্জলি মাত্র করিয়াছিলাম। সেই কুশলকর্ম করিয়াই তাবতিংসে দেবগণের সহচরত্ব লাভ করিয়াছি।

দেবপুত্র ইহা বলা মাত্রই ব্রাহ্মণের সর্বশরীর প্রীতিরসে পূর্ণ হইল। তিনি সেই প্রীতি

---

[১]। সী–জী–অদ্দসামি, ধ–অদ্দসং।

[২]। সী–দ–বাল্হগিলানো।

[৩]। সী–ধ–করিত্বা।

ব্যক্ত করিতে করিতে কহিলেন—

১৬. 'অচ্ছরিযং বত অব্‌ভুতং
অঞ্জলিকম্মস্‌স অযমীদিসো বিপাকো!
অহম্পি মুদিতমনো পসন্নচিত্তো
অজ্জেব বুদ্ধং সরণং বজামী'তি।

১৬. 'আশ্চর্য বটে! অদ্ভুত বটে! এই অঞ্জলিকর্মের এই পরিণাম! আমিও প্রমোদিত মনে ও প্রসন্নচিত্তে অদ্যই বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি।'

দেবপুত্র কহিলেন—

১৭. 'অজ্জেব বুদ্ধং সরণং বজাহি
ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ পসন্নচিত্তো,
তথেব সিক্‌খায পদানি পঞ্চ
অখণ্ডফুল্লানি সমাদিস্‌সু।

১৮. পাণাতিপাতা বিরমস্‌সু খিপ্পং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযস্‌সু,
অমজ্জপো মা চ মুসা ভণাহি
সকেন দারেন চ হোহি তুট্‌ঠো'তি।

১৭. 'আপনি অদ্যই প্রসন্নচিত্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হউন, শিক্ষাপদ পাঁচটিও অখণ্ড-অক্ষতভাবে সমাদান করুন।

১৮. যথাশীঘ্র প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হউন, জগতে যাহা কিছু চুরি বলিয়া কথিত হয়, তাহা বর্জন করুন, মদ্যপান করিবেন না, মিথ্যা বলিবেন না, স্বীয় ভার্যাতে সন্তুষ্ট থাকিবেন।'

ব্রাহ্মণ দেবপুত্রের উপদেশ বাণী 'সাধুবাদের' সহিত অবনতমস্তকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন—

১৯. 'অত্থকামোসি মে যক্‌খ হিতকামোসি দেবতে,
করোমি তুয্হং বচনং ত্বংসি আচরিযো মমা'তি।

২০. 'উপেমি সরণং বুদ্ধং ধম্মঞ্চাপি অনুত্তরং,
সঙ্ঘঞ্চ নরদেবস্‌স গচ্ছামি সরণং অহং।

২১. পাণাতিপাতা বিরমামি খিপ্পং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযামি,
অমজ্জপো নো চ মুসা ভণামি
সকেন দারেন চ হোমি তুট্‌ঠো'তি।

১৯. 'হে দেবতে, তুমি আমার অর্থকামী, হিতকামী, তুমি আমার আচার্য, তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব।'

২০. 'আমি নর-দেবের অনুত্তর বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতেছি।

২১. আমি প্রাণীহত্যা হইতে শীঘ্র বিরত হইব, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিব, মদ্যপান করিব না, মিথ্যাকথা বলিব না, স্বীয় পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকিব।'

তদনন্তর দেবপুত্র 'ব্রাহ্মণের প্রতি যাহা কর্তব্য, তাহা সম্পাদিত হইয়াছে; এখন আমাকে ভগবান সমীপে উপস্থিত হইতে হইবে।' এই মনে করিয়া, সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তৎপর ব্রাহ্মণ 'শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইব' এই মনে করিয়া বিহারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহা দেখিয়া মনুষ্যগণ 'এই ব্রাহ্মণ এতকাল তথাগতের নিকট উপস্থিত হয় নাই, আজ পুত্রশোকে অধীর হইয়া তথায় যাইতেছে; না জানি, আজ কিরূপ ধর্মদেশনা হয়।' এই মনে করিয়া সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নাদির পর জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভো গৌতম, আপনাকে দান না দিয়া, শীল রক্ষা না করিয়া কেবল আপনার প্রতি চিত্ত-প্রসাদ বলেই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কি?' ভগবান কহিলেন—'ব্রাহ্মণ, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?' তোমার পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী আমার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করিয়া নিজের স্বর্গে যাওয়ার বিবরণ তোমাকে কি বলে নাই?' ব্রাহ্মণ কহিল—'কখন ভো গৌতম?' ভগবান কহিলেন—'তুমি আজ শ্মশানে যাইয়া, যখন কাঁদিতেছিলে, তখন অদূরে বাহুতে চক্ষু ঢাকিয়া, একজন মানব কাঁদিতেছিল দেখিয়া, তুমি তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলে নহে কি?' সেইক্ষণে মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র বিমানসহ আসিয়া, সকলের দৃশ্যমান অবস্থায় বিমান হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে একপ্রান্তে দাঁড়াইলেন। ভগবান দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'স্থিতি যে দেবতা তুমি কান্তবরণেতে
উদ্ভাসিত দশদিক তারা ওষধিরে
যথা, কিবা করেছিলে পুণ্য ভূলোকেতে
হে প্রভাবশালী দেব, শুধাই তোমারে?'

দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—'প্রভু, আমার এই শ্রীসম্পত্তি আপনার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন ও অঞ্জলিকর্মের প্রভাবেই লাভ করিয়াছি।'

ভগবান আশ্চর্যভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমাতে চিত্ত প্রসন্ন ও অঞ্জলিকর্ম করিয়াই লাভ করিয়াছ!' দেবপুত্র কহিলেন—'হাঁ প্রভু!'

সমবেত জনমণ্ডলী দেবপুত্রকে দেখিয়া সন্তুষ্টবাক্যে বলিতে লাগিল—'অহো, বুদ্ধের গুণ কী আশ্চর্য! অদিন্নপূব্বক ব্রাহ্মণের পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলী অন্য কোন পুণ্য না করিয়া, কেবল শাস্তার প্রতি চিত্তপ্রসন্ন ও অঞ্জলিকর্মের প্রভাবেই এইরূপ শ্রীসম্পত্তি লাভ করিয়াছে!'

ভগবান পরিষদের মৃদুচিত্তভাব পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাদের চিত্তানুরূপ ধর্মদেশনা

করিয়াছিলেন। দেশনান্তে চুরাশী হাজার প্রাণীর ধর্মাববোধ হইয়াছিল। মৃষ্টকুণ্ডলী দেবপুত্র ও অদিন্নপূব্বক ব্রাহ্মণ স্রোতাপন্ন হইয়াছিলেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তি বুদ্ধশাসনে দান করিয়াছিলেন।

মৃষ্টকুণ্ডলী বিমান সমাপ্ত

সেরিস্‌সক বিমান—৭.১০

ভগবানের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে কুমারকশ্যপ স্থবির পঞ্চশত ভিক্ষু সমভিব্যাহারে সেতব্য নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পায়াসিরাজ স্থবিরের আগমন সংবাদ শ্রবণে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। স্থবির ন্যায়সঙ্গত বিবিধ উপমা-যুক্তি প্রদানে রাজার মিথ্যাদৃষ্টিগত ভাব অপনোদন করিয়া, সম্যকদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। রাজা সেই হইতে পুণ্যার্জনের ইচ্ছায় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ (অর্হৎ)দিগকে দান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনভ্যস্ততা হেতু সৎকায়বিহীন অমনোযোগিতায় দানক্রিয়া সম্পাদনে দেহান্তে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকের অন্তর্গত 'সেরিস্‌সক' নামক আকাশ বিমানে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু অন্যতর কোন গ্রামে পিণ্ডাচরণ করিয়া প্রতিদিন কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া আহারকার্য সম্পাদন করিতেন। তদর্শনে কোন একজন গোপালক চিন্তা করিল—'এই আর্য সূর্যতাপে ক্লান্ত হইতেছেন' এই মনে করিয়া তাঁহার আহার করিবার স্থানে সিরীস বৃক্ষের চারিটি স্তম্ভ পুতিয়া, পত্রযুক্ত ক্ষুদ্র শাখায় আচ্ছাদনপূর্বক একখানা মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিল। মণ্ডপ সমীপে সিরীসবৃক্ষ রোপণ করিল। এই পুণ্য প্রভাবে সে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পূর্বকর্ম সূচক বিমানদ্বারে সিরীস উদ্যান উৎপন্ন হইল। উদ্যান সর্বদা বর্ণ-গন্ধ সম্পন্ন পুষ্পরাজীতে সুশোভিত থাকিত। তদ্ধেতু সেই বিমান 'সেরিস্‌সক' নামে বিদিত হইল। সেই দেবপুত্র এক বুদ্ধান্তরকাল দেবলোকে ও মনুষ্যলোকে সঞ্চরণপূর্বক ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় যশঃ স্থবিরের উপাসকরূপে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'গবম্পতি'। তিনি ভগবানের ধর্ম শ্রবণে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই আকাশস্থ সেরিস্‌সক বিমান দর্শনে পূর্ব পরিচয় হেতু সর্বদা তথায় দিবাবিহারার্থ গমন করিতেন। একদা তিনি পায়াসি দেবপুত্রকে তথায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে?' দেবপুত্র কহিলেন—'ভন্তে, আমি পায়াসি রাজা, এখানে উৎপন্ন হইয়াছি।' স্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি যে মিথ্যাদৃষ্টি ভাবাপন্ন ছিলেন, কিরূপে এখানে উৎপন্ন হইলেন?' দেবপুত্র কহিলেন—'ভন্তে, কুমারকশ্যপ স্থবির আমার মিথ্যাদৃষ্টিভাব বিনোদন করিয়াছেন। কিন্তু সৎকারবিহীন অবস্থায় পুণ্যকার্য সম্পাদনে এই আকাশ বিমানে

উৎপন্ন হইয়াছি। ভন্তে, ভাল কথা, আপনি মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিলে, আমার আত্মীয়-স্বজনকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করাইবেন যে—পায়াসি রাজা সৎকারবিহীন অবস্থায় ও অমনোযোগিতায় দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া, সেরিস্‌সক নামক আকাশ বিমানে উৎপন্ন হইয়াছে। তোমরা সৎকার সহযোগে পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়া, তথায় উৎপন্ন হইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প কর।' স্থবির সেই সংবাদ তাহাদিগকে জ্ঞাপন করাইয়াছিলেন। তাহারাও তদনুরূপ সঙ্কল্প করিয়া, পুণ্যকার্য সম্পাদনপূর্বক মরণান্তে পূর্বোক্ত সেরিস্‌সক বিমানে উৎপন্ন হইয়াছিল।

মহারাজ বৈশ্রবণ সেরিস্‌সক দেবপুত্রকে মরুকান্তারের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কার্য ছিল—মরুপ্রান্তরের ছায়াজল বিরহিত পথে গমনাগমনকারী মনুষ্যদিগকে অপদেবতার উপদ্রবাদি সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করা। অনন্তর এক সময় অঙ্গ ও মগধবাসী বণিকগণ এক সহস্র শকট পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া সিন্ধু ও সোবীর দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য যাইতেছিল। তাহারা মরুপ্রান্তর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, উষ্ণ-ভয়ে দিবসে আর অগ্রসর হইল না। তাহারা ইহাই সিদ্ধান্ত করিল যে—নিশাযোগে নক্ষত্র নির্ণয়ে গমন করিবে। রাত্রিকালে বণিকদল সেই ভয়াবহ মরুকান্তার পথে দ্রুত অগ্রসর হইল। কিছুদূর যাওয়ার পর তাহারা পথভ্রান্ত হইয়া, বিপথে চলিতে লাগিল। তাহারা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের অফুরন্ত পথে শেষ হইবার নহে। নিশা অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই দারুণ মরুপ্রান্তর উত্তীর্ণ হইতে হইবে; না হয়, মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপে মৃত্যু অনিবার্য। তাই সেই সুবিশাল সুবিস্তীর্ণ মরুকান্তারের বালুকারাশির উপর দিয়া তাহারা ছুটিয়া চলিল। যতদূর অগ্রসর হয়, সম্মুখে কেবল দেখিতে পায়—অসীম-অনন্ত বালুকাপ্রান্তর। এবার তাহারা মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হইল। ঠিক সেই সময়ে তাহাদের সম্মুখে হঠাৎ গগণ মণ্ডলে সমুজ্জ্বল এক দিব্য জ্যোতি দর্শনে সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিল—আকাশে মনোরম স্নিগ্ধ দিব্যপ্রভায় দেদীপ্যমান একখানা প্রাসাদ। তাহা দিব্যপুষ্করিণী, দিব্যনদী ও দিব্যউদ্যানে পরিবৃত থাকিয়া অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই দিব্যপ্রাসাদে এক দেবপুত্র। তাঁহার মনোহারিণী উজ্জ্বল কান্তিতে চতুর্দিক আলোকিত।

মহারাজ বৈশ্রবণ নিযুক্ত ইনিই সেই সেরিস্‌সক দেবপুত্র। বণিকদলের মধ্যে একজন উপাসক ছিলেন। তিনি ত্রিরত্নে প্রসন্ন, শ্রদ্ধাবান, শীলবান, এমন কি তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির হেতুসম্পন্ন। মাতাপিতার সেবার জন্যই তিনি বাণিজ্যে যাইতেছেন। একমাত্র তাঁহার প্রতিই অনুগ্রহ করিয়া সেরিস্‌সক দেবপুত্র সবিমান নিজকে দর্শন দিয়াছেন। দেবপুত্র বণিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমরা ছায়াজল বিহীন বালুকাকান্তার পথে গমন করিতেছ কেন?' বণিকেরা কিরূপে যে এতদূর আসিয়াছে, তাহাদের সেই দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিয়া কহিল। তৎসম্বন্ধে দেবপুত্র ও বণিকদের মধ্যে যেই সমস্ত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা গাথায় প্রকাশ করা হইতেছে। প্রথম

দুইটি গাথা তাহাদের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য সঙ্গীতিকারকগণ স্থাপন করিয়াছেন—

১. ‘[১]সুণোথ যক্খস্স চ বাণিজান চ
সমাগমো যত্থ তদা অহোসি,
যথা কথং ইতরীতরেন চাপি
সুভাসিতং তঞ্চ সুণোথ সব্বে।

২. যো সো অহু রাজা পাযাসি নামো
ভুম্মানং সহব্যগতো যসস্সী,
সো মোদমানোব সকে বিমানে
অমানুসো মানুসে অজ্ঝভাসী’তি।

১. ‘যথায় দেবতা ও বণিকদের সমাগম হইয়াছিল, তখন সেইস্থানে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সুন্দর আলাপ হইয়াছিল, তাহা [তোমরা] সকলে শ্রবণ কর।

২. যিনি পায়াসি নামক যশস্বী রাজা ছিলেন, তিনি ভূমিবাসী [চাতুর্মহারাজিক] দেবগণের সাহচর্য লাভ করিয়াছেন। সেই দেবপুত্র স্বীয় বিমানে থাকিয়া, আনন্দমনে সম্যকরূপে মনুষ্যদের [বণিকদের] সহিত আলাপ করিতেছেন।’

দেবপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

৩. ‘[২]বঙ্কে অরঞ্ঞে অমনুস্সট্ঠানে
কন্তারে অপ্পোদকে অপ্পভক্খে,
সুদুগ্গমে বণ্ণুপথস্স মজ্ঝে
[৩]বঙ্কং ভযা নট্ঠমনা মনুস্সা।

৪. নযিধ ফলা মূলমযা চ সন্তি
উপাদানং নত্থি কুতো ইধ [৪]ভক্খো,
অঞ্ঞত্র পংসূহি চ বালুকাহি চ
তত্তাহি উণহাহি চ দারুণাহি চ।

৫. উজ্জঙ্গলং তত্তমিবং কপালং
অনাযসং পরলোকেন তুল্যং,
লুদ্দান মাবাসমিদং পুরাণং
[৫]ভুমিপ্পদেসো অভিসত্তরূপো।

৬. অথ তুম্হে কেন বণ্ণেন

---

[১]। সী–সুণাখাতি।
[২]। সী–খু–সবঙ্কে।
[৩]। হা–বঙ্কং।
[৪]। সী–খু–ভিক্খা।
[৫]। সী–খু–ভুম্ম।

কিমাসমানা ইমং পদেসং হি,
অনুপ্পবিট্‌ঠা সহসা সমেচ্চ
লোভা ভযা অথবা সম্পমূল্‌হা'তি।

৩. 'জীবন-মরণ সংশয়স্থল কান্তারে, অমনুষ্য সঞ্চরণ স্থানে, জল ও খাদ্যহীন অতিশয় দুর্গম মরুপ্রান্তর মধ্যে মৃত্যুভয়ে ভীত, মার্গভ্রষ্ট হে মানবগণ!

৪. এই মরুপ্রদেশে ফলমূল নাই, কোনও উপাদান নাই খাদ্যবস্তু কিরূপে থাকিবে; আছে কেবল—দারুণ উত্তপ্ত, উষ্ণ পাংশু ও বালুকা।

৫. এই জলহীন ভূমিপ্রদেশ উত্তপ্ত লৌহপাত সদৃশ, ইহা নরকবৎ জীবন নিষ্পেষক, চিরকাল এইস্থান দারুণ পিশাচাদির আবাসভূমি, এই ভূভাগ যেন [পূর্ব ঋষিগণের] অভিশপ্ত স্থান।

৬. সুতরাং তোমরা কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া, কি কারণে, কোন আশা-প্রত্যাশায়, এই [ভীষণ] স্থানে সহসা প্রবেশ করিয়াছ? তোমরা কি কোন অর্থলোভীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছ? না কি অমনুষ্য ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা মার্গভ্রষ্ট হইয়া [এই মরুকান্তারে] প্রবেশ করিয়াছ?'

বণিকগণ প্রত্যুত্তরে কহিল—

৭. 'মগধেসু অঙ্গেসু চ সত্থবাহা
আরোপযিস্‌সং পণিযং পুথুত্তং,
তে যামসে সিন্ধুসোবীরভূমিং
ধনত্থিকা উদ্দযং পত্থযানা।

৮. দিবা পিপাসং [১]অনধিবাসযন্তা
যোগ্‌গানুকম্পঞ্চ সমেক্‌খমানা,
এতেন বেগেন আযাম [২]সব্বে
রত্তিং মগ্‌গং পটিপন্না বিকালে।

৯. তে দুপ্পযাতা অপরদ্ধমগ্‌গা
অন্ধাকুলা বিপ্পনট্‌ঠা অরঞ্ঞে,
সুদুগ্‌গমে বণ্ণুপথস্‌স মজ্ঝে
দিসং ন জানাম পমূল্‌হচিত্তা।

১০. ইদঞ্চ দিস্বান অদিট্‌ঠপুব্বং
বিমানসেট্‌ঠঞ্চ তবঞ্চ যক্‌খ,
ততুত্তরিং জীবিতামা[৩]সমানা

---

[১]। সী–খু–নাধি।
[২]। সী–হা–সব্বে তে।
[৩]। সী–সংসমানা।

দিস্বা পতীতা সমনা উদগ্‌গা’তি।

৭. ‘আমরা অঙ্গ-মগধবাসী বণিক, ধনার্থী হইয়া অতিরিক্ত লাভ প্রত্যাশায় বহু পণ্যদ্রব্য শকটপূর্ণ করিয়া, সিন্ধু ও সোবীর রাজ্যে যাইতেছি।

৮. দিবাভাগে পিপাসা অসহ্য হইবে মনে করিয়া এবং গরুগুলির প্রতিও অনুকম্পাপূর্বক রাত্রিতে অকালে মার্গ প্রতিপন্ন হইয়া, আমরা সকলে এইরূপ দ্রুতবেগে [এই দুর্গম স্থানে] আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

৯. তাই আমরা বিপথে আসিয়া, অন্ধের ন্যায় আকুল হইয়া, এই মরুকান্তারে অবশিষ্ট অর্দ্ধপথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। অতিশয় দুর্গম এই বালুকাপ্রান্তরে চিত্ত বিহ্বল হইয়া দিক নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।

১০. হে দেবতে, অদৃষ্টপূর্ব আপনার এই শ্রেষ্ঠ বিমান ও আপনাকে দেখিয়া, (পূর্ব আমাদের জীবন নাশ হইল বলিয়া মৃত্যুভয়ে যেইরূপ ভীত হইয়াছিলাম) এখন তদুত্তরিতর জীবনের প্রত্যাশা করিয়া, অতীব প্রীতচিত্ত হইয়াছি।’

দেবপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—

১১. ‘পারং সমুদ্দস্‌স ইদঞ্চ বণ্ণুং
[1]বেত্তাচরং সঙ্কুপথঞ্চ মগ্‌গং,
নদিযো পন পব্বতানঞ্চ দুগ্‌গা
পুথদ্দিসা গচ্ছথ ভোগহেতু।

১২. পক্‌খন্দিযান বিজিতং পরেসং
বেরজ্জকে মানুসে পেক্‌খমানা,
যং বো সুতং বা অথবাপি দিট্‌ঠং
অচ্ছেরকং তং বো সুণোম তাতা’তি।

১১. ‘তোমরা ভোগসম্পত্তির জন্য সমুদ্রের পরতীরে, ঈদৃশ মরুপ্রদেশে, বেত্রলতার আশ্রয়ে গমনোপযোগী পথে, স্থাণুময় পথে, নদী ও দুর্গম পর্বতপথে, ইত্যাদি বহু পথে, বহুদিকে গমন করিয়া থাক।

১২. তোমরা অপর রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, তথায় বিদেশবাসী (বিবিধ স্বভাবের) মনুষ্যগণকে দর্শন করিয়া প্রস্থান কর। (এইরূপে দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন সময়) তোমরা যাহা কিছু আশ্চর্যজনক বিষয় দেখিয়াছ, অথবা শুনিয়াছ, হে তাত বণিকগণ, তোমাদের নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।’

১৩. ‘ইতোপি অচ্ছেরতরং কুমার
ন নো সুতং বা অথবাপি দিট্‌ঠং,
অতীত মানুস্‌সকমেব সব্বং
দিস্বান তপ্পাম অনোমবণ্ণং।

---

[1]। সী–খু–বেত্তাচারং।

১৪. [১]বেহাসযং পোক্খরঞ্ঞো সবন্তি
পহূতমল্যা বহুপুণ্ডরীকা,
দুমা চিমে নিচ্চফলূপপন্না
অতীব গন্ধা সুরভিং পবাযন্তি।
১৫. বেলুরিযত্থম্ভা সতমুস্সিতাসে
সিলপ্পবালস্স চ আযতংসা,
মসারগল্লা সহ লোতিতঙ্কা
থম্বা ইমে জোতিরসামযাসে।
১৬. সহস্সত্থম্ভং অতুলানুভাবং
তেসূপরি সাধুমিদং বিমানং,
রতনন্তরং কঞ্চনবেদিমিস্সং
তপনীযপট্টেহি চ সাধুছন্নং।
১৭. জম্বোনদুত্তত্তমিদং সুমট্ঠো
পাসাদসোপান ফলূপপন্নো,
দল্হো চ বগ্গু সুমুখো সুসংগতো
অতীব নিজ্ঝানক্খমো মনুঞ্ঞো।
১৮. রতনন্তরস্মিং বহু অন্নপানং
পরিচারিতো অচ্ছরাসংগণেন,
[২]মুরজ্জ আলম্বরতুরিযঘুট্ঠো
অভিবন্দিতোসি থুতিবন্দনায।
১৯. সো মোদসি নারিগণপ্পবোধনো
বিমানপাসাদবরে মনোরমে,
অচিন্তিযো সব্বগুণূপপন্নো
রাজা যথা বেস্সবণো নলিন্যা।
২০. দেবো নু আসি উদবাসি যক্খো
উদাহু দেবিন্দো মনস্সভূতো,
পুচ্ছন্তি তং বাণিজা সত্থবাহা
আচিক্খ কো নাম তুবংসি যক্খা'তি।

১৩. 'হে দেবকুমার, মানবশক্তির অতীত অনুপম সৌন্দর্য বিশিষ্ট তোমার এই বিমানাদি সমস্তই আশ্চর্যজনক, আমরা ইহা হইতে আশ্চর্যতর আর কিছুই দেখি নাই, অথবা শুনি নাই।

---

[১]। সী–বেহাসযং মং।
[২]। সী–হা–মূরজ।

১৪. নভোমণ্ডলে প্রভূতমাল্য ও বহুপদ্ম সমাকীর্ণা পুষ্করিণী ও নদী [শোভা পাইতেছে] নিত্য ফলসম্পন্ন বৃক্ষরাজি হইতে অতিশয় [মনোমুগ্ধকর] সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে।

১৫. শতহস্ত উচ্চতাবিশিষ্ট দীর্ঘ অংশযুক্ত [আট, ষোল, বত্রিশ অংশসম্পন্ন] বৈদুর্য, স্ফটিকশিলা, প্রবাল, মসারগল্ল ও লোহিতঙ্কমণিময় এই স্তম্ভসমূহ জ্যোতিরসসম্পন্ন।

১৬. অতুলনীয় অনুতাববিশিষ্ট সহস্র স্তম্ভ, সেই স্তম্ভসমূহের উপর তোমার এই সুন্দর বিমান [ভিত্তি, স্তম্ভ সোপাণাদি] অন্যান্য বিবিধ রত্নে শোভিত, তাহা কাঞ্চনময় বেদী পরিক্ষিপ্ত, বিবিধ রত্নময় উজ্জ্বল আলোকবিশিষ্ট ফলকে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত।

১৭. প্রোজ্জ্বল 'জম্বুনাদ' নামক রত্নের আভা সদৃশ, সুমার্জিত, [পার্শ্ববর্তী] প্রাসাদসমূহ রমণীয় সোপান ও ফলকযুক্ত, স্থির, অভিরূপ, সুন্দরাবয়ব সঙ্গত, [প্রভাস্বরবিশিষ্ট হইলেও] অত্যন্ত দর্শনক্ষম ও মনোরম।

১৮. এই রত্নময় বিমানের অভ্যন্তরে প্রভূত অন্ন ও পানীয় সামগ্রী বিদ্যমান, অপ্সরাগণ আপনাকে পরিবৃত করিয়া সর্বদা মৃদঙ্গ, ঢোল, তুর্য নির্ঘোষসহযোগে স্তুতি ও বন্দনা গাথায় অভিবাদন করিতেছে।

১৯. আপনি অচিন্তনীয় সর্বগুণসম্পন্ন হইয়া বৈশ্রবণ রাজার 'নলিন্যা' নামক ক্রীড়ন স্থান সদৃশ এই মনোরম শ্রেষ্ঠ বিমান প্রাসাদে দেববালাদের প্রবোধনে প্রমোদিত হইতেছেন।

২০. বণিকগণ তাঁহাকে [মায়াবী যক্ষ বিবেচনায় সন্দিগ্ধ চিত্তে] জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে যক্ষ, আপনি কি দেবতা? না, যক্ষ? না কি দেবরাজ ইন্দ্র? অথবা কোন [ঐশ্বীশক্তিসম্পন্ন] মানব? আমাদিগকে বলুন—আপনি কে?'

দেবপুত্র আপন পরিচয় প্রদানার্থ কহিলেন—

২১. 'সেরিস্‌সকো নাম অহম্পি যক্‌খো
কন্তারিযো বণ্ণুপথম্‌হি গুত্তো,
ইমং পদেসং অভিপালযামি
বচনকরো বেস্‌সবণস্‌স রঞ্ঞো'তি।

২১. 'আমি সেরিস্‌সক নামক দেবতা, [বিপদগ্রস্ত পথিকদিগকে] রক্ষার নিমিত্ত এই বালুকাময় কান্তারে নিযুক্ত রক্ষক। বৈশ্রবণ রাজার আদেশে আমি এই প্রদেশ বিশেষরূপে রক্ষা করি।'

বণিকগণ জিজ্ঞাসা করিল—

২২. 'অধিচ্চলদ্ধং পরিণামজন্তে
সযং কতং উদাহু দেবেহি দিন্নং,
পুচ্ছন্তি তং বাণিজা সত্থবাহা
কথং তযা লদ্ধমিদং মনুঞ্ঞ'ন্তি?

২২. 'বণিকগণ সেই দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—এই মনোজ্ঞ বিমান আপনি কি

যথাইচ্ছা বশে লাভ করিয়াছেন? না, নিয়তিবশে [কাল পরিবর্তনে] লাভ করিয়াছেন? না কি, আপনার নিজকৃত? অথবা কি দেবগণ দিয়াছেন? আপনি ইহা কি প্রকারে লাভ করিয়াছেন?'

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র কহিলেন—

২৩. 'নাধিচ্চলদ্ধং ন পরিণামজং মে
ন সযং কতং নহি দেবেহি দিন্নং,
সকেহি কম্মেহি অপাপকেহি
পুঞ্ঞেহি মে লদ্ধমিদং মনুঞ্ঞ'ন্তি।

২৩. 'ইহা আমার ইচ্ছালব্ধ নহে, নিয়তিবশেও নহে, নিজকৃতও নহে, দেবপ্রদত্তও নহে; স্বকীয় পাপহীন পুণ্যকর্মের প্রভাবে আমি এই মনোজ্ঞ বিমান লাভ করিয়াছি।'

বণিকগণ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল—

২৪. 'কিদন্ত বতং কিং পন ব্রহ্মচরিযং
কিস্‌স সুচিণ্ণস্‌স অযং বিপাকো,
পুচ্ছন্তি তং বাণিজা সত্থবাহা
কথং তযা লদ্ধমিদং বিমান'ন্তি?

২৪. 'বণিকগণ সেই দেবপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি প্রকারে এই বিমান লাভ করিয়াছেন? ব্রত ও ব্রহ্মচর্য ইহার মধ্যে কোনটা উত্তমরূপে আচরণ করিয়া, এইরূপ বিপাক বা দিব্যসুখ লাভ করিয়াছেন?'

দেবপুত্র কহিলেন—

২৫. 'মম পাযাসীতি অহু সমঞ্ঞা
রজ্জং যদা কারযিং কোসলানং,
নত্থিকদিট্‌ঠী কদরিযো পাপধম্মো
উচ্ছেদবাদী চ তদা অহোসিং।

২৬. সমণো চ খো আসি কুমারকস্‌সপো
বহুস্‌সুতো চিত্তকথী উলারো,
সো মে তদা ধম্মকথং [১]অকাসি
দিট্‌ঠিবিসূকানি বিনোদযী মে।

২৭. তাহং তস্‌স ধম্মকথং সুণিত্বা
উপাসকত্তং পটিবেদযিস্‌সং,
পাণাতিপাতা বিরতো অহোসিং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযিস্‌সং।

---

[১]। হা–অভাসি।

অমজ্জপো নো চ মুসা অভাণিং,
সকেন দারেন চ অহোসিং তুট্‌ঠো।

২৮. তং মে বতং তং পন ব্রহ্মচরিযং
তস্‌স সুচিণ্ণস্‌স অযং বিপাকো,
তেহেব কম্মেহি অপাপকেহি
পুঞ্ঞেহি মে লদ্ধমিদং বিমান'ন্তি।

২৫. 'আমি যখন কোশলরাজ্যে রাজত্ব করিতেছিলাম, তখন আমার নাম ছিল পায়াসি। তখন আমি ছিলাম অত্যধিক কৃপণ, পাপধর্মপরায়ণ ও উচ্ছেদবাদী মিথ্যাদৃষ্টি।

২৬. তখন বহুশ্রুত, শ্রেষ্ঠ বিচিত্র কথিত কুমারকশ্যপ নামক একজন ভিক্ষু ছিলেন। তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ে উপদেশ দিয়া, আমার মিথ্যাদৃষ্টিগত ভাব বিনোদন করিয়াছিলেন।

২৭. আমি তাঁহার সেই ধর্মকথা শ্রবণে আমার উপাসকত্ব প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদবধি আমি প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিলাম, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা ত্যাগ করিয়াছিলাম অর্থাৎ চুরি করি নাই, মদ্যপান করি নাই, মিথ্যা কথা বলি নাই, স্বীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিলাম।

২৮. ইহাই আমার ব্রত, ইহাই আমার ব্রহ্মচর্য; ইহা সুন্দররূপে আচরণ হেতুই আমার এই বিপাক; সেই পাপহীন পুণ্যকর্মেই আমার এই বিমান লব্ধ হইয়াছে।'

অতঃপর দেবপুত্র ও তাঁহার বিমান প্রত্যক্ষদর্শনে কর্মফলের প্রতি বণিকগণের শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল। তাহারা সেই শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ কহিল—

২৯. 'সচ্চং কিরাহংসু নরা সপঞ্ঞা
অনঞ্ঞথা বচনং পণ্ডিতানং,
যহিং যহিং গচ্ছতি পুঞ্ঞকম্মো
তহিং তহিং মোদতি কামকামী।

৩০. যহিং যহিং সোকপরিদ্দবো চ
বধো চ বন্ধো চ পরিক্কিলেসো,
তহিং তহিং গচ্ছতি পাপকম্মো
ন মুচ্চতি দুগ্‌গতিযা কদাচী'তি।

২৯. 'প্রজ্ঞাবানেরা সত্যকথাই বলিয়াছিলেন, পণ্ডিতদের বাক্য অন্যথা নহে। পুণ্যকর্মী যথায় যথায় গমন করে, তথায় তথায় তিনি সুখসম্পদে আমোদিত হন।

৩০. সে স্থানে শোক, পরিদেব, বধ-বন্ধন ও অসহ্য দুঃখ, সে স্থানে পাপাচরণকারীরা গমন করে, তাহারা দুর্গতি হইতে কখনও মুক্ত হইতে পারে না।'

বণিকগণের এইরূপ বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানদ্বারে সিরীসবৃক্ষ হইতে একটি

পরিপক্ক ‘সিপাটিকা’ ফল পতিত হইল। তদ্দর্শনে সপরিজন দেবপুত্র তখন দুঃখে মলিনমুখে হইলেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া, বণিকগণ জিজ্ঞাসা করিল—

৩১. ‘সম্মুল্হরূপোব জনো অহোসি
অস্মিং মুহুত্তে কললীকতো ব,
জনস্সিমস্স তুয্হঞ্চ কুমার
অপ্পচ্চযো কেন সুখো অহোসী’তি।

৩১. হে দেবকুমার, আপনি এবং আপনার পরিজনবর্গ সকলে এই মুহূর্তেই কর্দমাক্ত জলের ন্যায় অপ্রসন্ন, শোকে মুহ্যমান ও দৌর্মনস্য প্রাপ্ত হইলেন কেন?’

তাহা শুনিয়া দেবপুত্র প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

৩২. ‘ইমে সিরীসূপবনা চ তাতা
দিব্বা গন্ধা [১]সুরভিং সম্পবন্তি,
তে সম্পবাযন্তি ইমং বিমানং
দিবা চ রত্তো চ তমং [২]নিহন্তা।

৩৩. ইমেসং চ খো বস্সসতচ্চযেন
সিপাটিকা ফলতি একমেকা,
মানুস্সকং বস্সসতং অতীতং
যদগ্গে কাযম্হি ইধূপপন্নো।

৩৪. দিস্বানহং বস্সসতানি পঞ্চ
অস্মিং বিমানে ঠত্বান তাতা,
আযুক্খযা পুঞ্ঞক্খযা চবিস্সং
তেনেব সোকেন পমুচ্ছিতোস্মি’ন্তি।

৩২. ‘হে তাত বণিকগণ, এই সিরীস-উপবন হইতে দিব্য সৌরভ উত্তমরূপে প্রবাহিত হইতেছে। অন্ধকার বিধ্বংসকারী এই উপবন রাত্রিদিন এই বিমানে সম্যকরূপে সৌরভ প্রবাহিত করে।

৩৩. [মনুষ্যগণনার] একশত বৎসর অতীতের পর, এই সিরীস বৃক্ষের একটি মাত্র ‘সিপাটিকা’ নামক ফল [পরিপক্ক হইয়া] বৃন্তচ্যুত হয়। যেই হইতে আমি দেবলোকে দেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই হইতে মনুষ্যগণনায় আমার একশত বৎসর অতীত হইয়া গেল। [দেখিতেছি ক্রমশ পরমায়ু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে]।

৩৪. হে তাত, আমি দিব্য গণনার পাঁচশত বৎসর [মনুষ্যগণনায় নব্বই হাজার বৎসর] এই বিমানে অবস্থান করিয়া, আয়ুক্ষয়ে ও পুণ্যক্ষয়ে চ্যুত হইব দেখিয়া, সেই শোকে মুহ্যমান হইতেছি।’

---

[১]। সী–সুরভি।

[২]। সী–নীহন্তা।

অতঃপর বণিকগণ সান্ত্বনা বাক্যে কহিল—

৩৫. 'কথং নু সোচেয্য তথাবিধো সো
লদ্ধা বিমানং অতুলং চিরায,
যেচাপি খো ইত্তরমুপপন্নো
তে নূন সোচেয্যুং পরিত্তপুঞ্ঞা'তি।

৩৫. 'যিনি এমন দীর্ঘকালস্থায়ী অতুল বিভূতিসম্পন্ন বিমানে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি কেন শোক করিবেন? অল্পপুণ্যবানেরাই শোক করে নহে কি?'

দেবপুত্র ইহাতেই আশ্বাদিত হইয়া, বণিকগণের বাক্য প্রতিগ্রহণপূর্বক কহিলেন—

৩৬. 'অনুচ্ছবিং ওবদিযঞ্চ মে তং
যং মং তুম্হে পেয্যবাচং বদেথ,
তুম্হে চ খো তাতা মযানুগুত্তা
যেনিচ্ছকং তেন পলেথ সোত্থি'ন্তি।

৩৬. 'হে তাত, তোমরা আমাকে প্রিয়বাক্যে যাহা উপদেশ দিলে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে। [অমনুষ্য পরিগৃহীত এই মরুকান্তারে] আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব, তোমরা সুখে যথা ইচ্ছা গমন কর।'

বণিকগণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ কহিল—

৩৭. 'গন্ত্বা মযং সিন্ধু সোবীরভূমিকং
ধনত্থিকা উদ্দযং পত্থযানা,
যথা পযোগা পরিপুন্নচাগা
কাহাম সেরিস্সস মহং উলার'ন্তি।

৩৭. 'আমরা সিন্ধু-সোবীর প্রদেশে গমনপূর্বক বিপুল অর্থলাভের প্রার্থনা করিয়া, আমাদের প্রতিজ্ঞানুরূপ প্রচুর অর্থব্যয়ে সেরিস্সক দেবপুত্রের উদ্দেশ্যে মহা পূজোৎসব করিব।'

দেবপুত্র তাহাদিগকে উৎসব করিতে নিষেধ করিয়া, কর্তব্যে নিয়োজিত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন—

৩৮. 'মা চেব সেরিস্সমহং অকত্থ
সব্বঞ্চ বো ভবিস্সতিযং বদেথ,
পাপানি কম্মানি বিবজ্জযাথ
ধম্মানুযোগঞ্চ অধিট্ঠহাথা'তি।

৩৮. 'তোমরা সেরিস্সক উৎসব করিও না, বরঞ্চ তোমরা পাপকর্মসমূহ বিশেষভাবে বর্জন কর, দানাদি কুশলধর্মে অনুযুক্ত হইবে বলিয়া অধিষ্ঠান বা সঙ্কল্প কর'; তাহা হইলে, যেই লাভের কথা বলিতেছ, তাহা সমস্তই সিদ্ধ হইবে।'

দেবপুত্র সেই উপাসকের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, বণিকগণকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা

করিয়াছেন, তাঁহার গুণকীর্তন মানসে কহিলেন—

৩৯. ‘উপাসকো অত্থি ইমম্হি সঙ্ঘে
বহুস্সুতো সীলবতুপপন্নো,
সদ্ধো চ চাগী চ সুপেসলো চ
বিচক্খণো সন্তুসিতো [1]মুতীমা।

৪০. সঞ্জানমানো ন মুসা ভণেয্য
পরূপঘাতায ন চেতযেয্য,
বেভূতিকং পিসুণং নো করেয্য
সণহঞ্চ বাচং সখিলং ভণেয্য।

৪১. সগারবো সপ্পতিস্সো বিনীতো
অপাপকো অধিসীলে বিসুদ্ধো,
সো মাতরং পিতরঞ্চাপি জন্তু
ধম্মেন পোসেতি অরিযবুত্তি।

৪২. মঞ্ঞে সো মাতাপিতুন্নং কারণা
ভোগ্গনি পরিযেসতি ন অত্তহেতু
নেক্খম্মপোনো চরিস্সতি ব্রহ্মচরিযং।

৪৩. উজূ অবঙ্কো অসঠো অমাযো
ন লেসকপ্পেন চ বোহরেয্য,
সো তাদিসো সুক্কতকম্মকারী
ধম্মে ঠিতো কিন্তি লভেথ দুক্খং।

৪৪. তং কারণা পাতুকতোম্হি অত্তনা
তস্মা ধম্মং পস্সথ বাণিজাসে,
অঞ্ঞত্র তেনীহ ভস্মী ভবেথ
অন্ধাকুলা বিপ্পনট্ঠা অরঞ্ঞে।
তং খিপ্পমানেন লহুং পরেন,
সুখো [2]হবে সপ্পুরিসেন সঙ্গমো’তি।

৩৯. ‘তোমাদের এই দলে বহুশ্রুত, শীলব্রতসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান, ত্যাগী, কুশলকার্য সম্পাদনে সুদক্ষ, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, পুণ্যকার্য সম্পাদনে সন্তোষলাভী, ইহ-পরকালের মঙ্গল চিন্তাকারী, একজন উপাসক আছেন।

৪০. তিনি জ্ঞানত মিথ্যা ভাষণ করেন না, অপরকে হত্যার চিন্তা করেন না, হিংসা করেন না, পিশুনবাক্য বলেন না, সমস্ত সুন্দর বাক্যই ভাষণ করেন।

---

[1]। সী–মতীমা।
[2]। সী–ভবে।

৪১. তিনি গৌরবের উপযুক্ত ব্যক্তিকে গৌরব করেন, গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, বিনীত, পাপহীন, অধিশীলে (অষ্টাঙ্গ উপোসথশীলে) বিশুদ্ধ। তিনি মাতাপিতা ও পরিজনবর্গকে ধর্মমতে পরিশুদ্ধ ব্যবসা অবলম্বনে পালন করেন।

৪২. আমার মনে হয়, তিনি মাতাপিতার জন্যই ভোগসম্পদ অন্বেষণ করিতেছেন, নিজের জন্য নহে। মাতাপিতার বর্তমানে যাহা নির্বাণগামী ধর্ম, সেই ব্রহ্মচর্য ধর্ম আচরণ করিবেন।

৪৩-৪৪. তিনি সরল, অবক্র, অশঠ, অমায়াবী ও প্রবঞ্চনাকর বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাদৃশ সদাচারী, ধর্মেস্থিত ব্যক্তি যদি কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। (তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া, তোমাদিগকেও রক্ষা করিতে হইতেছে), সুতরাং হে বণিকগণ, ধর্মকে দেখ (ধর্মাচরণ কর) সেই উপাসক ব্যতীত কেবল তোমরা যদি আসিতে, তাহা হইলে এই মরুকান্তারে অন্ধের ন্যায় অনাথ ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ভস্মীভূত হইয়া, বিনষ্ট হইয়া যাইতে।

তাঁহাকে কিছু বলিয়া, পীড়া প্রদান করিলেও, অন্যের প্রতি তিনি চিত্ত দূষিত করেন না। অতএব সৎপুরুষের সহিত একত্র অবস্থানে সুখের কারণ হয়।'

বণিকগণ তাঁহার স্বরূপ জানিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

৪৫. 'কিং নাম সো কিঞ্চ করোতি কম্মং
কিং নামধেয্যং কিং পন তস্স গোত্তং,
মযম্পি নং দট্ঠু কামম্হ যক্খ
যস্সানুকম্পায ইধাগতোসি
লাভা হি তস্স যস্স তুবং পিহেসী'তি?

৪৫. 'হে দেবতে, যাঁহাকে আপনি প্রিয়চক্ষে দেখিতেছেন এবং যাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা লাভ করিয়াছি [বলিয়া যে আপনি বলিতেছেন], তিনি কে? কি কাজ করেন? তাঁহার নাম কি? গোত্র কি? আমরাও তাঁহার দর্শনেচ্ছুক।'

প্রত্যুত্তরে দেবপুত্র কহিলেন—

৪৬. 'যো কপ্পকো সম্ভবনামধেয্যো
উপাসকো [১]কোচ্ছফলূ পজীবী,
জানাথ নং তুম্হাকং পেসিযো সো
মা খো নং হীলিত্থ সুপেসলো সো'তি।

৪৬. 'সম্ভব নামক যেই ক্ষৌরকার ক্ষৌরকর্মে জীবিকা নির্বাহ করে, সেই উপাসক তোমাদের সেবাকারী, তোমরা তাঁহাকে অবগত আছ। তাঁহাকে তোমরা লজ্জা দিও না, তিনি অতি ভদ্র।'

---

[১]। সী–কোচ্ছভণ্ডু পজীবী।

বণিকগণ তাঁহার পরিচয় পাইয়া কহিলেন—

৪৭. 'জানামসে যং ত্বং বদেসি যক্খ
ন খো নং জানাম স ঈদিসোতি,
মযম্পি নং পূজযিস্‌সাম যক্খ
সুত্বান তুয্‌হং বচনং উলার'ন্তি।

৪৭. 'হে দেবতে, যাহা আপনি কহিলেন, [স্বরূপবশে] আমরাও তাহা অবগত আছি। তবে, আপনি যতদূর কীর্তন করিলেন, তিনি যে এতদূর গুণসম্পন্ন, তাঁহার সেই গুণ সম্বন্ধে আমরা জানি না। আপনার মুখে ঈদৃশ মহত্ত্ব প্রকাশক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, আমরাও তাঁহাকে পূজা করিব।'

অতঃপর দেবপুত্র বণিকগণকে আপন বিমানে উঠাইয়া, ধর্ম বিষয়ে অনুশাসনার্থ কহিলেন—

৪৮. 'যে কেচি ইমস্মিং সত্থে মনুস্‌সা
দহরা মহন্তা অথবাপি মজ্ঝিমা,
সব্বেব তে আলম্বন্তু বিমানং
পস্‌সন্তু পুঞ্ঞান ফলং কদরিযা'তি।

৪৮. 'তোমরা এই বণিকদল বালক, বৃদ্ধ অথবা মধ্য বয়স্ক যত মানব আছ, সকলেই আমার বিমানে আরোহণ কর, কৃপণ ব্যক্তিরা পুণ্যের ফল কিরূপ দেখুক।'

পরিশিষ্টে নিম্নোক্ত ছয়টি গাথা ধর্মসঙ্গায়নকারী স্থবিরগণ আরোপ করিয়াছেন—

৪৯. 'তে তত্থ সব্বেব অহং পুরেতি
তং কপ্পকং তত্থ পুরক্খিপিত্বা,
সব্বেব তে আলম্বিংসু বিমানং
মসক্কসারং বিয বাসবস্‌স।

৫০. তে তত্থ সব্বেব অহং পুরেতি
উপাসকত্তং পরিবেদযিংসু,
পাণাতিপাতা বিরতা অহেসুং
লোকে অদিন্নং পরিবজ্জযিংসু।

৫১. অমজ্জপা নো চ মুসা ভণিংসু
সকেন [১]দারেন চ অহেসুং তুট্‌ঠা,
তে তত্থ সব্বেব অহং পুরেতি
উপাসকত্তং [২]পটিবেদযিত্বা।
পক্কামি সত্থো অনুমোদমানো

---

[১]। জী–ঈ–হা–দারেন।

[২]। সী–পটিদেসযিত্বা।

যক্খিদ্ধিযা অনুমতো পুনপ্পুনং।

৫২. গন্ত্বা ন তে সিসুসোবীরভূমিং
ধনত্থিকা উদ্দযং পত্থযানা,
যথা পযোগা পরিপুণ্ণলাভা
পচ্চাগমুং পাটলিপুত্ত মক্খতং

৫৩. গন্ত্বান তে সংঘরং সোত্থিবন্তো
পুত্তেহি দারেহি সমঙ্গিভূতা,
[1]আনন্দা [2]বিত্তা সুমনা পতীতা
অকংসু সেরিস্‌স মহং উলারং।

৫৪. সেরিস্‌সকং তে পরিবেণং মাপযিংসু
এতাদিসা সপ্পুরিসান সেবনা,
[3]মহত্থিকা ধম্মগুণান সেবনা
একস্‌স অত্থায উপাসকস্‌স
সব্বেব সত্তা সুখিতা অহেসু'ন্তি।

৪৯. 'তথায় তাহারা সকলেই [আগ্রহাতিশয্যে] 'আমি পূর্বে, আমি পূর্বে' [আরোহণ করিব] এইরূপ বলিতে বলিতে ক্ষৌরকারকে অগ্রবর্তী করিয়া, সকলেই সেই ইন্দ্রভবন তুল্য বিমানে আরোহণ করিয়াছিল।

৫০. তথায় [দেবপুত্র সমীপে] তাহারা সকলেই 'আমি প্রথম' [উপাসকত্ব গ্রহণ করিব, এইরূপ আগ্রহ সহকারে] বলিয়া উপাসকত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। [সেই হইতে] তাহারা প্রাণীহত্যা হইতে বিরত হইয়াছিল, জগতে যাহা অদত্ত বস্তু, তাহা পরিবর্জন করিয়াছিল।

৫১. [সেই হইতে তাহারা] মদ্যপান করে নাই, মিথ্যা বলে নাই, স্বকীয় স্ত্রীতে সন্তুষ্ট ছিল। তথায় তাহারা সকলেই 'আমি প্রথম' এইরূপ [আগ্রহ বাক্য] বলিয়া উপাসকত্ব প্রকাশ পূর্বক [দেবতার উপদেশ] পুনঃপুন অনুমোদনান্তর দেবঋদ্ধি প্রভাবে প্রস্থান করিয়াছিল।

৫২. তাহারা ধনার্থী হইয়া, বিপুল অর্থলাভের প্রত্যাশায় সিন্ধু-সোবীর দেশে গমনপূর্বক যথাঅধ্যাশয় মতে কার্য করণান্তর যথেষ্টরূপে লাভবান হইয়া, নিরাপদে পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল।

৫৩. তাহারা নিরাপদে আপন আপন গৃহে আগমনপূর্বক স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া, আনন্দ হৃদয়ে, প্রসন্নচিত্তে ও প্রীতমনে সেরিস্‌সক দেবপুত্রের উদ্দেশ্যে

[1]। জী–ঈ–আনন্দ।

[2]। সী–চিত্তা।

[3]। সী–মহিদ্ধিযাতি, মহত্থিযাতি।

মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

৫৪. তাহারা [কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ] সেরিস্‌সক দেবপুত্রের নামে একখানা পরিবেণ [বিহার] নির্মাণ করিয়াছিল। সৎপুরুষের সেবা—এইরূপ অর্থসাধক। ধর্মগুণ সেবা মহাফলদায়ক। একজন উপাসকের গুণে বণিকদলের সকলেই সুখী হইয়াছিল।'

পায়াসি দেবপুত্র ও বণিকদলের মধ্যে যেই সমস্ত আলাপ হইয়াছিল, সম্ভব উপাসক তাহা স্থবিরগণকে বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময় যশ স্থবির প্রমুখ মহাস্থবিরগণ তাহা সঙ্গীতিতে আরোপ করিয়াছিলেন। অনন্তর সম্ভব উপাসক মাতাপিতার মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

সেরিস্‌সক বিমান সমাপ্ত

সুনিক্ষিপ্ত বিমান—৭.১১

ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন মহামোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ মানসে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় অন্যতর কোনও এক দেবপুত্র স্বকীয় বিমানদ্বারে স্থিত ছিলেন। তিনি মহামোগ্‌গল্লান স্থবিরের দর্শন লাভে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পঞ্চাঙ্গ লুটাইয়া বন্দনান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এই দেবপুত্র অতীত জন্মে কশ্যপ বুদ্ধের সময় মনুষ্যকুলে জন্মধারণ করিয়াছিলেন। কশ্যপবুদ্ধ পরিনির্বাপিত হইলে, তাঁহার শারীরিক ধাতু নিধান করিয়া, তদুপরি কনকময় চৈত্য নির্মাণ করা হইয়াছিল। সেই চৈত্যে ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকা এই চারি পরিষদ সময়ান্তরে পুষ্প প্রদীপ ও সুগন্ধ দ্রব্যাদি পূজা করিতেন। একদা অন্যান্য ভক্তগণ পূজা করিয়া প্রস্থান করিলে, পূর্বোক্ত ব্যক্তি চৈত্য প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পুষ্পসমূহ দেখিতে পাইয়া তিনি পুষ্পসমূহ সুনিক্ষিপ্ত বা সুন্দররূপে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুন্দর সাজান দ্বারা উহা বড় মনোরম দেখাইতেছিল। ইহাতে তাঁহার প্রবল প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি সেই প্রীতি উৎফুল্ল হৃদয়ে পূজা ও বন্দনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অন্তরে সেই পুণ্যাভা উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়াছিল। অনন্তর তাঁহার মৃত্যু হইলে, সেই পুণ্যের প্রভাবে তিনি তাবতিংস স্বর্গে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জন্য দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমান উৎপন্ন হইয়াছিল। তিনি মহাক্ষমতাসম্পন্ন, ঋদ্ধিমান ও মহাপরিবারযুক্ত হইয়াছিলেন। মোগ্‌গল্লান স্থবির তাহার দর্শন পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

১. 'উচ্চমিদং মণিথূণং বিমানং

সমন্ততো দ্বাদসযোজনানি
কূটাগারা সত্তসতা উলারা
বেলুরিযত্থম্ভা রুচকত্থতা সুভা।

২. তত্থচ্ছসি পিবসি খাদসী চ
দিব্বা চ বীণা পবদন্তি বগ্‌গু,
দিব্বা রসা কামগুণেত্থ পঞ্চ
নারিযো নচ্চন্তি সুবণ্ণচ্ছন্না।

৩. 'কেন তে তাদিসো বণ্ণো কেন তে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ তে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৪. পুচ্ছামি তং দেব মহানুভাব
মনুস্‌সুভূতো কিমকাসি পুঞ্ঞং,
কেনাসি এবং জলিতানুভাবো
বণ্ণো চ তে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

৫. 'সো দেবপুত্তো অত্তমনো মোগ্‌গল্লানেন পুচ্ছিতো,
পঞ্ঞং পুট্‌ঠো বিযাকাসি যস্‌স কম্মস্‌সিদং ফলং'।

৬. 'দুন্নিক্‌খিত্তং মালং সুনিক্‌খিপিত্বা
পতিট্‌ঠপেত্বা সুগতস্‌স থূপে,
মহিদ্ধিকো চম্‌হি মহানুভাবো
দিব্বেহি কামেহি সমঙ্গিভূতো।

৭. তেন মে তাদিসো বণ্ণো তেন মে ইধমিজ্ঝতি,
উপ্পজ্জন্তি চ মে ভোগা যে কেচি মনসো পিযা।

৮. অক্‌খামি তে ভিক্‌খু মহানুভাব
মনুস্‌সভূতো যম্‌হং অকাসিং,
তেনম্‌হি এবং জলিতানুভাবো
বণ্ণো চ মে সব্বদিসা পভাসতী'তি।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৬. সুগতের [কশ্যপবুদ্ধের] ধাতুনিহিত চৈত্যে বিশৃঙ্খলায় বিক্ষিপ্ত [পূজাকৃত] পুষ্পসমূহ আমি সুন্দররূপে সাজাইয়া দিয়াছিলাম, সেই পুণ্যের প্রভাবে এখন আমি মহাঋদ্ধি মহানুভাবসম্পন্ন হইয়া দিব্য কামগুণে অভিরমিত হইতেছি।

৭ম গাথার অনুবাদ পূর্ব সদৃশ।

৮. হে মহানুভাবসম্পন্ন ভিক্ষু, আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি—মানবকুলে জন্ম লাভ করিয়া, যেই কুশলকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলাম, সেই কর্মের প্রভাবেই আমি ঈদৃশ দীপ্তানুভাবসম্পন্ন হইয়াছি। আমার শরীরবর্ণ সর্বদিক প্রভাসিত হইতেছে।'

দেবপুত্র আপন সুচরিত কর্ম সম্বন্ধে প্রকাশ করিলে, মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাঁহাকে ধর্মদেশনান্তর মনুষ্যলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভগবানকে সেই দেবপুত্রের কাহিনী নিবেদন করিলেন। ভগবান তাহা উপলক্ষ করিয়া সমবেত পরিষদে ধর্মদেশনা করিলেন। সেই ধর্মোপদেশ বহুজনের মঙ্গল বিধান করিয়াছিল।

সুনিক্খিপ্ত বিমান সমাপ্ত
পুরুষ বিমান বর্ণনা সমাপ্ত
সপ্তবর্গে পরিপূর্ণ বিমানবত্থু বর্ণনা সমাপ্ত।

========